।। ওতম্।।

অথ সংস্□ারবিধিঃ

(বঙ্গানুবাদ)

বেদানুকুলৈর্গর্ভাধানাদ্যন্ত্যেষ্টিপর্য্যন্তৈঃ ষোড়শসংস্□ারৈঃ
সমন্বিতঃ আর্য়ভাষয়াপ্রকটীকৃতঃ

শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্যেণ
শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামিনানির্মিতঃ

অনুবাদক
পণ্ডিত দীনবন্ধু বেদশাস্□ী

সম্পাদক
শ্রী সতীশ চন্দ্র মণ্ডল

ষষ্ঠ সংস্□রণ ৫০০০

ঋষি বোধোৎসব
১লা ফাল্□ুন রবিবার ১৪০৫

খৃষ্টাব্দ–১,৯৭,২৯,৪৯,০৯৯ বিক্রমাব্দ–২০৫৫
বঙ্গাব্দ–১৪০৫ দয়ানন্দাব্দ–১৭৬

প্রকাশকঃ
বঙ্গীয় আর্য প্রতিনিধি সভা
মহর্ষি দয়ানন্দ ভবন
৪২, শঙ্কর ঘোষ লেন
কোলকাতা-৬
ফোন ঃ ০৩৩-২২৪১-৪৫৮৩

অনুবাদক ঃ
পণ্ডিত দীনবন্ধু বেদশাস্□ী

সম্পাদক ঃ
শ্রী সতীশ চন্দ্র মণ্ডল

অক্ষর ঃ
বাবলু দুবে

মুদ্রক ঃ
সরস্বতী প্রেস
সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কোলকাতা

মূল্য ঃ
২৫ .০০ টাকা

সংস্□ারবিধের্বিষয়সূচীপত্রম্

সঙ্কল্প পাঠ

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী স্বরচিত ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকায় বেদোৎপত্তি প্রকরণে লিখিয়াছেন যে, আর্যগণ প্রতিদিন সর্বাগ্রে ''ও৩ম্। তৎসৎ।'' পরমাত্মার এই তিন নাম উচ্চারণপূর্বক সৃষ্টিসংবৎসরাদি উল্লেখ করিয়া প্রত্যেক কার্য আরম্ভ করিয়া থাকেন। এইজন্য আবালবৃদ্ধবণিতা সকলকেই প্রত্যেক যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রারম্ভে এইরূপ সঙ্কল্পবাক্য উচ্চারণ করিয়া ঋত্বিগ্বরণ করিতে হয়। যথা–

''ও৩ম্। তৎসৎ। শ্রীব্রহ্মণো দ্বিতীয়প্রহরার্দ্ধে বৈবস্বতে মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতিতমে কলিযুগে কলিপ্রথমচরণে অমুক বিক্রমাব্দে / বঙ্গাব্দে অমুক মাসে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক দিনে জম্বুদ্বীপে ভরতখণ্ডে আর্য্যাবর্তান্তর্গতে অমুক দেশে অমুক গ্রামে/নগরে অমুক গোত্রোৎপন্নঃ অমুক নামাহং অমুক কর্ম করণায় ভবন্তং বৃণে।'' –সম্পাদক

প্লুতস্বরে ওঙ্কার

বেদমন্□ উচ্চারণের আদিতে ও অন্তে 'প্রণব' (ও৩ম্) উচ্চারণ করিতে হয় (মনু০ ২। ৭৪)। ওঙ্কার সর্বদা প্লুতস্বরে উচ্চারণ করা বিধেয় (অষ্টাধ্যায়ী ৮।২।২৭)। হ্রস্বস্বর ''অ''কার উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, দীর্ঘস্বর ''আ''কার উচ্চারণে তাহার দ্বিগুণ সময় এবং প্লুতস্বর উচ্চারণ করিতে তাহার তিন গুণ সময় লাগে অর্থাৎ তিনটি ''অ'' বর্ণ ঠিক পর পর সহজে উচ্চারণ করার তুল্য স্বর বুঝিবে। স্বভাবতঃ দূরাহ্বানে, গানে ও রোদনে এই প্লুতস্বরের ব্যবহার হয়। ''ও'' এবং ''ম্''-এর মধ্যস্থলে যে সংখ্যাবাচক ''৩'' অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়, তাহা প্লুতস্বরের চিহ্ন জানিবে। প্লুতস্বরকে ত্রিমাত্র স্বরও বলে। –সম্পাদক

ও৩ম্

ভূমিকা

সব সজ্জন বিদিত হইবেন যে, আমি বহু ভদ্রমহোদয়ের অনুরোধে শ্রীযুত মহারাজা বিক্রমাদিত্যের ১৯৩২ সম্বতে ৩০শে কার্ত্তিক শনিবারে কৃষ্ণপক্ষে 'সংস্□ারবিধি' প্রথম আরম্ভ করিয়াছিলাম। উহাতে সংস্□ৃতপাঠ একস্থানে এবং হিন্দীপাঠ অন্যস্থানে লিখিত হইয়াছিল। সংস্□ৃত ও হিন্দী দূর-দূর থাকায় যিনিই সংস্□ার করিতে যাইতেন, তাঁহাকেই অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। মুদ্রিত সেই এক সহস্র (১০০০) পুস্তকের মধ্যে এখন একখানাও নাই। এজন্য শ্রীযুত মহারাজা বিক্রমাদিত্যের ১৯৪০ সম্বতের আষাঢ় মাসে কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে রবিবারে পুস্তকখানি পুনরায় সংশোধন করিয়া মুদ্রিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম।

এবার প্রত্যেক সংস্□ারের পূর্বে সেই সংস্□ার বিষয়ে উপদেশের জন্য প্রমাণ বাক্য ও উপযোগিতা লিখিত হইবে। তাহার পর প্রত্যেক সংস্□ারের করণীয় কার্যগুলি ক্রমানুসারে লিখিয়া পুনরায় সেই সংস্□ারের শেষ, যাহা পরবর্তী সংস্□ার পর্যন্ত করিতে হইবে, তাহা লিখিত হইয়াছে। প্রথম বার যে যে বিষয় অধিক লিখিত হইয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে বহু বিষয় অনুপযোগী মনে করিয়া পরিত্যাগও করিয়াছি। যে যে বিষয় অত্যন্ত উপযোগী, এবারে তাহাও অধিক লিখিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, প্রথমবারে তাহা যুক্তিহীন বা যুক্তিবিরুদ্ধ ছিল বলিয়াই সংশোধন করা হইয়াছে। কিন্তু সেই বিষয়গুলি যথাবিধি ক্রমবদ্ধ সংস্□ৃত সূত্রাকারে প্রথমে লিখিত হইয়াছিল। সাধারণ লোকে তাহা বুঝিতে পারিত না, এজন্য ইহাকে এক্ষণে সুগম করা হইয়াছে। কারণ সংস্□ৃতে লিখিত বিষয় বিদ্বান্ ব্যক্তিগণই বুঝিতে পারিতেন, সাধারণ লোকে পারিত না। সব সংস্□ারের আদিতে, যথাসময়ে এবং যথাস্থানে যে সামান্য বিষয়গুলি করিতে হইবে, তাহা প্রথমেই সামান্য প্রকরণে লিখিত হইয়াছে। সামান্য প্রকরণের সংস্□ারে লিখিত যে যে মন্□ বা ক্রিয়া অপেক্ষিত, তাহার পৃষ্ঠা

ও ছত্রের সংখ্যা সেই সেই করণীয় সংস্□ারে লিখিত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া সামান্য বিধির ক্রিয়া সহজেই করিতে পারিবে। সামান্য প্রকরণের বিধিও সামান্য প্রকরণে লিখিত হইয়াছে। উক্ত বিধি করিয়া তবে সংস্□ারের করণীয় কার্য করিবে।

সামান্য প্রকরণে যে বিধি লিখিত হইয়াছে, উহা অনেক স্থানেই করিতে হইবে। অগ্ন্যাধান প্রত্যেক সংস্□ারেই করিতে হয়, সামান্য প্রকরণে তাহা একত্র লিখিত হওয়ায়, সব সংস্□ারে বারংবার লিখিত হইবে না।

ইহাতে প্রথমে ঈশ্বরের স্তুতি-প্রার্থনা-উপাসনা, তাহার পর স্বস্তিবাচন, শান্তি-প্রকরণ, তাহার পর সামান্য প্রকরণ, ইহার পরে গর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টি পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে ষোলটি সংস্□ার লিখিত হইয়াছে। এখানে সব মন্□ের অর্থ লিখিত হয় নাই। কারণ, ইহাতে রহিয়াছে কর্মকাণ্ডের বিধান। এজন্য বিশেষভাবে ক্রিয়ার বিধানই লিখিত হইয়াছে। যে যে স্থানে অর্থ করার প্রয়োজন, সেই সেই স্থানে অর্থও করা হইয়াছে। মন্□ের প্রকৃত অর্থ মৎকৃত বেদভাষ্যে লিখিত হইয়াছে। যিনি দেখিতে ইচ্ছা করেন, তিনি তথায় দেখিয়া লইবেন। এখানে তো কেবল ক্রিয়া করাই মুখ্য বিষয়। ইহা করিলে শরীর ও আত্মা সুসংস্□ৃত হয়। তাহাতে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ সম্ভব হয় এবং অত্যন্ত যোগ্য সন্তান উৎপন্ন হয়। অতএব সংস্□ার করা সব মনুষ্যেরই অবশ্য কর্তব্য।

ইতি ভূমিকা

–স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী

ওতম্ নমো নমঃ সর্ব বিধাত্রে জগদীশ্বরায়

অথ সংস্□ারবিধিং বক্ষ্যামঃ

—০—

ওতম্ সহ নাববতু । সহ নৌ ভুনক্তু । সহ বীর্য্যং করবাবহৈ । তেজস্বিনাবধীতমস্তু । মা বিদ্বিষাবহৈ । ওতম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ । । (তৈত্তিরীয় আরণ্যকে । অষ্টম প্রপাঠকঃ । প্রথম অনুবাকঃ) । ।

সর্বাত্মা সচ্চিদানন্দো বিশ্বাদির্বিশ্বকৃদ্বিভুঃ ।
ভূয়াত্তমাং সহায়ো নস্সর্বেশো ন্যায়কৃচ্ছুচিঃ । ।১ । ।
গর্ভাদ্যা মৃত্যুপর্য্যন্তাঃ সংস্□ারাঃ ষোড়শৈব হি ।
বক্ষ্যন্তে তং নমস্□ৃত্যানন্তবিদ্যং পরেশ্বরম্ । ।২ । ।
বেদাদিশাস্□সিদ্ধান্তমাধ্যায় পরমাদরাৎ ।
আর্য়ৈতিহ্যং পুরস্□ৃত্য শরীরাত্মবিশুদ্ধয়ে । ।৩ । ।
সংস্□ারৈস্ সংস্□ৃতং য়দ্যন্মেধ্যমত্র তদুচ্যতে ।
অসংস্□ৃতং তু য়ল্লোকে তদমেধ্যং প্রকীর্ত্ত্যতে । ।৪ । ।
অতঃ সংস্□ারকরণে ক্রিয়তামুদ্যমো বুধৈঃ ।
শিক্ষয়ৌষধিভির্নিত্যং সর্বথা সুখবর্দ্ধনঃ । ।৫ । ।
কৃতানীহ বিধানানি গ্রন্থগ্রন্থনতৎ পরৈঃ ।
বেদবিজ্ঞানবিরহৈঃ স্বার্থিভিঃ পরিমোহিতৈঃ । ।৬ । ।
প্রমাণৈস্তান্যনাদৃত্য ক্রিয়তে বেদমানতঃ ।
জনানাং সুখবোধায় সংস্□ারবিধিরুত্তমঃ । ।৭ । ।

বহুভিঃ সজ্জনৈস্ সম্যঙ্মানবপ্রিয়কারকৈঃ ।
প্রবৃত্তো গ্রন্থকরণে ক্রমশোऽহং নিয়োজিতঃ । ।৮ । ।
দয়ায়া আনন্দো বিলসতি পরো ব্রহ্মবিদিতঃ,
সরস্বত্যস্যাগ্রে নিবসতি মুদা সত্যনিলয়া ।
ইয়ং খ্যাতির্য়স্য প্রততসুগুণাহীশশরণাऽ
স্ত্যনেনায়ং গ্রন্থো রচিত ইতি বোদ্ধব্যমনঘাঃ । ।৯ । ।
চক্ষূরামাঙ্কচন্দ্রেऽব্দে কার্ত্তিকস্যান্তিমে দলে ।
অমায়াং শনিবারেऽয়ং গ্রন্থারম্ভঃ কৃতো ময়া । ।১০ । ।
বিন্দুবেদাঙ্ক চন্দ্রেऽব্দে শুচৌ মাসেऽসিতে দলে ।
ত্রয়োদশ্যাং রবৌ বারে পুনঃ সংস্□রণং কৃতম্ । ।১১ । ।

সব সংস্□ারের আদিতে কোন বিদ্বান্ বা বুদ্ধিমান পুরুষ নিম্নলিখিত আটটি মন্□ অর্থ সহিত পাঠ করিতে করিতে একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া স্তুতি, প্রার্থনা ও উপাসনা করিবে এবং অন্য সকলে তাহা মনোযোগ সহকারে শুনিবে ও চিন্তা করিবে।

অথেশ্বরস্তুতিপ্রার্থনোপাসনাঃ

ওতম্ । বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরা সুব ।
য়দ্ভদ্রন্তন্ন আসুব । ।১ । । যজুঃ০অ০৩০ । মং০৩ । ।

অর্থ—হে (সবিতঃ) সকল জগতের উৎপত্তিকর্ত্তা, সমগ্র ঐশ্বর্য যুক্ত (দেব) শুদ্ধস্বরূপ সর্বসুখদাতা পরমেশ্বর । আপনি দয়া করিয়া (নঃ) আমাদের (বিশ্বানি) সম্পূর্ণ (দুরিতানি) দুর্গুণ, দুর্ব্যসন ও দুঃখ দুর করিয়া দিন । (য়ৎ) যাহা (ভদ্রম্) কল্যাণকারক গুণ, কর্ম, স্বভাব ও পদার্থ (তৎ) সেই সব আমাদিগকে (আ, সুব) দিন । ।১ । ।

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম । ।২ । ।

যজুঃ০অ০১৩ । মং০ । ।৪ । ।

অর্থ—যিনি (হিরণ্যগর্ভঃ) স্বপ্রকাশস্বরূপ এবং যিনি প্রকাশময় সূর্য্যচন্দ্রাদি পদার্থ উৎপন্ন করিয়া ধারণ করিয়া আছেন, যিনি (ভূতস্য) সম্পূর্ণ সৃষ্ট জগতের (জাতঃ) প্রসিদ্ধ (পতিঃ) স্বামী এবং (একঃ) একই চৈতন্যস্বরূপ (আসীৎ) ছিলেন, যিনি (অগ্রে) সমগ্র জগৎ সৃষ্টির পূর্বে (সমবর্ত্ত) বর্ত্তমান ছিলেন, (সঃ) তিনি (ইমাম্) এই (পৃথিবীম্) ভূমি (উত) ও (দ্যাম্) সূর্য্যাদি (দাধার) ধারণ করিয়া আছেন, আমরা সেই (কস্মৈ) সুখস্বরূপ (দেবায়) শুদ্ধ পরমাত্মার জন্য (হবিষা) করণীয় যোগ্যাভ্যাস ও গভীর প্রেমের সহিত (বিধেম) বিশেষভাবে ভক্তি করিতে থাকিব । ।২ । ।

য় আত্মদা বলদা য়স্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং য়স্য দেবাঃ ।
য়স্যচ্ছায়াঽমৃতং য়স্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম । ।৩ । ।

যজুঃ০অ০২৫ । মং০১৩ । ।

অর্থ—(য়ঃ) যিনি (আত্মদা) আত্মজ্ঞানের দাতা ও (বলদা) শরীর, আত্মা ও সমাজের বলদাতা, (য়স্য) যাঁহার (বিশ্বে) সব (দেবাঃ) বিদ্বান ব্যক্তিরা (উপাসতে) উপাসনা করেন এবং (য়স্য) যাঁহার (প্রশিষম্) প্রত্যক্ষ সত্যস্বরূপ শাসন, ন্যায় অর্থাৎ শিক্ষাকে মানেন, (য়স্য) যাঁহার (ছায়া) আশ্রয়ই (অমৃতম্) মোক্ষ সুখদায়ক, (য়স্য) যাঁহার অমান্য করা অর্থাৎ ভক্তি না করাই (মৃত্যুঃ) মৃত্যু আদি দুঃখের হেতু, আমরা সেই (কস্মৈ) সুখস্বরূপ (দেবায়) সর্বজ্ঞানদাতা পরমাত্মার প্রাপ্তির জন্য (হবিষা) আত্মা ও অন্তঃকরণ দ্বারা (বিধেম) ভক্তিতে অর্থাৎ তাঁহারই আজ্ঞা পালন করিতে তৎপর থাকিব । ।৩ । ।

য়ঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতো বভুব ।
য় ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম । ।৪ । ।

যজুঃ০ অ০ ২৩ । মং০৩ । ।

অর্থ–(য়ঃ) যিনি (প্রাণতঃ) প্রাণী ও (নিমিষতঃ) অপ্রাণীরূপ (জগতঃ) জগতের (মহিত্বা) স্বীয় মহিমা বলে (এক, ইৎ) একই (রাজা) রাজা রূপে (বভূব) বিরাজমান আছেন, (য়ঃ) যিনি (অস্য) এই (দ্বিপদঃ) মনুষ্যাদি ও (চতুষ্পদঃ) গবাদি প্রাণীদের শরীর (ঈশে) রচনা করেন, আমরা সেই (কস্মৈ) সুখস্বরূপ (দেবায়) সৈবশ্বর্য্যদাতা পরমাত্মার উপাসনা অর্থাৎ (হবিষা) নিজস্ব সব উত্তম বস্তুকে তাঁহার আদেশ পালনার্থ সমর্পণ করিয়া (বিধেম) বিশেষভাবে ভক্তি করি । ।৪ । ।

য়েন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া যেন স্বঃ স্তভিতং য়েন নাকঃ ।
য়ো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম । ।৫ । ।

অর্থ – (য়েন) যে পরমাত্মা (উগ্রা) তীক্ষ্ণস্বভাব (দ্যৌঃ) সূর্য্যাদি (চ) এবং (পৃথিবী) ভুমি (দৃঢ়া) ধারণ করিয়াছেন, (য়েন) যে জগদীশ্বর (স্বঃ) সুখ (স্তভিতম্) ধারণ করিয়াছেন, (য়েন) যে ঈশ্বর (নাকঃ) দুঃখরহিত মোক্ষ ধারণ করিয়াছেন, (য়ঃ) যিনি (অন্তরিক্ষে) আকাশে (রজসঃ) সব লোক লোকান্তরকে (বিমানঃ) বিশেষ মানযুক্ত করিয়াছেন অর্থাৎ যেমন আকাশে পক্ষী উড়িতে থাকে, সেইরূপ ভাবে নির্মাণ করিয়াছেন ও ভ্রমণ করাইতেছেন, আমরা সকলে সেই (কস্মৈ) সুখদায়ক (দেবায়) কাম্য পরব্রহ্ম প্রাপ্তির জন্য (হবিষা) সর্ব শক্তি দ্বারা (বিধেম) বিশেষভাবে ভক্তি করি । ।৫ । ।

প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরিতা বভূব ।
য়ৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ । ।৬ । ।

ঋ০মং০ ১০ । সূ০ ১২১ । মং০ ১০ । ।

অর্থ–হে (প্রজাপতে) সব প্রজার স্বামী পরমাত্মন্ । (ত্বৎ) আপনি

(অন্যঃ) ভিন্ন অন্য কেহ (তা) ঐ এবং (এতানি) এই (বিশ্বা) সব (জাতানি) উৎপন্ন ভূমণ্ডলাদি জগতের নির্মাতা এবং (পরিতা) ব্যাপক (ন বভূব) নহেন। (তে) সেই আপনার ভক্ত আমরা, চৈতন্যস্বরূপ আমাদিগকে অন্য কেহ (পরি, বভুব) তিরস্□ার করে (ন) না, অর্থাৎ আপনি সর্বোপরি। (য়ৎ কামাঃ) যে যে পদার্থের কামনা করিয়া আমরা ভক্তি করি, (তে) আপনার (জুহুমঃ) আশ্রয় গ্রহণ করি ও বাঞ্ছা করি, (তৎ) সেই কামনা (নঃ) আমাদের সিদ্ধ (অস্তু) হউক, যাহাতে (বয়ম্) আমরা (রয়ীণাম্) ধনৈশ্বর্য্যের (পতয়ঃ) স্বামী (স্যাম) হইব।।৬।।

স নো বন্ধুজনিতা স বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
য়ত্র দেবা অমৃতমানশানাস্তৃতীয়ে ধামন্নধ্যৈরয়ন্ত।।৭।।

যজু০অ০৩২ মং১০।।

অর্থঃ—হে মনুষ্যগণ। (সঃ) সেই পরমাত্মা (নঃ) আমাদের সকলের (বন্ধুঃ) ভ্রাতার ন্যায় সুখদায়ক, (জনিতা) সকল জগতের উৎপাদক। (সঃ) তিনি (বিধাতা) সর্বকামনার পূরক, (বিশ্বা) সম্পূর্ণ (ভুবনানি) লোক-লোকান্তর (ধামানি) নাম, স্থান ও জন্মকে (বেদ) জানেন এবং (য়ত্র) যে (তৃতীয়ে) সাংসারিক সুখদুঃখহীন, নিত্যানন্দময় (ধামন্) মোক্ষস্বরূপের ধারণকর্তা পরমাত্মাতে (অমৃতম্) মোক্ষ (আনশানাঃ) প্রাপ্ত হইয়া (দেবাঃ) বিদ্বান্ ব্যক্তিরা (অধ্যৈরয়ন্ত) স্বেচ্ছায় বিচরণ করেন, সেই পরমাত্মাই আমাদের গুরু, আচার্য্য, রাজা ও ন্যায়াধীশ। আমরা সকলে মিলিয়া তাহারই ভক্তি করিব।।৭।।

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
য়ুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভুয়িষ্ঠান্তে নম উক্তিং বিধেম।।৮।।

যজু০অ০৪০।মং০১৬।।

অর্থঃ—হে (অগ্নে) স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ, সর্বজগৎ-প্রকাশক, (দেব) সর্বসুখদাতা পরমেশ্বর। যে হেতু আপনি (বিদ্বান্) সম্পূর্ণ বিদ্যাযুক্ত কৃপা

করিয়া (অস্মান্) আমাদিগকে (রায়ে) বিজ্ঞান বা রাজ্যাদি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির জন্য (সুপথা) সুন্দর ও ধার্মিক আপ্ত পুরুষদের পথে (বিশ্বানি) সম্পূর্ণ (বয়ুনানি) প্রজ্ঞান ও উত্তম কর্ম্ম (নয়) প্রাপ্ত করান এবং (অস্মৎ) আমাদের নিকট হইতে (জুহুরাণম্) কুটিল (এনঃ) পাপরূপ কর্মকে (য়ুয়োধি) দূর করিয়া দিন। এজন্য আমরা (তে) আপনার (ভূয়িষ্ঠাম্) বহুবিধ স্তুতিরূপ (নমঃ উক্তিম্) বিনম্র প্রশংসা (বিধেম) সর্বদাই করিতে থাকিব এবং সর্বদা আনন্দে থাকিব।।৮।।

ইতীশ্বরস্তুতি প্রার্থনোপাসনা প্রকরণম্।।

অথ স্বস্তিবাচনম্

অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং য়জ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্।।১।।
স নঃ পিতেব সুনবেঽগ্নে সুপায়নো ভব।
সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে।।২।। ঋ০১।১।১,৯।।
স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতিরণর্বণঃ।
স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবা পৃথিবী সুচেতুনা।।৩।।
স্বস্তয়ে বায়ুমুপ ব্রবামহৈ সোমং স্বস্তি ভুবনস্য য়স্পতিঃ।
বৃহস্পতিং সর্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয় আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ।।৪।।
বিশ্বে দেবা নো অদ্যা স্বস্তয়ে বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে।
দেবা অবন্তৃ ভবঃ স্বস্তয়ে স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্বংহসঃ।।৫।।
স্বস্তি মিত্রাবরুণা স্বস্তি পথ্যে রেবতি।
স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তি নো অদিতে কৃধি।।৬।।
স্বস্তি পন্থামনুচরেম সুর্য্যাচন্দ্রমসাবিব।

পুনর্দদতাঘ্নতা জানতা সংগমেমহি। ।৭।।

ঋ০ম০৫। সূ০৫১। মং০১১-১৫।।

য়ে দেবানাং য়জ্ঞিয়া য়জ্ঞিয়ানাং মনোর্য়জত্রা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ।
তে নো রাসন্তামুরুগায়মদ্য য়ূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ। ।৮।।
য়েভ্যো মাতা মধুমৎ পিন্বতে পয়ঃ পীযূষং দ্যৌরদিতিরদ্রিবর্হাঃ।
উক্থশুষ্মান্ বৃষভরান্ৎ স্বপ্নসস্তাঁ আদিত্যাঁ অনুমদা স্বস্তয়ে। ।৯।।
নৃচক্ষসো অনিমিষন্তো অর্হণা বৃহদ্দেবাসো অমৃতত্বমানশুঃ।
জ্যোতীরথা অহিমায়া অনাগসো দিবো বর্ষ্মাণং বসতে স্বস্তয়ে। ।১০।।
সম্রাজো য়ে সুবৃধো য়জ্ঞমায়য়ুরপরিহ্বৃতা দধিরে দিবি ক্ষয়ম্।
তাঁ আ বিবাস নমসা সুবৃক্তিভির্মহো আদিত্যাঁ অদিতিং স্বস্তয়ে। ।১১।।
কো বঃ স্তোমং রাধতি য়ং জুজোষথ বিশ্বে দেবাসো মনুষো য়তিষ্ঠন।
কো বোऽ□বরং তুবিজাতা অরং করদ্যো নঃ পর্ষদত্যংহঃ স্বস্তয়ে। ।১২।।
য়েভ্যো হোত্রাং প্রথমামায়েজে মনুঃ সমিদ্ধাগ্নির্ম্মনসা সপ্তহোতৃভিঃ।
ত আদিত্যা অভয়ং শর্ম য়চ্ছত সুগা নঃ কর্ত্ত সুপথা স্বস্তয়ে। ।১৩।।
য় ঈশিরে ভুবনস্য প্রচেতসো বিশ্বস্য স্থাতুর্জগতশ্চ মন্তবঃ।
তে নঃ কৃতাদকৃতাদেনসস্পর্য়দ্যা দেবাসঃ পিপৃতা স্বস্তয়ে। ।১৪।।
ভরেষ্বিন্দ্রং সুহবং হবামহেংऽহোমুচং সুকৃতং দৈব্যং জনম্।
অগ্নিং মিত্রং বরুণং সাতয়ে ভগং দ্যাবাপৃথিবী মরুতঃ স্বস্তয়ে। ।১৫।।
সুত্রামাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্মাণমদিতিং সুপ্রণীতিম্।
দৈবীং নাবং স্বরিত্রামনাগসমস্রবন্তীমা রুহেমা স্বস্তয়ে। ।১৬।।
বিশ্বে য়জত্রা অধি বোচতোতয়ে ত্রায়□বং নো দুরেবায়া অভিহ্রুতঃ।

সত্যয়া বো দেবহূত্যা হুবেম শৃন্বতো দেবা অবসে স্বস্তয়ে। ।১৭।।
অপামীবামপ বিশ্বামনাহুতিমপারাতিং দুর্বিদত্রামঘায়তঃ।
আরে দেবা দ্বেষো অস্মদ্যুয়োতনোরু নঃ শর্ম য়চ্ছতা স্বস্তয়ে। ।১৮।।
অরিষ্টঃ স মর্ত্তো বিশ্ব এধতে প্র প্রজাভির্জায়তে ধর্মণস্পরি।
য়মাদিত্যাসো নয়থা সুনীতিভিরতি বিশ্বানি দুরিতা স্বস্তয়ে। ।১৯।।
য়ং দেবাসোऽবথ বাজসাতৌ য়ং সুরসাতা মরুতো হিতে ধনে।
প্রাতর্য়াবাণং রথমিন্দ্র সানসিমরিষ্যন্তমা রুহেমা স্বস্তয়ে। ।২০।।
স্বস্তি নঃ পথ্যাসু ধন্বসু স্বস্ত্বাপ্সু বৃজনে স্বর্বতি।
স্বস্তি নঃ পুত্রকৃথেষু য়োনিষু স্বস্তি রায়ে মরুতো দধাতন। ।২১।।
স্বস্তিরিদ্ধি প্রপথে শ্রেষ্ঠা রেক্ণস্বত্যভি য়া বামমেতি।
সা নো অমা সো অরণে নিপাতু স্বাবেশা ভবতু দেবগোপাঃ। ।২২।।

ঋ০মং০১০ ।সূ০৩৬ ।ম০৩-১৬।।

ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়ব স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্মণ আপ্যায়□বমঘ্ন্যা ইন্দ্রায় ভাগং প্রজাবতীরনমীবা অয়ক্ষ্মা মা ব স্তেন ঈশত মাঘশꣳসো ধ্রুবা অস্মিন্ গোপতৌ স্যাত বহ্বীর্য়জমানস্য পশুন্ পাহি। ।২৩।। যজু০অ০১ ।মং০১।

আ নো ভদ্রাঃ ক্রতবো য়ন্তু বিশ্বতোऽদব্ধাসো অপরীতাস উদ্ভিদঃ।
দেবা নো য়থা সদমিদ্বৃধেऽ অসন্নপ্রায়ুবো রক্ষিতারো দিবে দিবে। ।২৪।।
দেবানাং ভদ্রাসুমতির্ঋজুয়তাং দেবানাꣳ রাতিরভি নো নিবর্ত্ততাম্।
দেবানাꣳসখ্যমুপসেদিমা বয়ং দেবা ন আয়ুঃ প্রতিরন্তু জীবসে। ।২৫।।
তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং ধিয়ঞ্জিন্বমবসে হূমহে বয়ম্।

পূষা নো য়থা বেদসামসদ্বৃধে রক্ষিতা পায়ুরদব্ধঃ স্বস্তয়ে। ।২৬। ।

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।

স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু। ।২৭। ।

ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্য়জত্রাঃ।

স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাꣳসস্তনূভির্ব্যশেমহি দেবহিতং য়দায়ুঃ। ।২৮। ।

যজু০ অ০ ২৫। মং০ ১৪, ১৫, ১৮, ১৯, ২১। ।

অগ্ন আ য়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে।

নি হোতা সৎসি বর্হিষি। ।২৯। ।

ত্বমগ্নে য়জ্ঞানাং হোতা বিশ্বেষাং হিতঃ।

দেবেভির্মানুষে জনে। ।৩০। ।

সাম০ছন্দ০আ০প্রপা০১। মং০ ১-২। ।

য়ে ত্রিষপ্তা পরিয়ন্তি বিশ্বা রূপাণি বিভ্রতঃ।

বাচস্পতির্বলা তেষাং তন্বো অদ্য দধাতু মে। ।৩১। ।

অথর্ব০কাং০১। সূ০১। মং০১। ।

ইতি স্বস্তিবাচনম্। ।

অথ শান্তিপ্রকরণম্

শং ন ইন্দ্রাগ্নী ভবতামবোভিঃ শং ন ইন্দ্রাবরুণা রাতহব্যা।
শমিন্দ্রাসোমা সুবিতায় শং য়োঃ শং ন ইন্দ্রাপূষণা বাজসাতৌ। ।১। ।
শং নো ভগঃ শমু নঃ শংসো অস্তু শং নঃ পুরন্ধিঃ শমু সন্তু রায়ঃ।
শং নঃ সত্যস্য সুয়মস্য শংসঃ শং নো অর্য্যমা পুরুজাতো অস্তু। ।২। ।
শঃ নো ধাতা শমুধর্তা নো অস্তু শং ন উরূচী ভবতু স্বধাভিঃ।
শং রোদসী বৃহতী শং নো অদ্রিঃ শং নো দেবানাং সুহবানি সন্তু। ।৩। ।
শং নো অগ্নির্জ্যোতিরনীকো অস্তু শং নো মিত্রাবরুণাবশ্বিনা শম্।
শং নঃ সুকৃতাং সুকৃতানি সন্তু শং ন ইষিরো অভি বাতু বাতঃ। ।৪। ।
শং নো দ্যাবা পৃথিবী পূর্বহূতৌ শমন্তরিক্ষং দৃশয়ে নো অস্তু।
শং ন ওষধীর্বনিনো ভবন্তু শং নো রজসস্পতিরস্তু জিষ্ণুঃ। ।৫। ।
শং ন ইন্দ্রো বসুভির্দেবো অস্তু শমাদিত্যেভির্বরুণঃ সুশংসঃ।
শং নো রুদ্রো রুদ্রেভির্জলাষঃ শং নস্ত্বষ্টা গ্নাভিরিহ শৃণোতু। ।৬। ।
শং নঃ সোমো ভবতু ব্রহ্ম শং নঃ শং নো গ্রাবাণঃ শমু সন্তু য়জ্ঞাঃ।
শং নঃ স্বরূণাং মিতয়ো ভবন্তু শং নঃ প্রস্বঃ শম্বস্তু বেদিঃ। ।৭। ।
শং নঃ সূর্য্য উরুচক্ষা উদেতু শং নশ্চতস্রঃ প্রদিশো ভবন্তু।
শং নঃ পর্বতা ধ্রুবয়ো ভবন্তু শং নঃ সিন্ধবঃ শমু সন্ত্বাপঃ। ।৮। ।
শং নো অদিতির্ভবতু ব্রতেভিঃ শং নো ভবন্তু মরুতঃ স্বর্ক□াঃ।
শং নো বিষ্ণুঃ শমু পূষা নো অস্তু শং নো ভবিত্রং শম্বস্তু বায়ুঃ। ।৯। ।
শং নো দেবঃ সবিতা ত্রায়মাণঃ শং নো ভবন্তূষসো বিভাতীঃ।
শং নঃ পর্জন্যো ভবতু প্রজাভ্যঃ শং নঃ ক্ষেত্রস্য পতিরস্তু শম্ভুঃ। ।১০। ।
শং নো দেবা বিশ্বদেবা ভবন্তু শং সরস্বতী সহ ধীভিরস্তু।

শমভিষাচঃ শমুরাতিষাচঃ শং নো দিব্যাঃ পার্থিবাঃ শং নো অপ্যাঃ । ।১১ । ।
শং নঃ সত্যস্য পতয়ো ভবন্তু শং নো অর্বন্তঃ শমু সন্তু গাবঃ ।
শং ন ঋভবঃ সুকৃতঃ সুহস্তাঃ শং নো ভবন্তু পিতরো হবেষু । ।১২ । ।
শং নো অজ একপাদ দেবো অস্তু শং নোऽহির্বুধ্ন্যঃ শং সমুদ্রঃ ।
শং নো অপাং নপাৎ পেরুরস্তু শং নঃ পৃশ্নির্ভবতু দেবগোপাঃ । ।১৩ । ।
ঋ০মং০৭ । সু০৩৫ । মং০১-১৩ । ।
ইন্দ্রো বিশ্বস্য রাজতি । শং নো অস্তু দ্বিপদে শং চতুষ্পদে । ।১৪ । ।
শং নো বাতঃ পবতাꣳ শং নস্তপতু সূর্য্যঃ ।
শং নঃ কনিক্রদদ্দেবঃ পর্জন্যো অভি বর্ষতু । ।১৫ । ।
অহানি শং ভবন্তু নঃ শꣳ রাত্রীঃ প্রতি ধীয়তাম্ ।
শং নঃ ইন্দ্রাগ্নী ভবতামবোভিঃ শং ন ইন্দ্রাবরুণা রাতহব্যা ।
শং ন ইন্দ্রাপূষণা বাজসাতৌ শমিন্দ্রাসোমা সুবিতায় শং য়োঃ । ।১৬ । ।
শং নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে ।
শং য়োরভিস্রবন্তু নঃ । ।১৭ । ।
দৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষꣳ শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তিঃ ।
বনস্পতয়ঃ শান্তিবিশ্বে দেবাঃ শান্তির্ব্রহ্ম শান্তিঃ সর্বꣳ শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ সা মা শান্তিরেধি । ।১৮ । ।
তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ । পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতꣳ শৃণুয়াম শরদঃ শতং প্র ব্রবাম শরদঃ শতমদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ । ।১৯ । ।
যজু০অ০৩৬ । ম০৮,১০-১২,১৭,২৪ । ।
য়জ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি ।
দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্নে মনঃ শিবসঙ্ককল্পমস্তু । ।২০ । ।

য়েন কর্মাণ্যপসো মনীষিণো য়জ্ঞে কৃন্বন্তি বিদথেষু ধীরাঃ ।
য়দপুর্বং য়ক্ষমন্তঃ প্রজানাং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু । ।২১ । ।
য়ৎ প্রজ্ঞানমুত চেতো ধৃতিশ্চ য়জ্জ্যোতিরন্তরমৃতং প্রজাসু ।
য়স্মান্ন ঋতে কিঞ্চন কর্ম ক্রিয়তে তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু । ।২২ । ।
য়েনেদং ভূতং ভুবনং ভবিষ্যৎ পরিগৃহীতমমৃতেন সর্বম্ ।
য়েন য়জ্ঞস্তায়তে সপ্তহোতা তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু । ।২৩ । ।
য়স্মিন্নৃচঃ সাম য়জুꣳষি য়স্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা রথনাভাবিবারাঃ ।
য়স্মিংশ্চিত্তং সর্বমোতং প্রজানাং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্ত্ত । ।২৪ । ।
সুষারথিরশ্বানিব য়ন্মনুষ্যান্নেনীয়তেऽভীশুভির্বাজিন ইব ।
হৃৎপ্রতিষ্ঠং য়দ্জিরং জবিষ্ঠং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু । ।২৫ । ।
যজু০অ০৩৪ । মং০১-৬ । ।
স নঃ পবস্ব শং গবে শং জনায় শমর্বতে ।
শং রাজন্নোষধীভ্যঃ । ।২৬ । ।
সাম০ উত্তরার্চ্চিকে প্রপা০১ । মং০১ । ।
অভয়ং নঃ করত্যন্তরিক্ষমভয়ং দ্যাবা পৃথিবী উভে ইমে ।
অভয়ং পশ্চাদভয়ং পুরস্তাদুত্তরাদধরাদভয়ং নো অস্তু । ।২৭ । ।
অভয়ং মিত্রাদভয়মমিত্রাদভয়ং জ্ঞাতাদভয়ং পরোক্ষাৎ ।
অভয়ং নক্তমভয়ং দিবা নঃ সর্বা আশা মম মিত্রং ভবন্তু । ।২৮ । ।
অথর্ব০কাং০ ১৯ । সু০১৫ । মং০৫,৬ । ।

ইতি শান্তিপ্রকরণম্*

---

* এই স্বস্তিবাচন ও শান্তিপ্রকরণ যেখানে ইঙ্গিত করা হইবে, সেখানেই পাঠ করিতে হইবে ।

অথ সামান্যপ্রকরণম্

নিম্নলিখিত ক্রিয়া সব সংস্কারেই করিতে হইবে। পরন্তু যেখানে বিশেষ কিছু করণীয় থাকিবে, সেখানে নির্দেশ দেওয়া হইবে যে, অমুক স্থলে অমুক কর্ম করিতে হইবে এবং এতটা বেশী করিতে হইবে। নির্দেশগুলি যথাস্থানে লিখিত থাকিবে।

যজ্ঞদেশ

যেস্থানে মৃত্তিকা ও বায়ু শুদ্ধ হইবে, কোন প্রকার উপদ্রব থাকিবে না, সেই পবিত্র স্থানই হইবে যজ্ঞদেশ।

যজ্ঞশালা

ইহাকে যজ্ঞমণ্ডপও বলা হয়। ইহা অধিকতম ১৬ (ষোল) হাত এবং ন্যূনতম ৮ (আট) হাত সমচতুর্ভুজ ও সমচতুষ্কোণ হইবে। যদি ভূমি অশুদ্ধ থাকে, তবে যজ্ঞশালার মৃত্তিকা এবং যজ্ঞকুণ্ড যতটা গভীর করা হইবে, ততটা মৃত্তিকা দুই হাত খুঁড়িয়া অশুদ্ধ মৃত্তিকা বাহির করিয়া তাহাতে শুদ্ধ মৃত্তিকা ভরিয়া দিবে। যদি যজ্ঞমণ্ডপ ১৬ (ষোল) হাত সমচতুষ্কোণ হয়, তবে চারিদিকে কুড়িটি খুঁটি এবং আট হাত হইলে, বারটি খুঁটি পুতিয়া তাহাদের উপরে ছায়া করিবে। সেই ছায়ার ছাদ যজ্ঞকুণ্ডের মেখলা হইতে অবশ্যই দশ হাত উচ্চ হইবে। যজ্ঞশালার চারিদিকে চারিটি দ্বার রাখিবে এবং চারিদিকে ধ্বজা, পতাকা ও পল্লবাদি বাঁধিবে। যজ্ঞশালা নিত্য মার্জন করিবে এবং গোময় দ্বারা লেপন করিবে। ইহাকে কুঙ্কুম, হরিদ্রা ও ময়দার রেখাদ্বারা উত্তমরূপে ভূষিত করিবে। মনুষ্যগণ সব মাঙ্গলিক কার্য্যে নিজের ও অন্যের কল্যাণের জন্য যজ্ঞদ্বারা ঈশ্বরোপাসনা করিবে। এজন্য নিম্নলিখিত সুগন্ধ দ্রব্যাদি যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি দিবে।

যজ্ঞকুণ্ডের পরিমাণ

যদি লক্ষ আহুতি দিতে হয়, তবে কুণ্ডের উপরিভাগে প্রতিদিকে চারিহাত হিসাবে সমচতুর্ভূজ ও সম চতুষ্কোণ, গভীরতাও চারি হাত,

তদনুসারে তল দেশের পরিমাণ অর্থাৎ নিম্নভাগে প্রতিদিকে একহাত হিসাবে সম চতুষ্কোণ লম্বা চওড়া করিবে। এইভাবে যে পরিমাণে আহুতি দিবে, সেই পরিমাণে কুণ্ড গভীর ও চওড়া হইবে। পরন্তু আরও অধিক আহুতি দিতে হইলে, দুই দুই হাত বৃদ্ধি করিবে অর্থাৎ দুই লক্ষ আহুতিতে ছয় হাত পরিমাণে চওড়া ও সমচতুর্ভূজ কুণ্ড নির্মাণ করিবে। পঞ্চাশ হাজার আহুতি দিতে হইলে, একহাত কমাইয়া দিবে অর্থাৎ তিন হাত গভীর ও চওড়া সম চতুর্ভূজ এবং নিম্নে পৌনে এক হাত হইবে। পঁচিশ হাজার আহুতি দিতে হইলে, দুই হাত গভীর ও চওড়া সমচতুর্ভূজ এবং নিম্নে আধ হাত হইবে। দশ হাজার আহুতি পর্য্যন্ত এতটাই অর্থাৎ দুই হাত গভীর ও চওড়া সমচতুর্ভূজ এবং নিম্নে আধ হাত হইবে। পাঁচ হাজার আহুতি পর্য্যন্ত দেড়হাত গভীর ও চওড়া সমচতুর্ভূজ এবং নিম্নে সাড়ে আট অঙ্গুলি হইবে। বিশেষভাবে ঘৃতাহুতি দিলে কুণ্ডের পরিমাণ এইরূপ হইবে। যদি ইহাতে ২৫০০ (আড়াই হাজার) আহুতি মোহনভোগ ও ক্ষীরের এবং ২৫০০ (আড়াই হাজার) আহুতি ঘৃতের দিতে হয়, তবে দুই হাত গভীর ও চওড়া সমচতুর্ভূজ এবং নিম্নে আধ হাত—এইরূপ কুণ্ড করিবে। ঘৃতের এক হাজার আহুতি দিতে হইলেও সওয়া হাত গভীর ও চওড়া সম চতুর্ভূজ এবং নিম্নে চতুর্থাংশ–ইহার কম করিবে না। এই সব কুণ্ডের চতুর্দিকে পনের অঙ্গুলি পরিমিত মেখলা অর্থাৎ পাঁচ পাঁচ অঙ্গুলি উঁচু তিনটী মেখলা প্রস্তুত করিবে। এই তিনটী মেখলা যজ্ঞশালার ভূমিদেশ হইতে উপরের দিকে হইবে। প্রথমটী পাঁচ অঙ্গুলি উঁচু ও পাঁচ অঙ্গুলি চওড়া, তারপর এইভাবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মেখলা প্রস্তুত করিবে।

যজ্ঞ সমিধা

পলাশ, শমী, অশ্বত্থ, বট, যজ্ঞডুমুর, আম্র ও বিল্বাদি কাষ্ঠ যজ্ঞকুণ্ডের পরিমাণ মত ছোট বড় করিয়া লইবে। পরন্তু এই সব সমিধা যেন কীট-দষ্ট, মলযুক্ত স্থানে উৎপন্ন এবং অপবিত্র পদার্থাদি দ্বারা দূষিত না হয়—

উত্তমরূপে দেখিয়া লইবে এবং সমিধাগুলিকে কুণ্ডের চারিদিকে ও মধ্যভাগে পরিমাণ মত সমান করিয়া চারিদিকে সাজাইবে।

হোমের দ্রব্য চারি প্রকার

(প্রথম–সুগন্ধি) কস্তুরী, কেশর, অগুরু, তগর, শ্বেত চন্দন, এলাচি, জায়ফল ও জয়ত্রী আদি। (দ্বিতীয়–পুষ্টিকারক) ঘৃত, দুগ্ধ, ফল, কন্দ, অন্ন, তণ্ডুল, গোধূমও মাসকলায় আদি। (তৃতীয়–মিষ্ট) শর্করা, মধু, ছোহারা ও কিসমিস আদি। (চতুর্থ–রোগনাশক) সোমলতা অর্থাৎ গুলঞ্চাদি ওষধি।

স্থালীপাক

নিম্নলিখিত বিধি অনুসারে অন্ন, খেচরান্ন, ক্ষীর, লাড়ু ও মোহনভোগাদি সব উত্তম পদার্থ প্রস্তুত করিবে। ইহার প্রমাণ–

ওতম্। দেবস্ত্বা সবিতা পুনাত্বচ্ছিদ্রেণ

পবিত্রেণ বসোঃ সুর্য্যস্য রশ্মিভিঃ।।

গোভিল গৃ০প্র০১। খন্ড ৭। সু০২৪।।

হোমের সব দ্রব্য অবশ্যই যথারীতি শুদ্ধ করিয়া লইবে–ইহাই মন্□র উদ্দেশ্য অর্থাৎ সব দ্রব্যকে যথারীতি শোধন করিয়া ছাঁকিয়া, দেখিয়া, শুনিয়া লইবে। তারপর এক সঙ্গে সব দ্রব্য যথাযথভাবে মিশাইয়া পাক করিবে। যেমন এক সের মিছরীর মোহনভোগে এক রতি কস্তুরী, এক মাসা কেশর, এক মাসা জায়ফল, এক মাসা জয়ত্রী ও এক সের মিষ্টি–এই সব মিশাইয়া মোহনভোগ প্রস্তুত করিবে। এইভাবে হোমের জন্য অন্য প্রকার মিষ্ট অন্ন, ক্ষীর, খেচরান্ন এবং লাড়ু প্রভৃতি প্রস্তুত করিবে।

চরু অর্থাৎ হোমের জন্য পায়সান্ন প্রস্তুত প্রণালী।

‘ওতম্ অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং নির্বপামি’

আশ্ব০গৃ০ ১।১০।৬।।

অর্থাৎ যত আহুতি দিতে হইবে, তাহার প্রত্যেক আহুতির জন্য চারি মুষ্টি করিয়া তণ্ডুলাদি লইবে।

‘ওতম্ অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি’

যজু০ ১।১৩।। আশ্ব০গৃ০১।১০।৭।।

অর্থাৎ তণ্ডুলাদি জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া পাকস্থালীতে রাখিয়া পাক করিয়া লইবে। হোম করিবার জন্য যখন চরুকে অন্য পাত্রে লইতে হইবে, তখন ইহাকে নিম্নলিখিত আজ্যস্থালী বা শাকল্যস্থালীতে বাহির করিয়া যথাবিধি সুরক্ষিত রাখিবে এবং তদুপরি ঘৃত সিঞ্চন করিবে।

যজ্ঞপাত্র

(যজ্ঞপাত্র) বিশেষভাবে রৌপ্য ও স্বর্ণ অথবা কাষ্ঠনির্মিত হওয়া চাই। প্রমাণ নিম্নে লিখিত হইল –

অথ পাত্রলক্ষণান্যুচ্যন্তে বাহুমাত্র্যঃ–পাণিমাত্রপুষ্□রাঃ, ষড়ঙ্গুলখাতাস্ত্বগ্বিলা হংসমুখ প্রসেকাঃ, মূলদণ্ডাশ্চতস্রঃ স্রুচো ভবন্তি। তত্র পালাশঃ জুহূঃ। আশ্বত্থ্যুপভৃৎ। বৈকঙ্কতী ধ্রুবা, অগ্নিহোত্রহবণী চ। অরত্নিমাত্রঃ খাদিরঃ স্রুবঃ। অঙ্গুষ্ঠপর্বমাত্রপুষ্□রঃ। তথাবিধো দ্বিতীয়ো বৈকঙ্কতঃ স্রুবঃ। বারণং বাহুমাত্রং মকরাকার-মগ্নিহোত্রহবণীনিধানার্থং কূর্চম্। অরত্নিমাত্রং খাদিরং খড্গাকৃতি বজ্রম্। বারণান্যহোমসংযুক্তানি। তত্রোলূখলং নাভিমাত্রম্। মুসলং শিরোমাত্রম্, অথবা মুসলোলূখলে বার্ক্ষ্যে সারদারুময়ে শুভে ইচ্ছাপ্রমাণে ভবতঃ। তথা —

খাদিরং মুসলং কার্য্যং পালাশঃ স্যাদুলূখলঃ।

য়দ্বোভৌ বারণৌ কার্য্যৌ তদ্ভাবেঽন্যবৃক্ষজৌ।।

শূর্পং বৈণবমেব বা, ঐষীকং নলময়ং বাঽচর্মবদ্ধম্। প্রাদেশমাত্রী বারণী শম্যা। কৃষ্ণাজিনমখণ্ডম্। দৃষদুপলে অশ্মময়ে।

বারণীং ২৪ হস্তমাত্রীং, ২২ অরত্নিমাত্রীং বা খাতমধ্যাং মধ্যসংগৃহীতামিড়াপাত্রীম্। অরত্নিমাত্রাণি ব্রহ্মযজমানহোতৃপত্ন্যাসনানি। মুঞ্জময়ং ত্রিবৃতং ব্যামমাত্রং য়োক্ত্রম্। প্রাদেশদীর্ঘে অষ্টাঙ্গুলায়তে ষড়ঙ্গুলখাতমণ্ডলমধ্যে পুরোডাশপাত্র্যৌ। প্রাদেশমাত্রং দ্ব্যঙ্গুলপরীণাহং তীক্ষ্মাগ্রং-শৃতাবদানম্। আদর্শাকারে চতুরস্রে বা প্রাশিত্রহরণে। তয়োরেকমীষৎখাতমধ্যম্। ষড়ঙ্গুলং কঙ্কতিকা-কারমুভয়তঃ খাতং ষড়বত্তম। দ্বাদশাঙ্গুলমর্দ্ধচন্দ্রা-কারমষ্টাঙ্গুলোৎসেধমন্তর্দ্ধানকটম্। উপবেশোঽরত্নিমাত্রঃ। মুঞ্জময়ী রজ্জুঃ। খাদিরান্ দ্বাদশাঙ্গুলদীর্ঘান্ চতুরঙ্গুলমস্তকান্ তীক্ষ্মাগ্রান্ শঙ্কূন্। য়জমানপূর্ণপাত্রং পত্নীপূর্ণপাত্রং চ দ্বাদশাঙ্গুলদীর্ঘং চতুরঙ্গুলবিস্তারং চতুরঙ্গুলখাতম্। তথা প্রণীতাপাত্রঞ্চ। আজ্যস্থালী দ্বাদশাঙ্গুলবিস্তৃতা প্রাদেশোচ্চা। তথৈব চরুস্থালী। অন্বাহার্য্যপাত্রং পুরুষচতুষ্টয়াহারপাকপর্য্যাপ্তং সমিদি্□ার্থং পলাশশাখাময়ং, কৌশং বর্হিঃ ঋত্বিগ্বরণার্থং কুণ্ডলাঙ্গুলীয়কবাসাংসি। পত্নী য়জমানপরিধানার্থং ক্ষৌমবাসশ্চতুষ্টয়ম্। অগ্ন্যাধেয়দক্ষিণার্থং চতুর্বিংশতিপক্ষে একোনপঞ্চাশদ্ গাবঃ। দ্বাদশপক্ষে পঞ্চবিংশতিঃ। ষট্পক্ষে ত্রয়োদশ। সর্বেষু পক্ষেষু আদিত্যেঽষ্টৌ ধেনবঃ। বরার্থং চতস্রো গাবঃ।।

অথ ঋত্বিগ্বরণম্।

য়জমানোক্তিঃ—''ওতমাবসোঃ সদনে সীদ''।

এই মন্□ উচ্চারণ করিয়া কর্ম্ম করাইবার জন্য (যজমান্) ঋত্বিকের নিকট তাঁহার স্বীকৃতি প্রার্থনা করিবে।

ঋত্বিগুক্তিঃ—''ওতম্। সীদামি।''

এই বলিয়া (ঋত্বিক্) তাঁহার নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিবেন।

য়জমানোক্তিঃ—''অহমদ্যোক্ত কর্মকরণায় ভবন্তং বৃণে।''

ঋত্বিগুক্তিঃ–''বৃতোঽস্মি''।

ঋত্বিগ্গণের লক্ষণ

উৎকৃষ্ট বিদ্বান্, ধার্মিক, জিতেন্দ্রিয়, কর্মকুশল, নির্লোভ, পরোপকারী, দুর্ব্যসনশূন্য, কুলীন (সদ্বংশজাত, যে বংশে কেহ দুষ্□র্ম করে না), সুশীল, বৈদিক মতাবলম্বী ও বেদবিৎ–এইরূপ এক, দুই, তিন বা চারিজনকে ঋত্বিক্ পদে বরণ করিবে। একজন হইলে পুরোহিত, দুইজন হইলে ঋত্বিক্ও পুরোহিত, তিনজন হইলে ''ঋত্বিক্, পুরোহিত ও অধ্যক্ষ'' এবং চারিজন হইলে ''হোতা, অ□বর্য্যু, উদ্গাতা ও ব্রহ্মা'' হইবেন। ইহাদের আসন বেদীর (যজ্ঞকুণ্ডের) চতুর্দিকে অর্থাৎ হোতার আসন বেদীর পশ্চিমদিকে পূর্বমুখে, অ□বর্য্যুর আসন উত্তরদিকে দক্ষিণমুখে, উদ্গাতার আসন পূর্বদিকে পশ্চিমমুখে এবং ব্রহ্মার আসন দক্ষিণদিকে উত্তরমুখে থাকিবে। যজমানের আসন পশ্চিমদিকে পূর্বাভিমুখে অথবা দক্ষিণদিকে উত্তরাভিমুখে থাকিবে। এই সব ঋত্বিক্কে সসম্মানে আসনে উপবেশন করাইবে এবং তাঁহারা প্রসন্নতার সহিত আসন গ্রহণ করিবেন। তাঁহারা উপস্থিত কর্ম ব্যতীত অন্য কোন কর্ম করিবেন না বা অন্য কোন কথা বলিবেন না।

যাহারা যজ্ঞ করিতে উপবিষ্ট হইয়াছে, তাহারা সকলে আপনাপন জলপাত্র হইতে (দক্ষিণ হস্তে) জল লইয়া এই সব মন্□ তিন তিনটী আচমন করিবে অর্থাৎ এক একটী মন্□ এক এক বার আচমন করিবে। মন্□গুলি এইরূপ –

আচমন

ওতম্। অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা।।১।। ইহা দ্বারা প্রথম,

ওতম্। অমৃতাপিধানমসি স্বাহা।।২।। ইহা দ্বারা দ্বিতীয়

ওতম্। সত্যং য়শঃ শ্রীর্ময়ি শ্রীঃ শ্রয়তাং স্বাহা।।৩।।

তৈত্তিরীয় আরণ্যক প্র০১০ । অনু০ ৩২,৩৫ । ।

এই মন্□ তৃতীয় আচমন করিবে । পরে নিম্নলিখিত মন্□ (বাম হস্তে) জল লইয়া (দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা জল স্পর্শ করিয়া মুখাদি) অঙ্গ স্পর্শ করিবে —

অঙ্গস্পর্শ

ওত্ম্ । বাঙ্ম আস্যেহস্তু । । এই মন্□ মুখ,

ওত্ম্ । নসোর্মে প্রাণোঽস্তু । । এই মন্□ দুই নাসারন্ধ্র,

ওত্ম্ । অক্ষ্ণোর্মে চক্ষুরস্তু । । এই মন্□ দুই চক্ষু,

ওত্ম্ । কর্ণয়োর্মে শ্রোত্রমস্তু । । এই মন্□ দুই কর্ণ,

ওত্ম্ । বাহ্বোর্মে বলমস্তু । । এই মন্□ দুই বাহু,

ওত্ম্ । ঊর্বোর্মেঽ ওজোহস্তু । । এই মন্□ দুই ঊরু এবং—

ওত্ম্ । অরিষ্টানি মেঽঙ্গানি তনুস্তন্বা মে সহ সন্তু । ।

পারস্□র গৃ০কা০১ । কণ্ডিকা ৩ । সূ০২৫ । ।

এই মন্□ (সর্বাঙ্গ) মার্জ্জন করিবে ।

সমিধাচয়ন ও অগ্নিপ্রজ্বালন

তৎপরে –

বেদীতে (যজ্ঞকুণ্ডে) পূর্বোক্ত সমিধা চয়ন করিবে । পুনরায়–

ওত্ম্ । ভূর্ভুবঃ স্বঃ । ।

গোভিল গৃ০প্র০১ । খং০১ । সূ০১১ । ।

এই মন্□ উচ্চারণ করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের গৃহ হইতে অগ্নি আনয়ন করিবে অথবা ঘৃতের দীপ প্রজ্বালনপূর্বক তদ্দ্বারা কর্পূর প্রদীপিত করিয়া তাহা কোন এক পাত্রে স্থাপন করিবে এবং তাহাতে ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড সংযোগ করিয়া যজমান বা পুরোহিত সেই পাত্র দুই হস্তে উত্তোলনপূর্বক, তপ্ত হইলে চিমটা দ্বারা ধারণ করিয়া পরবর্ত্তী মন্□ আধান করিবে । সেই

মন্□ এইরূপ—

অগ্ন্যাধান

ওত্ম্ । ভূর্ভুবঃ স্বর্দ্যৌরিব ভূম্না পৃথিবীর বরিম্ণা ।

তস্যাস্তে পৃথিবী দেবযজনি পৃষ্ঠেঽগ্নিমন্নাদমন্নাদ্যায়াদধে । ।১ । ।

যজু০অ০৩ ।মং০৫ । ।

এই মন্□ বেদীর (যজ্ঞকুণ্ডের) মধ্যে অগ্নি স্থাপন করিয়া তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড ও কিছু কর্পূর রাখিয়া পরবর্ত্তী মন্□ ব্যজন দ্বারা প্রদীপ্ত করিবে —

অগ্ন্যুদ্বোধন

ওত্ম্ । উদ্বুদ্ধস্বাগ্নে প্রতি জাগৃহি ত্বমিষ্টাপুর্ত্তে সঙ্ঃসৃজেথাময়ং চ ।

অস্মিন্‌ৎসধস্থে অধ্যুত্তরস্মিন্ বিশ্বে দেবা য়জমানশ্চ সীদত । ।২ । ।

যজু০অ০১৫ । মং০৫৪ । ।

অগ্নি যখন সমিধাতে প্রবিষ্ট হইতে থাকিবে, তখন চন্দনের বা উপরিলিখিত পলাশাদির অষ্টাঙ্গুলি পরিমিত তিন খণ্ড কাষ্ঠ ঘৃতসিক্ত করিয়া তাহা হইতে নিম্নলিখিত এক একটী মন্□ এক একটা সমিধা অগ্নিতে আহুতি দিবে । মন্□গুলি এইরূপ —

সমিদাধান

ওত্ম্ । অয়ন্ত ইধ্ম আত্মা জাতবেদস্তেনেধ্যস্ব বর্দ্ধস্ব চেদ্ধ বর্দ্ধয় চাস্মান্ প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেনান্নাদ্যেন সমেধয় স্বাহা । । ইদমগ্নয়ে জাতবেদসে — ইদন্ন মম । । এই মন্□ প্রথম ।

আশ্বলা০ গৃ০ সূ০ অ০১ । কং ১০ । সূ০ ১২ ।

ওত্ম্ । সমিধাগ্নিং দুবস্যত ঘৃতৈর্বোধয়তাতিথিম্ । আস্মিন্ হব্যা জুহোতন । ।১ । । এই মন্□ ও —

ওতম্ । সুসমিদ্ধায় শোচিষে ঘৃতং তীব্রং জুহোতন । অগ্নয়ে জাতবেদসে স্বাহা । । ইদমগ্নয়ে জাতবেদসে ইদন্ন মম । ।২ । । এই মন্□ অর্থাৎ এই দুইটী মন্□ দ্বিতীয় এবং —

ওতম্ । তন্ত্বা সমিদ্ভিরঙ্গিরো ঘৃতেন বর্দ্ধয়ামসি । বৃহচ্ছোচায়বিষ্ঠ্য স্বাহা । । ইদমগ্নয়েऽঙ্গিরসে–ইদন্ন মম । ।৩ । ।

যজু০অ০ ৩ । মং০১,২,৩ ।

এই মন্□ তৃতীয় সমিধা আহুতি দিবে ।

এই সব মন্□ সমিদাধান করিয়া যথাবিধি অনুসারে প্রস্তুত হোমের শাকল্য (হবন সামগ্রী) সুবর্ণ, রৌপ্য ও কাংস্যাদি ধাতুপাত্রে বা কাষ্ঠপাত্রে বেদীর নিকটে সুরক্ষিত রাখিবে । তৎপরে উপরিলিখিত উষ্ণীকৃত তথা বিশোধিত এবং সুগন্ধ্যাদি পদার্থ মিশ্রিত যে ঘৃতাদি পূর্ব হইতে পাত্রে রক্ষিত আছে, তাহা বা অন্য মোহনভোগাদি যাহা কিছু সামগ্রী থাকিবে, তাহা হইতে ন্যূনপক্ষে ৬ মাসা ও অধিকপক্ষে এক ছটাক পরিমাণে আহুতি দিবে । ইহাই আহুতির পরিমাণ । পূর্বোক্ত ঘৃত হইতে ৬ মাসা পরিমিত ঘৃত ধারণযোগ্য চমস্পূর্ণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্□ ৫ (পাঁচটী) আহুতি দিবে —

পঞ্চ ঘৃতাহুতি

ওতম্ । অয়ন্ত ইধ্ম আত্মা জাতবেদস্তেনেধ্যস্ব বর্ধস্ব চেদ্ধ বর্ধয় চাস্মান্ প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেনান্নাদ্যেন সমেধয় স্বাহা । ইদমগ্নয়ে জাতবেদসে–ইদন্ন মম । ।

আশ্বলা০গৃ০সু০অ০১ । কং০১০ । সূ০১২ । ।

তৎপরে অঞ্জলিতে জল লইয়া বেদীর পূর্বদিকাদি চারিদিকে সিঞ্চন করিবে । ইহার মন্□ এইরূপ –

জল সিঞ্চন

ওতম্ । অদিতেऽনুমন্যস্ব । ।১ । । এই মন্□ পূর্ব দিকে,

ওতম্ । অনুমতেऽনুমন্যস্ব । ।২ । । এই মন্□ পশ্চিম দিকে,

ওতম্ । সরস্বত্যনুমন্যস্ব । ।৩ । । এই মন্□ উত্তর দিকে এবং–

গোভিল গৃ০প্র০১ । খং০৩ । সু০১-৩ । ।

ওতম্ । দেব সবিতঃ প্রসুব য়জ্ঞং প্রসুব য়জ্ঞপতিং ভগায় । দিব্যোঃ গন্ধর্বঃ কেতপূঃ কেতং নঃ পুনাতু বাচস্পতির্বাচং নঃ স্বদতু । ।৪ । ।

যজু০অ০৩০ ।মং০১ । ।

এই মন্□ বেদীর চারিদিকে জল সিঞ্চন করিবে ।

ইহার পরে সামান্য হোমাহুতি গর্ভাধানাদি প্রধান প্রধান সংস্□ারে অবশ্যই করিবে । ইহাতে মুখ্য হোমের আদিতে ও অন্তে যে সব আহুতি প্রদত্ত হয়, তন্মধ্যে যজ্ঞকুণ্ডের উত্তর ভাগে এই আহুতি ও দক্ষিণ ভাগে অন্য এক আহুতি দিতে হয়, উহার নাম ''আঘারাবাজ্যাহুতি'' । কুণ্ডের মধ্যভাগে যে সব আহুতি প্রদত্ত হয়, তৎসমুদয়কে ''আজ্যভাগাহুতি'' বলে ।

ঘৃতপাত্র হইতে স্রুবা পূর্ণ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ, মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা স্রুবা ধারণপূর্বক—

আঘারাবাজ্যাহুতি

নিম্নোক্ত মন্□ বেদীর উত্তরভাগস্থ অগ্নিতে –

ওতম্ । অগ্নয়ে স্বাহা । । ইদমগ্নয়ে–ইদন্ন মম । ।

এবং নিম্নোক্ত মন্□ বেদীর দক্ষিণভাগস্থ অগ্নিতে প্রজ্বলিত সমিধার উপর আহুতি দিবে –

ও৩ম্ । সোমায় স্বাহা । । ইদং সোমায়—ইদন্ন মম । ।২ । ।

গো০গৃ০প্র০১ । খ০৮ । সু০২৪ । ।

তৎপশ্চাৎ –

আজ্যভাগাহুতি

নিম্নোক্ত দুইটী মন্ে বেদীর মধ্যভাগে দুইটী আহুতি দিবে –

ও৩ম্ । প্রজাপতয়ে স্বাহা । । ইদং প্রজাপতয়ে-ইদন্ন মম । ।৩ । ।

যজু০১৮ ।২৮ । ।

ও৩ম্ । ইন্দ্রায় স্বাহা । । ইদমিন্দ্রায়—ইদন্ন মম । ।৪ । ।

যজু০২২ ।২৭ । ।

উপরিউক্ত চারিটী আহুতি অর্থাৎ আঘারাবাজ্যভাগাহুতি প্রদানের পর যখন প্রধান হোম অর্থাৎ যে যে কর্মে যে যে হোম করিতে হয়, তাহা করিয়া পূর্বোক্ত চারিটী পূর্ণাহুতি (আঘারাবাজ্যভাগাহুতি) দিবে। পুনরায় সেই বিশোধিত ঘৃতে স্রুবা পূর্ণ করিয়া প্রজ্বলিত সমিধার উপর নিম্নোক্ত মন্ে চারিটী ব্যাহৃতি আহুতি দিবে –

ব্যাহৃতি আহুতি

ও৩ম্ । ভূরগ্নয়ে স্বাহা । । ইদমগ্নয়ে ইদন্ন মম । ।১ । ।

ও৩ম্ । ভুবর্বায়বে স্বাহা । । ইদং বায়বে–ইদন্ন মম । ।২ । ।

ও৩ম্ । স্বরাদিত্যায় স্বাহা । । ইদমাদিত্যায়—ইদন্ন মন । ।৩ । ।

ও৩ম্ । ভূর্ভুবঃ স্বরগ্নিবায়্বাদিত্যেভ্যঃ স্বাহা । ।

ইদমগ্নিবায়্বাদিত্যেভ্যঃ–ইদন্ন মম । ।৪ । ।

পার০কা০১ । কং০৫ ।সূ০৩,৪ । ।

ঘৃতের চারিটী আহুতি দানের পর মাত্র একটী স্বিষ্টকৃৎ হোমাহুতি দিবে। ইহা ঘৃত বা অন্নের দ্বারা দিতে হইবে। উহার মন্ এইরূপ —

স্বিষ্টকৃৎ হোমাহুতি

ও৩ম্ । যদস্য কর্মণোऽত্যরীরিচং যদ্বা ন্যূনমিহাকরম্ । অগ্নিষ্টৎ স্বিষ্টকৃদ্বিদ্যাৎ সর্বং স্বিষ্টং সুহুতং করোতু মে। অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে সুহুতহুতে সর্বপ্রায়শ্চিত্তাহুতীনাং কামানাং সমর্দ্ধয়িত্রে সর্বান্নঃ কামানৎ সমর্দ্ধয় স্বাহা । । ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে–ইদন্ন মম ।

শতপথ কাং০৪ । অ০৮ । প্র০৭ । কং০৫ । ।

ইহা দ্বারা একটা আহুতি দিয়া নিম্নলিখিত মন্ে মৌনভাবে প্রাজাপত্যাহুতি দিতে হইবে —

প্রাজাপত্যাহুতি

ও৩ম্ । প্রজাপতয়ে স্বাহা । । ইদং প্রজাপতয়ে—ইদন্ন মম । ।

যজু০অ০১৮ । মৎ০২৮ । ।

ইহা দ্বারা মৌনভাবে একটি আহুতি দিয়া নিম্নোক্ত মন্ে চারিটী আজ্যাহুতি দিবে। কিন্তু নিম্নলিখিত এই চারিটী আহুতি চূড়াকরণ, সমাবর্ত্তন ও বিবাহ সংস্ারে মুখ্য বলিয়া জানিবে —

প্রধান চতুরাজ্যাহুতি

ও৩ম্ । ভূর্ভুবঃ স্বঃ । অগ্ন আয়ুংষি পবস আ সুবোর্জমিষং চ নঃ । আরে বাধস্ব দুচ্ছুনাং স্বাহা । ইদমগ্নয়ে পবমানায় – ইদন্ন মম । ।১ । ।

যজু০অ০ ১৯ । ম০৩৮

ও৩ম্ । ভূর্ভুবঃ স্বঃ । অগ্নির্ঋষিঃ পবমানঃ পাঞ্চজন্যঃ পুরোহিতঃ । তমীমহে মহাগয়ং স্বাহা । ইদমগ্নয়ে পবমানায়—ইদন্ন মম । ।২ । ।

ও৩ম্ । ভূর্ভুবঃ স্বঃ । অগ্নে পবস্ব স্বপা অস্মে বর্চঃ সুবীর্য্যম্ ।

দধদ্রয়িং ময়ি পোষং স্বাহা।। ইদমগ্নয়ে পবমানায়–ইদন্ন মম।।৩।।

ঋ০মং০৯। সু০৬৬। মং০১৯,২০,২১।।

ওতম্। ভূর্ভুবঃ স্বঃ। প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব। য়ৎকামান্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাং স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে–ইদন্ন মম।।৪।।

ঋ০মং০১০। সূ০১২১। মং০১০।

এইসব মন্ত্রে ঘৃতের চারিটী আহুতি দানের পর সর্বত্র মাঙ্গলিক কার্য্যে অষ্টাজ্যাহুতির নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি দ্বারা আটটী আহুতি দিবে, পরন্তু যে যে সংস্কারে যেখানে যেখানে দিতে হইবে, সেই সেই সংস্কারে তাহা লিখিত হইবে। সেই আট আহুতির মন্ত্র এইরূপ—

অষ্টাজ্যাহুতি

ওতম্। ত্বন্নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেলোऽবয়াসিসীষ্ঠাঃ। য়জিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বা দ্বেষাংসি প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ স্বাহা। ইদমগ্নিবরুণাভ্যাম্–ইদন্ন মম।।১।।

ওতম্। স ত্বন্নো অগ্নেऽবমো ভবোতী নেদিষ্ঠো অস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ। অব য়ক্ষ্ব নো বরুণংররাণো বীহি মৃড়ীকং সুহবো ন এধি স্বাহা।। ইদমগ্নিবরুণাভ্যাম্–ইদন্ন মম।।২।।

ঋ০ মং ৪। সূ০১। মং ৪,৫

ওতম্ ইমং মে বরুণ শ্রুধী হবমদ্যা চ মৃলয়। ত্বামবস্যুরা চকে স্বাহা।। ইদং বরুণায়—ইদন্ন মম।।৩।।

ঋ০মং০১। সু০২৫।মং০১৯।।

ওতম্। তত্ত্বা য়ামি ব্রহ্মণা বন্দমানস্তদাশাস্তে য়জমানো হবির্ভিঃ। অহেলমানো বরুণেহ বোধ্যুরুশংস মা ন আয়ুঃ প্রমোষীঃ স্বাহা।। ইদং বরুণায়–ইদন্ন মম।।৪।।

ঋ০মং০১। সূ০২৪। মং১১।।

ওতম্। য়ে তে শতং বরুণ য়ে সহস্রং য়জ্ঞিয়াঃ পাশা বিততা মহান্তঃ। তেভির্নো অদ্য সবিতোত বিষ্ণুর্বিশ্বে মুঞ্চন্তু মরুতঃ স্বর্কাঃ স্বাহা।। ইদং বরুণায় সবিত্রে বিষ্ণবে বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো মরুদ্ভ্যঃ স্বর্কেভ্যঃ–ইদন্ন মম।।৫।।

ওতম্। অয়াশ্চাগ্নেऽস্যনভিশস্তিপাশ্চ সত্যমিত্ত্বময়াসি। অয়া নো য়জ্ঞং বহাস্যয়া নো ধেহি ভেষজং স্বাহা।। ইদমগ্নয়ে অয়সে—ইদন্ন মম।।৬।। কাত্যা০২৫-১১।।

ওতম্। উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বি মধ্যমং শ্রথায়। অথা বয়মাদিত্য ব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম স্বাহা।। ইদং বরুণায়াऽऽদিত্যায়াऽদিতয়ে চ—ইদন্ন মম।।৭।।

ঋ০ম০১।সু০২৪।ম০১৫।।

ওতম্। ভবতন্নঃ সমনসৌ সচেতসাবরেপসৌ। মা য়জ্ঞং হিংসিষ্টং মা য়জ্ঞপতিং জাতবেদসৌ শিবৌ ভবতমদ্য নঃ স্বাহা।। ইদং জাতবেদোভ্যাম্–ইদন্ন মম।। মজু০অ০৫। ম০৩।।

সব সংস্কারে যজমানই মধুর স্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করিবে, দ্রুত বা মন্থর গতিতে উচ্চারণ করিবে না। যে বেদের যেরূপ উচ্চারণ, তদনুসারে মধ্যম গতিতে উচ্চারণ করিবে। যজমান যদি পড়িতে না জানে, তবে এতগুলি

মন্□ তো অবশ্যই পড়িয়া লইবে। যদি কোন কার্যকর্ত্তা জড়, মন্দমতি ও অকাঠমূর্খ হয়, তবে সে শূদ্র। শূদ্র মন্ে□াচ্চারণে অসমর্থ হইলে পুরোহিত ও ঋত্বিক মন্ে□াচ্চারণ করিবে, কিন্তু কর্ম সেই মূর্খ যজমান দ্বারাই করাইবে।

পরে স্রুবা ঘৃত পূর্ণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ে□ পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে —

পূর্ণাহুতি

ওওম্। সর্বং বৈ পূর্ণং স্বাহা।।

এই মন্□ একটী আহুতি দিবে। এইভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আহুতি দিবে।

ভোজন ও দক্ষিণা

যাহাকে দক্ষিণা দেওয়া দরকার, দিবে। যাহাকে ভোজন করান দরকার, করাইবে। দক্ষিণান্তে সকলকে বিদায় দিয়া স্বামী ও স্□ী প্রথমে যজ্ঞাবশিষ্ট ঘৃত, অন্ন বা মোহনভোগ সেবন করিয়া পরে তৃপ্তিসহকারে উত্তমান্ন ভোজন করিবে।

মাঙ্গলিক কার্য্য

গর্ভাধান হইতে সন্ন্যাস পর্য্যন্ত সব সংস্□ারেই নিম্নলিখিত সামবেদোক্ত বামদেব্য গান অবশ্যই করিবে। সেই মন্□গুলি এইরূপ–

বামদেব্যগান

ওওম্। ভূর্ভুবঃ স্বঃ। কয়া নশ্চিত্র আভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা।।১।। ওওম্। ভূর্ভুবঃ স্বঃ। কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ। দৃঢ়া চিদারুজে বসু।।২।। ওওম্। ভূর্ভুবঃ স্বঃ। অভীষুণঃ সখীনামবিতা জরিতৃণাম্। শতম্ভবাস্যুতয়ে।।৩।। মহাবামদেব্যম্–কা১৫য়া। নশ্চা৩ ইত্রা৩ আভূবাৎ। উ। তী সদাবৃধঃ স। খা। ঔ৩হোহায়ি। কয়া২৩শচায়ি। ষ্ঠয়ৌহো৩। হুম্মা২। বা২র্তো৩১৫হায়ি।। (১)।। কা১৫স্ত্বা। সত্যো৩মা৩দানাম্। মা।

হিষ্ঠো মাৎসাদন্ধ। সা ঔ৩হোহায়ি। দৃঢ়া২৩চিদা। রুজৌহো৩। হুম্মা২। বা১২সো৩১৫ হায়ি।।(২)।। আ১৫ভী। ষু ণা৩ঃ সা৩খীনাম্। আ। বীতা জরায়িতৃ। ণাম্।। ঔ২৩ হো হায়ি। শতা২৩ম্ভবা। সিয়ৌহো৩। হুম্মা ২। তা১২। য়ো৩১৫হায়ি।।(৩)।।

সাম০ উত্তরার্চিকে। অধ্যায়ে ১। খং০ ৪। মং০ ১,২,৩।

বিদায় সম্ভাষণ

এই বামদেব্য গান হইবার পরে গৃহস্থ স্□ী, পুরুষ ও কার্যকর্ত্তা সদ্ধর্মী লোকপ্রিয়, পরোপকারী, সজ্জন ও বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগকে তথা ত্যাগী, পক্ষপাতরহিত, বিদ্যাপ্রচারে ও বিশ্বকল্যাণে উৎসর্গীকৃত প্রাণ সন্ন্যাসীদিগকে নমস্□ার, আসন, অন্ন, জল, বস্□, পাত্র ও ধনদানাদি দ্বারা উত্তম প্রকারে যথাশক্তি সৎকার করিবেন। দর্শনার্থীদিগকেও আদর অভ্যর্থনা করিয়া বিদায় করিবেন। যাঁহারা সংস্□ার কার্য্য দেখিতে চান, তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ মৌনভাবে উপবিষ্ট থাকিবেন। কেহ বাজে কথাবার্ত্তা বা গণ্ডগোল করিবে না। সকলে মনোযোগী হইয়া প্রসন্নমুখে থাকিবেন। বিশেষভাবে কর্ম্মকর্ত্তা ও পুরোহিত শান্তি, ধৈর্য ও বিচারপূর্বক ক্রমানুসারে কর্ম্ম করিবেন ও করাইবেন। এই সামান্য বিধি সব সংস্□ারেই করা কর্ত্তব্য।

ইতি সামান্যপ্রকরণম্।

অথ গর্ভাধানবিধিং বক্ষ্যামঃ

০—০—০

নিষেকাদি শ্মশানান্তো মন্ত্রৈর্য়স্যোদিতো বিধিঃ।

মনুস্মৃতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে শ্লোক ১৬।।

অর্থ ঃ মনুষ্যের শরীর ও আত্মার কল্যাণের জন্য নিষেক অর্থাৎ গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া শ্মশানান্ত অর্থাৎ অন্ত্যেষ্টি—মৃত্যুর পর মৃতক শরীরের বিধিপূর্বক দাহ করা পর্যন্ত সংস্কার ষোলটী। শরীরের আরম্ভ গর্ভাধান এবং শরীরের অন্ত ভস্ম করা পর্য্যন্ত ষোড়শবিধ উত্তম সংস্কার করিতে হয়। তন্মধ্যে প্রথম–গর্ভাধান সংস্কার।

''গর্ভস্যাऽऽধানং বীর্য্যস্থাপনং স্থিরীকরণং
য়স্মিন্নেন বা কর্ম্মণা তদ্ গর্ভাধানম্।''

গর্ভধারণ অর্থাৎ গর্ভাশয়ে বীর্য্যস্থাপন স্থিরীকরণ যে ক্রিয়া দ্বারা হয় তাহাকে গর্ভাধান বলে। যাহার বীজ ও ক্ষেত্র উত্তম তাহার যেমন উত্তম শস্যাদি উৎপন্ন হয়, তেমনই বলবান স্ত্রী-পুরুষের সন্তানও উত্তম হইয়া থাকে। এইজন্য পূর্ণ যুবাবস্থা পর্য্যন্ত অর্থাৎ কমপক্ষে কন্যা ১৬ (ষোল) বৎসর এবং পুরুষ ২৫ (পঁচিশ) বৎসর পর্যন্ত অবশ্যই যথাবিধি ব্রহ্মচর্য্য পালন ও বিদ্যাভ্যাস করিবে। তদপেক্ষা অধিক বয়স হইলে আরও ভাল হয়। কারণ, ষোল বৎসর অতীত না হইলে, গর্ভাশয় সন্তানের শরীরের যথোপযুক্তভাবে বর্দ্ধিত হইবার স্থান হয় না এবং স্ত্রীর শরীরে গর্ভধারণের তথা পোষণের সামর্থ্যও থাকে না। ২৫ (পঁচিশ) বৎসর অতীত না হইলে পুরুষের বীর্য্যও উত্তম হয় না। এবিষয়ে প্রমাণ এই যে –

বিবাহোচিত কাল

পঞ্চবিংশে ততো বর্ষে পুমান্নারী তু ষোড়শে।
সমত্বাগতবীর্য়্যৌ তৌ জানীয়াৎ কুশলোভিষক্।।৩৫।।

সুশ্রুতে। সূত্রস্থানে। অধ্যায় ৩৫।১০।

উনষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্।
য়দ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে।।২।।
জাতো বা ন চিরং জীবেজ্জীবেদ্বা দুর্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ।।৩।।

সুশ্রুতে। শারীরস্থানে। অ০১০।৪৭-৪৮।

এগুলি সুশ্রুতের শ্লোক। শরীরের উন্নতি বা অবনতি সম্বন্ধে বৈদ্যক শাস্ত্রে যেরূপ বিধি আছে, সেরূপ অন্য কোথাও নাই। ইহার মূল বিধান পরে বেদারম্ভ সংস্কারে লিখিত হইবে। কোন্ কোন্ বয়সে কোন্ কোন্ ধাতু কী কী প্রকারে কাঁচা বা পাকা হয়, বৃদ্ধি পায় বা ক্ষয় হয়–এসব বিষয় বৈদ্যক শাস্ত্রে লিখিত আছে। এজন্য গর্ভাধান সংস্কারাদি করিতে বৈদ্যক শাস্ত্রের আশ্রয় লওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এক্ষণে দেখুন–সমগ্র বিদ্বন্মণ্ডলী যে বৈদ্যশ্রেষ্ঠ সুশ্রুতকারের প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়া থাকেন, তিনি বিবাহ গর্ভাধানের কাল সম্বন্ধে লিখিতেছেন যে –

এই সময় কন্যার ন্যূনতম বয়স ১৬ (ষোল) বৎসর ও পুরষের ন্যূনতম বয়স ২৫ (পঁচিশ) বৎসর অবশ্যই হইবে। ২৫ (পঁচিশ) বৎসর বয়সে পুরুষের শরীরে যেরূপ সামর্থ্য জন্মে, ১৬ (ষোল) বৎসর বয়সে কন্যার শরীরে সেইরূপ সামর্থ্য জন্মে। এই কারণে বৈদ্যগণ (আয়ুর্বেদজ্ঞমণ্ডলী) পূর্বোক্ত বয়সে উভয়কে সমবীর্য্য অর্থাৎ সম-সামর্থ্যবান্ বলিয়া জানেন।।১।।

২৫ (পঁচিশ) বৎসরের কম বয়সের পুরুষ যদি ১৬ (ষোল) বৎসরের কম বয়সের স্ত্রীতে গর্ভাধান করে, তবে গর্ভ উদরেই বিপন্ন হয়।।২।।

সন্তান জন্মিলেও অধিক দিন জীবিত থাকে না। জীবিত থাকিলেও

তাহার শরীর ও ইন্দ্রিয় অত্যন্ত দুর্বল হইয়া থাকে। সুতরাং অল্প বয়সের বালিকা অর্থাৎ ১৬ (ষোল) বৎসরের কম বয়সের স্□ীতে কখনও গর্ভাধান করিবে না।।৩।। সেই সুশ্রুতে ইহাও লিখিত আছে—

চতস্রোऽবস্থাঃ শরীরস্য বৃদ্ধির্যৌবনং সম্পূর্ণতা কিঞ্চিৎ পরিহাণিশ্চেতি। আষোড়শাদ্‌বৃদ্ধিরা চতুর্বিংশতের্যৌবনমাচত্বারিংশতঃ সম্পূর্ণতা ততঃ কিঞ্চিৎ পরিহাণিশ্চেতি।।*

অর্থঃ— ষোল বৎসরের পরে মনুষ্যের শরীরে সর্ব ধাতুর বৃদ্ধি, পঁচিশ বৎসর হইতে যুবাবস্থার আরম্ভ, চল্লিশ বৎসরে যুবাবস্থার পূর্ণতা অর্থাৎ সর্ব ধাতু পূর্ণভাবে পুষ্ট হয় এবং তাহার পরে ধাতুবীর্যের কিছু কিছু ক্ষয় হইতে থাকে। ৪০ (চল্লিশ) বৎসরে সব অবয়ব পূর্ণ হইয়া যায়। পরে পানাহারে যে ধাতুবীর্য্য উৎপন্ন হয়, তাহা কিছু কিছু ক্ষীণ হইতে থাকে। ইহা দ্বারা এই সিদ্ধ হয় যে, শীঘ্রই বিবাহ দিতে হইলে কন্যার বয়স অন্ততঃ ১৬ (ষোল) এবং পুরুষের বয়স অন্ততঃ ২৫ (পঁচিশ) বৎসর অবশ্যই হওয়া উচিত। কন্যার বয়স ২০ (কুড়ি) বৎসর পর্য্যন্ত এবং পুরুষের ৪০ (চল্লিশ) বৎসর পর্য্যন্ত–**মধ্যম অবস্থা** এবং কন্যার বয়স ২৪ (চ□বিশ) বৎসর পর্য্যন্ত এবং পুরুষের বয়স ৪৮ (আটচল্লিশ) বৎসর পর্য্যন্ত–**উত্তম অবস্থা**। যাঁহারা দীর্ঘায়ু, সুশীল, বুদ্ধিমান, বলবান, পরাক্রমশালী, বিদ্বান্ সন্ততি লাভ করিয়া বংশের উন্নতি কামনা করেন, তাঁহারা যেন কখনও ১৬ (ষোল) বৎসরের পূর্বে কন্যার এবং ২৫ (পঁচিশ) বৎসরের পূর্বে পুত্রের বিবাহ না দেন। ইহাই সব সংস্□ারের মধ্যে প্রকৃত সংস্□ার, সব সৌভাগ্যের মধ্যে প্রকৃত সৌভাগ্য ও সব উন্নতির মধ্যে প্রকৃত উন্নতি বিধায়ক কর্ম্ম। এই বয়সোচিত ব্রহ্মচর্য্য

---

* বর্ত্তমানের মুদ্রিত সুশ্রুত গ্রন্থে এই পাঠ এই ভাবে আছে – ষোড়শসপ্তত্যোরন্তরে মধ্যং বয়স্তস্য বিকল্পো বৃদ্ধির্যৌবনং সম্পূর্ণতা হানিরিতি। তত্রাবিংশতে বৃদ্ধিরাত্রিংশতো যৌবনমাচত্বারিংশতঃ সর্বধাত্বিন্দ্রিয়বলবীর্য্য-সম্পূর্ণতা। অত উ□র্ধমীষৎ পরিহাণির্য়াবৎসপ্ততিরিতি।।

সুশ্রুতে। সূত্রস্থানে।। অ০ ৩৫।।

পালন দ্বারা আপন পুত্রকন্যাগণের বিদ্যা ও সুশিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিবে, ইহাতে সুসন্তান লাভ হইবে।

ঋতুদান কাল

ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ স্বদারনিরতস্সদা।
পর্ব বর্জং ব্রজেচ্চৈনাং তদ্‌ব্রতো রতিকাম্যয়া।।১।।
ঋতুঃ স্বাভাবিকঃ স্□ীণাং রাত্রয়ঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ।
চতুর্ভিরিতরৈঃ সার্দ্ধমোহভিঃ সদ্বিগর্হিতৈঃ।।২।।
তাসামাদ্যাশ্চতস্রস্তু নিন্দিতৈকাদশী চ য়া।
ত্রয়োদশী চ শেষাস্তু প্রশস্তা দশ রাত্রয়ঃ।।৩।।
য়ুগ্মাসু পুত্রা জায়ন্তে স্□িয়োऽয়ুগ্মাসু রাত্রিষু।
তস্মাদ্যুগ্মাসু পুত্রার্থী সংবিশেদার্ত্তবে স্□িয়ম্।।৪।।
পুমান্ পুংসোऽধিকে শুক্রে স্□ী ভবত্যধিকে স্□িয়াঃ।
সমে পুমান্ পুংস্□িয়ৌ বা ক্ষীণেऽল্পে চ বিপর্য্যয়ঃ।।৫।।
নিন্দ্যাস্বষ্টাসু চান্যাসু স্□িয়ো রাত্রিষু বর্জয়ন্।
ব্রহ্মচার্য্যেব ততভবতি য়ত্র তত্রাশ্রমে বসন্।।৬।।

মনুস্মৃতি অ০৩। শ্লো০ ৪৫-৫০।।

অর্থ ঃ– মন্বাদি মহর্ষিগণ ঋতুদানের সময় এইভাবে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন –

পুরুষ ঋতুকালেই স্□ীসমাগম করিবে এবং আপন স্□ী ব্যতীত পরস্□ী সর্বদা পরিত্যাগ করিবে। সেইরূপ স্□ীও নিজের বিবাহিত স্বামী ব্যতীত পরপুরুষ হইতে সর্বদাই পৃথক থাকিবে। যেরূপ পতিব্রতা স্□ী স্বীয় বিবাহিত স্বামী ব্যতীত কখনও পরপুরুষের সঙ্গ করিবে না, সেইরূপ স্□ীব্রত পুরুষও স্বীয় বিবাহিত স্□ীতেই প্রসন্ন থাকিবে। ঋতুদানের সময় পুরুষ পর্ব অর্থাৎ ১৬ (ষোল) দিনের মধ্যে যদি পূর্ণিমা, অমাবস্যা, চতুর্দ্দশী বা অষ্টমী পড়ে,

তাহা হইলে ঐ তিথিগুলি পরিত্যাগ করিবে। এইসব তিথিতে স্□ীপুরুষ কখনও রতিক্রিয়া করিবে না। ।১।। নারীর স্বাভাবিক ঋতুকাল ১৬ (ষোল) রাত্রি অর্থাৎ রজোদর্শনের দিন হইতে পরবর্ত্তী ১৬ (ষোল) দিন পর্য্যন্ত ঋতুর সময়। ইহার মধ্যে প্রথম চারি রাত্রি অর্থাৎ যেদিন রজস্বলা হইবে, সেই দিন হইতে চারি দিন নিন্দিত অর্থাৎ নিষিদ্ধ। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রাত্রিতে পুরুষ স্□ীকে কখনও স্পর্শ করিবে না এবং স্□ীও পুরুষের সংস্পর্শে আসিবে না। রজস্বলা স্□ীর ছোঁওয়া জলও পান করিবে না। রজস্বলা স্□ী কোন কাজকর্মও করিবে না, কেবল নির্জ্জনে বসিয়া থাকিবে। এই চারি রাত্রিতে সমাগম করা নিরর্থক ও মহারোগোৎপাদক। যেমন ফোঁড়া হইতে পুঁজ বা রক্ত বাহির হয়, স্□ীর শরীর হইতে সেইরূপ রজঃ অর্থাৎ এক প্রকার বিকৃত উষ্ণ রক্ত নির্গত হইতে থাকে। ।২।। ঋতুদান সম্বন্ধে যেরূপ প্রথম চারি রাত্রি নিন্দিত অর্থাৎ নিষিদ্ধ, সেইরূপ একাদশ এবং ত্রয়োদশ রাত্রিও নিন্দিত অর্থাৎ নিষিদ্ধ। অবশিষ্ট রহিল দশ রাত্রি, এগুলি ঋতুদানের পক্ষে প্রশস্ত। ।৩।। পুত্রকামী ব্যক্তি ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম, দ্বাদশ, চতুর্দশ ও ষোড়শ– এই ছয় রাত্রি ঋতুদানের পক্ষে উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবে, পরন্তু উল্লিখিত রাত্রিগুলি উত্তরোত্তর অর্থাৎ ৬ অপেক্ষা ৮,৮ অপেক্ষা ১০, ১০ অপেক্ষা ১২ ইত্যাদি ক্রমে শ্রেষ্ঠ। কন্যা লাভ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও পঞ্চাদশ–এই চারি রাত্রি* উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবে। পুত্রার্থী যুগ্ম রাত্রিতে ঋতুদান করিবে। ।৪।। পুরুষের বীর্য্য অধিক হইলে পুত্র, স্□ীর রজঃ অধিক হইলে কন্যা এবং রজোবীর্য্য সমান হইলে নপুংসক পুরুষ বা বন্ধ্যা স্□ী জন্মে। পুরুষের বীর্য্য অল্প বা ক্ষীণ হইলেও গর্ভপাত হইবে। ।৫।। পূর্বনিষিদ্ধ যে ৮ (আট) রাত্রির কথা বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তি ঐ নিষিদ্ধ ৮ (আট) রাত্রি স্□ীসঙ্গ পরিত্যাগ করে, সে গৃহাশ্রমে থাকিয়াও ব্রহ্মচারী নামে অভিহিত হয়। ।৬।।

* রাত্রিগণনা এইজন্য যে, দিবাভাগে ঋতুদান নিষিদ্ধ।

উপনিষদি গর্ভলম্ভণম্।। আশ্ব০ গৃ০ ১।১৩।১।।

ইহা আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের বচন। উপনিষদে গর্ভস্থাপন বিধি যেরূপ লিখিত আছে, সেইরূপ করিতে হইবে। অন্যান্য গ্রন্থে ১৬ (ষোল) ও ২৫ (পঁচিশ) বৎসর বয়সে বিবাহ করার পর ঋতুদানের সম্বন্ধে যেরূপ লিখিত আছে, উপনিষদেও এইরূপ বিধান আছে।

অথ গর্ভাধানংঁস্□িয়াঃ। পুষ্পবত্যাশ্চতুরহাদূর্ধ্বংঁস্নাত্বা বিরুজায়াস্তস্মিন্নেব দিবা ''আদিত্যং গর্ভমিতি''।। পার০গৃ০ ১।১৩।।

ইহা পারস্□র গৃহ্যসূত্রের বচন। গোভিলীয় ও শৌনক গৃহ্যসূত্রেও এইরূপ বিধান আছে।*

বিধি

অতঃপর স্□ী রজস্বলা হইবার চতুর্থ দিন পরে পঞ্চম দিবসে স্নান করিয়া রজরোগরহিত হইলে সেই দিনই ''**আদিত্যং গর্ভম্০**'' ইত্যাদি মন্□—যে রাত্রিতে গর্ভ স্থাপন করিবার ইচ্ছা হইবে, তাহার পূর্বে দিবাভাগে সুগন্ধাদি পদার্থ দ্বারা সামান্যপ্রকরণে লিখিত ব্যাবস্থানুসারে হবন করিয়া নিম্নলিখিত মন্□গুলি দ্বারা আহুতি দান করিবে —

এই সংস্□ারে পত্নী পতির বাম পার্শ্বে উপবেশন করিবে। পতি বেদীর পশ্চিমাভিমুখে পূ□র্ব, দক্ষিণ বা উত্তর দিকে ইচ্ছানুসারে মুখ করিয়া বসিবে এবং ঋত্বিগ্‌গণও বেদীর চারিদিকে যথাবিধি মুখ করিয়া উপবেশন করিবেন। আহুতি প্রদানকালে বধূ স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বরের দক্ষিণ স্□ন্ধ স্পর্শ করিয়া থাকিবে।

বিংশতি ঘৃতাহুতি

বর–ওওম্। অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি য়াস্যাঃ পাপী লক্ষ্মীস্তনূস্তামস্যা

* বৃহদারণ্যক উপনি□ষদ্ অ০ ৬।।৪।।

অপজহি স্বাহা।। ইদমগ্নয়ে–ইদগ্ন মম।।১।। ওওম্।। বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি য়াস্যাঃ পাপী লক্ষ্মীস্তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা।। ইদং বায়বে–ইদন্ন মম।।২।। ওওম্ চন্দ্র প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি য়াস্যাঃ পাপী লক্ষ্মীস্তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা।। ইদং চন্দ্রায়–ইদন্ন মম।।৩।। ওওম্। সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি য়াস্যাঃ পাপী লক্ষ্মীস্তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা।। ইদং সূর্য্যায়–ইদন্ন মম।।৪।। ওওম্।। অগ্নিবায়ুচন্দ্রসুর্য্যাঃ প্রায়শ্চিত্তয়ো য়ূয়ং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্থ ব্রাহ্মণো বো নাথকাম উপধাবামি য়াস্যাঃ পাপী লক্ষ্মীস্তনূস্তামস্যা অপহত স্বাহা।। ইদমগ্নিবায়ুচন্দ্রসূর্য্যেভ্যঃ—ইদন্ন মম।।৫।। ওওম্। অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্তা নাথকাম উপধাবামি য়াস্যাঃ পতিঘ্নী তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা।। ইদমগ্নয়ে–ইদন্ন মম।।৬।। ওওম্।। বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্তা নাথকাম উপধাবামি য়াস্যাঃ পতিঘ্নী তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা।। ইদং বায়বে ইদন্ন মম।।৭।। ওওম্। চন্দ্র প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি য়াস্যাঃ পতিঘ্নী তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা।। ইদং চন্দ্রায়–ইদন্ন মম।।৮।। ওওম্ সূর্য প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি য়াস্যাঃ পতিঘ্নী তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা।। ইদং সূর্য্যায়–ইদন্ন

মম।।৯।। ওওম্। অগ্নিবায়ুচন্দ্রসূর্য্যাঃ প্রায়শ্চিত্তয়ো য়ূয়ং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্থ ব্রাহ্মণো বো নাথকাম উপধাবামি য়াস্যাঃ পতিঘ্নী তনূস্তামস্যা অপহত স্বাহা।। ইদমগ্নিবায়ুচন্দ্রসুর্য্যেভ্যঃ—ইদন্ন মম।।১০।। ওওম্। অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপাধাবামি য়াস্যা অপুত্র্যাস্তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা।। ইদমগ্নয়ে–ইদন্ন মম।।১১।। ওওম্। বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি য়াস্যা অপুত্র্যাস্তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা।। ইদং বায়বে–ইদন্ন মম।।১২।। ওওম্। চন্দ্র প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি য়াস্যা অপুত্র্যাস্তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা।। ইদং চন্দ্রায়–ইদন্ন মম।।১৩।। ওওম্। সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি য়াস্যা অপুত্র্যাস্তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা।। ইদং সূর্য্যায়—ইদন্ন মম।।১৪।। ওওম্। অগ্নিবায়ুচন্দ্রসূর্য্যাঃ প্রায়শ্চিত্তয়ো য়ূয়ং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্থ ব্রাহ্মণো বো নাথকাম উপধাবামি য়াস্যা অপুত্র্যাস্তনূস্তামস্যা অপহত স্বাহা।। ইদমগ্নিবায়ুচন্দ্রসূর্য্যেভ্যঃ–ইদন্ন মম।।১৫।। ওওম্। অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি য়াস্যা অপসব্যাস্তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা।। ইদমগ্নয়ে—ইদন্ন মম।।১৬।। ওওম্। বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি য়াস্যা অপসব্যাস্তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা।। ইদং বায়বে–ইদন্ন

মম। ।১৭। । ওওম্। চন্দ্র প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি য়াস্যা অপসব্যাস্তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা। । ইদং চন্দ্রায়–ইদন্ন মম। ।১৮। । ওওম্। সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি য়াস্যা অপসব্যাস্তনূস্তামস্যাঅপজহি স্বাহা। । ইদং সূর্য্যায় – ইদন্ন মম। ।১৯। । ওওম্। অগ্নিবায়ুচন্দ্রসূর্য্যাঃ প্রায়শ্চিত্তয়ো য়ূয়ং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্থ ব্রাহ্মণো বো নাথকাম উপধাবামি য়াস্যা অপসব্যাস্তনূস্তামস্যা অপহত স্বাহা। । ইদমগ্নিবায়ুচন্দ্রসুর্য্যেভ্যঃ– ইদন্ন মম। ।২০। ।

গোভিল গৃ০ ২।৫।২–৬। । মন্□ব্রাহ্মণ ১।৪।১–৫। । পারঃ–গৃ০ ১।১১।১-৩। ।

এই কুড়িটী মন্ে□ কুড়িটী আহুতি দিতে হইবে* এবং এই কুড়িটী আহুতির পরে যদি কিছু ঘৃত অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহা কাংস্যপাত্রে আচ্ছাদিতভাবে রাখিয়া দিবে। ইহার পরে অন্নাহুতি প্রদানের জন্য এইরূপ করিবে –

একটি রৌপ্য বা কাংস্য পাত্রে অন্ন রাখিয়া তাহাতে ঘৃত, দুগ্ধ ও চিনি মিশ্রিত করিবার পর কিছু সময় রাখিয়া দিবে। যখন ঘৃতাদি অন্নের সহিত মিশ্রিত হইয়া একরস হইয়া যাইবে, তখন নিম্নলিখিত এক একটি মন্ে□ অগ্নিতে এক একটি আহুতি দান করিবে এবং স্রুবা (হাত বা চমস্) স্থিত যজ্ঞাবশেষ (আহুতি দানের পর অবশিষ্টাংশ) কাংস্যপাত্রস্থিত জলে নিক্ষেপ করিতে থাকিবে–

অন্নাহুতি

ওওম্। অগ্নয়ে পবমানায় স্বাহা। । ইদমগ্নয়ে পবমানায়— ইদন্ন মম। ।১। । ওওম্। অগ্নয়ে পাবকায় স্বাহা। । ইদমগ্নয়ে

* এই কুড়িটি আহুতি দেওয়ার সময় বধূ স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বরের দক্ষিণ স্□ন্ধ স্পর্শ করিয়া রাখিবে। ।

পাবকায়–ইদন্ন মম। ।২। । ওওম্। অগ্নয়ে শুচয়ে স্বাহা। । ইদগ্নয়ে শুচয়ে–ইদন্ন মম। ।৩। । ওওম্। অদিত্যৈ স্বাহা। । ইদমদিত্যৈ–ইদন্ন মম। ।৪। । ওওম্। প্রজাপতয়ে স্বাহা। । ইদং প্রজাপতয়ে—ইদন্ন মম। ।৫। । ওওম্। য়দস্য কর্মণোঽত্যরীরিচং য়দ্বা ন্যূনমিহাকরম্। অগ্নিষ্টৎ স্বিষ্টকৃদ্বিদ্যাৎ সর্বৎ স্বিষ্টং সুহুতং করোতু মে। অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে সুহুতহুতে সর্বপ্রায়শ্চিত্তাহুতীনাং কামানাং সমর্ধয়িত্রে সর্বান্নঃ কামানৎ সমর্দ্ধয় স্বাহা। । ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে ইদন্ন মম। ।৬। । আশ্ব০ গৃ০ ১।১০।২২। ।

অষ্টাজ্যাহুতি

উক্ত ছয় মন্□ দ্বারা অন্নাহুতি দিবে। তৎপশ্চাৎ সামান্য প্রকরণোক্ত ২৭ পৃষ্ঠা হইতে ২৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত আটটী মন্ে□ অষ্টাজ্যাহুতি প্রদান করিবে।

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ে□ আজ্যাহুতি ও মোহনভোগের আহুতি দান করিবে –

আজ্যাহুতি ও মোহনভোগাহুতি

ওওম্। বিষ্ণুর্য়োনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু।
আ সিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে স্বাহা। ।১। ।
ওওম্। গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি।
গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুস্□রস্রজৌ স্বাহা। ।২। ।
ওওম্। হিরণ্যয়ী অরণী য়ং নির্মন্থতো অশ্বিনা।
তং তে গর্ভং হবামহে দশমে মাসি সূতবে স্বাহা। ।৩। ।

ঋ০মং০১০। সু০ ১৮৪ মং০১–৩

ওওম্। রেতো মূত্রং বি জহাতি য়োনিং প্রবিষদিন্দ্রিয়ম্।

গর্ভো জরায়ুণাবৃত উল্বং জহাতি জন্মনা। ঋতেন সত্যমিন্দ্রিয়ং বিপানংশুক্রমন্ধস ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়মিদং পয়োऽমৃতং মধু স্বাহা।।৪।।

যজু০অ০১৯। মাং০ ৭৬।

ও৩ম্। য়ত্তে সুসীমে হৃদয়ং দিবি চন্দ্রমসি শ্রিতম্। বেদাহং তন্মাং তদ্বিদ্যাৎ।। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং প্র ব্রবাম শরদঃ শতমদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ স্বাহা।।৫।। যজুর্বেদে পারস্□র কাং০১। কং০১১।।

ও৩ম্। য়থেয়ং পৃথিবী মহী ভূতানাং গর্ভমাদধে। এবা তে ধ্রিয়তাং গর্ভো অনু সূতুং সবিতবে স্বাহা।।৬।। য়থেয়ং পৃথিবী মহী দাধারেমান্ বনস্পতীন্। এবা তে ধ্রিয়তাং গর্ভো অনু সূতুং সবিতবে স্বাহা।।৭।। য়থেয়ং পৃথিবী মহী দাধার পর্বতান্ গিরীন্। এবা তে ধ্রিয়তাং গর্ভো অনু সূতুং সবিতবে স্বাহা।।৮।। য়থেয়ং পৃথিবী মহী দাধার বিষ্ঠিতং জগৎ। এবা তে ধ্রিয়তাং গর্ভো অনু সূতুং সবিতবে স্বাহা।।৯।।

অথর্ব০ কাং৬। সু০ ১৭। মং০ ১–৪।।

উক্ত নয়টী মন্ে□ নয়টী আজ্য (ঘৃত) ও মোহনভোগের আহুতি দিয়া নিম্নলিখিত মন্ে□ চারিটী ঘৃতাহুতি দান করিবে –

চারি ঘৃতাহুতি

ও৩ম্। ভূরগ্নয়ে স্বাহা।। ইদমগ্নে–ইদন্ন মম।।১।।
ও৩ম্। ভুবর্বায়বে স্বাহা।। ইদং বায়বে–ইদন্ন মম।।২।।
ও৩ম্। স্বরাদিত্যায় স্বাহা।। ইদমাদিত্যায়–ইদন্ন মম।।৩।।
ও৩ম্। অগ্নিবায়্বাদিত্যেভ্যঃ প্রাণাপানব্যানেভ্যঃ স্বাহা।

ইদমগ্নিবায়্বাদিত্যেভ্যঃ প্রাণাপানব্যানেভ্যঃ ইদন্ন মম।।৪।।

পরে নিম্নলিখিত মন্ে□ দুইটী ঘৃতাহুতি দিতে হইবে—

দুই ঘৃতাহুতি

ও৩ম্। অয়াস্যগ্নের্বষট্কৃতং য়ৎ কর্মণোऽত্যরীরিচং দেবা গাতুবিদঃ স্বাহা।। ইদং দেবেভ্যো গাতুবিদ্ভ্যঃ–ইদন্ন মম।।১।।

পারস্□র কাং০ ১। কং০২।।

ও৩ম্। প্রজাপতয়ে স্বাহা।। ইদং প্রজাপতয়ে–ইদন্ন মম।।২।।

এই সব কর্ম ও আহুতিগুলির পরে নিম্নোক্ত মন্ে□ ঘৃত দ্বারা একটী স্বিষ্টকৃৎ আহুতি প্রদান করিবে–

স্বিষ্টকৃৎ আহুতি

ও৩ম্ য়দস্য কর্মণোऽত্যারীরিচং য়দ্বা ন্যূনমিহাকরম্। অগ্নিষ্টৎ স্বিষ্টকৃদ্বিদ্যাৎ সর্বং স্বিষ্টং সুহুতং করোতি মে। অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে সুহুতহুতে সর্বপ্রায়শ্চিত্তাহুতীনাং কামানাং সমর্দ্ধয়িত্রে সর্বান্নঃ কামান্ৎ সমর্দ্ধয় স্বাহা।। ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে—ইদন্ন মম।।

শতপথ ১৪।৮।৭৫।।

ঘৃত মর্দ্দন ও স্নান

এইসব মন্□ দ্বারা আহুতি দানের সময় প্রত্যেক আহুতির পরে স্রুবার যে অবশিষ্ট ঘৃত পুরোভাগস্থ কাংসের উদকপাত্রে (বিন্দু বিন্দু) সঞ্চিত হয়েছিল, আহুতি সমাপ্ত হইয়া গেলে বধূ সেই সব আহুতির সঞ্চিত শেষ ঘৃত স্নানাগারে লইয়া গিয়া তদ্দ্বারা পায়ের নখ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সর্বাঙ্গে মর্দ্দন করিয়া স্নান করিবে। তারপর শুদ্ধ বস্□ দ্বারা শরীর মুছিয়া শুদ্ধ বস্□ পরিধানপুর্বক কুণ্ডের নিকটে আসিবে।

সূর্যদর্শন ও উপস্থান

তৎপশ্চাৎ বধ ও বর উভয়ে কুণ্ড প্রদক্ষিণ করিয়া সূর্যদর্শন করিবে। তারপর বধু নিম্নোক্ত মন্□ পরমেশ্বরের উপস্থান (উপাসনা) করিবে –

বধু–ও৩ম্। আদিত্যং গর্ভং পয়সা সমঙ্‌ধিসহস্রস্য প্রতিমাং বিশ্বরূপম্। পরিবৃঙ্‌ধি হরসা মাভি মংস্থাঃ শতায়ুষং কৃণুহি চীয়মানঃ।।১।। যজু০অ০ ১৩। মং০ ৪১।।

সূর্য়ো নো দিবস্পাতু বাতো অন্তরিক্ষাৎ। অগ্নির্নঃ পার্থিবেভ্যঃ।।২।। জোষা সবিতর্য়স্য তে হরঃ শতং সবাঁ অর্হতি। পাহি নো দিদ্যুতঃ পতন্ত্যাঃ।।৩।। চক্ষুর্নো দেবঃ সবিতা চক্ষুর্ন উত পর্বতঃ। চক্ষুর্ধাতা দধাতু নঃ।।৪।। চক্ষুর্নো ধেহি চক্ষুষে চক্ষুর্বিখ্যৈ তনূভ্যঃ। সং চেদং বি চ পশ্যেম।।৫।। সুসংদৃশং ত্বা বয়ং প্রতি পশ্যেম সূর্য়্য। বি পশ্যেম নৃচক্ষসঃ।।৬।।

ঋ০মং০১০। সু০১৫৮। মং০১০০৫।।

এই মন্□ দ্বারা পরমেশ্বরের উপস্থান করিয়া, বধূ –

অভিবাদন

নিম্নোক্ত মন্□ স্বীয় পতিকে বন্দন অর্থাৎ নমস্□ার করিবে –

বধূ–ও৩ম্। অমুক(১) গোত্রা, শুভদা, অমুক দা,(২) অহং ভো ভবন্তমভিবাদয়ামি।। গো০ ২।৪।।১১।।

তৎপরে বধূ নিজের শ্বশুর, শাশুড়ী, দাদাশ্বশুরাদিগকে এবং উপস্থিত মাননীয় ব্যক্তি তথা আত্মীয় কুটুম্বগণের মধ্যে বৃদ্ধা রমণী থাকিলে তাঁহাদিগকেও এইরূপ প্রণাম করিবে। এই ব্যবস্থানুসারে বধূ বরের গোত্র প্রাপ্ত হইলেন অর্থাৎ বধূ পত্নীত্ব এবং বর পতিত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

---

(১) এখানে বরের কুল বা গোত্র উচ্চারণ করিবে।
(২) এখানে বধূ নিজের নাম উচ্চারণ করিবে।

বামদেব্যগান

তৎপরে পতি ও পত্নী উভয়ে বেদীর পশ্চিমভাগে সুন্দর আসনে পূর্বাভিমুখে উপবেশন করিয়া বামদেব্য গান করিবে। তৎপশ্চাৎ উভয়ে যথাশাস্□োক্ত* নিয়মে ভোজন করিবে এবং পুরোহিতাদি আগন্তুক সব লোককে সম্মানার্থ যথাশক্তি ভোজন করাইয়া আদর সম্মান পূর্বক বিদায় দান করিবে।

ইহার পরে রাত্রিতে যথাসময়ে উভয়ের শরীর সুস্থ থাকিলে, উভয়ে অত্যন্ত প্রসন্ন হইলে এবং উভয়ের মধ্যে প্রেম অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে গর্ভাধান ক্রিয়া করিবে।

---

* সুসন্তান উৎপাদন মুখ্যতঃ. বধূ ও বরের যথাশাস্□োক্ত আহারের উপর নির্ভর করে। অতএব পতি ও পত্নী স্ব স্ব শরীর ও আত্মার পুষ্টির জন্য বল ও বুদ্ধি আদি বর্দ্ধক সর্বোষধি সেবন করিবে।

সর্বোষধি এইরূপ, যথা দুইখণ্ড আম-আদা, হরিদ্রা, চন্দন, একাঙ্গী, কুড়, জটামাংসী, মূর্বা, শিলাজীত, কর্পূর, মুথা ও নাগরমুথা।

এইসব ওষধি চূর্ণ করিয়া প্রত্যেকটী সমভাগে (পরিমাণে) লইয়া যজ্ঞডুমুরের কাষ্ঠপাত্রে গোদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহার দধি প্রস্তুত করিবে এবং সেই ডুমুর কাষ্ঠেরই মন্থনদণ্ড দ্বারা মন্থন করিয়া মাখন তুলিয়া, তাহার ঘৃত প্রস্তুত করিবে। সেই ঘৃতে সুগন্ধি দ্রব্য যথা–কস্তুরী, কেশর, জায়ফল, জয়ত্রী ও এলাইচ মিশ্রিত করিবে।

একসের পরিমাণ দুগ্ধে এক ছটাক পরিমাণে সর্বোষধি মিশ্রিত করিয়া জ্বাল দিয়া উক্ত বিধিতে ঘৃত প্রস্তুত করিবে। সেই ঘৃতের প্রতি সেরে কস্তুরী এক রতি, কেশর এক মাসা, জায়ফল এক মাসা, জয়ত্রী এক মাসা ও এলাইচ এক মাসা মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেই সুগন্ধি দ্রব্য মিশ্রিত সর্বোষধি ঘৃত দ্বারা ২৪ হইতে ২৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধিতে আঘারাবাজ্যভাগাহুতি ৪ (চারি) ও ৪০ পৃষ্ঠায় লিখিত ''বিষ্ণুর্য়োনিং'' ইত্যাদি সাতটী মন্□র অন্তে স্বাহা শব্দ উচ্চারণ করিয়া যে রাত্রিতে গর্ভস্থাপন

এক প্রহর রাত্রি অবশিষ্ট থাকা পর্য্যন্ত গর্ভাধান ক্রিয়ার সময়। বীর্য্যের গর্ভাশয়ে প্রবেশকালে উভয়ে শরীর স্থির রাখিবে, প্রসন্ন থাকিবে, মুখের সম্মুখে মুখ ও নাসিকার সম্মুখে নাসিকাদি সর্ব শরীর সোজা

ক্রিয়া করিতে হইবে এক প্রহর রাত্রির পর হইতে সেইদিন দিবাভাগে হোম করিয়া হুতশেষ ঘৃত, ক্ষীর বা অন্নের সহিত মিশ্রিত করিয়া উভয়ে যথারীতি ভোজন করিবে। এইভাবে গর্ভস্থাপন করিলে সুশীল, বিদ্বান্, দীর্ঘায়ু, তেজস্বী, সুদৃঢ় ও নীরোগ পুত্র উৎপন্ন হইবে। যদি কন্যা লাভের ইচ্ছা হয়, তবে অন্নের সহিত পুর্বোক্ত প্রকারে প্রস্তুত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ডুমুর কাষ্ঠের পাত্রে জমান দধির সহিত সেই অন্ন সেবন করিবে। ইহাতে উত্তম গুণযুক্ত কন্যাও জন্মিবে। কেননা —

''আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধি সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ।।''

ছান্দোঃ উপ০অ০৭। খ০ ২৬।২।।

ইহা ছান্দোগ্যের বচন অর্থাৎ মদ্যমাংসাদিরহিত ঘৃত, দুগ্ধাদি এবং তণ্ডুল, গোধূম ইত্যাদি শুদ্ধাহার করিলে অন্তঃকরণের শুদ্ধি বুদ্ধি, বল, পুরুষকার ও আরোগ্য লাভ হয়। এইজন্য পূর্ণ যুবাবস্থায় বিবাহ করিবে। এইরূপ বিধি অনুসারে প্রেমপূর্বক গর্ভাধান করিলে সন্তান ও কুল উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিবে।

রজস্বলা হইবার ১২।১৩ দিন পূর্বে শুক্লপক্ষে পূর্বোক্ত ঘৃতসহ এই ক্ষীর ভোজন করিয়া ১২ দিন পর্য্যন্ত ব্রত পালন করিলে এবং মিতাহারী হইয়া ঋতুসময়ে পূর্বোক্ত রীতিতে গর্ভাধান করিলে অত্যুত্তম সন্তান উৎপন্ন হইবে। যেমন সব পদার্থকে উৎকৃষ্ট করিবার বিদ্যা আছে, তেমনই সন্তানকেও উৎকৃষ্ট করিবার এইরূপই বিদ্যা আছে। এই বিষয়ে মনুষ্যগণ বিশেষরূপে মনোযোগী হউক। কেননা, ইহাতে মনোযোগী না হইলে বংশের হানি ও অধঃপতন হয় এবং মনোযোগী হইলে বংশের বৃদ্ধি ও উন্নতি অবশ্যই হইয়া থাকে।

রাখিবে।[১] পুরুষ বীর্য্য প্রক্ষেপ করিবে। যখন স্ত্রীর শরীরে বীর্য্য প্রবেশ করিবে, তখন স্বীয় পায়ু (মূলেন্দ্রিয়) ও যোনীন্দ্রিয়কে উপরিভাগে সঙ্কুচিত করিবে এবং বীর্য্যকে আকর্ষণ করিয়া গর্ভাশয়ে স্থিতি করিবে। তারপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া স্নান করিবে। শীতকাল হইলে পূর্ব হইতেই উত্তাপিত এবং কস্তুরী, কেশর, জায়ীফল, জয়ত্রী ও ছোট এলাইচ মিশ্রিত শীতল দুগ্ধ যথেষ্ট পরিমাণে পান করিয়া পরে উভয়ে পৃথক-পৃথক ভাবে শয়ন করিবে। যদি স্ত্রী-পুরুষ নিশ্চিতরূপে, বুঝিতে পারে যে, গর্ভ স্থির হইয়াছে–তবে দ্বিতীয় দিনে নিম্নলিখিত মন্ত্রে আহুতি দিবে। গর্ভ স্থির হইয়াছে–ইহা যদি নিশ্চিত প্রকারে অবগত হওয়া না যায়, তবে এক মাস পরে রজস্বলা হইবার সময় স্ত্রী রজস্বলা না হইলে নিশ্চয় বুঝিতে হইবে যে, গর্ভ স্থির হইয়াছে। তখন এই দ্বিতীয় মাসের প্রারম্ভে নিম্নলিখিত মন্ত্রে আহুতি দান করিবে[২] —

---

(১) শতপথ ব্রাহ্মণ কাং০ ১৪। অ০৯। প্র০৭। আ০৪। কং০১০।। এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদ্।

(২) যদি দুই ঋতুকাল ব্যর্থ হয় অর্থাৎ দুই মাসে গর্ভাধান ক্রিয়া নিষ্ফল হয়–গর্ভস্থিতি না হয়, তবে তৃতীয় মাসে ঋতুকাল সমাগত হইলে পুষ্যনক্ষত্রযুক্ত ঋতুকাল দিবসের প্রথম প্রাতঃকালে প্রথম প্রসূতা গাভীর (দুগ্ধজাত) দধি দুই মাসা ও ভর্জিত যবচূর্ণ দুই মাসা একত্রে মিশ্রিত করিয়া পত্নীর হস্তে প্রদানপূর্বক—

পতি জিজ্ঞাসা করিবে—''কিং পিবসি'' ?

পত্নী উত্তর দিবে–''পুংসবনম্''।

এই বাক্য বলিয়া পত্নী তাহা সেবন করিবে।

পতি ঐভাবে তিনবার জিজ্ঞাসা করিবে এবং পত্নীও উক্ত বাক্যে তিনবার উত্তর দিয়া তাহা সেবন করিবে। এইভাবে পরপর তিনবার এই বিধি করিবে। তারপর ''শঙ্খপুষ্পী'' (বাংলায় ডানকুনি, শঙ্গাহুলুই ও শঙ্খানা বলে) ও ''কন্টকারী'' ওষধি জলে মিহিভাবে পেষণ করিয়া উহাদের রস কাপড়ে ছাঁকিয়া পতি পত্নীর দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে সিঞ্চন করিবে এবং—

সপ্তাহুতি

বর–ও৩ম্। য়থা বাতঃ পুষ্করিণীং সমিঙ্গয়তি সর্বতঃ। এবা তে গর্ভ এজতু নিরৈতু দশমাস্যঃ স্বাহা।।১।। য়থা বাতো য়থা বনং য়থা সমুদ্র এজতি। এবা ত্বং দশমাস্য সহাবেহি জরায়ুণা স্বাহা।।২।। দশ মাসাঞ্ছশয়ানঃ কুমারো অধি মাতরি। নিরৈতু জীবো অক্ষতো জীবো জীবন্ত্যা অধি স্বাহা।।৩।।

ঋ০মং০৫। সূ০ ৭৮। মং৭,৮,৯।।

এজতু দশমাস্যো গর্ভো জরায়ুণা সহ। য়থায়ং বায়ুরেজতি য়থা সমুদ্র এজতি। এবায়ং দশমাস্যো অস্রজ্জরায়ুণা সহ স্বাহা।।৪।। য়স্যৈ তে য়জ্ঞিয়ো গর্ভো য়স্যৈ য়োনির্হিরণ্যয়ী। অঙ্গান্যহ্রুতা য়স্য তং মাত্রা সমজীগমꣳ স্বাহা।।৫।।

যজু০অ০৮। মং০ ২৮, ২৯।।

পুমাꣳসৌ মিত্রাবরুণৌ পুমাꣳসাধশ্বিনাবুভৌ। পুমানগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ পুমান্ গর্ভস্তবোদরে স্বাহা।।৬।। পুমানগ্নিঃ পুমানিন্দ্রঃ পুমান্ দেবো বৃহস্পতিঃ। পুমাꣳসং পুত্রং বিন্দস্ব তং পুমাননু জায়তাꣳ স্বাহা।।৭।।

সামবেদ মন্□ব্রাহ্মণ ১।৪।৮–৯।।গোভি০ গৃ০ প্র০ ২।খং০৫।সূ০ ২-১০।।

পতি–ও৩ম্। ইয়মোষধী ত্রায়মাণা সহমানা সরস্বতী। অস্যা অহং বৃহত্যাঃ পুত্রঃ পিতুরিব নাম জগ্রভম্।।

এই মন্□ দ্বারা জগন্নিয়ন্তা পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা করিয়া যথাশাস্□াক্ত বিধিতে ঋতুদান করিবে। ইহা সূত্রকারের মত (পারঃ গৃ০কা০১। কং০১৩। সু০১)

এই সব মন্□ আহুতি দান করিয়া পূর্বলিখিত সামান্য প্রকরণের শান্তি আহুতি প্রদানপূর্বক পুনঃ ২৯ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধি অনুসারে পূর্ণাহুতি দান করিবে।

তৎপরে স্□ীর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সুনিয়ম করিয়া দিবে। স্□ী কদাপি মদ্যাদি মাদক দ্রব্য, হরিত্যকাদি রেচক দ্রব্য, অতি লবণাদি ক্ষার দ্রব্য, অত্যম্ল, চণকাদি রুক্ষ পদার্থ এবং লঙ্কাদি তীক্ষ্ণ দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না। পরন্তু ঘৃত, দুগ্ধ, মিষ্টি, সোমলতা অর্থাৎ গুড়ুচ্যাদি ওষধি, অন্ন, মিষ্ট, দধি, গোধূম, মুগ, মাষকলায়, অড়হরাদি খাদ্য ও পুষ্টিকর তরকারী ভোজন করিবে। তাহাতে ঋতুভেদে ভিন্ন-ভিন্ন মশলা যেমন গ্রীষ্মকালে স্নিগ্ধ শ্বেত এলাইচ প্রভৃতি এবং শীতকালে কস্তুরী ও কেশরাদি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। সর্বদাই যুক্ত আহার বিহার করিবে। স্□ী বিশেষভাবে দধির সহিত শুন্□ ও ব্রাহ্মী ওষধি সেবন করিবে। ইহাতে সন্তান অতি বুদ্ধিমান্, নীরোগ ও শুভগুণকর্ম্ম স্বভাবযুক্ত হইবে।

ইতি গর্ভাধানবিধিঃ সমাপ্তঃ।

অথ পুংসবনম্

—০—

গর্ভ স্থির হইয়াছে—জানিবার পরে দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসে পুংসবন সংস্□ার করিতে হয়। যাহাতে পুরুষত্ব অর্থাৎ বীর্য্য লাভ হয়, তজ্জন্য উক্ত সময়ে পুংসবন সংস্□ার করা কর্ত্তব্য। সন্তানের ভুমিষ্ঠ হইবার পরে দুই মাস অতিবাহিত না হওয়া পর্য্যন্ত পুরুষ ব্রহ্মচারী থাকিয়া স্বপ্নেও বীর্য্য নষ্ট হইতে দিবে না। ভোজন, আচ্ছাদন, শয়ন ও জাগরণাদি কার্য্য এমনভাবে করিবে, যাহাতে বীর্য্য স্থির থাকে এবং দ্বিতীয় সন্তানও উত্তম হয়।

অত্র প্রমাণানি

পুমাᳪंসৌ মিত্রাবরুণৌ পুমাᳪंসাবশ্বিনাবুভৌ।
পুমানগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ পুমান্ গর্ভস্তবোদরে।।১।।
পুমানগ্নিঃ পুমানিন্দ্রঃ পুমান্ দেবো বৃহস্পতিঃ।।
পুমাᳪंসং পুত্রং বিন্দস্ব তং পুমাননু জায়তাম্।।২।।

সামবেদ গোভি০গৃ০প্র০২। খং০৫। সু০২–১০।।
মং০ব্রা০১।৪।৮–৯।।

শমীমশ্বত্থ আরুঢ়স্তত্র পুংসবনং কৃতম্।
তদ্বৈ পুত্রস্য বেদনং তৎ স্ত্রীষ্বা ভরামসি।।১।।
পুংসি বৈ রেতো ভবতি তৎ স্ত্রিয়ামনুষিচ্যতে।
তদ্বৈ পুত্রস্য বেদনং তৎ প্রজাপতিরব্রবীৎ।।২।।
প্রজাপতিরনুমতিঃ সিনীবাল্যচীকলৃ পৎ।
স্ত্রৈষূয়মন্যত্র দধৎ পুমাংসমু দধদিহ।।৩।।

অথর্ব০কাং০৬। সু০১১।মং০ ১–৩।।

এই সব মন্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, পুরুষকে বীর্যবান হইতে হইবে। এবিষয়ে আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের প্রমাণ –

অথাস্যৈ মণ্ডলাগারচ্ছায়ায়াং দক্ষিণস্যাং নাসিকায়ামজীতামোষধীং নস্তঃকরোতি।।১।। প্রজাবজ্জীবপুত্রাভ্যাং হৈকে।।২।।

আশ্ব০ গৃ০১।১৩।৫,৬১।।

গর্ভের দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসে বটবৃক্ষের কোমল ঝুরি বা উহার কোমল পত্র লইয়া স্ত্রীর দক্ষিণ নাসাপুটে ঘ্রাণ লওয়াইবে এবং অন্য পুষ্টিকর ওষধি অর্থাৎ গুলঞ্চ (গুড়ুচী) বা ব্রাহ্মী ওষধি সেবন করাইবে। পারস্কর গৃহ্যসূত্রে এইরূপ বিধান আছে–

অথ পুᳪंসবনম্।। পুরা স্যন্দত ইতি মাসে দ্বিতীয় তৃতীয়ে বা।।

পারস্কর কাং০১। কং০১৪। সু০১–২।।

ইহার পর পুংসবন সম্বন্ধে কথিত হইতেছে। পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে ঋতুদানের পর গর্ভস্থিতি হইতে দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসে পুংসবন সংস্কার করা হয়। গোভিলীয় এবং শৌনক গৃহ্যসুত্রেও এইরূপ লিখিত আছে।

অথ ক্রিয়ারম্ভঃ

৪ পৃষ্ঠা হইতে ১৪ পৃষ্ঠার শান্তিপ্রকরণ পর্য্যন্ত কথিত বিধি অনুসারে **বিশ্বানি দেব০** ইত্যাদি চারিবেদের মন্ত্রে যজমান ও পুরোহিতাদি ঈশ্বরোপাসনা করিবেন এবং যাঁহারা তথায় উপস্থিত থাকিবেন, তাঁহারাও পরমেশ্বরের উপাসনায় চিত্ত সংযোগ করিবেন।

৮ পৃষ্ঠায় কথিত বিধি অনুসারে **স্বস্তিবাচন** ও ১২ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধি অনুসারে **শান্তিপ্রকরণ** সমাপ্ত করিয়া তথা ১৫ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধি অনুসারে যজ্ঞদেশ, যজ্ঞশালা ও ১৫ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে যজ্ঞকুণ্ড, ১৬–১৮ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে যজ্ঞসমিধা, পাত্র, হোমের দ্রব্য ও পাকস্থালী প্রস্তুত করিয়া, ২২ পৃষ্ঠা হইতে ২৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধিতে **অয়ন্ত ইধ্ম০** ইত্যাদি, **ও৩ম্। আদিতে০** ইত্যাদি ৪ (চারি) মন্ত্রোক্ত কর্ম, **আঘারাবাজ্যভাগাহুতি** ৪ (চারি), **ব্যাহৃতি আহুতি** ৪ (চারি), ২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত ও৩ম্। **প্রজাপতয়ে স্বাহা** এবং **ও৩ম্। য়দস্য কর্মণো০** এই দুইটী মন্ত্রে ২ (দুইটী) আহুতি দিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে ঘৃতের ২টী আহুতি প্রদান করিবে— **পতি**—ও৩ম্।

আ তে গর্ভো য়োনিমেতু পুমান্ বান ইবেষুধিম্।
আ বীরো জায়তাং পুত্রস্তে দশমাস্যঃ স্বাহা।।১।।

অথর্ব০কাং০৩। সু০২৩। মং০২।।

ও৩ম্ । অগ্নিরেতু প্রথমো দেবতানাং সোঽস্যৈ প্রজানাং মুঞ্চতু মৃত্যুপাশাৎ । তদয়ং রাজা বরুণোঽনুমন্যতাং য়থেয়ং স্□ী পৌত্রমঘং ন রোদাৎ স্বাহা । ।২ । ।

মন্□ব্রা০১ ।১ ।১০ । । আশ্ব০ গৃ০ অ০১ । ক০১৬ ।৬ । ।

তৎপরে একান্তস্থানে গিয়া পত্নীর হৃদয়ে হস্ত রাখিয়া নিম্নলিখিত মন্□ বলিবে —

পতি—ও৩ম্ । য়ত্তে সুসীমে হৃদয়ে হিতমন্তঃ প্রজাপতৌ ।
মন্যেঽহং মাং তদ্বিদ্বাংসং মাহং পৌত্রমঘন্নিয়াম্ । ।

মং০ ব্রা০১ ।৫ ।১০ । । আশ্ব০গৃ০১ ।১৩ ।৭ । ।

তৎপশ্চাৎ ২৯ পৃষ্ঠা হইতে ৩০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধানে সামবেদ আর্চিক ও মহাবামদেব্যগান গাহিয়া সংস্□ারে আগন্তুক স্□ী-পুরুষগণকে যথাসম্মানে বিদায় দান করিবে ।

তৎপরে বট বৃক্ষের কোমল কলি ও গুলঞ্চ সূক্ষ্মভাবে পেষণ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া গর্ভিণী স্□ীর দক্ষিণ নাসাপুটে আঘ্রাণ করাইবে । তারপর নিম্নোক্ত মন্□ দুইটী পাঠ করিবে–

পতি—হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভুতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ । স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম । ।১ । । য০অ০১৩ ।মং০৪ । ।

অদ্ভ্যঃ সংভৃতঃ পৃথিবৈ রসাচ্চ বিশ্বকর্মণঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ।
তস্য ত্বষ্টা বিদধদ্রূপমেতি তন্মর্ত্ত্যস্য দেবত্বমাজানমগ্রে । ।২ । ।

য০অ০৩১ ।মং০১৭ । । পার০গৃ০১ ।১৪ ।২ । ।

উপরিউক্ত মন্□দ্বয় পাঠ করিয়া পতি গর্ভিণীর গর্ভাশয়ের উপরে হাত রাখিয়া নিম্নোক্ত মন্□ পাঠ করিবে–

পতি–সুপর্ণোঽসি গরুৎমাঁস্□িবৃত্তে শিরো গায়ত্রং চক্ষুর্বৃহদ্রথন্তরে পক্ষৌ । স্তোমঽ আত্মা ছন্দাᳬংস্যঙ্গানি য়জূᳬংষি নাম । সাম তে তনূর্বামদেব্যং য়জ্ঞায়জ্ঞিয়ং পুচ্ছং ধিষ্ণ্যাঃ শফাঃ । সুপর্ণোঽসি গরুৎমান্দিবং গচ্ছ স্বঃ পত । ।১ । ।

য০অ০১২ । মং০৪ । ।

পা০১ ।১৪ ।৫ । ।

ইহার পরে স্□ী সুনিয়মে ও যুক্তাহারবিহারে থাকিয়া বিশেষভাবে গুলঞ্চ, ব্রাহ্মী ওষধি ও শুন্□ দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া অল্প অল্প সেবন করিবে । অধিক নিদ্রা, অধিক ব্যক্যালাপ পরিত্যাগ করিবে, অধিক ক্ষার, অম্ল, তীক্ষ্ম, কটু ও হরিতকী আদি রেচক বস্তু খাইবে না । লঘুপাক দ্রব্য আহার করিবে । ক্রোধ, দ্বেষ ও লোভাদি দোষে আবদ্ধ হইবে না । চিত্তকে সদা প্রসন্ন রাখিবে–ইত্যাদি শুভ আচরণ করিবে ।

ইতি পুংসবনসংস্□ারবিধিঃ সমাপ্ত ।

অথ সীমন্তোন্নয়নম্

—০—

তৃতীয়-সংস্□ারকে সীমন্তোন্নয়ন বলে । ইহা দ্বারা গর্ভিণী স্□ীর মন সন্তুষ্ট হয়, শরীর আরোগ্য লাভ করে, গর্ভ স্থির, উৎকৃষ্ট ও নিত্য বর্দ্ধনশীল হয় । এবিষয়ে প্রমাণ লিখিত হইতেছে ।

চতুর্থ গর্ভমাসে সীমন্তোন্নয়নম্ । ।১ । । আপূর্য্যমাণপক্ষে য়দা পুংসা নক্ষত্রেন চন্দ্রমা য়ুক্তঃ স্যাৎ । ।২ । । অথাস্যৈ য়ুগ্মেন শলালুগ্রপ্সেন ত্র্যেণ্যা চ শলল্যা ত্রিভিশ্চ কুশপিঞ্জুলৈরূর্দ্ধং সীমন্তং ব্যূহতি ভূর্ভুবঃ স্বরোমিতি ত্রিঃ । চতুর্বা । ।

আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র অ০১ । কং০১৪ ।২,৪ । ।

পুংসবনবৎ প্রথমে গর্ভে মাসে ষষ্ঠেঽষ্টমে বা।।

পার০ অ০১। কং১৫।১।।

ইহা পারস্□র গৃহ্যসূত্রের প্রমাণ। এইভাবে গোভিলীয় ও শৌনক গৃহ্যসূত্রেও লিখিত আছে।

অর্থঃ- গর্ভমাস হইতে চতুর্থ মাসে, শুক্লপক্ষে যেদিন পুনর্বসু, পুষ্য, অনুরাধা, মূল, শ্রবণ, অশ্বিনী ও মৃগশিরাদি পুংলিঙ্গবাচক নক্ষত্রযুক্ত চন্দ্রমা হয়, সেই দিন সীমন্তোন্নয়ন সংস্□ার করিবে এবং পুংসবন সংস্□ারের ন্যায় ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে শুক্লপক্ষে উক্ত নক্ষত্রযুক্ত চন্দ্রমার দিনে সীমন্তোন্নয়ন সংস্□ার করিবে।

অথ বিধি–ইহাতে প্রথমে ৪ পৃষ্ঠা হইতে ২৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত বিধি শেষ করিয়া **অদিতেঽনুমন্যস্ব** ইত্যাদি ২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধি অনুসারে বেদীর পূর্বাদি দিকে জল সিঞ্চন করিয়া নিম্নোক্ত মন্□ কুণ্ডের চারিদিকে জল সিঞ্চন করিবে —

ওতম্। দেব সবিতঃ প্রসুব য়জ্ঞং প্রসুব য়জ্ঞপতিং ভগায়। দিব্যো গন্ধর্বঃ কেতপূঃ কেতন্নঃ পুনাতু বাচস্পতির্বাচং নঃ স্বদতু।।১।। য০অ০৩০। মং০১।।

তৎপরে ২৪-২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধি অনুসারে আঘারাবাজ্যভাগাহুতি ৪ (চারি) ও ব্যাহৃতি আহুতি ৪ (চারি) মোট ৮ (আটটী) আহুতি দান করিয়া —

ওতম্। প্রজাপতয়ে ত্বা জুষ্টং নির্বপামি।।

এই মন্□ বলিয়া তণ্ডুল, তিল ও মুগ–এই তিনটী দ্রব্য সমভাবে লইয়া পুনরায়—

ওতম্। প্রজাপতয়ে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি।।

এই মন্□ বলিয়া তৎসমুদায় বিশুদ্ধ জলে ধৌত করিয়া খেচরান্ন প্রস্তুত করিবে এবং তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া নিম্নলিখিত মন্□

৮ (আটটী) আহুতি প্রদান করিবে –

ওতম্। ধাতা দদাতু দাশুষে প্রাচীং জীবাতুমক্ষিতম্। বয়ং দেবস্য ধীমহি সুমতিং বাজিনীবতি* স্বাহা।। ইদং ধাত্রে–ইদন্ন মম।।১।। অথর্ব০ কাং০ ৭।। সূ০ ১৭। মং০ ২।। আশ্ব০ গৃ০ ১।১৪।। **ওতম্। ধাতা প্রজানামুত রায়ঈশে ধাত্রেদং বিশ্বং ভুবনং জজান। ধাতা কৃষ্টীরনিমিষাভিচষ্টে ধাত্রঽ ইদ্ধব্যং ঘৃতবজ্জুহোত স্বাহা।। ইদন্ন ধাত্রে—ইদন্ন মম।।২।। ওতম্। রাকামহং সুহবাং সুষ্টুতী হুবে শৃণোতু নঃ সুভগা বোধতু ত্মনা। সীব্যত্বপঃ সূচ্যাচ্ছিদ্যমানয়া দদাতু বীরং শতদায়মুক্থ্যং স্বাহা।। ইদং রাকায়ৈ–ইদন্ন মম।।৩।। য়াস্তে রাকে সুমতয়ঃ সুপেশসো য়াভির্দদাসি দাশুষে বসূনি। তাভির্নো অদ্য সুমনা উপাগহি সহস্রপোষং সুভগে ররাণা স্বাহা।। ইদং রাকায়ৈ–ইদন্ন মম।।৪।।**

ঋ০ মং০ ২। সু০৩২। মং০ ৪।৫।।

নেজমেষ পরাপত সুপুত্রঃ পুনরাপত। অস্যৈ মে পুত্রকামায়ৈ গর্ভমাধেহি য়ঃ পুমান্ৎ স্বাহা।।৫।। য়থেয়ং পৃথিবী মহ্যুত্তানা গর্ভমাদধে। এবং ত্বং গর্ভমাধেহি দশমে মাসি সূতবে স্বাহা।।৬।। বিষ্ণোঃ শ্রেষ্ঠেন রূপেণাস্যাং নার্য্যং গবীন্যাম্। পুমাংসং পুত্রানাধেহি দশমে মাসি সূতবে স্বাহা।।৭।।

আশ্ব০ গৃ০১।১৪।৩।।

এই সাতটী মন্□দ্বারা খেচরান্নের সাতটী আহুতি দিয়া পুনরায় ২৭ পৃষ্ঠায় লিখিত **প্রজাপতে ন ত্বং** মন্□ অপর একটী অর্থাৎ সর্বসমেত ৮ (আটটী) আহুতি দান করিবে এবং ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে **ওতম্।**

---

* অথর্ব বেদে–''সুমতিং বিশ্বরাধসঃ'' পাঠ আছে।

প্রজাপতয়ে০ মন্□ একটী অন্নাহুতি এবং ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে **ও৩ম্। য়দস্য কর্ম্মণো০**। মন্□ একটী খেচরান্নের আহুতি দিবে। তৎপশ্চাৎ ২৭–২৮ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে ও৩ম্। **ত্বন্নো অগ্নে০** প্রভৃতি ৮ (আটটী) ঘৃতাহুতি এবং ২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে **ও৩ম্। ভূরগ্নয়ে০** ইত্যাদি। (চারিটী) ব্যাহৃতি মন্□ ৪ (চারিটী) **আজ্যাহুতি** প্রদান করিয়া পতি ও পত্নী একান্তে গমনপূর্বক তথায় পতি পত্নীর পশ্চাদ্‌ভাগে পৃষ্ঠের দিকে উত্তম আসনে উপবেশন করিয়া নিম্নলিখিত মন্□গুলি পাঠ করিবে—

পতি—ও৩ম্। সুমিত্রিয়া ন আপ ওষধয়ঃ সন্তু। দুর্মিত্রিয়াস্তস্মৈ সন্তু য়োऽস্মান্ দ্বেষ্টি য়ং চ বয়ং দ্বিষ্মঃ ।।১।।

যজু০অ০৬। মং০২২।।

মুর্দ্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃত আজাতমগ্নিম্ কবিং সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্না পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ।।২।।

য০অ০৭। মং০ ২৪।।

ও৩ম্। অয়মূর্জাবতো বৃক্ষ উর্জ্জীব ফলিনী ভব। পর্ণং বনস্পতেऽ নুত্বা সুয়তাঙ্গুঁরয়িঃ।।৩।। ও৩ম্। য়েনাদিতেঃ সীমানাং নয়তি প্রজাপতির্ম্মহতে সৌভগায়। তেনাऽমস্যৈ সীমানাং নয়ামি প্রজামস্যৈ জরদষ্টিং কৃণোমি।।৪।।মন্□ব্রাহ্মণ ১।৫।১–২।।

ও৩ম্। রাকামহঙ্গুঁ সুহবাঙ্গুঁ সুষ্টুতী হুবে শৃণোতু নঃ সুভগা বোধতু ত্মনা। সীব্যত্বপঃ সুচ্যাচ্ছিদ্যমানয়া দদাতু বীরঙ্গুঁ শতদায়মুখ্যম্।।৫।। ও৩ম্। য়াস্তে রাকে সুমতয়ঃ সুপেশসো য়াভির্দ্দদাসি দাশুষে বসূনি। তাভির্নো অদ্য সুমনা উপাগহি সহস্রপোষং সুভগে ররাণা।।৬।।

ঋ০মং০২। সু০৩২। মন্□ ৪,৫।। গো০২।৭।৮।।

এই মন্□গুলি পাঠ করিয়া পতি স্বহস্তে পত্নীর মস্তকে সুগন্ধ তৈল দিয়া চিরুণী দ্বারা কেশ প্রসাধন করিয়া দিবে। যজ্ঞ-ডুমুর বা অর্জ্জুন বৃক্ষের শলাকা

অথবা কুশাগ্র-গুচ্ছ বা সজারু-কন্□ক দ্বারা পত্নীর কেশপাশ স্বচ্ছ করিয়া সুবিন্যস্তভাবে কবরী রচনা দিবে এবং তৎপরে উভয়ে যজ্ঞশালায় আসিবে।

এই সময় বীণা প্রভৃতি বাদ্যযন্□ বাজাইবে। তারপর ২৯-৩০ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধি অনুসারে সামবেদের গান করিবে। প্রারম্ভে–

ও৩ম্। সোম এব নো রাজেমা মানুষীঃ প্রজাঃ। অবিমুক্তচক্র আসীরংস্তীরে তুভ্যমসৌ*।।

এই মন্□র গান করিয়া তবে অন্য মন্□র গান করিবে। তারপর পূর্বোক্ত আহুতিগুলি প্রদানের পর অবশিষ্ট খেচরান্নে যথেষ্ট পরিমাণে ঘৃত দিয়া গর্ভিণী স্□ী সেই ঘৃতের মধ্যে স্বীয় প্রতিবিম্ব দর্শন করিবে। ঐ সময় পতি স্□ীকে জিজ্ঞাসা করিবে —

''কিং পশ্যসি''

স্□ী উত্তর দিবে —

প্রজাং পশুন্ সৌভাগ্যং মহ্যং দীর্ঘায়ুষ্ট্বং পত্যুঃ পশ্যামি।।

গোভি০ গৃ০ ২।৭ ৩।।

তৎপরে বৃদ্ধা কুলীন, সৌভাগ্যবতী, পুত্রবতী ও গর্ভবতী স্বীয় কুলের তথা ব্রাহ্মণগণের মহিলারা একান্তে উপবিষ্ট হইয়া প্রসন্নমুখে আনন্দের কথাবার্ত্তা বলিবেন এবং সেই গর্ভিণী স্□ী উক্ত খেচরান্ন সেবন করিবে। সেই বৃদ্ধাকুল তথা সমীপোবিষ্টা ভদ্র রমণীগণ তাহাকে এইরূপ আশীর্বাদ প্রদান করিবেন –

ও৩ম্। বীরসূস্ত্বং ভব, জীবসূস্ত্বং ভব, জীবপত্নী ত্বং ভব।।

গোভি০গৃ০ ২।৭।১৩।।

এইরূপে শুভ মাঙ্গলিক বচন উচ্চারণ করিবেন। তৎপরে সংস্□ারে সমাগত মনুষ্যগণকে যথাযোগ্য আদর সম্মান করিয়া স্□ী স্□ীগণকে এবং পুরুষ পুরুষগণকে বিদায়দান করিবে।

ইতি সীমন্তোন্নয়ন সংস্□ারবিধিঃ সমাপ্তঃ।

---

* এখানে কোন নদীর নাম উচ্চারণ করিবে।

অথ জাতকর্ম সংস্□ারবিধিঃ

—০—

এই সংস্□ারের সময়, প্রমাণ ও কর্ম এইরূপ এবং বিধি এইভাবে করিবে—

সোষ্যন্তীমদ্ভিরভ্যুক্ষতি । । পার০ গৃ০সূ০কাং০ ১ । কং০ ১৬ । সূ০১ । ।

ইহা পারস্□র গৃহ্যসূত্রের প্রমাণ । আশ্বলায়ন (১ ।১৪ ।১–৩), গোভিলীয় (২ ।৭ ।১–১২) এবং শৌনক গৃহ্যসূত্রেও এইভাবে লিখিত আছে ।

প্রসব-ব্যথায় মন্□জপ ও মার্জ্জন

বিধি—যখন প্রসব হওয়ার সময় আসিবে, তখন নিম্নলিখিত মন্ে□ গর্ভিণী স্□ীর শরীর জলদ্বারা মার্জ্জন করিবে–

ওওম্ । এজতু দশমাস্যো গর্ভো জরায়ুণা সহ । য়থায়ং বায়ুরেজতি য়থা সমুদ্র এজতি । এবায়ং দশমাস্যো অস্রজ্জরায়ুণা সহ । । য০অ০৮ ।মং০২৮ । ।

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্□ জপ করিয়া পুনরায় মার্জ্জন করিবে–

ওওম্ । অবৈতু পৃশ্নি শেবলꣳ শুনে জরায়্বত্তবে । নৈব মাংসেন পীবরীং ন কস্মিংশ্চনায়তনমব জরায়ু পদ্যতাম । ।

পার০গৃ০সু০কাং০১ । কং০১৬ ।সু০২ । ।

কুমারং জাতং পুরাऽন্যৈরালম্ভাৎ সর্পির্মধুনী হিরণ্যনিকাষং হিরণ্যেন প্রাশয়েৎ । ।

আশ্ব০গৃ০সূ০অ০১ । কং০১৫ ।সু০১ । ।

নাভিচ্ছেদন ও শিশুস্নান

যখন সন্তানের জন্ম হইবে তখন প্রথমে ধাত্রী আদি স্□ীলোক সন্তানের শরীরকে জরায়ু হইতে পৃথক করিয়া মুখ, নাসিকা, কর্ণ ও চক্ষুরাদি হইতে শীঘ্র মালিন্য দূর করিবে এবং কোমল বস্ে□ মুছিয়া শুদ্ধ করিয়া তাহাকে পিতার ক্রোড়ে দিবে । যেখানে বায়ু ও শৈত্য প্রবেশ না করে, এরূপ স্থানে উপবেশন করিয়া পিতা (সন্তানের নাভিদেশ হইতে) নাড়ীর এক বিঘৎ পরিমাণ বাদ দিয়া উর্দ্ধ দিকে সূত্রদ্বারা বন্ধন করিবে । বন্ধনের উপর হইতে নাড়ী ছেদন করিয়া ঈষদুষ্ণ জলে শিশুকে স্নান করাইয়া শুদ্ধ বস্ে□ মুছিয়া নুতন শুদ্ধ বস্□ পরিধান করাইবে ।

ঋত্বিগ্বরণ ও হবন

সূতিকা গৃহের বাহিরে পূর্বোক্ত প্রকারে যে কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাতে বা তাম্রকুণ্ডে পূর্বলিখিত বিধিতে —

সমিধাচয়ন

করিয়া পূর্বোক্ত সামান্য বিধি অনুসারে ২২ পৃষ্ঠা হইতে ২৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত কথিত বিধিতে—

অগ্ন্যাধান ও সমিদাধান

করিয়া অগ্নি প্রদীপ্ত করিবে । বেদীর নিকটে সুগন্ধি ঘৃতাদি রাখিয়া পুরোহিতের* জন্য এক পীঠাসন অর্থাৎ শুভাসন কুণ্ডের দক্ষিণ ভাগে রাখিবে । পুরোহিত মহাশয় হস্তপদাদি ধৌত করিয়া সেই আসনে উত্তরাভিমুখে উপবেশন করিবেন । যজমান অর্থাৎ বালকের পিতা হস্তপদাদি প্রক্ষালনপূর্বক বেদীর পশ্চিমভাগে আসন বিস্তারিত করিয়া

* ধর্মাত্মা শাস্ে□াক্ত বিধির পূর্ণ জ্ঞাতা, বিদ্বান, সদ্ধর্মী, কুলীন, নির্ব্যসনী, সুশীল, বেদপ্রিয়, পূজনীয় এবং সর্বোপকারী গৃহস্থ–ইহাই পুরোহিত সংজ্ঞা ।

উপবস্□দ্বারা শরীরাচ্ছাদনপূর্বক তাহাতে পূর্বাভিমুখে উপবেশন করিবে। সব (যজ্ঞ) সামগ্রী নিজের তথা পুরোহিতের নিকটে রাখিয়া পুরোহিতপদ গ্রহণের জন্য বলিবে —

যজমান—ওম্। আ বসোঃ সদনে সীদ।। তৎপশ্চাৎ–

পুরোহিত—ওম্। সীদামি।।

এইরূপ বলিয়া আসনে উপবেশন করিবেন। তৎপরে ২৩-২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে **ওম্। অয়ন্ত ইধ্মা০** ইত্যাদি মন্□ বেদিতে চন্দনের সমিদাধান করিয়া প্রদীপ্ত সমিধার উপর পূর্বোক্ত উষ্ণীকৃত ঘৃতদ্বারা ২৪-২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে—

আঘারাবাজ্যভাগাহুতি ৪ (চারি) এবং

ব্যাহৃতি আহুতি ৪ (চারি)

উভয় মিলাইয়া ৮ (আট) আজ্যাহুতি দিবে।

তারপর নিম্নলিখিত মন্□ দুইটী আজ্যাহুতি প্রদান করিবে–

ওম্ য়া তিরশ্চী নিপদ্যতে অহং বিধরণী ইতি। তাং ত্বা ঘৃতস্য ধারয়া য়জে সংরাধনীমহম্। সংরাধিন্যৈ দেব্যৈ দেষ্ট্র্যৈ স্বাহা।। ইদং সংরাধিন্যৈ—ইদন্ন মম।।

ওম্। বিপশ্চিৎ পুচ্ছমভরত্তদ্ধাতা পুনরাহরৎ। পরেহি ত্বং বিপশ্চিৎ পুমানয়ং জনিষ্যতেऽসৌ নাম স্বাহা।। ইদং ধাত্রে–ইদন্ন মম।

মন্□ব্রাহ্মণ ১।৫।৬।৭। গোভি০ গৃ০২।৭।১৫–১৭।।

তৎপরে ২৯ পৃষ্ঠা হইতে ৩০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধিতে –

বামদেব্যগান

করিয়া ৪ পৃষ্ঠা হইতে ৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধিতে –

ঈশ্বরোপাসনা

করিবে।

নবজাত শিশুর মধুপ্রাশন

তৎপশ্চাৎ ঘৃত ও মধু অনুপাতে* মিশ্রিত করিয়া পূর্বনির্ম্মিত স্বর্ণ শলাকা দ্বারা শিশুর জিহ্বার উপরে—

''ওম্''

এই অক্ষর লিখিয়া তাহার দক্ষিণ কর্ণে **''বেদোऽসীতি''** অর্থাৎ তোমার গুপ্ত নাম বেদ–এই কথা শ্রবণ করাইবে এবং সেই স্বর্ণশলাকা দ্বারা পূর্বমিশ্রিত ঘৃত ও মধু অল্প অল্প শিশুকে নিম্নলিখিত মন্□ লেহন করাইবে–

পিতা–ওম্। প্র তে দদামি মধুনো ঘৃতস্য বেদ সবিত্রা প্রসূতং মঘোনাম্। আয়ুষ্মান্ গুপ্তো দেবতাভিঃ শতঃ জীব শরদো লোকে অস্মিন্।।১।। আ০শ্ব০ গৃ০ ১।১৫।১।।

ওম্। মেধাং তে মিত্রাবরুণৌ মেধামগ্নির্দধাতু তে।
মেধাং তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্□রস্রজৌ।।২।।

মং০ব্রা০ ১।৫।৯।। গো ২।৭২।।

ওম্। ভূস্ত্বয়ি দধামি।।৩।।

ওম্। ভুবস্ত্বয়ি দদামি।।৪।।

ওম্। স্বস্ত্বয়ি দধামি।।৫।।

ওম্। ভূর্ভুবঃ স্বস্স□র্বং ত্বয়ি দধামি।।৬।।

পার০কাং০১। কং০১৬।৪।।

---

* ঘৃত ও মধু সমভাগে মিশ্রিত করিলে বিষাক্ত হয়, এজন্য কদাপি সমভাগে মিশ্রিত করিবে না। সূত্রমধ্যে ঘৃত ও মধু মিশ্রণের মধ্যে কোনো পরিমাণ লিখিত নাই। আয়ুর্বেদের মতে ঘৃতের মাত্রা এক রতি হইলে মধুর মাত্রা তিন রতি হওয়া চাই অর্থাৎ যে পরিমাণে ঘৃত লইবে, মধু তাহার তিনগুণ পরিমাণে লইতে হইবে। (সংস্□ারচন্দ্রিকা)।

ওওম্। সদসস্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যম্। সনিং মেধাময়াসিষঙ্গং স্বাহা।।৭।।

ঋ০মং০১। সু০১৮। মং০৬।। গোভি০গৃ০২।৭।১৯–২২।।

ইহাদের প্রত্যেকটি মন্□ এক এক বার ঘৃত ও মধু প্রাশন করাইবে।

তৎপরে যব ও তণ্ডুল শুদ্ধ করিয়া জলে পেষণ করিয়া বস্□ ছাঁকিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা কিঞ্চিৎ লইয়া নিম্নোক্ত মন্□ উচ্চারণ পুর্বক শিশুর মুখে একবিন্দু প্রদান করিবে–

ওওম্। ইদমাজ্যমিদন্নমিদমায়ুরিদমমৃতম্।।

মন্□ব্রা০অ০১। খং০৫। মং০৮। গোভি০গৃ০২।৭।১৯।।

এই মত কেবল গোভিলীয় গৃহ্যসূত্রের, সকলের নহে।

আশীর্বচন

তারপর শিশুর পিতা শিশুর দক্ষিণ কর্ণে মুখ লাগাইয়া নিম্নলিখিত মন্□ জপ করিবে—

পিতা–মেধাং তে দেবঃ সবিতা মেধাং দেবী সরস্বতী।
মেধাং তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্□রস্রজৌ।।১।।

আশ্ব০ ১।১৫।২।।

ওওম্। অগ্নিরায়ুষ্মান্ৎ স বনস্পতিভিরায়ুষ্মাঁস্তেন ত্বাऽऽয়ুষাऽऽয়ুষ্মন্তং করোমি।।২।। ওওম্। সোম আয়ুষ্মান্ৎ স ওষধীভিরায়ুষ্মাঁস্তেন ত্বায়ুষায়ুষ্মন্তং করোমি।।৩।। ওওম্। ব্রহ্মাऽऽআয়ুষ্মৎ তদব্রাহ্মণৈরায়ুষ্মত্তেন ত্বায়ুষায়ুষ্মন্তং করোমি।।৪।। ওওম্। দেবা আয়ুষ্মন্তস্তেऽমৃতেনায়ুষ্মন্তস্তেন ত্বায়ুষায়ুষ্মন্তং করোমি।।৫।। ওওম্। ঋষয় আয়ুষ্মন্তস্তে ব্রতৈরায়ুষ্মন্তস্তেন ত্বায়ুষায়ুষ্মন্তং করোমি।।৬।।

ওওম্। পিতর আয়ুষ্মন্তস্তে স্বধাভিরায়ুষ্মন্তস্তেন ত্বায়ুষায়ুষ্মন্তং করোমি।।৭।। ওওম্। য়জ্ঞ আয়ুষ্মান্ৎ স দক্ষিণাভিরায়ুষ্মাঁস্তেন ত্বায়ুষায়ুষ্মন্তং করোমি।।৮।। ওওম্। সমুদ্র আয়ুষ্মান্ৎ স স্রবন্তীভিরায়ুষ্মাঁস্তেন ত্বায়ুষায়ুষ্মন্তং করোমি।।৯।।

পা০কং০১। কং০১৬।।৬

এই নয়টী মন্□র জপ অর্থাৎ অর্থভাবনা করিবে। এইভাবে (শিশুর) বাম কর্ণে মুখ রাখিয়া উক্ত নয়টী মন্□ই পুনরায় জপ করিবে।

তৎপরে শিশুর স্□ন্ধের উপরে হস্তের কোমল স্পর্শ রাখিয়া (স্□ন্ধের উপর যেন ভার না পড়ে) নিম্নলিখিত মন্□গুলি বলিবে –

ওওম্। ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি দ্রবিণানি ধেহি চিত্তিং দক্ষস্য সুভগত্বমস্মে। পোষং রয়ীণামরিষ্টিং তনূনাং স্বাদ্মানং বাচঃ সুদিনত্বমহ্নাম্।।১।।

ঋ০মং০২। সূ০২১। মং০৬।।

ওওম্। অস্মে প্রয়ন্ধি মঘবন্নৃজীষিন্নিন্দ্র রায়ো বিশ্ববারস্য ভূরেঃ। অস্মে শতং শরদো জীবসে ধা অস্মে বীরাঞ্ছশ্বত ইন্দ্র শিপ্রিন্।।২।। ঋ০মং০৩। সূ০৩৬ মং০১০।।

ওওম্। অশ্মা ভব পরশুর্ভব হিরণ্যমস্তৃতং ভব। বেদো বৈ পুত্রনামাসি স জীব শরদঃ শতম্।।৩।।

পার০গৃ০সূ০১।১৬।১৮।। আশ্ব০১।১৫।৩।।

এই তিন মন্□ বলিবার পর নিম্নোক্ত মন্□ তিনবার জপ (অর্থভাবনা) করিবে —

ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষম্।
য়দ্দেবেষু ত্র্যায়ুষং তন্নো অস্তু ত্র্যায়ুষম্।।১।।

যজু০অ০৩।মং০৬২।। পার০১।১৬।৭

প্রসূতাগারে গমন তথা প্রসূতার শরীর মার্জ্জন

তারপর শিশুর স্□ন্ধদেশ হইতে হস্ত উঠাইয়া, যেস্থানে সন্তানের জন্ম হইয়াছে, সেইস্থানে গিয়া নিম্নোক্ত মন্□ জপ (অর্থভাবনা) করিবে –

ও৩ম্। বেদ তে ভূমি হৃদয়ং দিবি চন্দ্রমসি শ্রিতম্। বেদাহং তন্মাং তদ্বিদ্যাৎ পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতঙ্গুং শৃণুয়াম শরদঃ শতম্।।১।। পার০ কাং০১। কং০১৬।১৭।।

এবং নিম্নোক্ত মন্□ পাঠ করিতে করিতে সুগন্ধি জলে প্রসূতির শরীর মার্জন করিবে –

য়ত্তে সুসীমে হৃদয়ঙ্গুং হিতমন্তঃ প্রজাপতৌ। বেদাহং মন্যে তদ্ব্রহ্ম মাহং পৌত্রমঘং নিগাম্।।২।। য়ৎ পৃথিব্যানামৃতং দিবি চন্দ্রমসি শ্রিতম্। বেদামৃতস্যাহং নাম মাহং পৌত্রমঘঙ্গুং রিষম্।।৩।। ইন্দ্রাগ্নী শর্ম য়চ্ছতং প্রজায়ৈ মে প্রজাপতিঃ। য়থায়ং ন প্রমীয়তে পুত্রো জনিত্র্যা অধি।।৪।। য়দদশ্চন্দ্রমসি কৃষ্ণং পৃথিব্যা হৃদয়ঙ্গুং শ্রিতম্।। তদহং বিদ্বাঙ্গুংস্তৎ পশ্যন্ মাহং পৌত্রমঘঙ্গুং রুদম্।।৫।।

মং০ ব্রা০ ১।৫।১০–১৩।। গোভি০২।৮।৪–৭।।

আশীর্বাদ

নিম্নোক্ত মন্□ পাঠ করিয়া শিশুকে আশীর্বাদ প্রদান করিবে –

কোঽসি কতমোঽস্যেষোঽস্যমৃতোঽসি। আহস্পত্যং মাসং প্রবিশাসৌ।।১।। স ত্বাহ্নে পরিদদাত্বহস্ত্বা রাত্র্যৈ পরিদদাতু রাত্রিস্ত্বাহোরাত্রাভ্যাং পরিদদাত্বহোরাত্রৌ ত্বার্দ্ধমাসেভ্যঃ পরিদত্তামর্দ্ধমাসাস্ত্বা মাসেভ্যঃ পরিদদতু মাসাস্ত্বর্তুভ্যঃ পরিদদত্বৃতবস্ত্বা সংবৎসরায় পরিদদতু সংবৎসরস্ত্বায়ুষে জরায়ৈ পরিদদাত্বসৌ।।২।।

মং০ব্রা০১।৫।১৪–১৫।। গোভি০ ২।৮।৯।১৮।।

মস্তকাঘ্রাণ

নিম্নোক্ত মন্□গুলি পাঠ করিয়া পুত্রের শিরোদেশ আঘ্রাণ করিবে অর্থাৎ শুঁকিবে–

অঙ্গাদঙ্গাৎ সঙ্গুস্রবসি হৃদয়াদধি জায়সে। প্রাণং তে প্রাণেন সংদধামি জীব মে য়াবদায়ুষম্।।১।। অঙ্গাদঙ্গাৎ সংভবসি হৃদয়াদধি জায়সে। বেদো বৈ পুত্রনামাসি স জীব শরদঃ শতম্।।২।। অশ্মা ভব পরশুর্ভব হিরণ্যমস্তৃতং ভব। আত্মাসি পুত্র মা মৃথাঃ স জীব শরদঃ শতম্।।৩।। পশূনাং ত্বা হিংকারেণাভিজিঘ্রাম্যসৌ।।৪।।

মং০ ব্রা০ ১।৫।১৬–১৯।। গোভি০ ২।৮।২১–২৫।।

এই মন্□গুলি উচ্চারণ করিয়া সন্তানের শির আঘ্রাণ করিবে। এইভাবে যখন যখন বিদেশ হইতে (গৃহে) আগমন করিবে অথবা বিদেশে গমন করিবে, তখন তখনও এইরূপ ক্রিয়া করিবে। ইহাতে সন্তান ও মাতাপিতার মধ্যে প্রেম অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে।

নারী-স্তুতি

নিম্নোক্ত মন্□ে ঈশ্বর প্রার্থনা করিয়া প্রসূতা স্□ীকে প্রফুল্লিতা করিবে –

ও৩ম্। ইড়াসি মৈত্রাবরুণী বীরে বীরমজীজনথাঃ।
সা ত্বং বীরবতী তব য়াঽস্মান্ বীরবতোঽকরৎ।।১।।

পারস্□র কাং০১। কং০১৬।১৯।।

স্তন্যদান

তৎপরে ঈষদুষ্ণ সুগন্ধি জলে স্□ীর স্তনদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া মুছিয়া দিবে, এবং নিম্নোক্ত মন্□ পাঠ করিয়া বালকের মুখে প্রথমে দক্ষিণ স্তন প্রদান করিবে –

ওতম্। ইমঙ্ঠ স্তনমূর্জ্জস্বন্তং ধয়াপাং প্রপীনমগ্নে সরিরস্য মধ্যে। উৎসং জুষস্ব মধুমন্তমর্বন্ৎ সমুদ্রিয়ঙ্ঠ সদনমা বিশস্ব।।১।।

যজু০অ০১৭ ।মং০৮৭।। পার০১ ।১৬ ।২০।।

তারপর নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া বালকের মুখে বাম স্তন প্রদান করিবে–

ওতম্। য়স্তে স্তনঃ শশয়ো য়ো ময়ো ভূর্য়ো রত্নধা বসুবিদ্যঃ সুদত্র। য়েন বিশ্বা পুষ্যসি বার্য্যানি সরস্বতী তমিহ ধাতবে কঃ।।

শত০আ০১৪ ।৯ ।৪ ।২৮, পার০গৃ০১ ।১৬ ।২১।।

জলকুম্ভ স্থাপন

নিম্নোক্ত মন্ত্রে একটি কলস জলপূর্ণ করিয়া প্রসূতা স্ত্রীর মস্তকের দিকে দশরাত্রি পর্য্যন্ত স্থাপন করিয়া রাখিবে—

ওতম্। আপো দেবেষু জাগ্রথ য়থা দেবেষু জাগ্রথ। এবমস্যাঙ্ঠ সুতিকায়াঙ্ঠ সুপত্রিকায়াং জাগ্রথ।।১।।

পারস্কর০ কাং০১। কং০১৬ ।২২।।

সূতিকাগারে দশদিন হবন

প্রসূতা স্ত্রী সূতিকাগারে দশদিন পর্য্যন্ত অবস্থান করিবে। তথায় নিত্য সায়ং ও প্রাতঃকালের সন্ধিবেলায় নিম্নলিখিত দুইটী মন্ত্রে (ঘৃতপক্ব) অন্ন ও সর্ষপ একত্রে মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা দশদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ আহুতি দান করিবে —

ওতম্। শণ্ডামর্কা উপবীরঃ শৌণ্ডিকেয়উলূখলঃ। মলিম্লুচো দ্রোণাসশ্চ্যবনো নশ্যতাদিতঃ স্বাহা।। ইদং শণ্ডামর্কাভ্যামুপবীরায় শৌণ্ডিকেয়ায়োলূখলায়, মলিম্লুচায় দ্রোণেভ্যশ্চ্যবনায়—ইদন্ন মম।।১।। ওতম্। আলিখন্ননিমিষঃ কিংবদন্ত উপশ্রুতিঃ। হর্য্যক্ষঃ কুম্ভীশত্রুঃ পাত্রপাণির্নৃমণির্হন্ত্রীমুখঃ সর্ষপারুণশ্চ্যবনো

নশ্যতাদিতঃ স্বাহা।। ইদমালিখতেऽনিমিষায় কিংবদদ্ভ্যঃ উপশ্রুতয়ে হর্য্যক্ষায় কুম্ভীশত্রবে পাত্রপাণয়ে নৃমণয়ে হন্ত্রীমুখায় সর্ষপারুণায় চ্যবনায় ইদন্ন মম।।২।। পারস্কর০কাং০১। কং১৬।।

দশম দিবসে সর্ব্বজননী আশীর্বাদ

এইসব মন্ত্রে দশদিন পর্য্যন্ত হোম করিবার পর উত্তমোত্তম বিদ্বান্, ধার্ম্মিক ও বৈদিক মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ গৃহের বহির্ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া এবং সন্তানের মাতাপিতা গৃহাভ্যন্তরে নিম্নলিখিত আশীর্বাণীরূপ মন্ত্র আনন্দ সহকারে পাঠ করিবেন —

ওতম্ মা নো হাসিষুর্ঋষয়ো দৈব্যা য়ে তনুপা য়ে নস্তন্বস্তনূজাঃ। অমর্ত্যা মর্ত্যা অভি নঃ সচধ্বমায়ুর্ধত্ত প্রতরং জীবসে নঃ।।১।।

অথর্ব০কাং০৬। সু০৪১ ।মং০৩।।

ওতম্ ইমং জীবেভ্যঃ পরিধিং দধামি মৈষাং নু গাদপরো অর্থমেতম্। শতং জীবন্তঃ শরদঃ পুরূচীস্তিরো মৃত্যুং দধতাং পর্বতেন।।২।।

অথর্ব০কাং০১২। সু০২ ।মং০২৩।।

ওতম্ বিবস্বান্নো অভয়ং কৃণোতু য়ঃ সুত্রামা জীরদানুঃ সুদানুঃ। ইহেমে বীরা বহবো ভবন্তু গোমদশ্ববন্ময়্যস্তু পুষ্টম্।।৩।।

অথর্ব০কাং০১৮। সু০৩ ।মং০৬১।।

ইতি জাতকর্মসংস্কারবিধিঃ সমাপ্তঃ

অথ নামকরণ সংস্□ারবিধিং বক্ষ্যামঃ

—০—

অথ প্রমাণম্—নাম চাস্মৈ দদ্যুঃ ।।১।। ঘোষবদাদ্যন্তরন্তঃস্থমভিনিষ্ঠানান্তং দ্ব্যক্ষরম্ ।।২।। চতুরক্ষরং বা ।।৩।। দ্ব্যক্ষরং প্রতিষ্ঠাকামশ্চতুরক্ষরং ব্রহ্মবর্চসকামঃ ।।৪।। যুগ্মানি ত্বেব পুংসাম্ ।।৫।। অয়ুজানি স্□ীণাম্ ।।৬।। অভিবাদনীয়ং চ সমীক্ষেত তন্মাতাপিতরৌ বিদধ্যাতামোপনয়নাৎ ।।৭।। ইহা আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে (১।১৫।৪–১০) লিখিত আছে এবং পারস্□র গৃহ্যসূত্রে লিখিত আছে যে—**দশম্যামুত্থাপ্য* পিতা নাম করোতি ।।১।। দ্ব্যক্ষরং চতুরক্ষরং বা ঘোষবদাদ্যন্তরন্তঃস্থং দীর্ঘাভিনিষ্ঠানান্তং কৃতং কুর্য্যান্ন তদ্ধিতম্ ।।২।। অয়ুজাক্ষরমাকারান্তংং স্□িয়ৈ তদ্ধিতম্ ।।৩।। শর্ম ব্রাহ্মণস্য বর্ম ক্ষত্রিয়স্য গুপ্তেতি বৈশ্যস্য ।।৪।।** পার০১।১৭।১–৪।।

এইভাবে গোভিলীয় ও শৌনক গৃহ্যসূত্রেও লিখিত আছে যে, নামকরণ অর্থাৎ নবজাত শিশুর সুন্দর নাম রাখিবে।

নামকরণের কাল—যেদিন সন্তানের জন্ম হইয়াছে, সে দিন হইতে ১০ দিন বাদ দিয়া একাদশ দিনে বা ১০১ (একশত এক) দিনের দিন বা দ্বিতীয় বর্ষের প্রারম্ভে যে দিনে জন্ম হইযাছে, সেই দিন নাম রাখিবে। যে দিন নাম রাখিবে, সেই দিন অত্যন্ত আনন্দের সহিত ইষ্ট, মিত্র ও হিতৈষী ব্যক্তিগণকে নিমন্□ণ করিয়া যথাযোগ্য আদর সম্মান করিবে।

*পার০ গৃহ্যসুত্রে–''ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা'' পাঠ অধিক আছে।

যজমান অর্থাৎ সন্তানের পিতা ও ঋত্বিক্ ক্রিয়া আরম্ভ করিবে– ৪ পৃষ্ঠা হইতে ৩০ পৃষ্ঠা লিখিত বিধি অনুসারে সকলে —

ঈশ্বরোপাসনা, স্বস্তিবাচন, শান্তিপ্রকরণ ও সামান্যপ্রকরণ–

এর বিধি সম্পূর্ণ করিয়া পুনরায়—

আঘারাবাজ্যভাগাহুতি ৪ (চারি), ব্যাহৃতি আহুতি ৪ (চারি)

এবং ২৭ পৃষ্ঠা হইতে ২৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত বিধিতে **ত্বন্নো অগ্নে০** ইত্যাদি ৮ (আট) মন্□ ৮ (আট) আহুতি অর্থাৎ সর্বসমেত ১৬ (ষোলটি) ঘৃতাহুতি প্রদান করিবে।

তৎপশ্চাৎ সন্তানকে স্নান করাইয়া শুদ্ধ বস্□ পরিধান করাইবে। মাতা যজ্ঞকুণ্ডের সমীপে সন্তানের পিতার পশ্চাদ্‌ভাগে আসিয়া দক্ষিণ দিক হইয়া সন্তানের মস্তক উত্তর দিকে রাখিয়া তাহাকে পিতার হস্তে প্রদান করিবে এবং স্□ী পুনরায় ঐ প্রকারে পতির পশ্চাদ্দিক হইয়া উত্তর দিকে পূর্বাভিমুখে উপবেশন করিবে। তৎপরে পিতা সন্তানের শিরোদেশ উত্তরে ও পাদদেশ দক্ষিণে রাখিয়া সন্তানকে পত্নীর হস্তে প্রদান করিবে।

তদনন্তর সেই সংস্□ারের জন্য যাহা কর্ত্তব্য, প্রথমে সেই প্রধান হোম করিবে। পূর্বোক্ত প্রকারে ঘৃত উষ্ণ করিয়া এবং শাকল্য প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। তাহা হইতে প্রথমে চমস্ ঘৃতপূর্ণ করিয়া নিম্নোক্ত মন্□ একটি আহুতি প্রদান করিবে —

ও৩ম্। প্রজাপতয়ে স্বাহা।।

তৎপরে যে তিথিতে এবং যে নক্ষত্রে সন্তানের জন্ম হইয়াছে, সেই তিথি ও সেই নক্ষত্রের নাম লইয়া সেই নক্ষত্রের দেবতার নামে ৪ (চারিটী) আহুতি দিতে হইবে অর্থাৎ প্রথম–তিথির নামে, দ্বিতীয়–

তিথির দেবতার নামে, তৃতীয়–নক্ষত্রের নামে ও চতুর্থ–নক্ষত্রের দেবতার নামে আহুতি প্রদান করিবে। তিথি, নক্ষত্র ও তাহাদের দেবতার নামের শেষে চতুর্থী বিভক্তির রূপ এবং অন্তে ''**স্বাহা**'' যোগ করিয়া ৪ (চারিটী) ঘৃতাহুতি প্রদান করিবে।

যেমন কাহারও জন্ম প্রতিপদে ও অশ্বিনী নক্ষত্রে হইলে—

ওতম্। প্রতিপদে স্বাহা। ওতম্। ব্রহ্মণে স্বাহা।

ওতম্। অশ্বিন্যৈ স্বাহা। ওতম্। অশ্বিভ্যাং স্বাহা*।।

গোভি০প্র০২। খং০৮। সু০৬ ।১২।।

তারপর ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত **স্বিষ্টকৃৎ মন্□** একটি আহুতি ও ২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে ৪ (চারিটী) **ব্যাহৃতি আহুতি** উভয়ের মিলনে ৫টী আহুতি প্রদান করিবে। তারপর মাতা সন্তানকে লইয়া শুভাসনে উপবেশন করিবে এবং পিতা সন্তানের নাসারন্ধ্র হইতে বহির্গামী বায়ু স্পর্শ করিয়া নিম্নলিখিত মন্□ বলিবে —

***তিথিদেবতা ঃ** ১–ব্রহ্মণ। ২–ত্বষ্ট। ৩–বিষ্ণু। ৪–য়ম। ৫–সোম। ৬–কুমার। ৭–মুনি। ৮–বসু। ৯–শিব। ১০–ধর্ম। ১১–রুদ্র। ১২–বায়ু। ১৩–কাম। ১৪–অনন্ত। ১৫–বিশ্বেদেব। ৩০–পিতর।।

নক্ষত্রদেবতা ঃ ১. অশ্বিনী–অশ্বী। ২. ভরণী–য়ম। ৩. কৃত্তিকা–অগ্নি। ৪. রোহিণী–প্রজাপতি। ৫. মার্গশীর্ষ–সোম। ৬. আর্দ্রা–রুদ্র। ৭. পুনর্বসু–অদিতি। ৮. পুষ্য–বৃহস্পতি। ৯. শ্লেষা–সর্প। ১০. মঘা–পিতৃ। ১১. পূর্বফাল□নী–ভগ। ১২. উত্তরাফাল□নী–অর্য্যমন্। ১৩. হস্ত–সবিতৃ। ১৪. চিত্রা–ত্বষ্ট, ১৫. স্বাতি–বায়ু। ১৬. বিশাখা–চন্দ্রাগ্নী। ১৭. অনুরাধা–মিত্র। ১৮. জ্যৈষ্ঠা–ইন্দ্র। ১৯. মূল–নিঋতি। ২০. পূর্বাষাঢ়া–অপ্। ২১. উত্তরাষাঢ়া–বিশ্বেদেব। ২১. শ্রবণ–বিষ্ণু। ২৩. ধনিষ্ঠা–বসু। ২৪. শতভিষজ্–বরুণ। ২৫. পূর্বভাদ্রপদা-অজপাৎ। ২৬. উত্তরাভাদ্রপদা–অহির্বুধ্না। ২৭. রেবতী–পূষন্।

ওতম্। কোঽসি কতমোঽসি কস্যাসি কো নামাসি। য়স্য তে নামামন্মহি য়ং ত্বা সোমেনাতীতৃপাম। ভূর্ভুবঃ স্বঃ সুপ্রজাঃ প্রজাভিঃ স্যাঙ্গুং সুবীরো বীরৈঃ সুপোষঃ পোষৈঃ।।

যজু০অ০৭।। মাং০ ২৯।

ওতম্। কোঽসি কতমোঽস্যেষোঽস্যমৃতোঽসি। আহস্পত্যং মাসং প্রবিষাসৌ।। মং০ ব্রা০১ ।৫ ।১৪।। গো০২ ।৮ ।১৬

এই যে ''অসৌ'' পদ রহিয়াছে, ইহার স্থানে সন্তানের নির্দ্ধারিত নাম বসিবে অর্থাৎ পুত্র হইলে নামের মধ্যে নিম্নলিখিত বিধিতে দুই অক্ষরের বা চারি অক্ষরের ঘোষ সংজ্ঞক এবং অন্তঃস্থবর্ণ অর্থাৎ পঞ্চবর্গের প্রথম দুই অক্ষর বাদ দিয়া তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম অক্ষর ও য়, র, ল, ব–এই চারি বর্ণ অবশ্যই আসিবে*–

যথা দেব অথবা জয়দেব, ব্রাহ্মণ হইলে দেবশর্মা, ক্ষত্রিয় হইলে

---

*গ, ঘ, ঙ, জ, ঝ, ঞ, ড, ঢ, ণ, দ, ধ, ন, ব, ভ, ম–এই সব স্পর্শবর্ণ, য়, র, ল, ব–এই চারিটী অন্তঃস্থ বর্ণ এবং প্রত্যেকটি ঊষ্মবর্ণ–এই সব অক্ষর নামের মধ্যে হওয়া চাই এবং স্বরবর্ণের মধ্যে যে কোনও স্বর থাকিবে–যথা ভদ্রঃ, ভদ্রসেনঃ, দেবদত্তঃ, ভবঃ, ভবনাথঃ, নাগদেবঃ, রুদ্রদত্তঃ, হরিদেবঃ ইত্যাদি। পুরুষদের নাম যুগ্মাক্ষরে এবং স্□দের নাম অযুগ্মাক্ষরে রাখিবে। নামের শেষে দীর্ঘস্বর এবং তদ্ধিতান্তও হইবে–যথা শ্রী, হ্রী, যশোদা, সুখদা, গান্ধারী, সৌভাগ্যবতী, কল্যাণক্রোড়া ইত্যাদি। পরন্তু কন্যাদের নিম্নোক্ত প্রকারের নাম কখনও রাখিবে না, এ বিষয়ে প্রমাণ ঃ–

নর্ক্ষবৃক্ষনদীনাম্নীং নান্ত্যপর্বতনামিকাম।

ন পক্ষ্যহিপ্রেষ্যনাম্নীং ন চ ভীষণনামিকাম।। মনু০ ৩ ।৯।।

(ঋক্ষ)–রোহিণী, রেবতী ইত্যাদি, (বৃক্ষ)–আম্রা, অশ্বত্থা, বদরী ইত্যাদি, (নদী)—গঙ্গা, যমুনা ইত্যাদি, (অন্ত্য)–চাণ্ডালী ইত্যাদি, (পর্বত)–বিন্ধ্যাচলা, হিমালয়া ইত্যাদি, (পক্ষী)–শ্যেনী, কাকী ইত্যাদি, (অহি)–সর্পিণী, নাগী ইত্যাদি, (প্রেষ্য) দাসী, কিঙ্করী ইত্যাদি, (ভয়ঙ্কর)–ভীমা, ভয়ঙ্করী, চণ্ডিকা ইত্যাদি নাম নিষিদ্ধ।

দেববর্ম্মা, বৈশ্য হইলে দেবগুপ্ত এবং শূদ্র হইলে দেবদাস ইত্যাদি এবং কন্যা হইলে এক, তিন বা পাঁচ অক্ষরের নাম রাখিবে–যথা শ্রী, হ্রী, যশোদা, সুখদা, সৌভাগ্যপ্রদা ইত্যাদি। প্রথমে নাম স্থির করিয়া তৎপরে অসৌ পদের স্থানে সন্তানের ধার্য্য নাম উচ্চারণ করিয়া পুনরায় উপরিলিখিত ''**কোঽসি**'' ইত্যাদি মন্□ বলিবে।

জাতকর্ম (সংস্□ারে) যেরূপ লিখিত হইয়াছে, তদ্রূপভাবে নিম্নোক্ত মন্□ে বালককে আশীর্বাদ প্রদান করিবে—

ওওম্। স ত্বাহ্নে পরিদদাত্বহস্ত্বা রাত্রৈ পরিদদাতু রাত্রিস্ত্বাহোরাত্রাভ্যাং পরিদদাত্বহোরাত্রৌ ত্বার্দ্ধমাসেভ্যঃ পরিদত্তামর্দ্ধমাসাস্ত্বা মাসেভ্যঃ পরিদদতু মাসাস্ত্বর্তুভ্যঃ পরিদদত্বৃতবস্ত্বা সংবৎসরায় পরিদদতু সংবৎসরস্ত্বায়ুষে জরায়ৈ পরিদদাতু, অসৌ।।

মং০ব্রা০১।৫।১৫।। গো০২।৮।২৪।।

এই বিধি অনুসারে সন্তানের নাম রাখিয়া সংস্□ারে সমাগত ব্যক্তিদিগকে সেই নাম শ্রবণ করাইযা ২৯ পৃষ্ঠা হইতে ৩০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধিতে মহাবামদেব্যগান করিবে। তৎপরে সমাগত ব্যক্তিদিগকে আদর সম্মানাদি করিয়া বিদায় দান করিবে এবং সকলে যাইবার সময় ৪ পৃষ্ঠা হইতে ৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধিতে পরমেশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা ও উপাসনা করিয়া বালককে (এই বলিয়া) আশীর্বাদ প্রদান করিবে –

''**হে বালক ! ত্বমায়ুষ্মান্ বর্চ্চস্বী তেজস্বী শ্রীমান্ ভূয়াঃ**''

হে বালক । তুমি আয়ুষ্মান্, বিদ্বান্, ধর্মাত্মা, যশস্বী, পুরুষার্থী, প্রতাপী, পরোপকারী ও শ্রীমান্ হও।

ইতি নামকরণসংস্□ারবিধিঃ সমাপ্তঃ

অথ নিষ্ক্রমণসংস্□ারবিধিং বক্ষ্যামঃ

—০—

গৃহের বাহিরে যে স্থানের বায়ু শুদ্ধ, সেই স্থানে সন্তানকে ভ্রমণ করাইতে হয়–ইহাকেই বলে **নিষ্□মণ সংস্□ার**। যে সময়ই ভাল মনে করিবে, সে সময়ই সন্তানকে বাহিরে ভ্রমণ করাইবে। নতুবা চতুর্থ মাসে অবশ্যই ভ্রমণ করাইবে। এ বিষয়ে বিধান –

চতুর্থে মাসি নিষ্□মণিকা। সূর্য্যমুদীক্ষয়তি তচ্চক্ষুরিতি।।

ইহা পারস্□র গৃহ্যসুত্রের (১।১৭।৫,৬) বচন।

জননাদ্যস্তৃতীয়ো জ্যৌৎস্নস্তস্য তৃতীয়ায়াম্।। ইহা গোভিল গৃহ্য-সুত্রেও (২।৮।১–৫) লিখিত আছে।

অর্থ ঃ– নিষ্□মণ সংস্□ারের কাল দ্বিবিধ। (১) সন্তানের জন্ম হইবার পরে তৃতীয় শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে অথবা (২) চতুর্থ মাসে যে তিথিতে সন্তানের জন্ম হইয়াছে, সেই তিথিতে এই সংস্□ার করিবে।

সেই সংস্□ারের দিন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের পরে সন্তানকে শুদ্ধ জলে স্নান করাইয়া শুদ্ধ ও সুন্দর বস্□ পরিধান করাইবে। তৎপরে সন্তানের মাতা তাহাকে যজ্ঞশালায় আনয়ন করিয়া পতির দক্ষিণ পার্শ্ব হইয়া পতির সম্মুখে আগমনপূর্বক সন্তানের মস্তক উত্তরদিকে এবং বক্ষদেশ উপর দিকে রাখিয়া অর্থাৎ চিৎ করিয়া পতির হস্তে প্রদান করিবে। পরে মাতা পতির পশ্চাদ্দিক হইয়া বাম পার্শ্বে গিয়া পূর্বাভিমুখে উপবেশন করিবে।

ওওম্। যত্তে সুসীমে হৃদয়ং হিতমন্তঃ প্রজাপতৌ। বেদাহং মন্যে তদ্ ব্রহ্ম মাহং পৌত্রমঘং নিগাম্।।১।। ওওম্। যৎ

পৃথিব্যানামৃতং দিবি চন্দ্রমসি শ্রিতম্। বেদামৃতস্যাহং নাম মাহং পৌত্রমঘং রিষম্।।২।। ওতম্। ইন্দ্রাগ্নী শর্ম য়চ্ছতং প্রজায়ৈ মে প্রজাপতিঃ। য়থায়ং ন প্রমীয়তে পুত্রো জনিত্র্যা অধি।।৩।।

মং০ ব্রা০১।৫।১০–১২।।২।৮।১–৫।।

তৎপরে ৪ পৃষ্ঠা হইতে ৩০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধিতে পরমেশ্বরের (১) **উপাসনা**, (২) **স্বস্তিবাচন**, (৩) **শান্তিপ্রকরণাদি** (৪) **সামান্যপ্রকরণোক্ত** সমস্ত বিধি করিবে এবং সন্তানকে অবলোকন করিয়া তাহার মস্তক স্পর্শ (আঘ্রাণ) করিয়া নিম্নলিখিত মন্□ পাঠ করিবে–

ওতম্। অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে। আত্মা বৈ পুত্রনামাসি স জীব শরদঃ শতম্।।১।। ওতম্। প্রজাপতেষ্ট্বা হিংকারেণাবজিঘ্রামি। সহস্রায়ুষাঽসৌ জীব শরদঃ শতম্।।২।। ওতম্। গবাং ত্বা হিংকারেণাবজিঘ্রামি। সহস্রায়ুষাঽসৌ জীব শরদঃ শতম্।।৩।। পার০ কাং০১। কং০ ১৮। সু০২–৪।।

তারপর নিম্নলিখিত মন্□ সন্তানের দক্ষিণ কর্ণে জপ করিবে–

অস্মে প্রয়ন্ধি মঘবন্নৃজীষিন্নিন্দ্র রায়ো বিশ্ববারস্য ভূরেঃ। অস্মে শতং শরদো জীবসে ধা অস্মে বীরাঞ্ছশ্বত ইন্দ্র শিপ্রিন্।।১।।

ঋ০ মাং০৩। সু০৩৬। মং১০।।

এবং নিম্নোক্ত মন্□ বাম কর্ণে জপ করিবে–

ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি দ্রবিণানি ধেহি চিত্তিং দক্ষস্য সুভগত্বমস্মে। পোষং রয়ীনামরিষ্টিং তনূনাং স্বাদ্মানং বাচঃ সুদিনত্বমহ্নাম্।।২।।

আশ্ব০১।।১৫।৩।। ঋ০মং২। সূ০২১।মং০৬।। পা০১।১৮।৬।।

তৎপরে পিতা সন্তানের শিরোদেশ উত্তর দিকে এবং পাদদেশ দক্ষিণ দিকে রাখিয়া তাহাকে পত্নীর ক্রোড়ে প্রদান করিবে এবং

মৌনভাবে স্□ীর মস্তক স্পর্শ করিবে। তারপর সানন্দে উঠিয়া বালককে সূর্য্য দর্শন করাইবে এবং তথায় নিম্নলিখিত মন্□ পাঠ করিবে–

ওতম্। তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ শতমদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ।।১।।

য০অ০৩৬। ম০২৪।।। পঃ০১।১৭।৬।।

তদনন্তর সন্তানকে কিয়ৎকাল শুদ্ধ বায়ুতে ভ্রমণ করাইয়া যখন যজ্ঞশালায় আনয়ন করিবেন, তখন সকলে নিম্নোক্ত মন্□ উচ্চারণ করিয়া সন্তানকে আশীর্বাদ প্রদান করিবেন—

ত্বং জীব শরদঃ শতং বর্দ্ধমানঃ।।

তারপর সন্তানের মাতাপিতা সংস্□ারে আগত স্□ীপুরুষদিগকে যথাযোগ্য আদর সম্মান করিয়া বিদায় দান করিবে।

তৎপরে রাত্রিকালে চন্দ্রমা উদিত হইলে সন্তানের মাতা সন্তানকে শুদ্ধ বস্□ পরিধান করাইয়া পতির দক্ষিণ দিক দিয়া সম্মুখে আগমনপূর্বক সন্তানের মস্তক উত্তর দিকে এবং পাদদ্বয় দক্ষিণ দিকে রাখিয়া সন্তানকে পিতার হস্তে প্রদান করিবে। সন্তানের মাতা দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকে প্রত্যাগমন করিয়া অঞ্জলিপূর্ণ জল লইয়া চন্দ্রমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে এবং নিম্নোক্ত মন্□ পরমাত্মার স্তুতি করিয়া সেই জল পৃথিবীর উপর নিক্ষেপ করিবে–

ওতম্। য়দদশ্চন্দ্রমসি কৃষ্ণং পৃথিব্যা হৃদয়ং শ্রিতম্। তদহং বিদ্বাংস্তৎ পশ্যন্মাহং পৌত্রমঘং রুদম্।।১।।

মং০ ব্রা০১।৫।১৩।। গোভি০২।৮।৬,৭।।

তৎপরে সন্তানের মাতা পুনরায় পতির পশ্চাদ্দিক হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে সম্মুখে আগমনপুর্বক পতির নিকট হইতে সন্তান গ্রহণ করিবে এবং

পুনরায় পতির পশ্চাদ্দিক হইয়া বাম পার্শ্বে প্রত্যাগমনপূর্বক সন্তানের শিরোদেশ উত্তর দিকে ও পাদদেশ দক্ষিণ দিকে রাখিয়া দণ্ডায়মান থাকিবে। সন্তানের পিতা অঞ্জলিপূর্ণ জল লইয়া উপরিউক্ত **ওঽম্ য়দদশ্চ০** মন্ত্রে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া সেই জল পৃথিবীর উপর নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে উভয়ে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

ইতি নিষ্ক্রমণসংস্কারবিধিঃ সমাপ্তঃ।

অথান্নপ্রাশনবিধিং বক্ষ্যামঃ

—০—

যখন শিশু অন্ন পরিপাক করিবার উপযুক্ত শক্তি লাভ করিবে, তখনই অন্নপ্রাশন সংস্কার করিবে। এবিষয়ে আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের (১।১৬ ১–৩) বিধান এইরূপ–

ষষ্ঠে মাস্যন্নপ্রাশনম্।।১।। ঘৃতৌদনং তেজস্কামঃ।।২।। দধিমধুঘৃতমিশ্রিতমন্নং প্রাশয়েৎ।।৩।।

এইরূপ বিধান পারস্কর গৃহ্যসূত্রাদিতে লিখিত আছে—

যষ্ঠ মাসে শিশুকে অন্নপ্রাশন করাইবে। শিশুকে তেজস্বী করিতে চাহিলে অন্নের সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া অথবা অন্নের সহিত দধি, মধু ও ঘৃত–এই তিনটী দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া নিম্নলিখিত বিধি অনুসারে অন্নপ্রাশন করাইবে। পূর্বোক্ত ৪ পৃষ্ঠা হইতে ৩০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত বিধি সম্পূর্ণ করিয়া শিশুর জন্ম দিবসে এই সংস্কার করিবে।

নিম্নলিখিত বিধি অনুসারে অন্ন প্রস্তুত করিবে –

ওঽম্। প্রাণায় ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি। ওঽম্। অপানায় ত্বা০। ওঽম্। চক্ষুষে ত্বা০। ওঽম্। শ্রোত্রায় ত্বা০। ওঽম্। অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে ত্বা০।।

এই পাঁচটী মন্ত্রের অভিপ্রায় এইরূপ যে, বিশুদ্ধ জলে তণ্ডুল ধৌত করিয়া তাহা উত্তমরূপে পাক করিবে। তণ্ডুল সিদ্ধ হইতে থাকিলে তাহাতে যথাযোগ্য পরিমাণে ঘৃত ঢালিয়া দিবে। উত্তমরূপে সিদ্ধ হইলে পর তাহা নামাইয়া লইবে এবং একটু ঠাণ্ডা হইলে তাহা হোমস্থালীতে রাখিবে। তৎপরে –

ওঽম্। প্রাণায় ত্বা জুষ্টং নির্বপামি। ওঽম্। অপানায় ত্বা০। ওঽম্। চক্ষুষে ত্বা০। ওঽম্। শ্রোত্রায় ত্বা০। ওঽম্। অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে ত্বা০।। আশ্ব০ গৃ০ সূ০ অ০১। ক০১০। সু০ ৬–৭।।

এই পাঁচটী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কর্মকর্ত্তা যজমান, পুরোহিত ও ঋত্বিগ্‌গণের পাত্রে সেই ঘৃতান্ন পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রাখিবে। তৎপরে ২২ পৃষ্ঠা হইতে ২৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধি অনুসারে **অগ্ন্যাধান ও সমিদাধানাদি** করিয়া প্রথমে **আঘারাবাজ্য-ভাগাহুতি** ৪ (চারি) এবং **ব্যাহৃতি আহুতি** ৪ (চারি)–সর্বসমেৎ ৮ (আটটী) ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়া পরে সেই পক্বান্নদ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে আহুতি দান করিবে –

ওঽম্। দেবীং বাচমজনয়ন্ত দেবাস্তাং বিশ্বরূপাঃ পশবো বদন্তি। সা নো মন্দ্রেষমূর্জং দুহানা ধেনুর্বাগস্মানুপ সুষ্টুতৈতু স্বাহা।। ইদং বাচে–ইদন্ন মম।।১।। ঋ০মং০৮।সু০ ১০০। মং০১১।।

বাজো নোঽ অদ্য প্রসুবাতি দানং বাজো দেবাঁঽ ঋতুভিঃ কল্পয়াতি। বাজো হি মা সর্ববীরং জজান বিশ্বাঽ আশা বাজপতির্জয়েয়ঙ্ স্বাহা।। ইদং বাচে বাজায়–ইদন্ন মম।।২।।
য০ অ০১৮। মং০৩৩।। পার০১। ১৯।২–৩।।

তারপর সেই অন্নে আরও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে চারিটি আহুতি দান করিবে –

ওঙম্। প্রাণেনান্নমশীয় স্বাহা।। ইদং প্রাণায়–ইদন্ন মম।।১।।
ওঙম্। অপানেন গন্ধানশীয় স্বাহা।। ইদমপানায়–ইদন্ন মম।।২।।
ওঙম্। চক্ষুষা রূপাণ্যশীয় স্বাহা।। ইদং চক্ষুষে–ইদন্ন মম।।৩।।
ওঙম্। শ্রোত্রেণ য়শোঽশীয় স্বাহা।। ইদং শ্রোত্রায়–ইদন্ন মম।।৪।।

পার০কাং০১। কং০১৯। সু০৪।।

তারপর ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত **ওঙম্। য়দস্য কর্মণো০** মন্ত্রে একটী স্বিষ্টকৃৎ আহুতি দিবে। তারপর ২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত ৪ (চারিটি) **ব্যাহৃতি আহুতি ও** ২৭ পৃষ্ঠা হইতে ২৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত **ওঙম্। ত্বন্নো০** ইত্যাদি মন্ত্রে ৮ (আটটী) আজ্যাহুতি–মোট ১২ (বারটী) আহুতি দিবে।

আহুতি প্রদানের পর অবশিষ্ট অন্নে কিঞ্চিৎ পরিমাণে দধি, মধু ও ঘৃত তথা আরও সুগন্ধি পক্বান্ন কিঞ্চিৎ মিশ্রিত করিয়া শিশুর রুচিমত অল্প-অল্প করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠপূর্বক শিশুর মুখে প্রদান করিবে–

ওঙম্। অন্নপতেঽন্নস্য নো দেহ্যনমীবস্য শুষ্মিণঃ।
প্রপ্র দাতারং তারিষ উর্জং নো ধেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে।।১।।

য০অ০১১। মং০ ৮৩।। আশ্ব০১।১৬।৫।।

শিশুকে রুচিমত অন্ন ভোজন করাইয়া তাহার মুখ ধৌত করিয়া দিবে এবং স্বীয় হস্ত ধৌত করিয়া ২৯ পৃষ্ঠা হইতে ৩০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত আর্চিক ও মহাবামদেব্য গান করিবে। বালকের মাতাপিতা ও অন্যান্য আগত বৃদ্ধ স্ত্রী-পুরুষ সকলে পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা করিয়া নিম্নোক্ত বাক্যে শিশুকে আশীর্বাদ প্রদান করিবে—

ত্বমন্নপতিরন্নাদো বর্ধ মানো ভূয়াঃ।।

পরে শিশুকে পিতা আশীর্বাদ প্রদান করিয়া, সংস্কারে আগত পুরুষদিগকে এবং শিশুর মাতা মহিলাদিগকে আদর সন্মান করিয়া সহর্ষে বিদায় দান করিবে।

ইত্যন্নপ্রাশনসংস্কারবিধিঃ সমাপ্তঃ।

অথ চূড়াকর্মসংস্কার বিধিং বক্ষ্যামঃ

—০—

চূড়াকর্ম্ম অষ্টম সংস্কার। ইহাকে কেশচ্ছেদন সংস্কারও বলে। এবিষয়ে আশ্বলায়ন গৃহ্যসুত্রের (১।১৭।১–২) মত এইরূপ—

তৃতীয়ে বর্ষে চৌলম্।।১।। উত্তরতোঽগ্নেব্রীহিয়বমাষতিলানাং পৃথক্ পূর্ণ শরাবাণি নিদধাতি।।২।।

এইরূপ (বিধান) পারস্কর গৃহ্যসূত্রাদিতেও লিখিত আছে–

সাংবৎসরিকস্য চূড়াকরণম্।। পার০২।১।১।।

গোভিলীয় গৃহ্যসূত্রেরও মত এইরূপ জানিবে। শিশুর জন্ম হইতে তৃতীয় বর্ষে বা প্রথম বর্ষে এই চূড়াকর্ম্ম বা মুণ্ডন করিতে হয়। উত্তরায়ণকালে শুক্লপক্ষে যেদিন আনন্দ ও শুভ মনে হইবে সেইদিন এই সংস্কার করিবে।

বিধি ঃ— প্রারম্ভে ৪ পৃষ্ঠা হইতে ৩০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধি অনুযায়ী কৃত্য সমাপনপূর্বক চারটী শরা লইয়া প্রথমটী তণ্ডুল, দ্বিতীয়টী যব, তৃতীয়টী মাষকলায় এবং চতুর্থটী তিলদ্বারা পূর্ণ করিয়া সেগুলিকে বেদির উত্তরদিকে রাখিয়া দিবে। তারপর ২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধি অনুসারে– ''**ওঙম্। অদিতেঽনুমন্যস্ব০**'' ইত্যাদি তিন মন্ত্রে কুণ্ডের তিনদিকে ও ২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে **ওঙম্। দেব সবিতঃ প্রসুব০** মন্ত্রে কুণ্ডের চারিদিকে **জলসিঞ্চন** করিবে।

তৎপরে ২২ পৃষ্ঠা হইতে ২৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধিতে **অগ্ন্যাধান ও সমিদাধান** করিয়া অগ্নিকে প্রদীপ্ত করিবে এবং প্রজ্জ্বলিত সমিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ২৪ পৃষ্ঠা হইতে ২৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত ৪

(চারি) **আঘারাবাজ্যভাগাহুতি,** ৪ (চারি) **ব্যাহৃতি আহুতি** তথা ২৭ পৃষ্ঠা হইতে ২৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত **অষ্টাজ্যাহুতি**–স□র্বসমেৎ ১৬ (ষোলটী) আহুতি দিবে। তৎপশ্চাৎ ২৬ পৃষ্ঠা হইতে ২৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধিতে **ওতম্। ভূর্ভুবঃস্বঃ। অগ্ন আয়ুংষিo** ইত্যাদি মন্□ প্রধান হোমের **চতুরাজ্যাহুতি** দিয়া পরে ২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে ৪ (চারি) **ব্যাহৃতি আহুতি** ও ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে **স্বিষ্টকৃৎ** মন্□ এক আহুতি—সর্বসমেত ৫ (পাঁচটী) ঘৃতাহুতি দিবে।

ক্ষৌরকার্য্য

এইসব কার্য সমাপনান্তে কর্মকর্ত্তা পরমাত্মার ধ্যানপূর্বক প্রথমে ক্ষৌরকারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নিম্নোক্ত মন্□ জপ করিবে–

ওতম্। আয়মগন্ৎ সবিতা ক্ষুরেণোষ্ণেন বায় উদকেনেহি। আদিত্যা রুদ্রা বসব উন্দন্তু সচেতসঃ সোমস্য রাজ্ঞো বপত প্রচেতসঃ।।১।। অথর্ব০ কাং০ ৬। সু০৬৮। মং০১।।

এই মন্□ জপ করিয়া শিশুর পশ্চাদ্দিকে উপবেশনপূর্বক দুইটী পৃথক্ পাত্রে কিঞ্চিৎ উষ্ণ ও কিঞ্চিৎ শীতল জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্□ উচ্চারণপূর্বক উভয় পাত্রের জল একই পাত্রে মিশ্রিত করিবে –

উষ্ণেন বায় উদকেনেহি*।। পার০কাং০২। কং০১।১৬।।

তৎপরে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সেই জল ও কিঞ্চিৎ নবনী বা দধির সর লইয়া নিম্নলিখিত মন্□দ্বয় উচ্চারণপূর্বক–

ওতম্। অদিতিঃ শ্মশ্রু বপত্বাপ উন্দন্তু বর্চ্চসা।
চিকিৎসতু প্রজাপতির্দীর্ঘায়ুত্বায় চক্ষসে।।১।।

অথর্ব০ কাং০৬। সু০৬৮। মং০২।। আশ্ব০১।১৭।৭।।

* ''উদকেনৈধি০'' ইতি গোভিলীয়ঃ পাঠঃ।

ওতম্। সবিত্রা প্রসূতা দৈব্যা আপ উন্দন্তু।
তে তনুং দীর্ঘায়ুত্বায় বর্চ্চসে।।২।।পার০কাং০২।কং০১।৯।।

শিশুর মস্তকে (সেই নাতিশীতোষ্ণ জল ও নবনী) তিনবার প্রক্ষণ করিয়া তাহার কেশকলাপ সিক্ত করিবে এবং চিরুণীদ্বারা মার্জিত করিয়া কেশগুলি বিন্যস্ত করিয়া দিবে।

তৎপরে নিম্নোক্ত মন্□ বলিয়া তিনটী দর্ভ লইয়া দক্ষিণদিকের কেশগুলি হস্তদ্বারা চাপিয়া ধরিবে—

ওতম্। ওষধে ত্রায়স্বৈনং।।

গোভি০২।৮।১০–১৭।। যজু০৬।১৫।।

এবং নিম্নোক্ত মন্□ পাঠ করিতে ক্ষুরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া–

ওতম্। বিষ্ণোর্দ্দংষ্ট্রোऽসি।।

মং০ ব্রা০১।৬।৪।। গোভি০২।৮।১০ ১৭।।

নিম্নোক্ত মন্□ বলিয়া ক্ষুর দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিবে —

ওতম্। শিবো নামাসি স্বধিতিস্তে পিতা নমস্তে অস্তু মা মা হিংসীঃ।। য০অ০৩।মং০৬৩।।

তৎপশ্চাৎ নিম্নোক্ত মন্□দ্বয় পাঠ করিয়া সেই ক্ষুর ও কুশগুলি কেশের নিকটে লইয়া গিয়া –

ওতম্। স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ।। য০অ০৬। মং০১৫।।

ওতম্। নিবর্ত্তয়াম্যায়ুষেऽন্নাদ্যায় প্রজননায় রায়স্পোষায় সুপ্রজাস্ত্বায় সুবীর্য্যায়।। য০অ০৩। মং০৬৩।।

নিম্নোক্ত মন্□ পাঠ করিয়া কুশ সহ সেই কেশগুলি কর্ত্তন করিবে*–

*কেশছেদনের রীতি এইরূপ যে, দর্ভ ও কেশ উভয়ই যুক্তিপূর্বক ধারণ করিয়া অর্থাৎ দুইদিকে ধারণ করিয়া মধ্যস্থানে কেশগুলিকে ক্ষুরদ্বারা কর্ত্তন করিবে। ক্ষুরের পরিবর্ত্তে কাঁচিদ্বারা কর্ত্তন করিলেও চলিতে পারে।

ওতম্ । য়েনাবপৎ সবিতা ক্ষুরেণ সোমস্য রাজ্ঞো বরুণস্য বিদ্বান্ । তেন ব্রহ্মাণো বপতেদমস্য গোমানশ্ববানয়মস্ত প্রজাবান্ । ।

অথর্ব০কাং০৬ । সু০৬৮ ।মং০৩ । ।

তৎপরে শিশুর মাতাপিতা সেই কর্ত্তিত কেশ ও দর্ভ শমীবৃক্ষের পত্রসহ (এস্থলে পূর্ব হইতে শমীবৃক্ষের পত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে) তৎসমুদয় একটী শরাতে রাখিবে। কেশ কর্ত্তনের সময় কোন কেশ উড়িয়া গেলে তাহা গোময়দ্বারা উঠাইয়া শরাতে অথবা উহার পার্শ্বে রাখিয়া দিবে।

তৎপশ্চাৎ নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া এইভাবে অন্যদিকের কেশগুচ্ছ দ্বিতীয়বার কর্ত্তন করিয়া পূর্ব্ববৎ শরাতে রাখিবে–

ওতম্ । য়েন ধাতা বৃহস্পতেরগ্নেরিন্দ্রস্য চায়ুষেঽবপৎ ।
তেন ত আয়ুষে বপামি সুশ্লোক্যায় স্বস্তয়ে । ।

আশ্ব০১ । ।১৭ । ।১২ । ।

তৎপশ্চাৎ নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া পূর্ব্ববৎ তৃতীয়বার কেশগুলি কর্ত্তন করিবে —

ওতম্ । য়েন ভুয়শ্চ রাত্র্যং জ্যোক্ চ পশ্যতি সূর্য্যম্ ।
তেন ত আয়ুষে বপামি সুশ্লোক্যায় স্বস্তয়ে । ।

আশ্ব০১ ।১৭ ।১২ । ।

তৎপশ্চাৎ উপরি উক্ত তিন মন্ত্র অর্থাৎ **ওতম্ । য়েনাবপৎ০, ওতম্ । য়েন ধাতা০, ওতম্ । য়েন ভূয়শ্চ০** এবং নিম্নলিখিত মন্ত্র অর্থাৎ সর্বসমেত ৪ (চারি) মন্ত্র পাঠ করিয়া পূর্ব্ববৎ চতুর্থবার কেশগুলি কর্ত্তন করিবে —

ওতম্ । য়েন পুষা বৃহস্পতের্বায়োরিন্দ্র চাবপৎ । তেন তে বপামি ব্রহ্মণা জীবাতবে জীবনায় দীর্ঘায়ুষ্ট্বায়বর্চসে । ।

মং০ ব্রা০১ ।খং০৬ ।মং০৭ । । গোভি০২ ।৮ । ১০–১৫ । ।

প্রথমে দক্ষিণদিকের কেশ কর্ত্তনের বিধি পুর্ণ হইলে পর বামদিকের কেশ যথাবিধি কর্ত্তন করিবে। বামদিকের কেশকর্ত্তন বিধি সমাপ্ত করিয়া তৎপরে মস্তকের পুরোভাগের কেশ কর্ত্তন করিবে, পরন্তু চতুর্থবার কর্ত্তনের সময় **য়েন পুষা০** এই মন্ত্রের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া চতুর্থবার কর্ত্তন করিবে —

ওতম্ । য়েন ভূরিশ্চরা দিবং জ্যোক্ চ পশ্চাদ্ধি সূর্য্যম্ ।
তেন তে বপামি ব্রহ্মণা জীবাতবে জীবনায় সুশ্লোক্যায় স্বস্তয়ে । ।

পার০ ২ ।১ ।১৬ । ।

তৎপশ্চাৎ নিম্নলিখিত মন্ত্রটী পাঠ করিয়া মস্তকের পশচাদ্ভাগের কেশ একবার কর্ত্তন করিবে —

ওতম্ ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষম্ ।
য়দ্দেবেষু ত্র্যায়ুষং তন্নো অস্ত ত্র্যায়ুষম্ । ।

যজু০অ০৩ । মং০৬২ । । পার০ ২ ।১ ।১৫ ।

তৎপরে এই **ওতম্ । ত্র্যায়ুষং০** মন্ত্রই পাঠ করিতে শিশুর মস্তকে হাত বুলাইয়া দিবে। মন্ত্রপাঠ সমাপ্ত হইলে ক্ষৌরকারের হস্তে ক্ষুর প্রদান করিয়া নিমোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিবে —

ওতম্ । য়ৎ ক্ষুরেণ মর্চয়তা সুপেশসা বপ্তা বপসি কেশান্ ।
শুন্ধি শিরোমাঽস্যায়ুঃ প্রমোষীঃ । ।

অথর্ব০ । কা০৮ । অনু০১ । সু০৪ । মং০১৭ । । আশ্ব০১ ।১৭ ।১৫ । ।

এবং ক্ষৌরকারদ্বারা ক্ষুর উত্তমরূপে প্রস্তরের উপর শানিত করাইয়া শিশুর পিতা ক্ষৌরকারকে বলিবে—''এই শীতোষ্ণ জলদ্বারা কোমল হস্তে শিশুর মস্তক উত্তমরূপে সিক্ত কর। সাবধান হইয়া কোমল হস্তে ক্ষৌর কর, যেন ক্ষুর লাগিয়া না যায়।'' এইসব বলিয়া ক্ষৌরকারকে কুণ্ডের উত্তরদিকে লইয়া গিয়া শিশুকে তাহার সম্মুখে পূর্বাভিমুখে উপবেশন

করাইয়া যতটা কেশ রাখিতে হয়, রাখিবে অথবা পাঁচদিকে কিছু কিছু কেশ রাখিবে বা যে কোন একদিকে রাখিবে অথবা প্রথমবারে সমস্ত কেশ মুণ্ডন করাইয়া দিবে। তারপর দ্বিতীয়বারের কেশ* রাখাই উত্তম।

মুণ্ডন সমাপ্ত হইলে কুণ্ডের পার্শ্বস্থিত দেওয়ার যোগ্য পদার্থ বা পূর্বরক্ষিত তণ্ডুল ও যবাদিপূর্ণ শরাগুলি ক্ষৌরকারকে প্রদান করিবে। তাহাকে যথাযোগ্য ধন বা বস্□ও দান করিবে। সমস্ত মুণ্ডিত কেশ, দর্ভ, শমীপত্র ও গোময় ক্ষৌরকারকে দিয়া তাহাকে সেগুলি জঙ্গল বা গোশালাপার্শ্বে অথবা নদী বা জলাশয়ের তীরে মৃত্তিকার মধ্যে উত্তমরূপে প্রোথিত করিতে বলিবে অথবা নাপিতের সহিত কাহাকেও পাঠাইয়া দিবে, সে তদ্দ্বারা উক্ত প্রকার কার্য্য করাইয়া লইবে।

ক্ষৌরকার্য্যের পরে নবনী বা দধির সর শিশুর মস্তকে মাখাইয়া স্নান করাইবে এবং উত্তম বস্□ পরিধান করাইয়া পিতা শিশুকে নিজের নিকটে লইয়া শুভাসনে পূর্বাভিমুখে উপবেশনপূর্বক ২৯ পৃষ্ঠা হইতে ৩০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত সামবেদের মহাবামদেব্য গান করিবে। শিশুর মাতা মহিলাদিগকে ও পিতা পুরুষদিগকে যথাযোগ্য আদর সম্মান করিয়া বিদায় দান করিবে। যাইবার সময় সকলে তথা শিশুর মাতাপিতা পরমেশ্বরের ধ্যান করিয়া নিম্নলিখিত মন্□ উচ্চারণপূর্বক –

ও৩ম্। ত্বং জীব শরদঃ শতং বর্ধমানঃ।।

শিশুকে আশীর্বাদ প্রদান করিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিবে। শিশুর মাতাপিতা প্রসন্ন হইয়া শিশুকে আনন্দ দান করিবে।

ইতি চুড়াকর্মসংস্□ারবিধিঃ সমাপ্তঃ।

---

* যথামঙ্গলং কেশশেষকরণম্।। পার০ গৃ০ সু০ কা০২। ক০১। সু০২২।। কেশকলাপের শেষ রাখিবে অর্থাৎ শিখা রাখিবে। যথা মঙ্গল অর্থাৎ যেরূপে বা যাহাতে মঙ্গল হয়, তদ্রূপ রাখা উচিত (সংস্□ারচন্দ্রিকা)।

অথ* কর্ণবেধসংস্□ারবিধিং বক্ষ্যামঃ

—০—

অথ প্রমাণম্—কর্ণবেধো বর্ষে তৃতীয়ে পঞ্চমে বা।।

ইহা কাত্যায়ন গৃহ্যসুত্রের (১–২) বচন। শিশুর জন্মের পরে তৃতীয় বা পঞ্চম বর্ষে শিশুর কর্ণ বা নাসিকা বিদ্ধ করা উচিত। যেদিন কর্ণ বা নাসিকা বিদ্ধ করার দিন নির্দ্ধারিত হইবে, সেইদিন শিশুর মাতা শিশুকে প্রাতঃকালে শুদ্ধ জলে স্নান করাইয়া বস্□ালঙ্কারে ভূষিত করিবে। তদনন্তর শিশুর মাতা শিশুকে যজ্ঞশালায় আনয়ন করিয়া ৪ পৃষ্ঠা হইতে ৩০ পৃষ্ঠা লিখিত সব ক্রিয়া যথাবিধি করিবে।

তারপর শিশুর সম্মুখে কিছু ভোজ্য পদার্থ বা খেলনা রাখিয়া নিম্নলিখিত মন্□ পাঠ করিয়া –

ও৩ম্। ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্য়জত্রাঃ। স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেমহি দেবহিতং য়দায়ুঃ।।

ঋ০মং০১। সু০৮৯। মং০৮।।

***উদ্দেশ্য**–শিশুর জন্মের পরে তৃতীয় বা পঞ্চম বর্ষে কানের পাতা ফুঁড়াইয়া দিতে হয়। অলঙ্কার পরিধান করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। পারস্□র গৃহ্যসূত্রেও ইহার উল্লেখ আছে। সুশ্রুত ঋষির মতে (সুশ্রু০, চিকিৎসা স্থান, অধ্যায় ১৯) শিশুর কান ফুড়াইয়া দিলে জীবনে তাহার অন্□ ও অণ্ডকোষ বৃদ্ধি হইবে না। প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে এই কর্ণ বেধ সংস্□ারের প্রচলন আছে। শরীরের শিরা-উপশিরাদি অন্□র উপর এই সংস্□ারের যে প্রভাব, তাহা পরীক্ষিত সত্য (অনুবাদক)।

যিনি শিরা-উপশিরাদি রক্ষা করিয়া বিদ্ধ করিতে পারেন এরূপ চরক ও সুশ্রুতাদি আয়ুর্বেদজ্ঞ সুচিকিৎসকদ্বারা কর্ণ বা নাসিকা বিদ্ধ করাইবে এবং উক্ত মন্ে□ই শিশুর দক্ষিণ কর্ণ বিদ্ধ করিবে।

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্□ পাঠ করিয়া বাম কর্ণ বিদ্ধ করিবে—

ও৩ম্। বক্ষ্যন্তীবেদাগনীগন্তি কর্ণং প্রিয়ং সখায়ং পরিষস্বজানা। য়োষেব শিঙ্ক্তে বিততাধিধন্বঞ্জ্যা ইয়ং সমনে পারয়ন্তী।।

ঋ০মং০৬। সু০৭৫। মং০।।

তারপর সেই চিকিৎসক সেই (কর্ণের) ছিদ্রে শলাকা প্রবেশ করাইয়া দিবেন, যাহাতে ছিদ্র বন্ধ হইয়া না যায় এবং উহাতে এমন ঔষধ প্রয়োগ করিবেন যাহাতে কান না পাকে এবং শীঘ্র আরোগ্য প্রাপ্ত হয়।

ইতি কর্ণবেধসংস্□ারবিধিঃ সমাপ্তঃ।

অথোপনয়ন(১) সংস্□ারবিধিং বক্ষ্যামঃ(২)

—০—

অথ প্রমাণানি–অষ্টমে বর্ষে ব্রাহ্মণমুপনয়েৎ।।১।। গর্ভাষ্টমে বা।।২।। একাদশে ক্ষত্রিয়ম্।।৩।। দ্বাদশে বৈশ্যম্।।৪।। আষোড়শাদ্‌ব্রাহ্মণস্যানতীতঃ কালঃ।।৫।। আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রিয়স্য, আচতুর্বিংশাদ্বৈশ্যস্য, অত উর্দ্ধং পতিতসাবিত্রীকা ভবন্তি।।৬।।

(১) ইহার অর্থ সমীপে নয়ন অর্থাৎ লাভ করা ও প্রাপ্ত হওয়া।

(২) উপ অর্থে নিকটে এবং নয়ন অর্থে লইয়া যাওয়া, উপনয়ন অর্থে নিকটে লইয়া যাওয়া। যে সংস্□ার দ্বারা শিষ্যকে আচার্য্যের নিকটে লইয়া যাওয়া হয় বা

এগুলি আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের (১।১৯।১–৬) প্রমাণ। পারস্□রাদি গৃহ্যসূত্রেও এইরূপ প্রমাণ আছে।

অর্থ ঃ– যে দিন জন্ম হইয়াছে অথবা যে দিন গর্ভ স্থিতিলাভ

আচার্য্য যে সংস্□ারদ্বারা শিষ্যকে ব্রহ্মের সান্নিধ্যে লইয়া যান তাহাকে **উপনয়নসংস্□ার** বলে। মাতার গর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইলে সন্তান **ভৌতিক জন্ম** লাভ করে। আচার্য্যের শিক্ষা-দীক্ষার আবেষ্টনী বা গর্ভে বাস করিয়া শিষ্য পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করিলে তখন তাহার হয় **দ্বিতীয় জন্ম** বা **দ্বিজত্ব** লাভ। ইহাকে **আধ্যাত্মিক জন্মও** বলে। মাতার গর্ভ হইতে প্রথম জন্ম লাভ করিয়া সন্তান এতদিন ভোজ্য-পানীয়াদি স্থূল আহারদ্বারা ও মাতাপিতার স্নেহবাংসল্যাদি মানসিক আহারদ্বারা পুষ্ট হইতেছিল। এক্ষণে আচার্য্যের নিকট হইতে সে আধ্যাত্মিক আহার পাইতে আরম্ভ করিল। স্থুল আহারদ্বারা আমাদের শরীর পুষ্ট হয়, মানসিক আহারদ্বারা আমাদের মন সতেজ ও পরিপুষ্ট হয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক আহারদ্বারা আমাদের আত্মা পুষ্ট হয়। কেবল স্থুল আহারদ্বারা শরীরকে পুষ্ট করিলে মানুষ থাকে পশু, মানসিক আহারে মনকে পুষ্ট করিলে সে হয় মনুষ্য এবং আধ্যাত্মিক আহারে আত্মাকে পুষ্ট করিলে সে হয় দেবতা। প্রত্যেক মনুষ্য এই দেবত্ব লাভের অধিকারী। আচার্য্য উপাস্য দেবতা নহেন। তিনি উপদেষ্টা ও পথপ্রদর্শক। অধ্যাত্ম রাজ্যের তিনিই পথপ্রদর্শক। তিনিই মুক্তির পথ দেখাইয়া দিবেন এবং ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ পরিচয় দিবেন। ব্রহ্মকে না জানিলে মানব জন্ম হয় বৃথা। শুধু বিষয়ভোগ ও ইন্দ্রিয়সেবা বা উদরপূরণ করিলেই নরদেহ সার্থক হয় না। মনুষ্যেতর যে কোন প্রাণীরই বিষয়ভোগ, ইন্দ্রিয়সেবা ও উদরপূরণের সুযোগ আছে। আমরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেই আমাদের মনুষ্য জন্ম সার্থক হয়। উপনয়ন সংস্□ারে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। বালক ও বালিকা উভয়েরই উপনয়নে অধিকার আছে।

–অনুবাদক

করিয়াছিল, সেই দিন হইতে অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণশিশুর জন্ম বা গর্ভ হইতে একাদশ বর্ষে ক্ষত্রিয়শিশুর এবং জন্ম বা গর্ভ হইতে দ্বাদশ বর্ষে বৈশ্যশিশুর যজ্ঞোপবীত সংস্□ার করিবে। ব্রাহ্মণের ১৬ (ষোল), ক্ষত্রিয়ের ২২ (বাইশ) এবং বৈশ্যের ২৪ (চ□বিশ) বৎসর বয়সের পূর্বে অবশ্যই যজ্ঞোপবীত হওয়া চাই। যদি পুর্বোক্ত কালে যজ্ঞোপবীত না হয়, তবে তাহারা পতিত বলিয়া গণ্য হইবে।

শ্লোকঃ ব্রহ্মবর্চসকামস্য কার্য্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে।
রাজ্ঞো বলার্থিনঃ ষষ্ঠে বৈশ্যস্যেহার্থিনোঽষ্টমে।।

মনু০ ২।৩৭।।

ইহা মনুস্মৃতির বচন। যাহার শীঘ্রই বিদ্যা, বল ও বৈষয়িক কার্য্যের ইচ্ছা হইবে এবং শিশুরও যদি অধ্যয়নের সামর্থ্য থাকে তবে জন্ম বা গর্ভ হইতে পঞ্চম বর্ষে ব্রাহ্মণের জন্ম বা গর্ভ অষ্টম বর্ষে বৈশ্য সন্তানের যজ্ঞোপবীত সংস্□ার করিবে। পরন্তু এই সব ব্যবস্থা তখনই সম্ভব হইবে যদি শিশুর মাতাপিতার বিবাহ পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য পালনের পরে হইয়া থাকে। তাঁহাদেরই এইরূপ শ্রেষ্ঠবুদ্ধি ও দ্রুত সামর্থ্যলাভে যোগ্য উৎকৃষ্ট সন্তান জন্মগ্রহণ করে। শিশুর শরীর ও বুদ্ধি যখন এইরূপ অধ্যয়নের যোগ্য হইবে, তখনই তাহাকে যজ্ঞোপবীত দান করিবে।

যজ্ঞোপবীতের সময়–উত্তরায়ণ সূর্য্যে এবং–

বসন্তে ব্রাহ্মণমুপনয়েৎ। গ্রীষ্মে রাজন্যম্। শরদি বৈশ্যম্। সর্বকালমেকে।। এগুলি শতপথ ব্রাহ্মণের বচন।

অর্থ ঃ– ব্রাহ্মণের বসন্তে, ক্ষত্রিয়ের গ্রীষ্মে এবং শরৎ ঋতুতে বৈশ্যের যজ্ঞোপবীত সংস্□ার করিবে অথবা সব ঋতুতেই যজ্ঞোপবীত হইতে পারে এবং প্রাতঃকালই ইহার সময়।

ব্রতপালন

পয়োব্রতো ব্রাহ্মণো যবাগূব্রতো রাজন্য আমিক্ষাব্রতো বৈশ্যঃ।।

ইহা শতপথ ব্রাহ্মণের বচন।

যে দিন শিশুর যজ্ঞোপবীত সংস্□ার হইবে, তাহার তিন দিন বা এক দিন পূর্বে শিশুকে তিনটী বা একটী ব্রত পালন করিতে হইবে। সেই ব্রতে ব্রাহ্মণশিশু একবার বা একাধিকবার দুগ্ধপান করিবে। ক্ষত্রিয়শিশুকে ''যবাগু'' অর্থাৎ যবচুর্ণ শক্ত দানাদার গুড়ের সহিত জলে পাক করিয়া তরল অবস্থায় পান করাইবে এবং বৈশ্যশিশু ''আমিক্ষ'' অর্থাৎ চতুর্গুণ দধি ও একগুণ দুগ্ধে যথাযোগ্য খণ্ড (খাঁড় গুড়–শক্ত দানাদার গুড়) ও কেশর মিশ্রিত করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া তাহা পান করিবে। এইভাবে ব্রত পালন করিবে অর্থাৎ যখনই শিশুর ক্ষুধার উদ্রেক হইবে, তখনই তিন বর্ণের শিশু এই তিন পদার্থ সেবন করিবে। অন্য কোন পদার্থ পান বা আহার করিবে না।

বিধি

যে দিন উপনয়ন হইবে, তাহার পূর্বদিনে সব সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া যথাবিধি শুদ্ধ করিয়া লইবে। সেই দিন ৪ পৃষ্ঠা হইতে ৩০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধি অনুযায়ী সব সামগ্রী কুণ্ডের সমীপে রাখিবে। প্রাতঃকালে শিশুকে ক্ষৌর করাইয়া শুদ্ধ জলে স্নান করাইবে ও উত্তম বস্□ পরিধান করাইবে। পিতা বা আচার্য্য শিশুকে যজ্ঞমণ্ডপে মিষ্টান্নাদি ভোজন করাইয়া বেদীর পশ্চিমদিকে পূর্বাভিমুখে সুন্দর আসনে উপবেশন করাইবেন। শিশুর পিতা ১৯ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধি অনুসারে **ঋত্বিগ্বরণ** করিবেন এবং ২০ পৃষ্ঠায় লিখিত ঋত্বিগ্গণও পুর্বোক্ত প্রকারে স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিয়া যথাবিধি আচমন ও অঙ্গস্পর্শ করিবেন।

শিশুর প্রার্থনা

তদনন্তর কর্ম্মকর্ত্তা শিশুর মুখ হইতে নিম্নোক্ত বাক্য উচ্চারণ করাইবেন—

শিশু–ব্রহ্মচর্য্যমাগাম্, ব্রহ্মচার্য্যসানি।।

পার০কাং০২। কং০২। সু০৬।।

বস্□পরিধান

আচার্য্য* নিম্নোক্ত বাক্য বলিয়া শিশুকে সুন্দর বস্□ ও উপবস্□ পরিধান করাইবেন –

আচার্য্য—ও৩ম্। য়েনেন্দ্রায় বৃহস্পতির্বাসঃ পর্য্যদধাদমৃতম্। তেন ত্বা পরিদধাম্যায়ুষে দীর্ঘায়ুত্বায় বলায় বর্চ্চসে।।

পার০কাং২। কাং০২। সু০৭।।

বস্□াদি পরিধান করিয়া শিশু আচার্য্যের সম্মুখে উপবেশন করিবে। আচার্য্য স্বীয় হস্তে যজ্ঞোপবীত লইয়া নিম্নোক্ত মন্□ পাঠ করিবেন –

যজ্ঞোপবীত প্রদান

আচার্য্য–ও৩ম্। য়জ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং প্রজাপতের্য়ৎ সহজং পুরস্তাৎ। আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ।। য়জ্ঞোপবীতমসি য়জ্ঞস্য ত্বা য়জ্ঞোপবীতেনোপনহ্যামি।।

পার০কাং০২। কং০২। সু০১১।।

---

*আচার্য্য তাঁহাকেই বলে যিনি সাঙ্গোপাঙ্গ বেদের শব্দ, অর্থ, সম্বন্ধ ও ক্রিয়ার জ্ঞাতা, ছলনা ও কপটতারহিত, যিনি অতি প্রেমের সহিত সকলকে বিদ্যা দান করেন, যিনি তনু, মন ও ধনদ্বারা সকলের সুখ বৃদ্ধিতে তৎপর, যিনি মহানুভব, যিনি কাহারও প্রতি পক্ষপাত করেন না, যিনি সত্যোপদেষ্টা, সকলের হিতৈষী, ধর্মাত্মা ও জিতেন্দ্রিয়।

এবং শিশুর বাম স্□ন্ধের উপর কন্□র পার্শ্ব হইতে যজ্ঞোপবীতের মধ্য দিয়া মস্তক বাহির করিয়া দক্ষিণ হস্তের নিম্নে বগল বাহির করিয়া কটিদৈশ পর্য্যন্ত ধারণ করাইবেন।

তৎপরে আচার্য শিশুকে নিজের দক্ষিণ পার্শ্বে একসঙ্গে উপবেশন করাইয়া ৪ পৃষ্ঠা হইতে ১৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত **ঈশ্বরস্তুতি, প্রার্থনোপাসনা**, **স্বস্তিবচন ও শান্তিপ্রকরণ** পাঠ সমাপ্ত করিবেন। তৎপরে ২২ পৃষ্ঠা হইতে ২৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত **অগ্ন্যাধান, সমিদাধান ও পঞ্চ ঘৃতাহুতি** প্রদান করিয়া ২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত **ও৩ম্। অদিতেऽনুমন্যস্ব০** ইত্যাদি পুর্বোক্ত চারি মন্□ পুর্বোক্ত রীতিতে কুণ্ডের চতুর্দিকে **জলসিঞ্চন** করিবার পর আজ্যাহুতি আরম্ভ করিবেন।

বেদীর প্রদীপ্ত সমিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আজ্যস্থালী হইতে চমস্‌দ্বারা ঘৃত লইয়া ২৪ পৃষ্ঠা হইতে ২৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত **আঘারাবাজ্যভাগাহুতি** ৪ (চারি), **ব্যাহৃতি আহুতি** ৪ (চারি) এবং ২৭ পৃষ্ঠা হইতে ২৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত **অষ্টাজ্যাহুতি** ৮ (আট)–এই তিনটিতে মোট ১৬ (ষোলটি) ঘৃতাহুতি প্রদান করিবেন।

তৎপরে ২৬ পৃষ্ঠা হইতে ২৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত **ও৩ম্। ভূর্ভুবঃ স্বঃ। অগ্ন আয়ুংসি০** ইত্যাদি **প্রধান হোমের** মন্□ শিশুদ্বারা (বিশেষভাবে প্রস্তুত) শাকল্যের **চতুরাজ্যাহুতি** প্রদান করাইয়া পরে নিম্নলিখিত ৫টী মন্□ ৫টী **আজ্যাহুতি** প্রদান করাইবে–

পঞ্চাজ্যাহুতি

শিশু–ও৩ম্। অগ্নে ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ম্। তেনর্ধ্যাসমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি স্বাহা।।

ইদমগ্নয়ে–ইদন্ন মম। ।১। । ওত্তম্। বায়ো ব্রতপতে* স্বাহা। । ইদং বায়বে ইদন্ন মম। ।২। । ওত্তম্। সূর্য্য ব্রতপতে০ স্বাহা। । ইদং সুয়্যায়–ইদন্ন মম। ।৩। । ওত্তম্। চন্দ্র ব্রতপতে০ স্বাহা। । ইদং চন্দ্রায়-ইদন্ন মম। ।৪। । ওত্তম্ ব্রতানাং ব্রতপতে০ স্বাহা। । ইদমিন্দ্রায় ব্রতপতয়ে–ইদন্ন মম। ।৫। ।

মং০ব্রা০১ ।৬ ।৯–১৩। । গোভি০২ ।১০ ।১৬। ।

তৎপশচাৎ শিশুদ্ধারা ২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত **ব্যাহৃতি আহুতি** ৪ (চারি), ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত **স্বিষ্টকৃৎ আহুতি** ১ (এক) এবং **প্রাজাপত্যাহুতি** ১ (এক)–এই ছয়টি আহুতি অর্থাৎ সর্বসমেত ১৫ (পনেরটী) আহুতি প্রদান করাইবেন।

শিশুর পরিচয়

তৎপরে আচার্য্য যজ্ঞকুণ্ডের উত্তরদিকে পূর্বাভিমুখে এবং শিশু আচার্য্যের সম্মুখে পশ্চিমাভিমুখে উপবেশন করিবে। আচার্য্য শিশুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিম্নোক্ত মন্□ জপ করিবেন–

আচার্য্য–ওত্তম্। আগন্□া সমগন্মহি প্র সুমর্ত্ত্যং য়ুয়োতন। অরিষ্টাঃ সঞ্চরেমহি স্বস্তি চরতাদয়ম্। ।

মাং০ব্রা০১ ।৬ ।১৪। গোভি০২ ।১০ ।২০-২২। ।

শিশু আচার্য্যকে বলিবে–

শিশু–ওত্তম্। ব্রহ্মচর্য্যমাগামুপমানয়স্ব। ।

মং০ব্রা০১ ।৬ ।১৬। । গোভি০২ ।১০ ।২০–২২। ।

*ইহার পরে ''ব্রতং চরিষ্যামি'' ইত্যাদি সম্পূর্ণ মন্□ বলিতে হইবে।

(১)**আচার্য্য–কো নামহসি। ।**

(২)**শিশু–এতন্নামাস্মি। ।** মং০ব্রা০১ ।৬ ।১। ।

প্রথম জলাঞ্জলি

তৎপরে আচার্য্য নিম্নোক্ত তিনটী মন্□ পাঠ করিয়া শুদ্ধ জলদ্বারা বটুকের দক্ষিণ(৩)–হস্তাঞ্জলি পূর্ণ করিবেন–

আচার্য্য–ওত্তম্। আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে। ।১। ।

য়ো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ। ।২। ।

তস্মাऽ অরং গমাম বো য়স্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ। ।৩। । ঋ০মং০১০। সু০৯। মাং০ ১–৩। ।

তৎপরে আচার্য্য স্বীয় হস্তাঞ্জলি (শুদ্ধ জল দ্বারা) পূর্ণ করিয়া নিম্নোক্ত মন্□ পাঠপূর্বক স্বীয় অঞ্জলির জল শিশুর অঞ্জলিতে প্রদান করিবেন–

আচার্য্য–ওত্তম্। তৎসবিতুর্বৃণীমহে বয়ং দেবস্য ভোজনম্। শ্রেষ্ঠং সর্বধাতমং তুরং ভগস্য ধীমহি। ।

ঋ০মং০৫। সু০৮২। মং০১। ।

তৎপরে আচার্য্য বালকের হস্তাঞ্জলি অঙ্গুষ্ঠসহ ধারণপুর্বক নিম্নোক্ত মন্□ পাঠ করিয়া বালকের অঞ্জলির জল নিম্নস্থ পাত্রে নিক্ষেপ করিবেন—

(১) আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিবেন–তোমার নাম কি ?

(২) শিশু বলিবে–আমার নাম (অমুক), যথা–য়জ্ঞদত্ত নামাস্মি।

(৩) পার০গৃ০সু০কা০২ ।ক০২ ।সু০১৪। ।

আচার্য্য–ওতম্ । দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং হস্তং গৃহ্নাম্যসৌ । । যজু০অ০৫ ।মং০২৬ । ।

দ্বিতীয় জলাঞ্জলি

ঠিক এইভাবে দ্বিতীয়বার আচার্য্য পুর্বোক্ত মন্□ প্রথমে বালকের অঞ্জলি পূর্ণ করিবেন । তৎপরে স্বীয় অঞ্জলি পুর্ণ করিয়া সেই জল পুর্বোক্ত মন্□ বালকের অঞ্জলিতে প্রদান করিবেন এবং তাহার অঙ্গুষ্ঠ সহ হস্ত ধারণপূর্বক নিম্নোক্ত মন্□ পাঠ করিয়া সেই জল নিম্নস্থ পাত্রে নিক্ষেপ করিবেন –

আচার্য্য–ওতম্ । সবিতা তে হস্তমগ্রভীৎ, অসৌ[১] । ।

মানব০গৃ০সু০পু০১ ।খ০২২ ।সু০৫ । ।

তৃতীয় জলাঞ্জলি

ঠিক এইভাবে তৃতীয়বার আচার্য্য পূর্বোক্ত মন্□ প্রথমে বালকের অঞ্জলি পূর্ণ করিবেন । তৎপরে স্বীয় অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া পূর্বোক্ত মন্□ বালকের অঞ্জলিতে তাহা প্রদান করিবেন এবং তাহার অঙ্গুষ্ঠসহ হস্তধারণ-পুর্বক নিম্নোক্ত মন্□ পাঠ করিয়া বালকের অঞ্জলির জল নিম্নস্থ পাত্রে নিক্ষেপ করিবেন –

আচার্য্য–ওতম্ । অগ্নিরাচার্য্যস্তব, অসৌ । ।[২]

মং০ব্রা০১ ।৬ ।১৫ । ।

সূর্য্যপ্রদর্শন

তৎপশচাৎ আচার্য্য বাহিরে আসিয়া বালকের সহিত সূর্য্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নোক্ত মন্□ –

(১),(২)''অসৌ'' এই পদের স্থানে সর্বত্র বালকের সম্বোধনান্ত নামোচ্চারণ করিবেন ।

আচার্য্য–ওতম্ । দেব সবিতরেষ তে ব্রহ্মচারী তং গোপায় সমামৃত । । আশ্ব০গৃ০সু০অ০১ । ক০২০ । সু০৬ । ।

এই এক এবং ৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিত **ওতম্ । তচ্চক্ষুর্দেবহিতং০** এই দ্বিতীয় মন্□ পাঠ করিয়া বালককে সূর্য্যাবলোকন করাইবেন ।

আচার্য্যপ্রদক্ষিণ

তৎপরে আচার্য্য বালকের সহিত[১] যজ্ঞমণ্ডপে প্রত্যাগমনপুর্বক কুণ্ডের উত্তরদিকে উপবেশন করিয়া নিম্নোক্ত মন্□ পাঠ করিবেন –

আচার্য্য–ওতম্ । য়ুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ । ঋ০মং০৩ । সু০৮ । মাং০৪ । ।

ওতম্ । সূর্য্যস্যাবৃতমন্বাবর্ত্তস্ব, অসৌ[২] । । গোভি০২ ।১০ ।২৮ । ।

এবং বালক আচার্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপবেশন করিবে ।

অঙ্গস্পর্শ

তৎপরে আচার্য্য স্বীয় দক্ষিণ[৩] হস্তদ্বারা বালকের দক্ষিণ স্□ন্ধ স্পর্শ করিবেন এবং পরে বস্□দ্বারা স্বীয় হস্ত আচ্ছাদিত করিয়া নিম্নোক্ত মন্□ পাঠ করিবেন –

আচার্য্য–ওতম্ । প্রাণানাং গ্রন্থিরসি মা বিস্রসোঽন্তক ইদং তে পরিদদামি, অমুম্[৪] । ।১ । । মং০ব্রা০১ ।২০ । ।

তারপর নিম্নোক্ত মন্□ পাঠ করিয়া উদর স্পর্শ করিবেন–

ওতম্ । অহুর ইদং তে পরিদদামি, অমুম্[৫] । ।২ । ।

(১) পার০ গৃ০ সূ০ কা০ ২ । ক০ ২ । সূ০ ১৫ । ।
(৩) গোভি০ গৃ০ সূ০ প্র০ ২ । কা০ ১০ । সূ০ ২৮ । ।
(২),(৪),(৫) 'অমুম্' ও 'অসৌ' এই দুই পদের স্থানে সর্বত্র বালকের নামোচ্চারণ করিবেন ।

তারপর নিম্নোক্ত মন্□ পাঠ করিয়া হৃদয় স্পর্শ করিবেন–

ওত্ম্। কৃশন ইদং তে পরিদদামি, অমুম্[১]।।৩।।

তারপর নিম্নোক্ত মন্□ বলিয়া দক্ষিণ স্□ন্ধ স্পর্শ করিবেন–

ওত্ম্। প্রজাপতয়ে ত্বা পরিদদামি, অসৌ[২]।।৪।।

তারপর নিম্নোক্ত মন্□ বলিয়া বাম হস্তে বাম স্□ন্ধ স্পর্শ করিবেন–

ওত্ম্। দেবায় ত্বা সবিত্রে পরিদদামি, অসৌ[৩]।।৫।।

মং০ ব্রা০১।৬।২১–২৪।। গোভি০২।১০।২৮–৩১।।

এবং তারপর বালকের হৃদয়োপরি[৪] হস্ত স্থাপন করিয়া নিম্নোক্ত মন্□ পাঠ করিবেন –

আচার্য্য–ওত্ম্। তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ।। ঋ০মং০৩। সু০৮। মং০৪।।

গুরু ও শিষ্যের প্রতিজ্ঞা

তৎপরে আচার্য্য বালকের দক্ষিণ হৃদয়োপরি হস্ত স্থাপন করিয়া নিম্নোক্ত প্রতিজ্ঞা মন্□ পাঠ করিবেন এবং পরে বালককেও তাহা বলিতে আদেশ করিবেন–

আচার্য্য ও বালক—ওত্ম্। মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মম চিত্তমনুচিত্তং তে অস্তু। মম বাচমেকমনা জুষস্ব বৃহস্পতিষ্টা নিয়ুনক্তু মহ্যম্।। পার০গৃ০সু০কাং০২। কং০২। সু০১৬।।

অর্থাৎ হে শিষ্য বালক। আমি তোমার হৃদয়কে আমার অধীন করিতেছি। তোমার চিত্ত সর্বদা আমার চিত্তের অনুকূল থাকুক। তুমি একাগ্রচিত্তে প্রীতির সহিত আমার বাণী শ্রবণ করিয়া তাহার মর্ম উপলব্ধি করিও। আজ হইতে তোমার প্রতিজ্ঞার অনুকূলে বৃহস্পতি পরমাত্মা তোমাকে আমার সহিত যুক্ত করুন।

(১),(২),(৩) ''অমুম্'' ও ''অসৌ'' এই দুই পদের স্থানে সর্বত্র বালকের নামোচ্চারণ করিবেন।

(৪) আশ্ব০ গৃ০ সূ০ অ০১। ক০ ২০। সূ০ ৯।।

এইভাবে শিষ্যও আচার্য্যের নিকট প্রতিজ্ঞা করিবে–হে আচার্য্য। আপনার হৃদয়কে আমি স্বীয় কর্মে অর্থাৎ উত্তম শিক্ষা ও বিদ্যার উন্নতিকল্পে ধারণ করিতেছি। আমার চিত্ত সদা আপনার চিত্তের অনুকূল থাকুক। আপনি আমার বাণী একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিবেন এবং পরমাত্মা আমার জন্য আপনাকে সর্বদা নিযুক্ত রাখুন। এইভাবে উভয়ে প্রতিজ্ঞা করিবে।

আশীর্বাদ

আচার্য্যোক্তিঃ–কোনামাঽসি।।

অর্থাৎ আচার্য্য বলিবেন–তোমার নাম কী ?

বালকোক্তিঃ–অহম্ভোঃ[১]।।

বালক উত্তর দিবে–আমার নাম অমুক।

আচার্য্যঃ–কস্য ব্রহ্মচার্য্যসি।।

আচার্য্য বলিবেন–তুমি কাহার ব্রহ্মচারী ?

বালকঃ–ভবতঃ।। পার০কাং০২।কং০২।।

বালক বলিবে–আপনার।

আচার্য্য বালকের রক্ষার নিমিত্ত নিম্নোক্ত মন্□ উচ্চারণ করিবেন–

আচার্য্য–ইন্দ্রস্য ব্রহ্মচার্য্যস্যগ্নিরাচার্য্যস্তবাহমাচার্য্যস্তব অসৌ[২]।। পার০কাং২। কং০২।

পুনরায় আচার্য্য বালকের রক্ষার নিমিত্ত নিম্নোক্ত মন্□ পাঠ করিয়া বালককে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিবেন যে, তুমি প্রাণ আদি বিদ্যা শিক্ষার জন্য যত্নবান হও—

(১) এই শব্দের পর বলিতে হইবে–''এতন্নামাস্মি'', যথা–''যজ্ঞদত্ত নামাস্মি''।

(২) ''অসৌ এই পদের স্থানে বালকের নামোচ্চারণ করিবেন।''

আচার্য্য–ওতম্ । কস্য ব্রহ্মচার্য্যসি প্রাণস্য ব্রহ্মচার্য্যসি কস্ত্বা কমুপনয়তে কায় ত্বা পরিদদামি । ।১ । ।

আশ্ব০১ ।২০ ।৭ । । মানব গৃ০সু০পু০ । খং০২২ ।সু০৫ । ।

ওতম্ । প্রজাপতয়ে ত্বা পরিদদামি । দেবায় ত্ব সবিত্রে পরিদদামি । অদ্ভ্যস্ত্বৌষধীভঃ পরিদদামি । দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং ত্বা পরিদদামি । বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্যঃ পরিদদামি । সর্বেভ্যস্ত্বা ভূতেভ্যঃ পরিদদাম্যরিষ্ট্যৈ । । পার০কাং০২ । কং০২ ।২১ । ।

এইখানেই উপনয়ন সংস্□ার পূর্ণ হইল । যদি ঐদিনই পিতা এবং আচার্য্যের বেদারম্ভ সংস্□ার করিবার ইচ্ছা হয়, তবে ঐদিনই করিবেন । যদি অন্য দিন করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে ২৯ পৃষ্ঠা হইতে ৩০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত আর্চিক ও মহাবামদেব্য গান করিয়া সংস্□ারে আগতা মহিলাদিগকে বালকের মাতা ও পুরুষদিগকে বালকের পিতা আদর-সম্মান করিয়া বিদায়দান করিবেন । মাতা, পিতা, আচার্য্য, আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতি সকলে মিলিতভাবে নিম্নলিখিত মন্□ আশীর্বাদ প্রদান করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন–

সকলে–ওতম্ । ত্বং জীব শরদঃ শতং বর্দ্ধমানঃ । আয়ুষ্মান্ তেজস্বী বর্চস্বী ভূয়াঃ । ।

ইত্যুপনয়নসংস্□ারবিধিঃ সমাপ্তঃ ।

অথ বেদারম্ভসংস্□ারবিধিবিধিয়তে

—০—

গায়ত্রী মন্□ হইতে আরম্ভ করিয়া সাঙ্গোপাঙ্গ[১] চারিবেদ অধ্যয়নের জন্য যে নিয়ম ধারণ করা হয়, তাহাকে **বেদারম্ভ সংস্□ার** বলে ।

সময়—যেদিন উপনয়ন সংস্□ার হইবে, সেইদিনই বেদারম্ভ সংস্□ার হইবে । যদি সেদিন সংস্□ার হইতে না পারে বা সংস্□ার করিতে ইচ্ছা না হয়, তবে তাহা অন্য দিন করিবে । যদি অন্য দিনও অনুকূল না হয়, তবে এক বৎসরের মধ্যে যে কোন দিন করিবে ।

বিধি–বেদারম্ভের জন্য যেদিন নির্ধারিত হইবে, সেদিন প্রাতঃকালে বালককে শুদ্ধ জলে স্নান করাইয়া ও শুদ্ধ বস্□ পরিধান করাইয়া কর্মকর্ত্তা অর্থাৎ মাতা, পিতা না থাকিলে আচার্য্য বালককে সঙ্গে লইয়া উত্তমাসনে বেদীর পশ্চিমে পূর্বাভিমুখে উপবেশন করিবেন । তৎপরে ৪ পৃষ্ঠা হইতে ১৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত **ঈশ্বরস্তুতি**[২], **প্রার্থনোপাসনা, স্বস্তিবাচন** ও **শান্তিপ্রকরণ** করিবেন । ২২ পৃষ্ঠায়

---

(১) **অঙ্গ**–শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ছন্দ ও জ্যোতিষ্ ।
উপাঙ্গ–পূ□র্বমীমাংসা, বৈশেষিক, ন্যায়, যোগ, সাংখ্য ও বেদান্ত ।
উপবেদ–আয়ু□র্বদ, ধনু□র্বদ, গান্ধ□র্ববেদ ও অর্থবেদ অর্থাৎ শিল্পশাস্□ ।
ব্রাহ্মণ–ঐতরেয়, শতপথ, সাম ও গোপথ ।
বেদ–ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথ□র্ব । এই সব (গ্রন্থ) ক্রমানুসারে অধ্যয়ন করিবে ।
(২) যদি কেহ উপনয়ন সংস্□ার করিবার পরে সেইদিনই বেদারম্ভ সংস্□ার করে, তবে তাহার পুনরায় বেদারম্ভের আদিতে ঈশ্বরস্তুতি, প্রার্থনোপাসনা ও শান্□প্রকরণ করার প্রয়োজন নাই ।

লিখিত **ওতম্ । ভূর্ভুবঃ স্বঃ০** এই মন্□ **অগ্ন্যাধান, ওতম্ । উদ্‌বুদ্ধস্বাগ্নে০** এই মন্□ অগ্নিকে প্রদীপ্ত করিয়া প্রদীপ্ত অগ্নির উপর **ওতম্ । অয়ন্ত ই□ম০** ইত্যাদি ৪ মন্□ **সমিদাধানাদি** ২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত **ওতম্ । অদিতেऽনুমন্যস্ব** ইত্যাদি তিন মন্□ কুণ্ডের তিনদিকে এবং ওতম্ । **দেব সবিতঃ০** এই মন্□ কুণ্ডের চারিদিকে **জলসিঞ্চন** করিবেন । তৎপরে ২৪ পৃষ্ঠা হইতে ২৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত ৪ (চারি) **আঘারাবাজ্যভাগাহুতি** ৪ (চারি) **ব্যাহৃতি আহুতি** এবং ২৭ পৃষ্ঠা হইতে ২৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত **অষ্টাজ্যাহুতি**–সর্বসমেত ১৬ (ষোলটী) আজ্যাহুতি প্রদানের পর **প্রধান*** **হোমাহুতি** প্রদান করাইবেন । ২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত **ব্যাহৃতি আহুতি** ৪ (চারি), ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত **স্বিষ্টকৃৎ আহুতি** ১ (এক) এবং **প্রাজাপত্যাহুতি** ১ (এক)–সর্বসমেত ছয় আজ্যাহুতি বালকদ্বারা প্রদান করাইবেন ।

অগ্নিসঞ্চয়ন তথা বেদীপ্রদক্ষিণ

তৎপরে বালক নিম্নলিখিত মন্□ বেদীর অগ্নি একত্র করিবে এবং যজ্ঞকুণ্ড প্রদক্ষিণ করিবে–

বালক—ওতম্ । অগ্নে সুশ্রবঃ সুশ্রবসং মা কুরু । ওতম্ । য়থা ত্বমগ্নে সুশ্রবা অসি । ওতম্ । এবং মাঞ্ঁ সুশ্রবঃ সৌশ্রবসং কুরু । ওতম্ । য়থা ত্বমগ্নে দেবানাং য়জ্ঞস্য নিধিপা অসি । ওতম্ । এবমহং মনুষ্যাণাং বেদস্য নিধিপো ভূয়াসম্ । ।

পার০কাং০২ ।কং৪ । সু০২ । ।

তৎপরে ২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে **ওতম্ । আদিতেऽনুমন্যস্ব** ইত্যাদি ৪ (চারি) মন্□ কুণ্ডের চতুর্দিকে **জলসিঞ্চন** করিবে ।

* প্রধান তাহাকেই বলে, সংস্□ারে যাহা প্রধানভাবে করা হয় ।

তিন সমিধাহুতি

তদনন্তর বালক কুণ্ডের দক্ষিণদিকে উত্তরাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নলিখিত মন্□ বেদীস্থ অগ্নির মধ্যভাগে একটী ঘৃতসিক্ত সমিধার আহুতি প্রাদন করিবে–

বালক–ওতম্ । অগ্নয়ে সমিধমাহার্ষং বৃহতে জাতবেদসে । য়থা ত্বমগ্নে সমিধা সমিধ্যসऽ এবমহ মায়ুষা মেধয়া বর্চসা প্রজয়া পশুভির্বন্মবর্চসেন সমিন্ধে জীবপুত্রো মমাচার্য্যো মেধাব্যহমসান্য-নিরাকরিষ্ণুর্য়শস্বী তেজস্বী ব্রহ্মবর্চস্যন্নাদো ভুয়াসঞ্ঁ স্বাহা । ।

পার০কাং০২ ।কং০৪ ।সু০৩ । ।

এইভাবে[১] দ্বিতীয় ঘৃতসিক্ত সমিধার আহুতি প্রদান করিবে । পুনরায় বালক **ওতম্ । অগ্নেসুশ্রবঃ সুশ্রবসং০** এইমন্□বেদীস্থ অগ্নি একত্র করিবে এবং ২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত প্রণালীতে **ওতম্ । আদিতেऽনুমন্যস্ব** ইত্যাদি চারি মন্□ কুণ্ডের সর্বদিকে **জলসিঞ্চন** করিবে ।

উত্তপ্ত করতলে মুখস্পর্শ

তারপর[২] বালক বেদীর পশ্চিমদিকে পূর্বাভিমুখে উপবেশনপুর্বক হস্তে জল লইয়া নিম্নোক্ত সাত মন্□ সাতবার দেবীর অগ্নিতে দুই করতল কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া মুখ স্পর্শ করিবে–

বালক–ওতম্ । তনূপা অগ্নেऽসি তন্বং মে পাহি । ।১ । । ওতম্ । আয়ুর্দা অগ্নেऽস্যায়ুর্মে দেহি । ।২ । । ওতম্ । বর্চোদা অগ্নেऽসি বর্চো মে দেহি । ।৩ । । ওতম্ । অগ্নে য়ন্মে তন্বাऽ ঊনং তন্ম আপৃণ । ।৪ । । ওতম্ । মেধাং মে দেবঃ সবিতা আদধাতু । ।৫ । ।

(১) পার০ গৃ০ সূ০ কা০ ২ । ক০ ৪ । সূ০ ৪ । ।
(২) পার০ গৃ০ সূ০ কা০ ২ । ক০ ৪ । সূ০ ৭ । ।

ওতম্। মেধাং মে দেবী সরস্বতী আদধাতু। ।৬। । ওতম্। মেধাং অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্□রস্রজৌ। ।৭। ।

পার০কাং০২। কং০৪। সু০৮। ।

অঙ্গস্পর্শ

তারপর বালক নিম্নোক্ত মন্ে□ অঙ্গ স্পর্শ করিবে–

বালক–ওতম্। বাক্ চ ম আপ্যায়তাম্। । এই মন্ে□ মুখ,

ওতম্। প্রাণশ্চ ম আপ্যায়তাম্। । এই মন্ে□ নাসাদ্বয়,

ওতম্। চক্ষুশ্চ ম আপ্যায়তাম্। । এই মন্ে□ চক্ষুদ্বয়,

ওতম্। শ্রোত্রঞ্চ ম আপ্যায়তাম্। । এই মন্ে□ কর্ণদ্বয় এবং

ওতম্। যশো বলঞ্চ ম আপ্যায়তাম্। । এই মন্ে□ বাহুদ্বয়।

পার০২ ।৪ ।৮ পরি০

প্রার্থনা

তৎপরে বালক নিম্নোক্ত মন্ে□ পরমেশ্বরের উপস্থান করিবে–

বালক–ওতম্। ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাং ময়্যগ্নিস্তেজো দধাতু।

ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাং ময়ীন্দ্র ইন্দ্রিয়ং দধাতু।

ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাং ময়ি সূর্য্যো ভ্রাজো দধাতু।

য়ত্তে অগ্নে তেজস্তেনাহং তেজস্বী ভূয়াসম্।

য়ত্তে অগ্নে বর্চস্তেনাহং বর্চস্বী ভুয়াসম্।

য়ত্তে অগ্নে হরস্তেনাহং হরস্বী ভূয়াসম্। ।

আশ্ব০অ০১। কং০২১ ।সু০৪। ।

তৎপরে বালক কুণ্ডের উত্তরদিকে গিয়া নতজানু হইয়া পূর্বাভিমুখে এবং আচার্য্য বালকের সম্মুখে পশ্চিমাভিমুখে উপবেশন করিবেন।

বালকোক্তিঃ–অধীহি ভূঃ সাবিত্রীং ভো অনুব্রূহি। ।

আশ্ব০১ ।২১ ।৪। ।

অর্থাৎ বালক আচার্য্যকে বলিবে—''হে আচার্য্য। । আপনি আমাকে প্রথমে এক ওঁকার, পরে তিন মহব্যাহৃতি, তারপর সাবিত্রী–এই ত্রিক অর্থাৎ তিন মন্ে□র সমষ্টি পরমাত্মাবাচক মন্ে□র উপদেশ প্রদান করুন।''

গায়ত্রীদান

তখন আচার্য্য একখানা বস্□ নিজের তথা বালকের স্□ন্ধোপরি রাখিয়া স্বীয় হস্তে বালকের উভয় হস্তাঞ্জলি ধারণপূর্বক নিম্নলিখিত বিধিতে বালককে তিনবার গায়ত্রী মন্ে□র উপদেশ প্রদান করিবেন।

প্রথমবারে নিম্নলিখিত মন্□াংশের এক এক পদের শুদ্ধ উচ্চারণ বালকদ্বারা করাইবেন–

আচার্য্য ও বালক—ওতম্। ভুর্ভুবঃ স্বঃ। তৎসবিতুর্বরেণ্যম্।

দ্বিতীয়বারে নিম্নলিখিত মন্□াংশের এক এক পদ ধীরে ধীরে উচ্চারণ করাইবেন–

আচার্য্য ও বালক—ওতম্। ভুর্ভুবঃ স্বঃ। তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।

তৃতীয়বারে নিম্নলিখিত মন্□ ধীরেধীরে উচ্চারণ করাইয়া সংক্ষেপে ইহার অর্থও নিম্নলিখিতভাবে শ্রবণ করাইবেন–

আচার্য্য ও বালক–ওতম্ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ।

য০অ০৩৬ ।মং০৩। ।

অর্থ ঃ– (ওঙম্) ইহা পরমেশ্বরের মুখ্য নাম। এই নামের সঙ্গে অন্য সব নাম যোগ করা হয়। (ভূঃ) যিনি প্রাণেরও প্রাণ, (ভুবঃ) সর্বদুঃখনাশক, (স্বঃ) স্বয়ং সুখস্বরূপ ও স্বকীয় উপাসকদের সুখদাতা, সেই (সবিতুঃ) সর্বজগতের স্রষ্টা, সূর্য্যাদি প্রকাশকেরও যিনি প্রকাশক, সমগ্র ঐশ্বর্য্যের দাতা, (দেবস্য) কামনার যোগ্য, সর্বত্র বিজয়ী পরমাত্মার যে (বরেণ্যম্) অতি শ্রেষ্ঠ গ্রহণীয় ও ধ্যানযোগ্য, (ভর্গ) সর্বক্লেশনাশক, পবিত্র, শুদ্ধস্বরূপ, (তৎ) তাহাই আমরা (ধীমহি) ধারণ করি, (য়ঃ) যে পরমাত্মা (নঃ) আমাদের (ধিয়ঃ) বুদ্ধিকে উত্তম গুণকর্মস্বভাবের দিকে (প্রচোদয়াৎ) প্রেরণা দান করেন।

এই প্রয়োজনার্থেই এইরূপ জগদীশ্বরের স্তুতি ও প্রার্থনোপাসনা করিবে এবং ইহা হইতে ভিন্ন অন্য কাহাকেও তত্তুল্য বা তদপেক্ষা অধিক উপাস্য ইষ্টদেব বলিয়া মনে করা উচিত নহে। এইভাবে মন্ে□র অর্থ শ্রবণ করাইবে।

পূর্ববৎ প্রতিজ্ঞা

তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ে□ বালক ও আচার্য্য পূর্ববৎ(১) দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিবেন —

বালক ও আচার্য্য–ওঙম্। মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মম চিত্তমনুচিত্তং তে অস্তু। বাচমেকব্রতো জুষস্ব বৃহস্পতিষ্টা নিয়ুনক্তু মহ্যম্।। পার০ কাং০২। কং০২। সু০১৬।।

মেখলাবন্ধন

তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ে□ আচার্য্য পূর্ব হইতে প্রস্তুত সুন্দর ও চিক্□ণ মেখলা(২) বালকের কটিদেশে বন্ধন করিয়া দিবেন–

(১) পূর্ববৎ অর্থাৎ হৃদয়দেশে হস্ত স্থাপন করিয়া।

(২) ব্রাহ্মণের জন্য মুঞ্জ বা কুশের, ক্ষত্রিয়ের জন্য ধনুষ নামক তৃণ বা বল□লের এবং বৈশ্যের জন্য পশম বা শণের মেখলা হওয়া উচিত। পার০গৃ০সু০কা০২।ক০৫। সু০২১–২৪।

আচার্য্য–ওঙম্। ইয়ং দুরুক্তং পরিবাধমানা বর্ণং পবিত্রং পুনতী ম আগাৎ। প্রাণাপানাভ্যাং বলমাদধানা স্বসা দেবী সুভগা মেখলেয়ম্।। মং০ব্রা০১।১।২৭।।পার০কাং০২।সু০৮।।

বস্□পরিধান

তৎপর নিম্নোক্ত মন্□ বলিয়া আচার্য্য ব্রহ্মচারীকে দুইটী শুদ্ধ কৌপীন, দুইটী গামোছা, একটী উত্তরীয় ও দুইখানি কটিবস্□ প্রদান করিবেন–

আচার্য্য–ওঙম্। য়ুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ।।

ঋঃমং০৩। সু০৮। মন্□৪।। পার০২।২।৯।।

এবং তন্মধ্য হইতে আচার্য্য একটী কৌপীন, একখানি কটিবস্□ ও একটি উত্তরীয় লইয়া বালককে পরিধান করাইবেন।

দণ্ডধারণ

তৎপর আচার্য্য দণ্ড* হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান হইবেন এবং বালকও কৃতাঞ্জলিপুটে আচার্য্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নোক্ত মন্□ পাঠ করিবে–

* ব্রাহ্মণ বালকের দণ্ড–দণ্ডায়মান অবস্থায় ভূমি হইতে কেশ পর্য্যন্ত পলাশ বা বিল্ব বৃক্ষের, ক্ষত্রিয় বালকের ভ্রু পর্য্যন্ত বট বা খদির বৃক্ষের এবং বৈশ্য বালকের নাসাগ্র পর্য্যন্ত পীলু বা ডুমুর বৃক্ষের হইবে। ইহাই দণ্ডের পরিমাণ। এই সব দণ্ড চিক্□ণ, অদগ্ধ, সরল ও অছিদ্র হইবে। ইহা ছাড়া ব্রহ্মচারীদিগকে বসিবার জন্য এক একখানা মৃগচর্ম্ম এবং একটী জলপাত্র, এক একটী উপপাত্র এবং এক একটী আচমনী দিতে হইবে। পার০গৃ০সূ০কা০২। ক০৫। সূ০২৫-২৭। ২৮ সূত্রে–সর্বে বা সর্বেষাম্ অর্থাৎ সর্বপ্রকার দণ্ড সকলেই ধারণা করিতে পারে–এইরূপ লিখিত আছে।

বালক–ওওম্ । যো মে দণ্ডঃ পরাপতদ্বৈহায়সোऽধিভূম্যাম্ ।
তমহং পুনরাদদ আয়ুষে ব্রহ্মণে ব্রহ্মবর্চসায় । ।

পার০কাং০২ । কং০২ । সু০১২ । ।

এবং আচার্য্যের হস্ত হইতে দণ্ড গ্রহণ করিবে ।

পিত্রাদেশ

তৎপরে পিতা ব্রহ্মচারীকে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম সম্বন্ধে সাধারণ উপদেশ প্রদান করিবেন –

পিতা–ব্রহ্মচার্য্যসি অসৌ* । ।১ । । অপোऽশান । ।২ । । কর্ম কুরু । ।৩ । । দিবা মা স্বাপ্সীঃ । ।৪ । । গোভি০২ ।১০ ।৩৩,৩৪ । ।

আচার্য্যাধীনো বেদমধীষ্ব । ।৫ । । দ্বাদশ বর্ষাণি প্রতিবেদং ব্রহ্মচর্য্যং গৃহাণ বা ব্রহ্মচর্য্যং চর । ।৬ । । আচার্য্যাধীনো ভবান্যত্রাধর্মাচরণাৎ । ।৭ । । ক্রোধানৃতে বর্জয় । ।৮ । । মৈথুনং বর্জয় । ।৯ । । উপরি শয্যাং বর্জয় । ।১০ । । কৌশীলবগন্ধাঞ্জনানি বর্জয় । ।১১ । । অত্যন্তং স্নানং ভোজনং নিদ্রাং জাগরণং নিন্দাং লোভমোহভয়শোকান্ বর্জয় । ।১২ । । প্রতিদিনং রাত্রেঃ পশ্চিমে য়ামেচোত্থায়াবশ্যকং কৃত্বা দন্তধাবনস্নানসন্ধ্যোপাসনেশ্বরস্তুতি প্রার্থনোপাসনাযোগাভ্যাসান্নিত্যমাচর । ।১৩ । । ক্ষুরকৃত্যং বর্জয় । ।১৪ । । মাংসরুক্ষাহারং মদ্যাদিপানং চ বর্জয় । ।১৫ । । গবাশ্বহস্ত্যুষ্ট্রাদিয়ানং বর্জয় । ।১৬ । । অন্তর্গ্রামনিবাসোপানচ্ছত্রধারণং বর্জয় । ।১৭ । । অকামতঃ স্বয়মিন্দ্রিয়স্পর্শেন বীর্য্যস্খলনং বিহায় বীর্য্যং শরীরে সংরক্ষ্যোর্ধ্বরেতাঃ সততং ভব । ।১৮ । । তৈলাভ্যঙ্গমর্দনাত্যম্লাতিতিক্ত-কষায়ক্ষাররেচনদ্রব্যাণি মা

* ''অসৌ'' এই পদের স্থানে ব্রহ্মচারীর নাম উচ্চারণ করিবেন ।

সেবস্ব । ।১৯ । । নিত্যং যুক্তাহারবিহারবান্ বিদ্যোপার্জনে চ য়ত্নবান্ ভব । ।২০ । । সুশীলো মিতভাষী সভ্যো ভব । ।২১ । । মেখলাদণ্ড-ধারণভৈক্ষ্যচর্য্যসমিদাধানোদকস্পর্শনাচার্য্যপ্রিয়াচরণ প্রাতঃ সায়মভিবাদনবিদ্যাসঞ্চয়জিতেন্দ্রিয়ত্বাদীন্যেতে তে নিত্যধর্মাঃ । ।২২ । । মং০ ব্রা০ ১ ।৬ ।২২ । ।

অর্থঃ–তুমি আজ হইতে ব্রহ্মচারী হইলে । ।১ । । নিত্য সন্ধ্যোপাসনা এবং ভোজনের পূর্বে বিশুদ্ধ জল আচমন করিবে । ।২ । । দুষ্ট কর্ম ত্যাগ করিয়া ধর্মযুক্ত কর্ম করিতে থাকিবে । ।৩ । । কদাপি দিবাভাগে নিদ্রা যাইবে না । ।৪ । । আচার্য্যের অধীনে থাকিয়া নিত্য সাঙ্গোপাঙ্গ বেদাধ্যয়নে পুরুষার্থ করিবে । ।৫ । । এক-এক সাঙ্গোপাঙ্গ বেদাধ্যয়নের জন্য পূর্ণ দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ ৪৮ বৎসর পর্য্যন্ত অথবা যতদিন পর্য্যন্ত সাঙ্গোপাঙ্গো চারিবেদের অধ্যয়ন পূর্ণ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে । ।৬ । । আচার্য্যের অধীনে ধর্মাচরণে রত থাকিবে, পরন্তু আচার্য্য অধর্মাচরণ বা অধর্ম করার উপদেশ দান করিলেও তুমি তাহা কদাপি পালন এবং উহার আচরণ করিবে না । ।৭ । । ক্রোধ ও মিথ্যাভাষণ পরিত্যাগ করিবে । ।৮ । । অষ্ট* প্রকার মৈথুন পরিত্যাগ করিবে । ।৯ । । ভূমিতে শয়ন করিবে, কখনও পালঙ্কাদিতে শয়ন করিবে না । ।১০ । । কৌশীলব অর্থাৎ নৃত্যগীতবাদ্যাদি নিন্দিত কর্ম তথা গন্ধ ও অঞ্জন সেবন করিবে না । ।১১ । । কখনও অতিস্নান, অতিভোজন, অধিক নিদ্রা, অধিক জাগরণ, নিন্দা, লোভ, মোহ, ভয় ও শোক করিবে না । ।১২ । । নিত্য রাত্রির চতুর্থ প্রহরে জাগরিত হইয়া আবশ্যক শৌচাদি, দন্তধাবন, স্নান, সন্ধ্যোপাসনা–ঈশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা ও উপাসনা তথা যোগাভ্যাসের আচরণ করিতে থাকিবে । ।১৩ । । ক্ষৌর করিবে না । ।১৪ । । মাংস তথা

* মৈথুন আট প্রকার, যথা–স্ত্রীর ধ্যান, কথা, স্পর্শ, ক্রীড়া, দর্শন, আলিঙ্গন, একান্তনিবাস ও সমাগম । যে ইহা বর্জন করে সেই ব্রহ্মচারী ।

রুক্ষ ও শুস্□ অন্ন ভক্ষণ করিবে না এবং মদ্যাদি পান করিবে না । ।১৫ । । গো, অশ্ব, হস্তী ও উষ্ট্রাদির যান ব্যবহার করিবে না । ।১৬ । । জনপদে বাস, পাদুকা ব্যবহার ও ছত্রধারণ করিবে না । ।১৭ । । মূত্রত্যাগ ব্যতীত উপস্থেন্দ্রিয় স্পর্শ করিবে না এবং কখনও বীর্য্যস্খলন করিবে না । শরীরে বীর্য্য ধারণ করিয়া নিরন্তর উর্দ্ধরেতা অর্থাৎ বীর্য্য কখনও স্খলিত না হয়, তদনুরূপ চেষ্টা রাখিবে । ।১৮ । । তৈলাদিদ্বারা অঙ্গ মর্দন করিবে না । অতি অম্ল-তিন্তিড়ী আদি, অতি তীক্ষ্ণ–লঙ্কাদি, অতি কষায়–হরিতকী আদি, ক্ষার–অধিক লবণাদি ও রেচক জয়পাল আদি দ্রব্য সেবন করিবে না । ।১৯ । । প্রত্যহ পরিমিত আহার বিহার করিয়া বিদ্যা গ্রহণে যত্নশীল হইবে । ।২০ । । সুশীল ও স্বল্পভাষী হইবে, সভায় বসিবার যোগ্য গুণ অর্জন করিবে । ।২১ । । মেখলা ও দণ্ডধারণ, ভিক্ষাচরণ, অগ্নিহোত্র, স্নান, সন্ধ্যোপাসন, আচার্য্যের প্রিয়াচরণ, প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে আচার্য্যকে নমস্□ার করা–এসব তোমার প্রতিদিনের কর্ম এবং যাহা নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা কখনও করিবে না । ।২২ । ।

ভৈক্ষ্যচর্য্য

পিতার এইরূপ উপদেশ দান সমাপ্ত হইলে বালক কৃতাঞ্জলিপুটে পিতাকে নমস্□ার করিয়া বলিবে–''আপনি আমাকে যেরূপ উপদেশ করিলেন, আমি তদ্রূপই আচরণ করিব ।'' তদনন্তর ব্রহ্মচারী যজ্ঞকুণ্ড প্রদক্ষিণ করিয়া কুণ্ডের পশ্চিমভাগে দণ্ডায়মান থাকিয়া মাতা, পিতা, ভগ্নী, ভ্রাতা, মাতুল, মাসী ও কাকী প্রভৃতি যাঁহারা ভিক্ষাদানে অস্বীকার করিবেন না তাঁহাদের নিকট ভিক্ষা*

* ব্রাহ্মণ বালক পুরুষের নিকট ভিক্ষা চাহিলে ''**ভবান্ ভিক্ষাং দদাতু,**'' স্□ীর নিকট ভিক্ষা চাহিলে ''**ভবতী ভিক্ষাং দদাতু,**'' ক্ষত্রিয় বালক পুরুষের নিকট ভিক্ষা চাহিলে ''**ভবতী ভিক্ষাং দদাতু**'', স্□ীর নিকট ভিক্ষা চাহিলে ''**ভিক্ষাং ভবান্ দদাতু**'', এবং শ্যৈ বালক পুরুষের নিকট ভিক্ষা চাহিলে ''**ভিক্ষাং দদাতু ভবান্**'', স্□ীর নিকট ভিক্ষা চাহিলে ''**ভিক্ষাং দদাতু ভবতী**'' এইরূপ বাক্য বলিবে । পার০গৃ০সু০কা০২ ।ক০৫ ।সু০১–৪ ।

প্রার্থনা করিবে এবং যাহা কিছু ভিক্ষা পাওয়া যাইবে, তাহা আচার্য্যের সম্মুখে রাখিয়া দিবে । আচার্য্য উহা হইতে কিঞ্চিৎ অন্ন লইয়া অবশিষ্ট সব ভিক্ষা প্রদান করিবেন । বালক তাহা স্বীয় ভোজনার্থ রাখিয়া দিবে । তৎপরে বালককে উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করাইয়া ২৯ পৃষ্ঠা হইতে ৩০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বামদেব্য গান করিবেন । তৎপশ্চাৎ বালক পূর্বরক্ষিত ভিক্ষায় ভোজন করিবে ।

আজ্যাহুতি

তদনন্তর সায়ংকাল পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিয়া গৃহাশ্রম সংস্□ারে লিখিত বিধি অনুসারে বালকদ্বারা সন্ধ্যোপাসনা করাইবেন । তৎপরে ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে করিয়া আচার্য্য কুণ্ডের পশ্চিমভাগে পূর্বাভিমুখে উপবেশন করিবেন ।

স্থালীপাক অর্থাৎ ১৭ পৃষ্ঠায় লিখিত প্রণালীতে অন্ন প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া পাত্র মধ্যে রাখিয়া দিবে ।

বালক ২১-২২ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে **সমিদাধান** করিয়া পুনরায় সমিধা প্রদীপ্ত করিবে । তৎপরে ২৪-২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে **আঘারাবাজ্যভাগাহুতি** ৪ (চারি) ও ব্যাহৃতি আহুতি ৪ (চারি)– দুইটীতে একসঙ্গে ৮ (আট) আজ্যাহুতি দিবে ।

সমিধাহুতি

তৎপরে ব্রহ্মচারী দণ্ডায়মান হইয়া ৯৯ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে **ওওম্ । অগ্নে সুশ্রবঃ০** এই মন্□ তিন সমিধাহুতি দান করিবে ।

অঙ্গস্পর্শ

তারপর বালক উপবেশন করিয়া যজ্ঞকুণ্ডের অগ্নিতে স্বীয় হস্ত উত্তপ্ত করিয়া ২১ পৃষ্ঠায় লিখিত প্রণালীতে পূর্ব্ববৎ মুখাদি অঙ্গ স্পর্শ করিবে ।

স্থালীপাক আহুতি

তৎপরে বালক ১৭ পৃষ্ঠায় লিখিত প্রণালীতে প্রস্তুত অন্ন আচার্য্যকে হোম তথা ভোজনার্থ প্রদান করিবে। আচার্য্য সেই অন্ন হইতে আহুতির পরিমাণে অন্ন স্থালীতে লইয়া তাহাতে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া নিম্নোক্ত তিনটী মন্□ তিনটী আহুতি প্রদান করিবেন–

আচার্য্য—ওওম্। সদসস্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মন্দ্রিস্য কাম্যম্। সনিং মেধাময়াসিষঞ্চং স্বাহা।। ইদং সদসস্পতয়ে–ইদন্ন মম।।১।।

যo অo৩২। মংo১৩।। আশ্বo১।২২।১।।

ওওম্। তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।। ইদং সবিত্রে—ইদন্ন মম।।২।।

যo অo২২। মংo।।৩।।

ওওম্। ঋষিভ্যঃ স্বাহা। ইদং ঋষিভ্যঃ–ইদন্ন মম।।৩।।

আশ্বo অo১। কংo২২। সুo১২।।

এবং ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত **ওওম্। য়দস্য কর্মণোo** এই মন্□ চতুর্থ আহুতি দিবেন।

আজ্যাহুতি

তৎপরে ২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত **ব্যহৃতি আহুতি** ৪ (চারি) ও ২৭-২৮ পৃষ্ঠায় লিখিত **ওওম্। ত্বন্নো অগ্নেo** ইত্যাদি মন্□ **অষ্টাজ্যাহুতি** ৮ (আট), উভয় মিলাইয়া ১২ (বার) আজ্যাহুতি দিয়া ব্রহ্মচারী পূর্বাভিমুখে উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করিয়া আচার্য্যের সঙ্গে ২৯-৩০ পৃষ্ঠায় লিখিত **বামদেব্যগান** করিবে।

অভিবাদন

তৎপরে ব্রহ্মচারী নিম্নোক্ত বাক্য বলিয়া আচার্য্যকে প্রণাম করিবে–

বালক–অমুকগোত্রোৎপন্নোऽহং ভো ভবন্তমভিবাদয়ে।।

আশীর্বাদ

আচার্য্য নিম্নোক্ত বাক্যে আশীর্বাদ করিবেন–

আচার্য্য—আয়ুষ্মান্ বিদ্যাবান্ ভব সৌম্য।।

হবিষ্যভক্ষণ

তৎপরে হোমের অবশিষ্ট হবিষ্যান্ন ও অন্য উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন ব্রহ্মচারী আচার্য্যের সহিত অর্থাৎ পৃথক বসিয়া ভোজন করিবে। তারপর হস্তমুখ প্রক্ষালনের পরে সংস্□ারে নিমন্□ত আগন্তুক ব্যক্তিদিগকে যথাযোগ্য ভোজন করাইযা মহিলাদিগকে মহিলা এবং পুরুষদিগকে পুরুষ প্রীতিপূর্বক বিদায় দিবেন।

সার্বজনীন আশীর্বাদ

তখন সকলে নিম্নলিখিত মন্□ বালককে আশীর্বাদ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন–

সকলে–হে বালক। ত্বমীশ্বরকৃপয়া বিদ্বান্ শরীরাত্মবলযুক্তঃ কুশলী বীর্য্যবানরোগঃ সর্বাবিদ্যা অধীত্যাऽস্মান্ দিদৃক্ষুঃ সন্নাগম্যাঃ।।

আচার্য্য সমীপে তিন দিন

তৎপরে ব্রহ্মচারী ৩ (তিন) দিন পর্য্যন্ত ভূমিতে শয়ন করিবে। আচার্য্য ব্রহ্মচারীকে প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে ৯৯ পৃষ্ঠায় লিখিত **ওওমগ্নে সুশ্রবঃ** এইমন্□ **সমিধাহোম** এবং ২১ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে মুখাদি **অঙ্গস্পর্শ** করাইবে। আচার্য্য তিন দিন পর্য্যন্ত **সদসস্পতিo** ইত্যাদি মন্□ ১০৯ পৃষ্ঠায় লিখিত রীতিতে ব্রহ্মচারীদ্বারা ৪ (চারি) **স্থালীপাক আহুতি** প্রদান করাইবে এবং ব্রহ্মচারী ৩ (তিন) দিন পর্য্যন্ত ক্ষার-লবণ রহিত পদার্থ ভোজন করিতে থাকিবে।

গুরু ও শিষ্যের প্রতিজ্ঞা

তারপর পাঠশালায় গিয়া গুরুর সমীপে বিদ্যাভাসের সময় ব্রহ্মচারী নিম্নোক্ত মন্ে প্রতিজ্ঞা করিবে। আচার্য্যও প্রতিজ্ঞা করিবেন–

আচার্য্য ও বালক–আচার্য্য উপনয়মানো ব্রহ্মচারিণং কৃণুতে গর্ভমন্তঃ। তং রাত্রীস্িস্র উদরে বিভর্ত্তি তং জাতং দ্রষ্টুমভিসংয়ন্তি দেবাঃ।।১।। ইয়ং সমিৎ পৃথিবী দ্যৌর্দ্বিতীয়োতান্তরিক্ষং সমিধা পৃণাতি। ব্রহ্মচারী সমিধা মেখলয়া শ্রমেণ লোকাঁস্তপসা পিপর্ত্তি।।২।। ব্রহ্মচার্য্যেতি সমিধা সমিদ্ধঃ কার্ষ্ণং বসানো দীক্ষিতো দীর্ঘশ্মশ্রুঃ। স সদ্য এতি পূর্বস্মাদুত্তরং সমুদ্রং লোকান্ৎ সংগৃভ্য মুহুরাচরিক্রৎ।।৩।। ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা রাজা রাষ্ট্রং বি রক্ষতি। আচার্য্যো ব্রহ্মচর্য্যেণ ব্রহ্মচারিণমিচ্ছতে।।৪।। ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা য়ুবানং বিন্দতে পতিম্।।৫।। ব্রহ্মচারী ব্রহ্ম ভ্রাজদ্ বিভর্ত্তি তস্মিন্দেবা অধি বিশ্বে সমোতাঃ। প্রাণাপানৌ জনয়ন্নাদ্ ব্যানং বাচং মনো হৃদয়ং ব্রহ্ম মেধাম্।।৬।।

অথর্ব০ কাং০১১। সু০৫। মং০৩,৪,৬,১৭,১৮,২৪।।

সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ–আচার্য্য প্রতিজ্ঞাপূর্বক ব্রহ্মচারীকে ৩ (তিন) রাত্রি পর্য্যন্ত নিকটে রাখিয়া গৃহাশ্রম-প্রকরণে লিখিত সন্ধ্যোপাসনাদি ও সৎপুরুষদের আচরণ শিক্ষা দিয়া তাহার আত্মার মধ্যে গর্ভরূপ বিদ্যা স্থাপনার্থ তাহাকে ধারণ করেন এবং তাহাকে পূর্ণ বিদ্বান্ করিয়া দেন। যখন সেই ব্রহ্মচারী পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যের সহিত বিদ্যাশিক্ষা পূর্ণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন তাহাকে দেখিবার জন্য বিদ্বানেরা উপস্থিত হইয়া তাহাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন।।১।।

যখন এই ব্রহ্মচারী বেদারম্ভ সময়ে অগ্নিতে তিনটী সমিধাহুতি দিয়া যথানিয়মে ব্রহ্মচর্যব্রত পালনপূর্বক বিদ্যাশিক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য দৃঢ়োৎসাহ

অবলম্বন করে, তখন মনে হয় যেন সে পৃথিবী, সূর্য্য ও অন্তরিক্ষসদৃশ সকলকে পালন করে। কেননা সেই সমিদাধান, মেখলাদি চিহ্নধারণ ও পরিশ্রমের সহিত বিদ্যাশিক্ষা পূর্ণ করিয়া এই ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানরূপ তপস্যাদ্বারা সকলকে সদ্‌গুণ ও আনন্দে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে।।২।।

যখন বিদ্যাদ্বারা আলোকিত ও মৃগচর্মাদি ধারণপূর্বক দীক্ষিত হইয়া (দীর্ঘশ্মশ্রুঃ) ৪০ (চল্লিশ) বর্ষ পর্য্যন্ত শ্মশ্রুগুম্ফাদি পঞ্চকেশ ধারণপূর্বক ব্রহ্মচারী হয়, তখন সে পূর্ব সমুদ্ররূপ ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানকে পূর্ণ করিয়া গুরুকুল হইতে শীঘ্রই উত্তর সমুদ্র অর্থাৎ গৃহাশ্রম লাভ করে। সে সকলকে একত্র করিয়া বারংবার পুরুষার্থ তথা সত্যোপদেশদ্বারা জগৎকে আনন্দ দান করে।।৩।।

যে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যরূপ তপস্যাদ্বারা পূর্ণ বিদ্বান্, সুশিক্ষিত, সুশীল ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বিবিধ প্রকারে রাজ্য পালন করে, সেই রাজাই শ্রেষ্ঠ এবং যে যথোচিত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্বক সম্পূর্ণ বিদ্যা লাভ করে, সেই বিদ্বান্ই ব্রহ্মচারী কামনা করে এবং আচার্য্য হইতে পারে।।৪।।

পুত্র যেরূপ পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যপালন ও পূর্ণ বিদ্যাধ্যয়নপূর্বক যৌবনে আপনসদৃশ কন্যাকে বিবাহ করিবে, কন্যাও সেইরূপ অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা পূর্ণ বিদ্যা অধ্যয়নপূর্বক পূর্ণ যুবতী হইয়া নিজের তুল্য পূর্ণ যৌবনাবস্থাপ্রাপ্ত পতি গ্রহণ করিবে।।৫।।

যখন ব্রহ্মচারী ব্রহ্ম অর্থাৎ সাঙ্গোপাঙ্গ চারি বেদের শব্দ, অর্থও সম্বদ্ধবিষয় জ্ঞানপূর্বক ধারণ করে, তখনই সে জ্যোতির্ময় হয়। তাহাতে তখন সম্পূর্ণ দিব্য গুণ নিবাস করে এবং বিদ্বানেরা তাহার সঙ্গে মিত্রতা করে। সেই ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য্যদ্বারাই প্রাণ ও দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হয়, দুঃখকষ্ট নাশ করে ও সম্পূর্ণ বিদ্যাতে অভিজ্ঞতা লাভ করে। তাহার বাণী তখন উত্তম হয়, আত্মা পবিত্র হয় ও হৃদয় শুদ্ধ হয়। পরমাত্মা এবং শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা ধারণ করিয়া সে তখন সর্ব মনুষ্যের হিতার্থে সর্ব বিদ্যার প্রকাশ করিতে থাকে।।৬।।

ব্রহ্মচর্য্যকাল

এ বিষয়ে ছান্দোগ্যোপনিষদের তৃতীয় প্রপাঠকের ষোড়শ খণ্ডের প্রমাণ এইরূপ–

মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ।।১।। শত০১৪।৬।১০।। **পুরুষো বাব যজ্ঞস্তস্য য়ানি চতুর্বিংশতিবর্ষাণি তৎ প্রাতঃসবনং চতুর্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রং প্রাতঃসবনং তদস্য বসবোঽন্বায়ত্তাঃ প্রাণা বাব বসব এতে হীদংসর্বং বাসয়ন্তি।।২।। তং চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ব্রূয়াৎ প্রাণা বসব ইদং মে প্রাতঃসবনং মাধ্যন্দিনং সবনমনু সন্তনুতেতি মাহং প্রাণানাং বসুনাং মধ্যে য়জ্ঞো বিলোপসীয়েৎ যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হ ভবতি।।৩।। অথ য়ানি চতুশ্চত্বারিংশদ্বর্ষাণি তন্মাধ্যন্দিনং সবনং চতুশ্চত্বারিংশদক্ষরা ত্রিষ্টুপ্ ত্রৈষ্টুভং মাধ্যন্দিনং সবনং তদস্য রুদ্রা অন্বায়ত্তাঃ প্রাণা বাব রুদ্রা এতে হীদংসর্বং রোদয়ন্তি।।৪।। তং চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ব্রূয়াৎ প্রাণা রুদ্র ইদং মে মাধ্যন্দিনং সবনং তৃতীয়সবনমনুসন্তনুতেতি মাহম্প্রামানাং রুদ্রাণাং মধ্যে য়জ্ঞো বিলোপ্সীয়েৎ যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হ ভবতি।।৫।। অথ য়ান্যষ্টাচত্বারিংশদ্বর্ষাণি তৎ তৃতীয় সবনমষ্টাচত্বারিংশদক্ষরা জগতী জাগতং তৃতীয়সবনং তদস্যাদিত্যা অন্বায়ত্তাঃ প্রাণা বাবাদিত্যা এতে হীদংসর্বমাদদতে।।৬।। তং চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ব্রূয়াৎ প্রাণা আদিত্যা ইদং মে তৃতীয়সবনমায়ুরনুসন্তনুতেতি মাহং প্রাণানামাদিত্যানাং মধ্যে য়জ্ঞো বিলোপসীয়েৎ যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হৈব ভবতি।।৭।।**

ছান্দোগ্য অ০৩। খং০১৬।১–৬।।

অর্থঃ–যদি বালক ৫ (পাঁচ) বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত মাতার, পাঁচ হইতে ৮ (আট) পর্য্যন্ত পিতার, ৮ (আট) হইতে ৪৮ (আটচল্লিশ), ৪৪ (চুয়াল্লিশ), ৪০ (চল্লিশ), ৩৬ (ছত্রিশ), ৩০ (ত্রিশ) পর্য্যন্ত অথবা ২৫ (পঁচিশ) বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত এবং কন্যা ৮ (আট) হইতে ২৪ (চ□িবশ), ২২ (বাইশ), ২০ (বিশ), ১৮ (আঠার) অথবা ১৬ (ষোল) বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত আচার্য্যের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তবেই পুরুষ বিদ্বান্ বা স্□ী বিদুষী হইয়া ধর্মার্থ, কাম ও মোক্ষ লাভে সুচতুর হয়।।১।।

এই মনুষ্যদেহ যজ্ঞস্বরূপ অর্থাৎ এই দেহকে উত্তমরূপে আয়ু তথা বলাদিযুক্ত করিতে হইলে যেরূপ ২৪ (চ□িবশ) অক্ষরে গায়ত্রী ছন্দ হয়, তদ্রূপ ন্যূনকল্পে ২৪ (চ□িবশ) বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত পুরুষ এবং ১৬ (ষোল) বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত স্□ী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম যথাযথভাবে পূর্ণ করিবে। সেই ব্রহ্মচর্য্যকে **প্রাতঃসবন** বলে। মনুষ্য সেই প্রাতঃসবন ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা দেহের মধ্যে বসুরূপ **প্রাণ** লাভ করে। সেই প্রাণ বলবান হইয়া শরীর, মন ও আত্মাকে যাবতীয় শুভ গুণের বাসোপযোগী করে।।২।।

যদি কেহ এই ২৫ (পঁচিশ) বর্ষ বয়সের পূর্বে ব্রহ্মচারীকে বিবাহ বা বিষয়ভোগ করার উপদেশ দান করে, তবে সেই ব্রহ্মচারী তাহাকে এইরূপ উত্তর দিবে–''দেখ, ২৫ (পঁচিশ) বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা প্রথমে যদি আমার প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় বলবান না হইল, তবে পরে যাহাকে ৪৪ (চুয়াল্লিশ) বর্ষ পর্য্যন্ত **মধ্যমসবন ব্রহ্মচর্য্য** বলা হয়, তাহা পূর্ণ করার উপযোগী সামর্থ্য আমার মধ্যে থাকিবে না। পরন্ত প্রথম শ্রেণীর ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা মধ্যম শ্রেণীর ব্রহ্মচর্য্য সাফল্যমণ্ডিত হয়। সুতরাং আমি কি তোমার ন্যায় মুর্খ যে, এই শরীর, প্রাণ, অন্তঃকরণ ও আত্মার সংযোগরূপ সর্ব প্রকার শুভ গুণ, কর্ম ও স্বভাবের সাধক এই সংঘাতকে শীঘ্র নষ্ট করিয়া স্বীয় মনুষ্যদেহ ধারণের ফল হইতে বিমুখ থাকিব ? সব আশ্রমের মূল, সব উত্তম কর্মের মধ্যে উত্তম কর্ম এবং সকলের মুখ্য কারণ ব্রহ্মচর্য্যকে খণ্ডন করিয়া আমি কদাপি মহাদুঃখসাগরে নিমগ্ন হইব

না কিন্তু যে প্রথম বয়সে ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, সে ব্রহ্মচর্য্যসেবনের ফলে বিদ্যা লাভ করিয়া নিশ্চয়ই রোগশূন্য হয়। অতএব তোমার ন্যায় মুর্খদের কথানুসারে আমি কখনও ব্রহ্মচর্য্য লোপ করিব না।।৩।।

যেরূপ ৪৪ (চুয়াল্লিশ) অক্ষরে ত্রিষ্টুপ ছন্দ হয়, তদ্রূপ ৪৪ (চুয়াল্লিশ) বর্ষ পর্য্যন্ত যে মধ্যম ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করে, সেই ব্রহ্মচারী রুদ্ররূপ প্রাণ লাভ করে। তাহার নিকট কোন দুষ্টের দুষ্টতা চলে না এবং সেই ব্রহ্মচারী সমুদয় দুষ্□র্মকারীকে সর্বদা রোদন করাইয়া থাকে।।৪।।

যদি মধ্যম ব্রহ্মচর্য্যসেবীর নিকট কেহ বলে–''তুমি এই ব্রহ্মচর্য্য ত্যাগ করিয়া বিবাহ করিয়া আনন্দ লাভ কর'', তবে সেই ব্রহ্মচারী তাহাকে এইরূপ উত্তর দিবে–''অধিক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমসেবনের ফলে যে সুখ হয় এবং বিষয়ভোগেও যেরূপ অত্যধিক আনন্দ হয়, ব্রহ্মচর্য্যধারণ না করিলে স্বপ্নেও সেরূপ সুখ হয় না। কেননা সাংসারিক ব্যবহারবিষয়ে ও পরমার্থবিষয়ে পূর্ণ সুখ ব্রহ্মচারীই লাভ করিতে পারে, অন্য কেহ পারে না। সুতরাং আমি এই সর্বোত্তম সুখপ্রাপ্তির সাধন ব্রহ্মচর্য্য লোপ না করিয়া বিদ্বান্, বলবান, আয়ুষ্মান্ ও ধর্মাত্মা হইয়া সম্পূর্ণ আনন্দ লাভ করিব। তোমার ন্যায় নির্বুদ্ধির কথানুসারে শীঘ্র বিবাহ করিয়া নিজেকে ও নিজের কুলকে কখনও নষ্টভ্রষ্ট করিব না''।।৫।।

যেরূপ ৪৮ (আটচল্লিশ) অক্ষরে জগতী ছন্দ হয়, সেইরূপ ৪৮ (আটচল্লিশ) বর্ষ পর্য্যন্ত **উত্তম ব্রহ্মচর্য্য** দ্বারা পূর্ণ বল ও পূর্ণ প্রজ্ঞা ধারণ করিয়া এবং পূর্ণ শুভ গুণকর্ম স্বভাবযুক্ত সূর্য্যবৎ তেজোময় হইয়া ব্রহ্মচারী সর্ব প্রকার বিদ্যা লাভ করে।।৬।।

যদি কেহ এই সর্বোত্তম ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট করিতে চাহে, তবে তাহাকে ব্রহ্মচারী এইরূপ উত্তর দিবে–''ওরে অকালকুষ্মাণ্ড। আমার নিকট হইতে দূর হও। তোমার এই অশ্লীল দুর্বাক্য হইতে আমি দূরে থাকিব। আমি এই উত্তম ব্রহ্মচর্য্যের হানি কখনও করিব না। ইহাকে পূর্ণ করিয়া সর্বরোগরহিত হইয়া সর্ববিদ্যাদি শুভগুণকর্মস্বভাবযুক্ত হইব। পরমাত্মা নিজে কৃপা করিয়া আমার এই শুভ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করুন, যাহাতে

তোমার ন্যায় নির্বুদ্ধি ব্যক্তিদিগকে উপদেশ দিয়া বিশেষতঃ তোমাদের সন্তানদিগকে বিদ্যাধ্যয়ন করাইয়া আনন্দ দান করিতে পারি''।।৭।।

চতস্রোऽবস্থাঃ শরীরস্য বৃদ্ধির্যৌবনং সম্পূর্ণতা কিঞ্চিৎ পরিহানিশ্চেতি। তত্রাষোড়শাদ্ বৃদ্ধিঃ। আপঞ্চবিংশতের্যৌবনম্। আচত্বারিংশতস্সম্পূর্ণতা। ততঃ কিঞ্চিৎ পরিহাণিশ্চেতি।।

পঞ্চবিংশে ততো বর্ষে পুমান্নারী তু ষোড়শে।
সমত্বাগতবীর্য্যৌ তৌ জানীয়াৎ কুশলোভিষক্।।১।।

ইহা ধন্বন্তরিকৃত সুশ্রুতগ্রন্থের (অ০৩৫)* প্রমাণ।

অর্থঃ– এই মনুষ্যদেহের অবস্থা চারি প্রকার–প্রথম বৃদ্ধি, দ্বিতীয় যৌবন তৃতীয় সম্পূর্ণতা ও চতুর্থ কিঞ্চিৎ হানিকারক অবস্থা। ইহার মধ্যে ১৬ (ষোড়শ) বর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ২৫ (পঞ্চবিংশতি) বর্ষ পর্য্যন্ত পূর্ত্তিকারক বৃদ্ধির অবস্থা। যে এই বৃদ্ধির অবস্থায় বীর্য্যাদি ধাতু ক্ষয় করিবে, সে কুঠারছেদিত বৃক্ষ বা দণ্ডাঘাতে ভগ্ন ঘটের ন্যায় নিজের সর্বস্ব নাশ করিয়া অনুতাপ ভোগ করিবে। তাহার হাতে সংশোধনের আর কোন ব্যবস্থাই থাকিবে না। দ্বিতীয়তঃ ২৫ (পঁচিশ) বর্ষ হইতে যৌবনের আরম্ভ এবং ৪০ (চল্লিশ) বর্ষে ইহার পূর্ত্তি হইয়া থাকে। যে কেহ বীর্য্য যথাবিধি সংরক্ষিত না রাখিবে, সে স্বীয় সৌভাগ্য বিনষ্ট করিবে। তৃতীয়তঃ ৪০ (চল্লিশ) বর্ষ বয়সে যৌবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। যে কেহ ব্রহ্মচারী হইয়া পুনরায় ঋতুগামী, পরস্□ীত্যাগী ও একস্□ীব্রত না হইবে এবং গর্ভস্থিতির পরে এক বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন না করিবে সেও বহুদুর পৌঁছিয়া শেষে ধূলিতে বিলীন হইয়া যাইবে। চতুর্থতঃ ৪০ (চল্লিশ) বর্ষের পর, যথার্থ বীর্য্যহীন না হইলেও এই বয়সে কিঞ্চিৎ হানি হইবে মাত্র। যদি কাহারও কিঞ্চিৎ হানি হওয়ার পরিবর্ত্তে অধিক

* এবিষয়ে ৩৩ পৃষ্ঠায় টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

পরিমাণে বীর্য্যহানি ঘটে, তবে সেও রাজযক্ষ্মা ও ভগন্দরাদি রোগে পীড়িত হইয়া পড়িবে। যে এই চারি অবস্থাকেই যথোক্তরূপে সুরক্ষিত রাখিবে, সে সর্বদা আনন্দিত হইয়া সব সংসারকে সুখী করিতে পারিবে।

এখন এবিষয়ে এইটুকু বিশেষভাবে জানিতে হইবে যে, স্□ী ও পুরুষের শরীরে পূর্বোক্ত চারি অবস্থার সময় একরূপ নহে। যতটা সামর্থ্য ২৫ (পঁচিশ) বর্ষে পুরুষের শরীরে হয়, ততটা সামর্থ্য স্□ীর শরীরে ১৬ (ষোল) বর্ষে হইয়া থাকে। যদি অতি শীঘ্র বিবাহ দিতে চাহে, তবে ২৫ (পঁচিশ) বর্ষের পুরুষ ও ১৬ (ষোল) বর্ষের স্□ী উভয়ে তুল্য সামর্থ্যযুক্ত হইবে। এজন্য এই বয়সে যে বিবাহ হয়, তাহা **অধম বিবাহ।** ১৭ (সতের) বর্ষের স্□ী ও ৩০ (ত্রিশ) বর্ষের পুরুষ ১৮ (আঠার) বর্ষের স্□ী ও ৩৬ (ছত্রিশ) বর্ষের পুরুষ এবং ১৯ (উনিষ) বর্ষের স্□ী ও ৩৮ (আটত্রিশ) বর্ষের পুরুষ যে বিবাহ করে, তাহা **মধ্যম বিবাহ** জানিবে। ২০ (বিশ), ২১ (একুশ), ২২ (বাইশ) বা ২৪ (চ□বিশ) বর্ষের স্□ী ও ৪০ (চল্লিশ), ৪২ (বিয়াল্লিশ), ৪৬ (ছয়চল্লিশ) বা ৪৮ (আটচল্লিশ) বর্ষের পুরুষ যে বিবাহ করে তাহা **সর্বোত্তম বিবাহ।** হে ব্রহ্মচারিন্। তুমি এই কথাগুলি মনে রাখিও, পরবর্ত্তী আশ্রমে ইহা তোমার কাজে লাগিবে। যে ব্যক্তি নিজের সন্তানের, আত্মীয় স্বজনের ও দেশের উন্নতি করিতে ইচ্ছা করে, সে যেন পূর্বে ও পরে কথিত বাক্যসমূহের যথাবিধি আচরণ করে।

শ্রোত্রং ত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী।
পায়ূপস্থং হস্তপাদং বাক্ চৈব দশমী স্মৃতা।।১।।
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈষাং শ্রোত্রাদীন্যনুপূর্বশঃ।
কর্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈষাং পায়্বাদীনি প্রচক্ষতে।।২।।
একাদশং মনো জ্ঞেয়ং স্বগুণেনোভয়াত্মকম্।
য়স্মিন্ জিতে জিতাবেতৌ ভবতঃ পঞ্চকৌ গণৌ।।৩।।

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষ্বপহারিষু।
সংয়মে য়ত্নমাতিষ্ঠেদ্বিদ্বান্ য়ন্তেব বাজিনাম্।।৪।।
ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্য সংশয়ম্।
সংনিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিয়চ্ছতি।।৫।।
বেদাস্ত্যাগশ্চ য়জ্ঞাশ্চ নিয়মাশ্চ তপাংসি চ।
ন বিপ্রভাবদুষ্টস্য সিদ্ধিং গচ্ছন্তি কর্হিচিৎ।।৬।।
বশে কৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংয়ম্য চ মনস্তথা।
সর্বান্ সংসাধয়েদর্থানক্ষিণ্বন্যোগতস্তনুম।।৭।।

মনু০ অ০ ২। ৯০–৯২, ৮৮, ৯৩, ১০০।।

য়মান্ সেবেত সততং ন নিয়মান্ কেবলান্ বুধ।
য়মান্ পতত্যকুর্বাণো নিয়মান্ কেবলান্ ভজন্।।৮।।

মনু০৪।২০৪।।

অভিবাদনশীলস্য নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনঃ।
চত্বারি তস্য বর্দ্ধন্ত আয়ুর্বিদ্যা য়শোবলম্।।৯।।
অজ্ঞো ভবতি বৈ বালঃ পিতা ভবতি মন্□দঃ।
অজ্ঞং হি বালমিত্যাহুঃ পিতেত্যেব তু মন্□দম্।।১০।।
ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিত্তেন ন বন্ধুভিঃ।
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্মং য়োऽনূচানঃ স নো মহান্।।১১।।
ন তেন বৃদ্ধো ভবতি য়েনাস্য পলিতং শিরঃ।
য়ো বৈ য়ুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবা স্থবিরং বিদুঃ।।১২।।

য়থা কাষ্ঠময়ো হস্তী য়থা চর্মময়ো মৃগঃ।

য়শ্চ বিপ্রোऽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি।।১৩।।

সংমানাদ্ ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব।

অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানস্য সর্বদা।।১৪।।

বেদমেব সদাভ্যস্যেত্তপস্তপ্স্যন্ দ্বিজোত্তমঃ।

বেদাভ্যাসো হি বিপ্রস্য তপঃ পরমিহোচ্যতে।।১৫।।

য়োऽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।

স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ।।১৬।।

য়থা খনন্ খনিত্রেণ নরো বার্য়ধিগচ্ছতি।

তথা গুরুগতাং বিদ্যাং শুশ্রূষুরধিগচ্ছতি।।১৭।।

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।

অন্ত্যাদপি পরং ধর্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।।১৮।।

বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং বালাদপি সুভাষিতম্।

বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্বতঃ।।১৯।।

মনু০অ০২। শ্লো০১২১, ১৫৩-১৫৪, ১৫৬, ১৫৭, ১৬২, ১৬৬, ১৬৮, ২১৮, ২৩৮, ২৪০।

এই শরীরের মধ্যে চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু (মলমার্গ) ও উপস্থ (মুত্রমার্গ)–এই দশটি (১০) ইন্দ্রিয় আছে।।১।।

ইহার মধ্যে চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাগাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় নামে অভিহিত হয়।।২।।

মনকে একাদশ ইন্দ্রিয় বলে, ইহা স্বীয় স্মৃতি আদি গুণদ্বারা উভয় প্রকার ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে। মনকে জয় করিলে জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় উভয়কেই জয় করা হয়।।৩।।

যেরূপ সারথী অশ্বকে কুপথে যাইতে দেয় না, সেইরূপ বিদ্বান্ ব্রহ্মচারী আকর্ষণকারী বিষয়সমুহে গমনোদ্যত ইন্দ্রিয়গণকে প্রতিরোধ করিতে সর্বদাই যত্ন করিবে।।৪।।

ব্রহ্মচারী ইন্দ্রিয়গণের সহিত মনকে সংযুক্ত করিলে নিঃসন্দেহে দোষী হইয়া থাকে এবং পূর্বোক্ত দশেন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়াই পরে সিদ্ধিলাভ করে।।৫।।

যাহার ব্রাহ্মণত্ব (সম্মানের আকাঙ্খা না করা বা ইন্দ্রিয়সমুহকে বশীভূত করা) নষ্ট হইয়াছে বা যাহার বিশেষ প্রভাব (বর্ণাশ্রমের গুণকর্ম) নষ্ট হইয়াছে, সেই ব্যক্তির বেদপাঠ, ত্যাগ অর্থাৎ সন্ন্যাসগ্রহণ, যজ্ঞ (অগ্নিহোত্রাদি) করা, নিয়ম (ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমাদি) করা, তপ (নিন্দা-স্তুতি ও হানি-লাভাদি দ্বন্দ্বসহন) করা ইত্যাদি কর্ম কদাপি সিদ্ধ হয় না। এইজন্য নিজের নিয়মধর্মকে যথাবিধি পালন করিয়া সিদ্ধি লাভ করাই ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য।।৬।।

ব্রহ্মচারী পুরুষ ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করিয়া, আত্মার সহিত মনকে সংযুক্ত করিয়া এবং যোগাভ্যাসদ্বারা শরীরকে কিছু পীড়ন করিয়া নিজের সব প্রয়োজন সিদ্ধ করিবে।।৭।।

বুদ্ধিমান ব্রহ্মচারীরা যমগুলির নিত্য সেবন করিবে, কেবল নিয়মগুলিরই সেবন করিবে তাহা নহে। কেননা যমগুলির* সেবা না

---

* অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ।

যোগ০ সাধনপাদে সূত্র ৩০।।

নির্বৈরতা, সত্যবাদীতা, চৌর্য্যত্যাগ, বীর্য্যরক্ষা ও বিষয়ভোগে ঘৃণা–এই ৫ যম।

করিয়া কেবল নিয়ম* গুলির সেবা করিলেও নিজের কর্ত্তব্য হইতে পতিত হইতে হয়। অতএব যম সেবন করিয়া নিত্য নিয়ম সেবন করিবে।।৮।।

অভিবাদন করা যাহার স্বভাব এবং বিদ্যা ও বয়স অনুসারে বৃদ্ধ পুরুষের যে নিত্য সেবা করে, তাহার আয়ু, বল, বিদ্যা ও কীর্ত্তি–এই চারিটি নিত্য বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এজন্য ব্রহ্মচারী আচার্য্য, মাতা, পিতা, অতিথি ও মহাত্মা আদি নিজের জ্যেষ্ঠগণকে নিত্য নমস্□ার ও সেবা করিবে।।৯।।

অজ্ঞ অর্থাৎ যে কিছুই পড়ে নাই সে নিশ্চয়ই বালক এবং যিনি মন্□দ অর্থাৎ যিনি বুদ্ধিদাতা, বিদ্যাবান, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে নিপুণ, তিনি পিতৃস্থানীয়। এই কারণেই সৎপুরুষেরা অজ্ঞ ব্যক্তিকে বালক ও মন্□দাতাকে পিতা বলিয়া থাকেন। অতএব প্রথমে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমসম্পন্ন হইয়া বিদ্যাবান্ হওয়া উচিত।।১০।।

ধর্মবেত্তা ঋষিগণ বয়স, পক্□কেশ, পলিত অঙ্গ, ধন বা বন্ধুজনকে শ্রেষ্ঠত্বের কারণ বলিয়া মানেন নাই। কিন্তু ইহাকেই ধর্ম বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন যে, যিনি আমাদের মধ্যে বাদবিবাদের উত্তরদাতা অর্থাৎ বক্তা, তিনিই শ্রেষ্ঠ। অতএব সংসারে যাহাতে শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপিত হয় এবং অন্যের উত্তর দিতে অতি নিপুণ হওয়া যায়, তজ্জন্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমসম্পন্ন হইয়া বিদ্যাবান্ হইতে হইবে।।১১।।

এজন্য শির ঝুকিয়া পড়িলে বা কেশ পাকিয়া গেলেই বৃদ্ধ হয় না। যুবকও বিদ্যাপাঠ করিয়া বিদ্বান্ হইলে বিদ্বানেরা তাহাকে বৃদ্ধ বলিয়া জানেন ও মান্য করেন। অতএব ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমসম্পন্ন হইয়া বিদ্যাপাঠ করা উচিত।।১২।।

---

* শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ।।

যোগ০ সাধনপাদে সুত্র ৩২।।

শৌচ, সন্তোষ, তপ (হানিলাভাদিদ্বন্দ্বসহন) স্বাধ্যায় (বেদপাঠ) ও ঈশ্বরপ্রণিধান (সর্বস্ব ঈশ্বরে অর্পণ)–এই পাঁচটিকে নিয়ম বলে।

যেমন কাষ্ঠনির্মিত হস্তী বা চর্মনির্মিত মৃগ, তেমনই বিদ্যাবিহীন বিপ্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বা বুদ্ধিমান ব্যক্তি। উক্ত তিন–হস্তী, মৃগ ও বিপ্র কেবল নামমাত্রই ধারণ করে। অতএব ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমসম্পন্ন হইয়া বিদ্যাপাঠ করিবে।।১৩।।

ব্রাহ্মণ সম্মানকে বিষবৎ মনে করিয়া তাহা হইতে নিত্য উদাসীন থাকিবে এবং অপমানকে অমৃতবৎ মনে করিয়া সর্বদা তাহার আকাঙ্খা করিবে অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের জন্য ভিক্ষামাত্র যাঞ্চা করিতেও কদাপি সম্মানের ইচ্ছা করিবে না।।১৪।।

দ্বিজোত্তম অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে উত্তম সজ্জন ব্যক্তি সর্বদা তপশ্চর্য্যা করিয়া বেদাভ্যাসই করিবে। কারণ ব্রাহ্মণ বা বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে বেদাভ্যাস করাকে এই সংসারে পরম তপ বলা হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমসম্পন্ন হইয়া অবশ্য বেদবিদ্যা অধ্যয়ন করিবে।।১৫।।

যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বেদপাঠ না করিয়া অন্য শাস্□ে শ্রম করে, সে জীবিতাবস্থাতেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমসম্পন্ন হইয়া অবশ্যই বেদবিদ্যা অধ্যয়ন করিবে।।১৬।।

যেমন খনিত্রদ্বারা খনন করিতে মনুষ্য জল প্রাপ্ত হয়, তেমনই গুরুর সেবা করিয়া মনুষ্য গুরুলব্ধ বিদ্যা লাভ করে। অতএব ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমসম্পন্ন হইয়া গুরুজনের সেবা করিয়া তাঁহার নিকট বেদাধ্যয়ন করিবে ও তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিবে।।১৭।।

উত্তম বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধাশীল পুরুষ নিজের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তিব নিকটেও বিদ্যা পাইলে তাহা গ্রহণ করিবে। নীচ হইতেও উত্তম ধর্ম্ম এবং নিন্দনীয় কুল হইতেও উত্তম স্□ী গ্রহণ করিবে–ইহাই নীতি। অতএব গৃহাশ্রমের পূর্ববর্ত্তী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমসম্পন্ন হইয়া কোন না কোন স্থান হইতে উত্তম বিদ্যা অধ্যয়ন করিবে, উত্তম ধর্ম শিক্ষা করিবে এবং ব্রহ্মচর্য্যধারণের পরে গৃহাশ্রমে আসিয়া উত্তম স্□ী বিবাহ করিবে।।১৮।।

কেননা বিষ হইতেও অমৃত তথা বালক হইতেও উত্তম বচন গ্রহণ করিবে এবং সকলের নিকট হইতে নানাবিধ শিল্প কার্য্য উত্তমরূপে শিক্ষা করিবে। অতএব ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমসম্পন্ন হইয়া দেশে ভ্রমণপূর্বক উত্তম গুণ শিক্ষা করিবে।।১৯।।

য়ান্যনবদ্যানি কর্মাণি। তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। য়ান্যস্মাকꣳ সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি। নো ইতরাণি। য়ে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াꣳসো ব্রহ্মণাঃ। তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্।।১।। তৈত্তিরীয়ারণ্য০ প্রপা০৭। অনু০১১।।

ঋতং তপঃ সত্যং তপঃ শ্রুতং তপঃ শান্তং তপো দমস্তপশ্ শমস্তপো দানং তপো য়জ্ঞস্তপো ব্রহ্মভূর্ভুবঃ সুবর্ব্রহ্মৈতদুপাস্বৈতত্তপঃ।।২।।

তৈত্তিরীয়ারণ্য০ প্রপা০ ১০। অনু০৮।।

অর্থঃ– হে শিষ্য। যাহা আনন্দিত, পাপরহিত অর্থাৎ অন্যায় অধর্মাচরণরহিত ও ন্যায়ধর্মাচরণযুক্ত কর্ম, তুমি তাহারই সেবন করিবে, ইহার বিরুদ্ধে কদাপি অধর্মাচরণ করিবে না। হে শিষ্য! তোমার মাতাপিতার ও আচার্য্যাদি আমাদের যাহা ধর্মযুক্ত উত্তম কর্ম, তুমি তাহারই আচরণ করিবে এবং আমাদের যাহা দুষ্ট কর্ম, কদাপি তাহার আচরণ করিবে না। হে ব্রহ্মচারিন্। আমাদের মধ্যে যাঁহারা ধর্মাত্মা, শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মবিৎ ও বিদ্বান। তাঁহাদের নিকটে উপবেশন করিও, তাঁহাদের সহিত সঙ্গ করিও এবং তাঁহাদিগকেই বিশ্বাস করিও।।১।।

হে শিষ্য। সত্য গ্রহণ, সত্য মনন, সত্য কথন ও বেদাদি সত্য শাস্ত্র শ্রবণ করা, নিজের মনকে অধর্মাচরণে যাইতে না দেওয়া, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়কে দুষ্টাচার হইতে নিবৃত্ত করিয়া সদাচারে প্রবৃত্ত করা, ক্রোধাদি ত্যাগ করিয়া শান্ত থাকা, বিদ্যাদি শুভ গুণ দান করা, অগ্নিহোত্রাদি করা, বিদ্বান্দের সহিত সঙ্গ করিয়া ভূমি, অন্তরিক্ষ ও সুর্য্যাদি লোকে যত পদার্থ আছে তদ্বিষয়ে যথাশক্তি জ্ঞানলাভ করা, যোগাভ্যাস, প্রাণায়াম এবং এক ব্রহ্ম পরমাত্মার উপাসনা করা–এই সব কর্মকেই তপস্যা বলে।।২।।

ঋতঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। তপশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। দমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। শমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ।। অগ্নিহোত্রং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যমিতি সত্যবচা রাথীতরঃ। তপ ইতি তপোনিত্যঃ পৌরুশিষ্টিঃ। স্বাধ্যায়প্রবচনে এবেতি নাকো মৌদ্গল্যঃ। তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপঃ।।৩।। তৈত্তিরী০ প্রপা০৭। অনু০ ৯।।

অর্থঃ– হে ব্রহ্মচারিন্। তুমি সত্য ধারণ কর এবং পঠন পাঠনে রত থাক। কদাপি সত্যোপদেশ দানে বিরত হইও না। সদা সত্য বলিও, সত্য পঠন পাঠন করিও। হর্ষশোকাদি পরিত্যাগপুর্বক প্রাণায়াম ও যোগাভ্যাস করিবে এবং তৎসহ পঠন পাঠনও করিবে। নিজের ইন্দ্রিয়সমূহকে দুষ্ট কর্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়া সৎ কর্মে চালনা করিবে। স্বয়ং বিদ্যা গ্রহণ করিয়া অন্যকে তাহা করাইবে। নিজের অন্তঃকরণ ও আত্মাকে অন্যায়াচরণ হইতে নিবৃত্ত করিয়া ন্যায়াচরণে প্রবৃত্ত করিবে এবং অন্যকেও করাইবে, সদা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে। অগ্নিবিদ্যার সেবনপূর্বক বিদ্যা অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা করিবে। অগ্নিহোত্র করিতে থাকিয়া পঠন ও পাঠন করিবে। সত্যবাদী হওয়া তপস্যা–ইহা সত্যবচা রাথীতর আচার্য্যের মত। ন্যায়াচরণ করিতে গিয়া কষ্ট সহ্য করাই তপস্যা–ইহা তপোনিত্য পৌরুশিষ্টি আচার্যের মত এবং ধর্মপথে চলিয়া অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও সত্যোপদেশ দানই তপস্যা–ইহা নাক মৌদ্গল্য আচার্য্যের মত। অন্যান্য আচার্য্যের মতেও উপর উক্ত বিষয়গুলিকে **তপস্যা** বলে। পুর্বোক্ত বিষয়গুলিই তপস্যা–তাহা তুমি জানিবে।।৩।। আচার্য্য বা বালকের পিতা তিন দিনের মধ্যে এই সব উপদেশ দান করিবেন।

গুরুকুলে বাস

তারপর গৃহ ত্যাগ করিয়া গুরুকুলে যাইবে। পুত্র হইলে বালকদের পাঠশালায় এবং কন্যা হইলে বালিকাদের পাঠশালায় পাঠাইবে। গৃহে বর্ণোচ্চারণ শিক্ষা যথাবিধি না হইলে আচার্য্য বালককে

এবং আচার্য্যা কন্যাকে পাণিনিমুনিকৃত বর্ণোচ্চারণ শিক্ষা ১ (এক) মাসের মধ্যে পড়াইয়া দিবেন। তারপর পাণিনিমুনিকৃত অষ্টাধ্যায়ী অর্থসহ পাঠ ও পদচ্ছেদ ৮(আট) মাস পর্য্যন্ত বা ১ (এক) বর্ষ পর্য্যন্ত পড়াইয়া ধাতুপাঠ ও দশ লকারের রূপ সাধাইবেন এবং দশ প্রক্রিয়াও সাধাইবেন। তারপর পাণিনিমুনিকৃত লিঙ্গানুশাসন, উণাদি, গণপাঠ তথা অষ্ট্যাধ্যায়ীর ন্বুল্ ও তৃচ্ প্রত্যয়াদ্যন্ত সুবন্তরূপ ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে সাধাইয়া দিবেন। পুনরায় দ্বিতীয়বার অষ্ট্যাধ্যায়ীর পদার্থোক্তি, সমাস, শঙ্কাসমাধান, উৎসর্গ ও অপবাদ[1] অন্বয়পূর্বক পড়াইবেন এবং সংস্ৃত ভাষণেরও অভ্যাস করাইতে থাকিবেন। এইরূপে আট মাসের মধ্যে, এতদূর পর্য্যন্ত পঠন-পাঠন করিতে হইবে।

তারপর পতঞ্জলিমুনিকৃত মহাভাষ্য যাহাতে বর্ণোচ্চারণ শিক্ষা, অষ্টাধ্যায়ী ধাতুপাঠ, গণপাঠ, উণাদিগণ ও লিঙ্গানুশাসন–এই ৬ (ছয়) গ্রন্থের ব্যাখ্যা যথাবৎ লিখিত আছে, দেড় বৎসরে অর্থাৎ ১৮ (আঠার) মাসের মধ্যে ইহার পঠন-পাঠন শেষ করিবে। এইভাবে শিক্ষা ও ব্যাকরণ শাস্ ৩ (তিন) বৎসর ৫ (পাঁচ) মাসে বা ৯ (নয়) মাসে অথবা ৪ (চারি) বৎসরের মধ্যে শেষ করিয়া সমস্ত সংস্ৃত বিদ্যার মর্মস্থল উপলব্ধি করার যোগ্যতা অর্জন করিবে।

তারপর যাস্মুনিকৃত নিঘন্ু, নিরুক্ত ও কাত্যায়নাদি মুনিকৃত কোষ ১।। (দেড়) বৎসরের মধ্যে পাঠ করিয়া অব্যয়ার্থ, আপ্তমুনিকৃত বাচ্যবাচকসম্বন্ধরূপ যৌগিক[2], যোগরূঢ়ি ও রূঢ়ি–এই তিন প্রকার শব্দের অর্থ যথাবৎ জ্ঞাত হইবে। তারপর পিঙ্গলাচার্য্যকৃত পিঙ্গলসূত্র

(১) যে সুত্রের বিষয় অধিক থাকে তাহাকে উৎসর্গ এবং যে সূত্র বড় বিষয় হইতে ছোট বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় তাহাকে অপবাদ বলে।

(২) যৌগিক–যাহা ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ রাখে, যেমন পাচক ও যাজকাদি।
যোগরূঢ়ি–যেমন পঙ্কজাদি।
রূঢ়ি–যেমন ধন, বন ইত্যাদি।

ছন্দোগ্রন্থ ভাষ্যসহ (তিন) মাসের মধ্যে পাঠ করিবে এবং ৩ (তিন) মাসের মধ্যে শ্লোকাদি রচনাবিদ্যা শিক্ষা করিবে। তারপর যাস্মুনিকৃত কাব্যালঙ্কারসূত্র, বাৎস্যায়নমুনিকৃত ভাষ্য সহিত আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আসত্তি ও তাৎপর্য্যার্থ অন্বয়সহ পাঠ করিয়া, তৎসহ বিদুরনীতি এবং কোন এক প্রকরণ হইতে ১০ সর্গ বাল্মীকি রামায়ণের পঠনপাঠন ১ (এক) বৎসরের মধ্যে সমাপ্ত করিবে।

তারপর ১ (এক) বৎসরের মধ্যে সূর্য্যসিদ্ধান্তাদির কোন ১ (এক) সিদ্ধান্ত হইতে গণিত বিদ্যান্তর্গত বীজগণিত, রেখাগণিত ও পাটীগণিতের (যাহাকে) অঙ্কগণিতও বলে, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন সমাপ্ত করিবে। নিঘন্ু হইতে জ্যোতিষ পর্য্যন্ত সমূহ বেদাঙ্গ চারি বৎসরের মধ্যে শেষ করিবে।

তারপর জৈমিনিমুনিকৃত পুর্বমীমাংসাসূত্র ব্যাসমুনিকৃত ব্যাখ্যা সহিত কণাদমুনিকৃত বৈশেষিকসূত্ররূপশাস্ গৌতমমুনিকৃত প্রশস্তপাদভাষ্যসহিত বাৎসায়নমুনি কৃত ভাষ্যসহিত, গৌতমমুনিকৃত সূত্ররূপশাস্ ব্যাসমুনিকৃত ভাষ্যসহিত, পতঞ্জলিমুনিকৃত যোগসূত্র-যোগশাস্ ভাগুরিমুনিকৃত ভাষ্যসহিত, কপিলাচার্য্যকৃত সূত্রস্বরূপ সাংখ্যশাস্ জৈমিনি বা বৌধায়নাদিমুনিকৃত ব্যাখ্যাসহিত ব্যাসমুনিকৃত তথা ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, শারীরক সূত্র ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক–এই দশ উপনিষদ্ ব্যাসাদিমুনিকৃত ব্যাখ্যাসহিত বেদান্তশাস্–এই ৬ (ছয়) শাস্ ২ (দুই) বৎসরের মধ্যে সমাপ্ত করিবে।

তারপর বহ্বৃচ ঐতরেয় ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ, আশ্বলায়নকৃত শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র* এবং কল্পসূত্র, পদক্রম ও ব্যাকরণাদির সাহায্যে ছন্দঃ, স্বর, পদার্থ, অন্বয় এবং ভাবার্থ সহিত ঋগ্বেদের পাঠ ৩ বৎসরের

* যে ব্রাহ্মণ বা সূত্র **বেদবিরুদ্ধ হিংসাযুক্ত,** তাহাকে প্রমাণ মনে করিবে না।

মধ্যে সমাপন করিবে। এইভাবে শতপথব্রাহ্মণ ও পদাদির সহিত যজুর্বেদ ২ (দুই) বৎসরের মধ্যে, সামব্রাহ্মণ, পদাদি ও গানসহ সামবেদ ২ (দুই) বর্ষের মধ্যে এবং গোপথব্রাহ্মণ ও পদাদির সহিত অথর্ববেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন ২ (দুই) বর্ষের মধ্যে সমাপ্ত করিবে। সর্বসমেত ৯ (নয়) বৎসরের মধ্যে ৪ (চারি) বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা শেষ করিবে।

তারপর ঋগ্বেদের উপবেদ আয়ুর্বেদ যাহাকে বৈদ্যকশাস্□ও বলে এবং যাহাতে ধন্বন্তরিকৃত সুশ্রুত, নিঘন্□ু ও পতঞ্জলিঋষিকৃত চরকাদি আর্ষ গ্রন্থ আছে, তাহা ৩ (তিন) বর্ষের মধ্যে পাঠ করিবে। সুশ্রুত গ্রন্থে যেরূপ শস্□ অর্থাৎ চিকিৎসার অস্□ বিষয় লিখিত আছে, তদ্রূপ অস্□ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা শরীরের সমস্ত অবয়ব কাটিয়া চিরিয়া দেখিবে এবং তাহাতে যে শারীরিকাদি বিদ্যা লিখিত আছে, তাহার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিবে।

তারপর যজুর্বেদের উপবেদ ধনুর্বেদ যাহাকে শস্□াস্□ বিদ্যা বলে, যাহাতে অঙ্গিরাদি ঋষিকৃত গ্রন্থ আছে এবং আজকাল যাহার অধিকাংশ পাওয়া যায় না, তাহার পঠন-পাঠন ৩ (তিন) বর্ষের মধ্যে সমাপ্ত করিবে।

তারপর সামবেদের উপবেদ গান্ধর্ববেদ যাহাতে নারদ সংহিতাদি গ্রন্থ আছে, তাহা পাঠ করিয়া স্বর, রাগ, রাগিণী, সময়, বাদিত্র, গ্রাম, তাল ও মূর্চ্ছনাদির যথাবৎ অভ্যাস ৩ (তিন) বর্ষের মধ্যে করিবে।

তারপর অথর্ববেদের উপবেদ অর্থবেদ যাহাকে শিল্পশাস্□ বলে, যাহাতে বিশ্বকর্মা, ত্বষ্টা ও ময়কৃত সংহিতাগ্রন্থ আছে, তাহা ৬ (ছয়) বর্ষের মধ্যে অধ্যয়ন করিয়া বিমান, তার ও ভূগর্ভাদি বিদ্যার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিবে।

শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া আয়ুর্বেদ পর্য্যন্ত ১৪ (চতুর্দশ) বিদ্যা ৩১ (একত্রিশ) বর্ষের মধ্যে অধ্যয়ন করিয়া মহাবিদ্বান্ হইয়া নিজের ও সর্ব জগতের কল্যাণ ও উন্নতি করিতে সর্বদা যত্নশীল থাকিবে।

ইতি বেদারম্ভসংস্□ারবিধিঃ সমাপ্তঃ।

অথ সমাবর্ত্তনসংস্□ারবিধিং বক্ষ্যামঃ

—০—

পূর্ণরীত্যানুসারে ব্রহ্মচর্যব্রত, সাঙ্গোপাঙ্গ বেদবিদ্যা, উত্তমশিক্ষা ও পদার্থবিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া বিবাহ বিধানপূর্বক গৃহাশ্রম গ্রহণের জন্য বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করাকে **সমাবর্ত্তন সংস্□ার** বলে। এ বিষয়ে প্রমাণ –

বেদসমাপ্তি বাচয়ীত(১) **। কল্যাণৈঃ সহ সম্প্রয়োগঃ**(২) **। স্নাতকায়োপস্থিতায় রাজ্ঞে চ। আচার্য্যশ্বশুরপিতৃব্যমাতুলানাং চ। দধনি ম□বানীয়। সর্পির্বা ম□বলাভে। বিষ্টরঃ পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়ং মধুপর্কাঃ**(৩) **।** আশ্বলায়ন গৃহ্যসুত্র।।

বেদা সমাপ্য স্নায়াদ্। ব্রহ্মচর্য্যং বাষ্টচত্বারিংশকম্(৪) **।। ত্রয়ঃ এব স্নাতকা ভবন্তি। বিদ্যাস্নাতকো ব্রতস্নাতকো বিদ্যাব্রতস্নাতকশ্চেতি**(৫) **।** পারস্□র গৃহ্যসুত্র।।

বেদাধ্যয়ন সমাপ্তির পরে সমাবর্ত্তন সংস্□ার করিবে। সর্বদা পুণ্যাত্মা পুরুষদের সব কার্য্যের সহিত সম্বন্ধ রাখিবে। রাজা, আচার্য্য, শ্বশুর, পিতৃব্য এবং মাতুলাদির যখন অপূর্ব আগমন হইবে এবং স্নাতক অর্থাৎ যখন ব্রহ্মচারী বেদবিদ্যা ও ব্রহ্মচর্য্য পুর্ণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবে, তখন তাহাকে প্রথমে (পাদ্যম্) পদ প্রক্ষালনের জল, (অর্ঘ্যম্) মুখ ও নাসিকাদি ধৌতকরণের জল এবং আচমনের জল প্রদান করিয়া উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করাইবে।

---

(১) অ০১। কন্ডি০২২। সু০১৬।।
(২) অ০১। কন্ডি০২৩। সু০২০।।
(৩) অ০১। কন্ডি০২৪। সু০২–৭।।
(৪) কাং০২। কন্ডি০৬। সু০ ১,২।।
(৫) কাং০২। কন্ডি০৫। সু০৩২।।

তৎপরে দধির সহিত মধু অথবা মধু না থাকিলে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তাহাকে একটি উৎকৃষ্ট পাত্রে মধুপর্ক প্রদান করিবে। তিন* প্রকারের স্নাতক হইয়া থাকে। বিদ্যাস্নাতক, ব্রতস্নাতক ও বিদ্যাব্রত স্নাতক। **বেদপাঠ সমাপ্ত** এবং ৪৮ (আটচল্লিশ) বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া স্নান করিবে।

তং প্রতীতং স্বধর্মেণ ধর্মদায়হরং পিতুঃ।
স্রগ্বিণং তল্প আসীনমর্হয়েৎ প্রথমং গবা।। মনু০৩।৩।।

অর্থঃ– যে বিদ্বান্ মাতা পিতার পুত্র শিষ্য ও ব্রহ্মচারী হয় সে স্বধর্মানুসারে পিতৃস্থানীয় সেই আচার্য্যকে উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করাইয়া এবং পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া প্রথমে গোদান করিবে, পরে যথাশক্তি বস্□ এবং ধনাদিও দান করিয়া আদর সম্মান করিবে।

তানি কল্পদ্ ব্রহ্মচারী সলিলস্য পৃষ্ঠে তপোऽতিষ্ঠত্তপ্যমানঃ সমুদ্রে। স স্নাতো বভ্রুঃ পিঙ্গলঃ পৃথিব্যাং বহু রোচতে।।

অথর্ব০ কাং০১১। সু০৫। মং০২৬।।

অর্থঃ– যে ব্রহ্মচারী সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর, সর্বোত্তম ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মহাতপঃ সাধন করিতে করিতে বেদের পঠন, বীর্য্য নিগ্রহ তথা আচার্য্যের প্রিয় আচরণাদি কর্মের পূর্ণানুষ্ঠান করে এবং ১৩১ পৃষ্ঠা হইতে ১৩৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধি অনুসারে স্নানাদি সমাপনপূর্বক পূর্ণবিদ্যা ধারণ করিয়া সুন্দর বর্ণযুক্ত হইয়া পৃথিবীতে বহুবিধ শুভ গুণ, কর্ম ও স্বভাবদ্বারা প্রকাশমান হয়, সেই ধন্যবাদের যোগ্য।

সমাবর্ত্তনের সময় – ১১৬ পৃষ্ঠা হইতে ১১৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধিকে প্রমাণ জানিবে, পরন্তু যখনই বিদ্যা, হস্তক্রিয়া (শিল্পকর্ম) এবং

* যে কেবল বিদ্যা সমাপ্ত করিয়া কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যব্রত সমাপ্ত না করিয়াই স্নান করে, তাহাকে বিদ্যাস্নাতক, যে কেবল ব্রহ্মচর্য্যব্রত সমাপ্ত করিয়া কিন্তু বিদ্যা সমাপ্ত না করিয়াই স্নান করে, তাহাকে ব্রতস্নাতক এবং যে বিদ্যা ও ব্রহ্মচর্য্যব্রত উভয়ই সমাপ্ত করিয়া স্নান করে, তাহাকে বিদ্যাব্রতস্নাতক বলে।

ব্রহ্মচর্যব্রতও পূর্ণ হইবে, তখনই স্□ী ও পুরুষ গৃহাশ্রমে প্রবেশের ইচ্ছা করিবে। **বিবাহের স্থান** দুইটী – এক আচার্য্যের গৃহ, দ্বিতীয় নিজের গৃহ। দুই স্থানের যে কোন স্থানে আসিয়া বিবাহ সংস্□ারে লিখিত বিধিতে সব কার্য্য করিবে। এই (সমাবর্ত্তন) সংস্□ারের বিধি পূর্ণ করিয়া বিবাহ করিবে।

বিধি–সমাবর্ত্তনের জন্য যে শুভ দিবস নির্দ্ধারিত হইবে, সেই দিবস আচার্য্যের গৃহে ১৫ পৃষ্ঠা হইতে ১৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত প্রণালীতে যজ্ঞকুণ্ডাদি প্রস্তুত করিবে। শাকল্য ও সামগ্রী সংস্□ারের পূর্বদিনে সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। স্থালীপাক* প্রস্তুত করিয়া তাহা এবং ঘৃতাদি ও পাত্রাদি যজ্ঞশালার বেদীর সমীপে রাখিবে। ১৯ পৃষ্ঠায় লিখিত প্রণালীতে যথাবৎ ৪ (চারি) দিকে আসন বিছাইয়া তাহাতে উপবেশনপূর্বক ৪ পৃষ্ঠা হইতে ১৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধিতে **ঈশ্বরোপাসনা, স্বস্তিবাচন ও শান্তিপ্রকরণ** করিবে। উপস্থিত ব্যক্তিরা সকলেই একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হইবে।

তৎপরে ২২ পৃষ্ঠা হইতে ২৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধিতে **অগ্ন্যাধান ও সমিদাধান** করিয়া এবং ২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে চারিদিকে **জলসিঞ্চন** করিয়া আচার্য্য আসনে পূর্বাভিমুখে উপবেশন করিবেন এবং ২৪–২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত **আঘারাবাজ্যভাগাহুতি** ৪ (চারি), **ব্যাহৃতি আহুতি** ৪ (চারি), ২৭ পৃষ্ঠা হইতে ২৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত **অষ্টাজ্যাহুতি** ৮ (আট), ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত **স্বিষ্টকৃৎ আহুতি** ১ (এক) ও **প্রাজাপত্যাহুতি ১** (এক)–সর্বসমেত ১৮ (আঠার) আজ্যাহুতি প্রদান করিবেন।

*১৭ পৃষ্ঠায় লিখিত প্রণালীতে যে অন্নাদি প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে।

তারপর ব্রহ্মচারী ৯৯ পৃষ্ঠায় লিখিত **ওওম্ । অগ্নে সুশ্রবঃ** এই মন্ত্রে কুণ্ডমধ্যে কুণ্ডের অগ্নি একত্র করিবে। তারপর ১০০ পৃষ্ঠায় লিখিত **ওওম্ । অগ্নয়ে সমিধ০** এই মন্ত্রে কুণ্ডে ৩ (তিন) সমিধাহুতি প্রদান করিবে। ১০০ পৃষ্ঠায় লিখিত **ওওম্ । তনুপা০** ইত্যাদি ৭ (সাত) মন্ত্রে জলসহ দক্ষিণ হস্তাঞ্জলি অগ্নিতে কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত সেই জলে **মুখস্পর্শ** ও তৎপশ্চাৎ ২১ পৃষ্ঠায় লিখিত **ওওম্ । বাঙ্ম০** ইত্যাদি মন্ত্রে উক্ত বিধিতে **অঙ্গস্পর্শ** করিবে।

স্নান

সুগন্ধ ঔষধযুক্ত জলে পরিপূর্ণ যে আটটী (৮) কুম্ভ বেদীর উত্তরভাগে পূর্ব হইতে রক্ষিত আছে, তন্মধ্য হইতে ১টী কুম্ভ নিম্নোক্ত মন্ত্রে পাঠ করিয়া গ্রহণ করিবে –

ওওম্ । য়ে অপ্স্বন্তরগ্নয়ঃ প্রবিষ্টা গোহ্য উপগোহ্যো ময়ূষো মনোহাস্খলো বিরুজস্তনূদূষুরিন্দ্রিয়হা তান্ বিজহামি য়ো রোচনস্তমিহ গৃহ্ণামি । । পার০কাং০২। কং০৬। সু০১০। ।

এই সেই কুম্ভ হইতে জল লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে পাঠ করিয়া স্নান করিবে –

ওওম্ । তেন মামভিসিঞ্চামি শ্রিয়ৈ য়শসে ব্রহ্মণে ব্রহ্মবর্চ্চসায় । । পার০ কাং০২। কং০৬। সু০ ১১। ।

তারপর উপরি কথিত **ওওম্ । যে অপ্ স্বন্তর০** এইমন্ত্রে বলিয়া দ্বিতীয় কুম্ভ লইবে এবং তাহা হইতে ঘটীতে জল লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে বলিয়া স্নান করিবে –

ওওম্ । য়েন শ্রিয়মকৃণুতাং য়েনাবমৃশতাꣳ সুরাম্ ।
য়েনাক্ষ্যাবভ্যষিঞ্চতাং য়দ্বাং তদশ্বিনা য়শঃ । ।

পার০কাং০২। কং০৬। সু০১২। ।

তারপর পূর্ব্ববৎ উপরিলিখিত **ওওম্ । যে অপ্ স্বন্তর০** এইমন্ত্রে পাঠ করিয়া বেদীর উত্তরভাগে রক্ষিত কুম্ভগুলির মধ্য হইতে ৩ (তিনটী) কুম্ভ লইয়া ৯২ পৃষ্ঠায় লিখিত **ওওম্ । আপো হি ষ্ঠা০** প্রভৃতি ৩ (তিন) মন্ত্রে বলিয়া উক্ত তিনটী কুম্ভের জলে স্নান করিবে। তারপর অবশিষ্ট ৩ (তিনটী) কুম্ভ লইয়া **ওওম্ আপো হিষ্ঠা০** ইত্যাদি সেই ৩ (তিন) মন্ত্রেই মনে মনে বলিয়া স্নান করিবে।

মেখলা ও দণ্ডত্যাগ

তৎপরে ব্রহ্মচারী নিম্নোক্ত মন্ত্রে বলিয়া নিজের মেখলা ও দণ্ড পরিত্যাগ করিবে –

ওওম্ । উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বি মধ্যমং শ্রথায় ।
অথা বয়মাদিত্য ব্রতে তবানাগস্যো অদিতয়ে স্যাম । ।

যজু ঃ ১২।১২

ঈশ্বরস্তুতি

তারপর সেই স্নাতক ব্রহ্মচারী সূর্য্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে পরমাত্মার উপস্থান (স্তুতি) করিবে –

ওওম্ । উদ্যন্ ভ্রাজভৃষ্ণুরিন্দ্রো মরুদ্ভিরস্থাৎ প্রাতর্য়াবভিরস্থাদ্দশসনিরসি দশসনিং মা কুর্বাবিদন্ মা গময় । ।১ । । উদ্যন্ ভ্রাজভৃষ্ণুরিন্দ্রো মরুদ্ভিরস্থাদ্দিবায়াবভিরস্থাচ্ছতসনিরসি শতসনিং মা কুর্বাবিদন্ মা গময় । ।২ । । উদ্যন্ ভ্রাজভৃষ্ণুরিন্দ্রো মরুদ্ভিরস্থাৎ সায়ংয়াবভিরস্থাৎ সহস্রসনিরসি সহস্রসনিং মা কুর্বাবিদন্ মা গময় । ।৩ । ।*

পার০ কাং০২। কং০৬। সু০১৬। ।

---

* হে পরমাত্মন্। তুমি উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় সব প্রকাশকে স্বীয় প্রকাশ দ্বারা ম্লান করিয়া দাও। তুমি ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর বলিয়া দেবগণ-কর্ত্তৃক সেবিত

তারপর ব্রহ্মচারী দধি বা তিল ভোজন করিয়া জটা, নখ ও লোম ত্যাগ করিবে এবং নিম্নোক্ত মন্□ বলিয়া ডুমুর কাষ্ঠে দন্তধাবন করিবে–

ওঁ৩ম্ । অন্নাদ্যায় ব্যূহ□বঙ্ সোমো রাজাऽয়মাগমৎ ।
স মে মুখং প্রমার্ক্ষ্যতে য়শসা চ ভগেন চ । ।

পার০ কাং০২ । কং০৬ । ১৭ । ।

তারপর ব্রহ্মচারী শরীরে সুগন্ধ দ্রব্য ম্রক্ষণ করিয়া শুদ্ধ জলে স্নান করিবে। শরীর মুছিয়া অধোবস্□ অর্থাৎ ধুতি বা পীতাম্বর ধারণ করিয়া সুগন্ধ চন্দনাদি অনুলেপন করিবে। তারপর নিম্নোক্ত মন্□ নাসারন্ধ্র, চক্ষু ও কর্ণ স্পর্শ করিবে–

ওঁ৩ম্ । প্রাণাপানৌ মে তর্পয় চক্ষুর্মে তর্পয় শ্রোত্রং মে তর্পয় । ।

পার০কাং০২ ।কং০৬ । সু০১৮ । ।

এবং হস্তে জল লইয়া অপসব্য ও দক্ষিণ মুখ হইয়া নিম্নোক্ত মন্□ জল ভূমির উপরে নিক্ষেপ করিবে –

ওঁ৩ম্ । পিতরঃ শুন্ধ□বম্ । । পার০কাং০২ ।কং০৬ ।সু০১৯ । ।

হইয়া অবস্থান করিতেছে। প্রাতঃকাল তুমি গতিশীল উপাসকগণকর্ত্তৃক উপাসিত হইয়া অবস্থান করিতেছ। দশদিকে তোমার প্রতিষ্ঠা ও পূজা হইতেছে। আমাকেও তুমি এইরূপ করো, যেন আমিও সর্বদিকে মান ও প্রতিষ্ঠা পাইতে পারি এবং জ্ঞানী হইয়া সর্বত্র বিচরণ করিতে পারি ।১ ।

হে পরমাত্মন্....দিবাভাগে....অবস্থান করিতেছ। শত শত প্রাণীকর্ত্তৃক তোমার প্রতিষ্ঠা....বিচরণ করিতে পারি ।২ ।

হে পরমাত্মন্....সায়ংকালে....অবস্থান করিতেছ। সহস্র সহস্র প্রাণীকর্ত্তৃক তোমার প্রতিষ্ঠা....বিচরণ করিতে পারি ।৩ ।

–অনুবাদক

তৎপরে সব্য হইয়া নিম্নোক্ত মন্□ জপ করিবে—

ওঁ৩ম্ । সুচক্ষা অহমক্ষীভ্যাং ভূয়াসঙ্ সুবর্চা মুখেন । সুশ্রুৎ কর্ণাভ্যাং ভূয়াসম্ । ।

পার০কাং০২ । কং০৬ । সু০১৯ । ।

তারপর নিম্নোক্ত মন্□ সুন্দর অত্যুত্তম বস্□ ধারণ করিবে–

ওঁ৩ম্ । পরিধাস্যৈ য়শোধাস্যৈ দীর্ঘায়ুত্বায় জরদষ্টিরস্মি ।
শতং চ জীবামি শরদঃ পুরুচী রারস্পোষমভিসংব্যয়িষ্যে । ।

পার০কাং০২ । কং০৬ । সু০২০ । ।

তারপর নিম্নোক্ত মন্□ উৎকৃষ্ট উপবস্□ ধারণ করিবে—

ওঁ৩ম্ । য়শসা মা দ্যাবাপৃথিবী য়শসেন্দ্রাবৃহস্পতী ।
য়শো ভগশ্চ মা বিদদ্যশো মা প্রতিপদ্যতাম্ । ।

পার০কাং০২ । কং০৬ ।সু০২১ । ।

তারপর নিম্নোক্ত মন্□ সুগন্ধ পুষ্পমাল্য লইবে –

ওঁ৩ম্ । য়া আহরজ্জমদগ্নিঃ শ্রদ্ধায়ৈ মেধায়ৈ কামায়েন্দ্রিয়ায় । তা অহং প্রতিগৃহ্ণামি য়শসা চ ভগেন চ । ।

পার০কাং০২ । কং০৬ । সু০২৩ । ।

এবং নিম্নোক্ত মন্□ তাহা ধারণ করিবে –

ওঁ৩ম্ । য়দ্যশোऽপ্সরসামিন্দ্রশ্চকার বিপুলং পৃথু ।
তেন সংগ্রথিতাঃ সুমনস আবধ্নামি য়শো ময়ি । ।

পার০কাং০২ । কং০৬ । সু০২৪ । ।

তারপর ব্রহ্মচারী শিরোবেষ্টন অর্থাৎ পাগড়ী, উত্তরীয় ও টুপী বা মুকুট হস্তে লইয়া ৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিত **ওম্। যুবা সুবাসাঃ০** এই মন্ত্রে তাহা ধারণ করিবে। তারপর অলঙ্কার লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে ধারণ করিবে —

ওম্। অলঙ্করণমসি ভূয়োঽলঙ্করণং ভূয়াৎ।।

পার০কাং০২। কং০৬। সু০২৬।।

এবং নিম্নোক্ত মন্ত্রে চক্ষুতে অঞ্জন লেপন করিবে–

ওম্। বৃত্রস্যাসি কনীনকশ্চক্ষুর্দা অসি চক্ষুর্মে দেহি।।

যজু০অ০৪। মং০৩। পার০কাং০২।কং০৬।সু০২৭।।

তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে দর্পণে মুখাবলোকন করিবে –

ওম্। রোচিষ্ণুরসি।।

পার০ কাং০২। কং০৬। সু০ ২৮।।

তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে ছত্র ধারণ করিবে —

ওম্। বৃহস্পতেশ্ছদিরসি পাপ্মনো মামন্তর্ধেহি তেজসো য়শসো মাঽন্তর্ধেহি।। পার০কাং০২। কং০৬। সু০২৯।।

তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে উপানহ ও পাদবেষ্টন ধারণ করিবে–

ওম্। প্রতিষ্ঠে স্থো বিশ্বতো মা পাতম্।

পার০কাং০২।কং০৬।সূ০৩০।।

তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে একটি সুন্দর বংশদণ্ড ধারণ করিবে।

ওম্। বিশ্বাভ্যো মা নাষ্ট্রাভ্যস্পরিপাহি সর্বতঃ।।

পার০কাং০২। কং০৬। সু০৩১।।

তৎপরে ব্রহ্মচারী যখন আচার্য্যকুল হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিবে, তখন ব্রহ্মচারীর মাতাপিতা তাহাকে অতীব সম্মান, প্রতিষ্ঠা, উৎসব, ও উৎসাহ সহকারে স্বগৃহে আনয়ন করিবে। ব্রহ্মচারীকে গৃহে আনয়ন করিয়া তাহার মাতা, পিতা, আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবগণ ১২৯ পৃষ্ঠা

হইতে ১৩০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত প্রণালীতে ব্রহ্মচারীকে আদর সম্মান করিবে। তারপর সংস্কারে আগত আচার্য্য প্রভৃতিকে উত্তম অন্নপানাদিদ্বারা সযত্নে ভোজন করাইয়া এবং সেই ব্রহ্মচারী ও তাহার মাতাপিতা আচার্য্যকে উত্তম আসনে উপবেশন করাইয়া পুর্বোক্ত প্রণালীতে মধুপর্ক করিয়া সুন্দর পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিবে। বস্ত্র, গো এবং ধনাদিদ্বারা যথাশক্তি দক্ষিণা প্রদান করিবে। সকলের সম্মুখে আচার্য্যের উত্তম গুণের প্রশংসা করিবে ও বিদ্যাদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া সকলকে শুনাইবে—

''ভদ্র মহোদয়গণ ! এই আচার্য্যদেব আমার অতিশয় উপকার করিয়াছেন। ইনি আমাকে পশুত্ব হইতে মুক্ত করিয়া উত্তম বিদ্যায় বিভূষিত করিয়াছেন। ইহার প্রত্যুপকার আমি কিছুই করিতে পারি না। ইহার পরিবর্ত্তে আমি আমার আচার্য্যকে অনেক ধন্যবাদ দিয়া নমস্কারপূর্বক প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি আমাকে যেমন উত্তম বিদ্যাদান করিয়া আনন্দিত করিয়াছেন, তেমন আমিও অন্যান্য বিদ্যার্থীকে কৃতার্থ ও আনন্দিত করিতে থাকিব এবং আপনার উপকার কখনও ভুলিব না। সর্বশক্তিমান্ জগদীশ্বর আপনার, আমার, সব বিদ্যার্থীর সব অধ্যাপকের ও সব সংসারের উপর কৃপাদৃষ্টি রাখিয়া সকলকে সভ্য বিদ্বান্, শারীরিক ও আত্মিক বলযুক্ত করুন এবং পরোপকারাদি শুভ-কর্মের সফলতার জন্য দীর্ঘায়ু, স্বাস্থ্যবান্, পুরুষার্থযুক্ত ও উৎসাহিত করুন, যাহাতে পরমাত্মার এই সৃষ্টিতে ইহার গুণ, কর্ম ও স্বভাবের অনুকূলে স্বীয় গুণ, কর্ম ও স্বভাব রচনা করিয়া ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ করিয়া সর্বদা আনন্দে থাকিতে পারি।''

ইতি সমাবর্ত্তনসংস্কারবিধিঃ সমাপ্তঃ।

*অথ বিবাহসংস্□ারবিধিং বক্ষ্যামঃ

—*০*—

পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণপূর্বক বিদ্যা ও বল লাভ করিয়া এবং শুভগুণ কর্ম স্বভাবের দিক দিয়া সর্বপ্রকারে তুল্য ও পরস্পর প্রীতিযুক্ত হইয়া নিম্নলিখিত বিধিতে সন্তানোৎপত্তি স্ব স্ব বর্ণাশ্রমের অনুকূল উত্তম কর্ম করার জন্য স্□ী ও পুরুষের মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহাকে **বিবাহ** বলে। এবিষয়ে প্রমাণ –

---

*মানুষের শরীর, মন ও আত্মার ক্ষুধা নানাবিধ—জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষুধা, ধনরত্নের ক্ষুধা মানসম্মানের ক্ষুধা বা প্রভাবপ্রতিপত্তির ক্ষুধা। এইসব ক্ষুধার নিবৃত্তি নর বা নারী একা একাও করিতে পারে। এমন কতকগুলি ক্ষুধা আছে, যাহার নিবৃত্তি পুরুষ বা নারী একা একা করিতে পারে না। ইহাতে নর ও নারীর মিলিত শক্তির প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজনেই নর ও নারী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় ও দাম্পত্য জীবন যাপন করে। দাম্পত্য জীবন ব্যতিরেকে এইসব ক্ষুধা নিবৃত্তির অন্য উপায় নাই। এইসব ক্ষুধা নরনারীর মধ্যে অন্তর্নিহিত। এই ক্ষুধাগুলিকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে–প্রথম যৌন ক্ষুধা, দ্বিতীয় সংসার রচনার ক্ষুধা, তৃতীয় সন্তান লাভের ক্ষুধা, চতুর্থ সামাজিকতার ক্ষুধা ও পঞ্চম আধ্যাত্মিক ক্ষুধা। বিবাহের উদ্দেশ্য এই পঞ্চবিধ ক্ষুধার নিবৃত্তি। পতি ও পত্নী যদি বিবাহের মুল উদ্দেশ্য এই পঞ্চবিধ ক্ষুধাকে না জানে, তবে তাহাদের দাম্পত্য জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়। এই পঞ্চবিধ ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য নর নারীর প্রতি এবং নারী নরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। নর ও নারীর মধ্যে পরস্পরের এই স্বাভাবিক আকর্ষণকে নিয়ন্□িত, বৈধ, সীমাবদ্ধ ও উপযোগী করার জন্যই বিবাহ প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। জগতের অতি অল্প লোকই যৌন ক্ষুধাকে জয় করিতে পারিয়াছে।

উদগয়ন আপূর্য্যমাণপক্ষে পুণ্যে নক্ষত্রে* চৌলকর্মোপনয়নগোদানবিবাহাঃ।।১।। সার্বকালমেকে বিবাহম্।।২।। ইহা আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে (১।৪।১।২), **আবসথ্যাধানং দারকালে।।৩।।** ইহা পারস্□ার গৃহ্যসূত্রে (১।২।১), **পুণ্যে নক্ষেত্রে দারান্ কুর্বীত।।৪।। লক্ষণপ্রশস্তান্ কুশলেন।।৫।।** ইহা গোভিলীয় গৃহ্যসূত্রে (১।১০।১।২) এবং এইভাবে শৌনক গৃহ্যসূত্রেও লিখিত আছে।

অর্থ ঃ- উত্তরায়ণ শুক্লপক্ষে শুভদিনে অর্থাৎ যেদিন প্রসন্নতা থাকে, সেইদিন (চৌলকর্ম, উপনয়ন, গোদান ও) বিবাহ করিবে।।১।। বহু আচার্য্যের এইরূপ অভিমত আছে যে সর্ব সময়েই বিবাহ হইবে।।২।। বিবাহের সময় যে অগ্নি স্থাপন করা হয়, তাহার নাম আবসথ্য।।৩।। প্রসন্নতার দিনে শুভ গুণাদিযুক্ত উত্তম স্□ীর পাণিগ্রহণ করিবে।।৪।।৫।।

বিবাহের সময়–১১৩ পৃষ্ঠা হইতে ১১৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া বিবাহোচিত সময় জানিতে হইবে। বধূ ও বরের আয়ু, কুল, বাসস্থান, শরীর ও স্বভাব সম্বন্ধে অবশ্যই পরীক্ষা করিবে। উভয়েই জ্ঞানবান ও

যৌবনে এই ক্ষুধা নর ও নারীর প্রবল থাকে। এমন কি অনেকের পক্ষে ইহা সীমাকেও অতিক্রম করে। শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলের মধ্যেই যৌন ক্ষুধার অস্তিত্ব আছে। বিবাহিত জীবনে পতি ও পত্নীর শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক মিলনেই এই যৌন ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়। পতি বা পত্নীকে অতিক্রম করিয়া নারী বা নরের যে অন্যত্র শারীরিক মিলন, তাহা অবৈধ। ইহাতে মানসিক ও আত্মিক মিলন অসম্ভব। অবৈধ শারীরিক মিলনে বা অবৈধ সন্তান সৃষ্টিতে সমাজ ও পরিবার □বংস প্রাপ্ত হয়। বৈধভাবে মানবাত্মার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যই বিবাহ প্রথার সৃষ্টি।—অনুবাদক।

*এই নক্ষত্রাদির বিচার কাল্পনিক, সুতরাং ইহা প্রামাণিক নহে।

বিবাহের অভিলাষী হইবে। বরের বয়স স্□ীর বয়স হইতে কম পক্ষে দেড় গুণ ও অধিক পক্ষে দুই গুণ হইবে। পরস্পরের কুল সম্বন্ধেও পরীক্ষা করিবে। এ বিষয়ে প্রমাণ ঃ–

বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি য়থাক্রমম্।
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবিশেৎ।।১।।
গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো য়থাবিধি।
উদ্বহেৎ দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্।।২।।
অসপিণ্ডা চ য়া মাতুরসগোত্রা চ য়া পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্মণি মৈথুনে।।৩।।
মহান্ত্যপি সমৃদ্ধানি গোঽজাবিধনধান্যতঃ।
স্□ীসম্বন্ধে দশৈতানি কুলানি পরিবর্জয়েৎ।।৪।।
হীনক্রিয়ং নিষ্পুরুষং নিশ্ছন্দো রোমশার্শসম্।
ক্ষয়্যাময়াব্যপস্মারিশ্বিত্রিকুষ্ঠিকুলানি চ।।৫।।
নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীম্।
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাম্।।৬।।
নর্ক্ষবৃক্ষনদীনাম্নীং নান্ত্যপর্বতনামিকাম্।
ন পক্ষ্যহিপ্রেষ্যনাম্নীং ন চ ভীষণনামিকাম্।।৭।।
অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং হংসবারণগামিনীম্।
তনুলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎ স্□িয়ম্।।৮।।
ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ।।৯।।
আচ্ছাদ্য চার্চিয়িত্বা চ শ্রুতিশীলবতে স্বয়ম্।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।।১০।।

য়জ্ঞে তু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম কুর্বতে।
অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্মং প্রচক্ষতে।।১১।।
একং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্মতঃ।
কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্মঃ স উচ্যতে।।১২।।
সহ নৌ চরতাং ধর্মমিতি বাচানুভাষ্য চ।
কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ।।১৩।।
জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
কন্যাপ্রদানং বিধিবদাসুরো ধর্ম উচ্যতে ।।১৪।।
ইচ্ছয়াঽন্যোন্যসংয়োগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ।।১৫।।
হত্বা ছিত্বা চ ভিত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে।।১৬।।
সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং য়া রহো য়ত্রোপগচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ।।১৭।।
ব্রাহ্মাদিষু বিবাহেষু চতুর্ষ্বেবানুপূর্বশঃ।
ব্রহ্মবর্চস্বিনঃ পুত্রা জায়ন্তে শিষ্টসংমতাঃ।।১৮।।
রূপসত্ত্বগুণোপেতা ধনবন্তো য়শস্বিনঃ।
পর্য্যাপ্তভোগা ধর্মিষ্ঠা জীবন্তি চ শতং সমাঃ।।১৯।।
ইতরেষু তু শিষ্টেষু নৃশংসানৃতবাদিনঃ।
জায়ন্তে দুর্বিবাহেষু ব্রহ্মধর্মদ্বিষঃ সুতাঃ।।২০।।

অনিন্দিতৈঃ স্ত্রীবিবাহৈরনিন্দ্যা ভবতি প্রজা।
নিন্দিতৈর্নিন্দিতা নৃণাং তস্মান্নিন্দ্যান্ বিবর্জয়েৎ।।২১।।

অর্থ ঃ- ব্রহ্মচর্য্য ধারণপুর্বক যথাক্রমে ৪ (চারি), ৩ (তিন), ২ (দুই) বা ১ (এক) খানা বেদ অধ্যয়ন করিয়া এবং অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিবে।।১।। যথাবিধি উত্তম রীতিতে ব্রহ্মচর্য্য ধারণ ও বিদ্যা গ্রহণপূর্বক গুরুর আজ্ঞায় স্নান করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য স্ব স্ব বর্ণের উত্তম লক্ষণাক্রান্ত স্ত্রীকে বিবাহ করিবে।।২।। যে স্ত্রী মাতৃবংশের ছয় পুরুষের মধ্যে নহে এবং পিতৃগোত্রের নহে, দ্বিজগণের পক্ষে সেই স্ত্রীই বিবাহের জন্য উৎকৃষ্ট।।৩।। বিবাহ ব্যাপারে নিম্নলিখিত দশ কুল নিষিদ্ধ। গবাদি পশু ও ধনধান্য সেই সব কুলে যতই বেশী থাকুক না কেন, সেখানে বিবাহ করিবে না।।৪।। সেই দশ কুল এইরূপ, যথা–(১) যে কুলে উত্তম ক্রিয়া নাই, (২) যে কুলে কোন উত্তম পুরুষ নাই, (৩) যে কুলে কোন বিদ্বান্ নাই, (৪) যে কুলে লোকের শরীরে বড় বড় লোম হয়, (৫) যে কুলে অর্শরোগ আছে, (৬) যে কুলে ক্ষয়রোগ বা রাজযক্ষ্মা আছে, (৯) যে কুলে শ্বেতকুষ্ঠ আছে ও (১০) যে কুলে গলিতকুষ্ঠ্যাদি রোগ আছে। এইসব কুলের কন্যা বা পুরুষের সহিত কখনও বিবাহ দিবে না।।৫।। ফ্যাকাশে বর্ণের, অধিক অঙ্গযুক্তা—যেমন ছয় অঙ্গুলি বিশিষ্ট, রোগগ্রস্তা, যাহার শরীরে মোটেই লোম নাই বা যাহার শরীরে বড় বড় লোম আছে, যে নিরর্থক বেশী কথা বলে এবং যাহার মার্জারবৎ কটা চক্ষু।।৬।। তথা যে কন্যার (ঋক্ষ) নক্ষত্রবাচক নাম–যেমন রেবতী ও রোহিণ্যাদি, (নদী) যাহার গঙ্গা ও যমুনাদি নদীবাচক নাম, (পর্বত) যাহার বিন্ধ্যাচলাদি পর্বতবাচক নাম, (পক্ষী) কোকিলা ও হংসাদি পক্ষীবাচক নাম, (অহি), উরগা ও ভোগিনী ইত্যাদি সর্পবাচক নাম, (প্রেষ্য) দাসী ইত্যাদি যাহার ভৃত্যবাচক নাম এবং যে কন্যার

(ভীষণ) কালিকা ও চণ্ডীকাদি নাম–সেই সব কন্যাকে বিবাহ করিবে না।।৭।। কিন্তু যাহার অঙ্গ সুন্দর, নাম উত্তম, যাহার গমন হংস বা হস্তিনীর ন্যায়, যাহার শরীরে লোম সূক্ষ্ম, কেশ সুক্ষ্ম, দাঁত সূক্ষ্ম এবং যাহার সর্বাঙ্গ কোমল, সেই কন্যাকে বিবাহ করিবে।।৮।। বিবাহ আট প্রকার, যথা–ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ্য, প্রাজ্যপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ।।৯।। (১) কন্যাকে বস্ত্রাদিদ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া এবং কন্যাও যাহাকে প্রসন্ন করিয়াছে সেই উত্তম, সুশীল, বিদ্বান্ ও কন্যার যোগ্য পুরুষকে আহ্বান করিয়া আদর অভ্যর্থনা সহকারে কন্যাদান করাকে **ব্রাহ্মবিবাহ** বলে।।১০।। (২) বিরাট যজ্ঞে বড় বড় বিদ্বান্‌কে বরণ করিয়া তাহাতে ঋত্বিক কর্মে নিযুক্ত কোন বিদ্বান্‌কে বস্ত্রালঙ্কারাদিদ্বারা সুশোভিতা কন্যা দান করিলে তাহা হয় **দৈববিবাহ**।।১১।। (৩) বরের নিকট হইতে ১ (এক) জোড়া বা ২ (দুই) জোড়া গাভী ও বলদ* লইয়া তাহাকে ধর্মপূর্বক কন্যাদান করার নাম **আর্ষবিবাহ**।।১২।। (৪) যজ্ঞশালায় যথাবিধি যজ্ঞ করিয়া সকলের সম্মুখে–''তোমরা উভয়ে মিলিয়া যথাবিধি গৃহাশ্রম কর্ম করিতে থাক'' এইরূপ বলিবার পর উভয়ের সানন্দে পাণিগ্রহণ হওয়াকে **প্রাজাপত্যবিবাহ** বলে। এই চারিটী উৎকৃষ্ট বিবাহ।।১৩।। (৫) বরের জ্ঞাতিবর্গকে ও কন্যাকে যথাশক্তি ধন দিয়া হোমাদি বিধিদ্বারা কন্যাদান করাকে **আসুরবিবাহ** বলে।।১৪।। (৬) বর ও কন্যার ইচ্ছানুসারে উভয়ের যে সংযোগ হয় এবং কামাসক্ত হইয়া উভয়ে মনে মনে স্বীকার করিয়া লয় যে, তাহারা উভয়ে স্ত্রী-পুরুষ—এরূপ বিবাহকে **গান্ধর্ববিবাহ** বলে।।১৫।। (৭) হনন ও ছেদন অর্থাৎ কন্যাপক্ষীয় বাধাদানকারীদিগকে বিদীর্ণ করিয়া বিলাপকারিণী,

* একথা মিথ্যা, কেননা পরে মনুস্মৃতিতে নিষেধ করা হইয়াছে এবং ইহা যুক্তিবিরুদ্ধও বটে। অতএব, কিছু আদান-প্রদান না করিয়া উভয়ের প্রসন্নতা সহকারে পাণিগ্রহণ করাই আর্ষ বিবাহ।

রোরুদ্যমানা, কম্পিতকলেবরা ও ভীতিপরায়ণা কন্যাকে বলাৎকারে হরণ করিয়া বিবাহ করাকে **রাক্ষস বিবাহ** বলে।।১৬।। (৮) নিদ্রিতা, উন্মাদগ্রস্তা বা মদ্যপানে উন্মত্তা কন্যাকে একান্তে পাইয়া তাহাকে দূষিত করিয়া দেওয়া–ইহা সব বিবাহের মধ্যে নীচ হইতেও নীচ, মহানীচ, দুষ্ট, অতিদুষ্ট **পৈশাচবিবাহ**।।১৭।। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য– এই ৪ (চারি) প্রকারের বিবাহে পরস্পর পাণিগ্রহণে আবদ্ধ স্ত্রী-পুরুষ হইতে যে সব সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা বেদাদি বিদ্যায় তেজস্বী, আপ্ত পুরুষের মতানুকূল ও অত্যুত্তম হয়।।১৮।। সেই সব পুত্র বা কন্যা সুন্দর রূপ, বল ও পরাক্রমযুক্ত, শুদ্ধবুদ্ধি, উত্তম গুণ ও বহুধনযুক্ত; পুণ্য কীর্ত্তিমান, পূর্ণভোগের ভোক্তা ও অতিশয় ধর্মাত্মা হইয়া ১০০ (শত) বর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকে।।১৯।। এই চারি প্রকার বিবাহ ব্যাতিরেকে অবশিষ্ট– আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই ৪ (চারি) প্রকারের দুষ্ট বিবাহে উৎপন্ন সন্তান নিন্দিত কর্মের কর্ত্তা মিথ্যাবাদী, বৈদিক ধর্মের বিদ্বেষী ও নীচ স্বভাবযুক্ত হয়।।২০।। এজন্য যে সব নিন্দিত বিবাহে সন্তান নীচ হয়, তাহা ত্যাগ করিয়া যে সব উত্তম বিবাহে সন্তান উত্তম হয়, তাহাই করা অত্যুত্তম কার্য্য।।২১।।

উৎকৃষ্টায়াভিরুপায় বরায় সদৃশায় চ।

অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।।১।।

কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।

ন চৈবৈনাং প্রয়চ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ।।২।।

ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্যৃতুমতী সতী।

উর্ধ্বন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম্।।৩।।

মনু০অ০৯।৮৮–৯০।

অর্থ ঃ– যদি মাতাপিতা কন্যার বিবাহ দিতে চাহেন তবে অত্যুৎকৃষ্ট, শুভ গুণকর্মস্বভাবযুক্ত, কন্যার উপযুক্ত রূপলাবণ্যাদিগুণযুক্ত বরকেই চাহিবেন। সেই কন্যা (বা বর) মাতৃবংশের ছয় পুরুষের মধ্যে হইলেও তাহাকেই কন্যাদান করিবে, কদাপি অন্যকে নহে। তাহারা যেন অতি প্রসন্ন চিত্তে গৃহাশ্রমের উন্নতি ও সুসন্তান উৎপাদন করে।।১।। বরং কন্যা মৃত্যু পর্য্যন্ত বিবাহ না করিয়াই পিতৃগৃহে থাকিবে, তথাপি গুণহীন, অযোগ্য ও দুষ্ট পুরুষের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিবে না। বরও স্বসদৃশ কন্যাকেই বিবাহ করিবে।।২।। যখন কন্যা বিবাহ করার ইচ্ছা করিবে, তখন রজস্বলা দিন হইতেও ৩ (তিন) বর্ষ কাল অপেক্ষা করিয়া চতুর্থ বর্ষে বিবাহ করিবে।।৩।।

প্রশ্ন ঃ– ''**অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষা চ রোহিণী**'' ইত্যাদি শ্লোকের কী গতি হইবে ?

উত্তর – এইসব শ্লোকের এবং যাহারা এইসব মানে, তাহাদের দুর্গতি হইবে অর্থাৎ যাহারা এইসব শ্লোকের নিয়মানুসারে বাল্যকালে স্ব স্ব সন্তানের বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে নষ্টভ্রষ্ট, রোগী ও অল্পায়ু করিয়া থাকে, তাহারা আপন আপন বংশের সর্বনাশ করিতে থাকে, এইরূপ জানিবে। এজন্য যদি শীঘ্রই বিবাহ দিতে হয়, তবে **বেদারম্ভে** লিখিত রীতিতে ১৬ (ষোল) বর্ষ হইতে কম বয়সের কন্যার ও ২৫ (পঁচিশ) বর্ষ হইতে কম বয়সের পুত্রের বিবাহ কখনও দিবে না। ইহার পর যত অধিক কাল ব্রহ্মচর্য্য রাখিবে, ততই তাহাদের আনন্দ বর্দ্ধিত হইবে।

প্রশ্ন–বিবাহ নিকটে না দূরে হওয়া উচিত।

উত্তর–''দুহিতা দুর্হিতা দূরে হিতা দোগ্ধের্বা''।। নিরুক্ত ৩।১।৪।। ইহা নিরুক্তের প্রমাণ। যতই দূরে বিবাহ হইবে, কন্যার ততই অধিক লাভ হইবে।

প্রশ্ন–নিজের গোত্রের ভ্রাতা ও ভগ্নীদের মধ্যে পরস্পর বিবাহ হয় না কেন ?

উত্তর–প্রথম দোষ এই যে, ইহাদের মধ্যে বিবাহ হইলে কখনও পরস্পরের মধ্যে প্রীতি হয় না। কারণ পরোক্ষ পদার্থে যত প্রীতি হয়, প্রত্যক্ষ পদার্থে তত প্রীতি হয় না। বাল্যাবস্থার দোষগুণও পরস্পরের জানা থাকে, সেইজন্য পরস্পরের প্রতি ভয়ও অধিক থাকে না। দ্বিতীয়তঃ–যতদিন দূরস্থ কুলের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ হইলে পরস্পরের প্রীতি, উন্নতি ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পায়, নিকট সম্বন্ধ হইলে তাহা হয় না।

যুবাবস্থায় বিবাহ বিষয়ে বেদের প্রমাণ

তমস্মেরা য়ুবতয়ো য়ুবানং মর্মৃজ্যমানাঃ পরিয়ন্ত্যাপঃ। স শুক্রেভিঃ শিক্বভী রেবদস্মে দীদায়ানি□মা ঘৃতনির্ণিগপ্সু।।১।। অস্মৈ তিস্রো অব্যথ্যায় নারীর্দেবায় দেবীর্দিধিষন্ত্যন্নম্। কৃতাইবোপ হি প্রসর্স্রে অপ্সু স পীয়ূষং ধয়তি পূর্বসূনাম্।।২।। অশ্বস্যাত্র জনিমাস্য চ স্বর্দ্রুহো রিষঃ সম্পৃচঃ পাহি সূরীন্। আমাসু পূর্ষু পরো অপ্রমৃষ্যং নারাতয়ো বি নশন্নানৃতানি।।৩।। ঋ০মং০২। সু০৩৫। মং০ ৪–৬। **বধূরিয়ং পতিমিচ্ছন্ত্যেতি য় ঈং বহাতে মহিষীমিষিরাম্। আস্য শ্রবস্যাদ্রথ আ চ ঘোষাৎপুরূ সহস্রা পরি বর্ত্তয়াতে।।৪।।** ঋ০মং০৫। সু০ ৩৭। মং০৩।। **উপ ব এষে বন্দ্যেভিঃ শূষৈঃ প্র য়হ্বী দিবশ্চিতয়দ্ভিরর্কৈঃ। উষাসানক্তা বিদুষীব বিশ্বমা হা বহতো মর্ত্যায় য়জ্ঞম্।।৫।।** ঋ০মং০৫। সু০৪১। মং০৭।।

অর্থঃ– যে সব (মর্মৃজ্যমানাঃ) উত্তম ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ও সদ্বিদ্যায় অত্যন্ত শুদ্ধা (য়ুবতয়ঃ) ২০ (কুড়ি) বর্ষ হইতে ২৪ (চ□িবশ) বর্ষ বয়সের যুবতী কন্যা, যেরূপ (আপঃ) জল বা নদী সমুদ্রকে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ (অস্মেরাঃ) আমাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া, নিজেদের হইতে দেড় গুণ বা দুই গুণ বয়সের (তম্) সেই ব্রহ্মচর্য্য ও বিদ্যায় পরিপূর্ণ, শুভলক্ষণযুক্ত,

আপন-আপন মনের মত (য়ুবানম্) যুবা পতি (পরিয়ন্তি) প্রাপ্ত হয়, (সঃ) সেই ব্রহ্মচারী (শুক্রেভিঃ) শুদ্ধ গুণ ও (শিক্ব□ভিঃ) বীর্য্যাদিযুক্ত হইয়া (অস্মে) আমাদের মধ্যে (রেবৎ) অত্যন্ত শ্রীসম্পন্ন কর্ম ও (দীদায়) স্বীয় যোগ্যা যুবতী স্□ী প্রাপ্ত হউক। (অপ্সু) অন্তরিক্ষে বা সমুদ্রমধ্যে (ঘৃতনির্ণিক্) জলের শোধক (অনিধ্মা) স্বয়ং প্রকাশিত বিদ্যুৎ অগ্নির ন্যায় স্□ী ও পুরুষের হৃদয়ের প্রেম অন্তরে প্রকাশিত ও বাহিরে অপ্রকাশিত থাকুক, এইভাবে স্□ী ও পুরুষ উভয়ে গৃহাশ্রমে উত্তম সন্তান ও গভীর আনন্দ লাভ করুক।।১।। হে স্□ীপুরুষগণ! (তিস্রঃ) উত্তম, মধ্যম ও অধম (দেবীঃ নারীঃ) বিদ্বান্ ব্যক্তিদের বিদুষী স্□ীরা (অস্মৈ) এই (অব্যথ্যায়) পীড়ারহিত (দেবায়) কামনার জন্য (অন্নম্) অন্নাদি উত্তম পদার্থ (দিধিষন্তি) ধারণ করে। (কৃতা ইব) যেন শিক্ষা লাভ করা হইয়াছে এইরূপ (অপ্সু) প্রাণবৎ প্রীত্যাদি ব্যবহারে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য স্□ীগণের সহিত পুরুষগণ এবং পুরুষগণের সহিত স্□ীগণ (উপ প্রসর্স্রে) সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়, (সঃ হি) সেই স্□ী ও পুরুষই আনন্দ লাভ করে। জলে (পীয়ূষম্) অমৃতরূপ রস প্রাপ্ত হওয়ার ন্যায় (পূর্বসূনাম্) প্রথমপ্রসুতা স্□ীদের সন্তান (ধয়তি) যেরূপ দুগ্ধ পান করিয়া পুষ্ট হইতে থাকে, সেইরূপ এই ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী স্□ীর সন্তান যথাবৎ পুষ্টি লাভ করিতে থাকে।।৩।। যেমন রাজপুরুষেরা (পূর্ষু) নিজেদের নগরে ও (আসাসু) গৃহে উৎপন্ন পুত্র ও কন্যারূপ প্রজাদের মধ্যে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হয়, যেমন (পরঃ) উত্তম বিদ্বান্ (অপ্রমৃষ্যম্) শত্রুদের অসহনীয় ব্রহ্মচর্য্যলব্ধ বলবান দেহ প্রাপ্ত হয়, (অরাতয়ঃ) শত্রুগণ (ন বিনশন্) যাহাকে বিনাশ করিতে পারে না ও (অনৃতানি) মিথ্যা বাক্যাদি দুষ্ট দুর্ব্যসন যাহাকে (ন) প্রাপ্ত হয় না এমন উত্তম স্□ীপুরুষ (দ্রুহোঃ) দ্রোহাদি দুর্গুণ ও (রিষঃ) হিংসাদি পাপের (ন সম্পৃচঃ) সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয় না। যে যুবাবস্থায় বিবাহ করিয়া সানন্দে যথাবিধি সন্তানোৎপাদন করে, তাহারা (অস্য) এই (অশ্বস্য) মহান্ গৃহাশ্রমের মধ্যে উত্তম সন্তান সমূহের (জনিম) জন্ম হয়। (অতএব হে স্□ী ও পুরুষ। তুমি (সূরীন্)

বিদ্বান্‌দিগকে (পাহি) রক্ষা করো (চ) এবং এইরূপে গৃহস্থগণের (অত্র) এই গৃহাশ্রমে সর্বদাই (স্বঃ) সুখ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।।৩।। হে মনুষ্যগণ। (য়ঃ) পুর্ব লক্ষণাক্রান্ত যে পুর্ণ যুবক (ঈম্) সর্ব প্রকারে পরীক্ষা করিয়া (মহিষীম্) সদ্ বংশোৎপন্না, শুভগুণরূপবিদ্যা ও চরিত্রসম্পন্ন (ইষিরাম্) বরের কামনাকারিণী ও প্রিয়হৃদয়া স্ত্রী প্রাপ্ত হয় এবং (পাতিম্) বিবাহদ্বারা নিজ স্বামীর (ইচ্ছন্তী) অভিলাষিণী যে (ইয়ম্) এই (বধূঃ) স্ত্রী নিজের যোগ্য প্রিয়হৃদয় পতি (এতি) প্রাপ্ত হয়, সেই পুরুষ বা স্ত্রী (অস্য) এই গৃহাশ্রমের মধ্যে (আশ্রবস্যাৎ) সর্বতোপ্রকারে গভীর বিদ্যা ও ধনধান্যযুক্ত হউক এবং তাহারা উভয়ে (রথঃ) রথের ন্যায় (আঘোষাৎ) পরস্পর প্রিয়বাক্য বলুক (চ) এবং সব গৃহাশ্রমের ভার (বহাতে) বহন করিতে থাকুক। তাহারা উভয়ে (পুরূ) বহু (সহস্রা) অসংখ্য সৎ কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারে।।৪।। হে মনুষ্যগণ। যদি তোমরা পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা স্ব স্ব সন্তানকে সুশিক্ষিত করিয়া স্বয়ম্বর বিবাহ করাও, তবে তাহারা (বন্দ্যেভিঃ) কামনার যোগ্য, (চিত্তয়ন্তিঃ) সব সত্যবিদ্যার জ্ঞাতা (অর্কৈঃ) সম্মানযোগ্য, (শূষৈঃ) শারীরিক ও আত্মিক বলে বলীয়ান্ হইয়া (বঃ) তোমাদের জন্য (এষে) সর্ব সুখ লাভে সমর্থ হইবে এবং (উষাসানক্তা) দিন ও রাত্রির ন্যায় সেই (বিদুষীব) বিদুষী স্ত্রী ও বিদ্বান্ পুরুষ (বিশ্বম্) গৃহাশ্রমের সম্পূর্ণ ব্যবহার (আবহতঃ) সর্ব দিক হইতে প্রাপ্ত হয়। (হ) এইরূপে এই (য়জ্ঞম্) সংগতিযুক্ত গৃহাশ্রমের ব্যবহারকে সেই স্ত্রীপুরুষ পুর্ণ করিতে পারে। (মর্ত্যায়) মনুষ্যগণের জন্য এই পুর্বোক্ত বিবাহ পুর্ণ সুখদায়ক হয় এবং (য়হ্বী) অত্যন্ত শুভগুণকর্মস্বভাবযুক্ত স্ত্রীপুরুষ উভয়েই (দিবঃ) কামনাকে (উপ প্র বহতঃ) উত্তমরূপে প্রাপ্ত হইতে পারে, অন্যে নহে।।৫।।

যেমন ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ে কন্যার ব্রহ্মচর্য্য বেদোক্ত, সেইরূপ সব পুরুষ ব্রহ্মচর্য্য ধারণপূর্বক বিদ্যালাভ করিয়া পূর্ণ যুবক হইবে। পরস্পরকে পরীক্ষা করিয়া যাহাকে যাহার বিবাহ করিলে পূর্ণ প্রীতি হইতে পারে, তাহার সহিত তাহার বিবাহ হওয়াই অত্যুত্তম বিবাহ।

যাহারাই সন্তানকে যুবাবস্থায় বিবাহ না করাইয়া বাল্যাবস্থাতেই পরস্পরের ইচ্ছায় প্রতিকূলে ও অযোগ্য বরকন্যার সহিত বিবাহ দেয়, তাহারাই বেদোক্ত ঈশ্বরাজ্ঞার বিরোধী হইয়া মহা দুঃখসাগরে নিমগ্ন হয় এবং যাহারা পুর্বোক্ত বিধিতে বিবাহ করে ও করায়, তাহারা ঈশ্বরাজ্ঞার অনুকূল হওয়ায় পুর্ণ সুখ লাভ করে।

প্রশ্ন–বিবাহ স্ব স্ব বর্ণে হওয়া উচিত, না অন্য অন্য বর্ণেও হওয়া উচিত ?

উত্তর–স্ব স্ব বর্ণে। পরন্ত বর্ণব্যবস্থা গুণকর্মানুসারে হওয়া চাই, জন্মানুসারে নহে। পূর্ণ বিদ্বান্ ধর্মাত্মা, পরোপকারী, জিতেন্দ্রিয়, মিথ্যাভাষণাদিদোষরহিত, বিদ্যা ও ধর্মপ্রচারে তৎপর–এইরূপ উত্তমগুণসম্পন্ন ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী। বিদ্যা, বল, শৌর্য্য ও ন্যায়াচরণাদিগুণ যাহার মধ্যে থাকিবে–সেই ব্যক্তিই ক্ষত্রিয় বা ক্ষত্রিয়া। যাহার বিদ্যালাভের পর কৃষি, পশুপালন, ব্যবসায় ও বিভিন্ন দেশের ভাষাজ্ঞানাদিগুণ লাভ হইবে–সেই ব্যক্তিই বৈশ্য ও বৈশ্যা। যে বিদ্যাহীন ও মূর্খই থাকে–সে শূদ্র ও শূদ্রা। এই ক্রম অনুসারে বিবাহ হওয়া উচিত অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যের বৈশ্যা ও শূদ্রের শূদ্রা কন্যার সঙ্গে বিবাহ হইলে আনন্দ হয়, অন্যথা নহে।

এই বর্ণব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রমাণ –

ধর্মচর্য্যয়া জঘন্যো বর্ণঃ পুর্বং পুর্বং বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ।।১।।

অধর্মচর্য্যয়া পূর্বো বর্ণো জঘন্যং জঘন্যং বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ।।২।। আপস্তম্বে প্র০২।৫।১০–১১।।

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্ত বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ।।৩।।

মনুস্মৃতৌ অ০১০।৬৫।।

অর্থ ঃ– ধর্মাচরণদ্বারা নীচ বর্ণ উত্তম বর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং সেই বর্ণের যে যে কর্ত্তব্যাধিকার কর্ম আছে, সেই সেই গুণ-কর্ম সেই সেই

পুরুষ বা স্ত্রী প্রাপ্ত হয়। ।১। । সেইরূপ অধর্মাচরণদ্বারা উত্তম বর্ণ নীচ বর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং তাহারাই সেই সেই বর্ণের অধিকারী ও কর্মের কর্ত্তা হইয়া থাকে। ।২। । উত্তম গুণ, কর্ম ও স্বভাবযুক্ত যে শূদ্র, সে যথাক্রমে বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ; বৈশ্য, সে যথাক্রমে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ এবং যে ক্ষত্রিয়, সে ব্রাহ্মণ, বর্ণের অধিকার ও কর্ম প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ নীচ কর্ম ও গুণযুক্ত যে ব্রাহ্মণ, সে যথাক্রমে বৈশ্য ও শূদ্র এবং যে বৈশ্য, সে শূদ্র বর্ণের অধিকার ও কর্ম প্রাপ্ত হয়। ।৩। ।

এইভাবে বর্ণব্যবস্থা হইলে পক্ষপাত থাকে না, সমস্ত বর্ণ উত্তম হয় এবং উত্তম হওয়ার জন্য চেষ্টা থাকে। উত্তম বর্ণ ''নীচ বর্ণ হইয়া যাইব'' এই ভয়ে নিন্দিত কর্ম পরিত্যাগ করিয়া উত্তম কর্মই করিতে থাকে। ইহাতে সংসারের অধিক উন্নতি হয়। আর্য্যাবর্ত্ত দেশে যতদিন এইরূপ **বর্ণব্যবস্থা** পূর্বোক্ত ব্রহ্মচর্য্যসহিত বিদ্যাগ্রহণ ও উত্তমরূপে **স্বয়ম্বর বিবাহ** হইতে ছিল, ততদিন দেশের উন্নতি হইয়াছিল। যাহাতে আর্য্যবর্ত্ত দেশ নিজের পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইতে পারে, তজ্জন্য এখনও এইরূপ হওয়া উচিত।

পরীক্ষা–এখন বধূ ও বর একে অন্যের গুণ, কর্ম ও স্বভাব এই ভাবে পরীক্ষা করিবে–উভয়ের সমান চরিত্র, সমান বুদ্ধি, সমান আচার ও সমান রূপ-গুণাদি থাকিবে; অহিংসকতা, সত্য, মধুর ভাষণ, কৃতজ্ঞতা ও দয়ালুতা থাকিবে। অহঙ্কার, মৎসর, ঈর্ষ্যা, কাম ও ক্রোধ থাকিবে না; নির্লোভতা, দেশসংস্কারবৃত্তি, বিদ্যাগ্রহণ, সত্যোপদেশ করিতে নির্ভয়তা ও উৎসাহ থাকিবে; কপটতাময় পাশাখেলা, চৌর্য্য ও মদ্যমাংসসেবনাদি দোষ থাকিবে না এবং গৃহকার্য্যে অতিশয় চতুরতা থাকিবে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে বা বিদেশ হইতে গৃহাগমনে সাক্ষাৎ হইলে **নমস্তে** বাক্যদ্বারা পরস্পর নমস্কার করিবে। স্ত্রী পতির চরণস্পর্শ, পাদপ্রক্ষালন ও আসনদান করিবে এবং উভয়ে পরস্পর প্রেমোদ্দীপক বাক্য ও ব্যবহারাদির মধ্যে থাকিয়া আনন্দভোগ

করিবে। বরের শরীর অপেক্ষা স্ত্রীর শরীর পাতলা এবং উচ্চতায় স্ত্রীর মস্তক বরের স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত হওয়া উচিত। তারপ আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা স্ত্রী ও পুরুষ বচনাদিব্যবহার দ্বারা করিবে।

বিবাহের অঙ্গীকার

ওওম্। ঋতমগ্রে প্রথমং জজ্ঞ ঋতে সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্। য়দিয়ং কুমার্য়্যভিজাতা তদিয়মিহ প্রতিপদ্যতাম্। য়ৎ সত্যং তদ্ দৃশ্যতাম্। ।

আশ্ব০গৃ০অ০১ ।কং০৫ ।৫। ।

অর্থঃ– যখন বিবাহ করার সময় নিশ্চিতরূপে স্থির হইয়া যাইবে, তখন কন্যা চতুর পুরুষদ্বারা বরকে এবং বর চতুরা স্ত্রীদ্বারা কন্যাকে পরোক্ষভাবে পরীক্ষা করাইবে। তৎপরে উত্তম বিদ্বান্ পুরুষ এবং বিদুষী স্ত্রীগণের এক সভা আহ্বান্ করিয়া উভয়ে পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিবে–''হে স্ত্রী বা হে পুরুষ। এই জগৎসৃষ্টির পুর্বে ঋত–যথার্থ স্বরূপ মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছিল এবং সেই মহত্তত্ত্ব মধ্যে সত্য–ত্রিগুণাত্মক নাশরহিত প্রকৃতি প্রতিষ্ঠিত আছে। যেরূপ পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগে সমগ্র বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ এই কুমারী প্রকৃতি ও আমি কুমার পুরুষ–আমরা উভয়ে এই সময়ে বিবাহ করিবার জন্য সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি। এই কন্যা ও আমি বর–আমরা উভয়ে পরস্পর পরস্পরকে প্রাপ্ত হইয়া নিজেদের প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য দৃঢ়োৎসাহী থাকিব।''

পুর্ববিধি

স্নান

বিধিঃ– কন্যা রজস্বলা হইয়া ৩৪ পৃষ্ঠা হইতে ৩৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধি অনুসারে শুদ্ধ হইবে। যে দিন গর্ভাধানের রাত্রি নিশ্চিত হইবে, সেই রাত্রি হইতে ৩ (তিন) দিন পূর্বে বিবাহের জন্য প্রথম হইতেই সব সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে এবং ১৫ পৃষ্ঠা হইতে

২০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধিতে যজ্ঞশালা, বেদি, ঋত্বিক্ যজ্ঞপাত্র ও শাকল্যাদি ব শুদ্ধ সামগ্রীর ব্যবস্থা পুর্ব হইতেই করিয়া রাখা উচিত। তৎপরে এক ঘন্□া[১] রাত্রি অতিবাহিত হইলে পর নিম্নোক্ত মন্□ শুদ্ধ ও সুগন্ধ জলপুর্ণ কলস লইয়া বর ও বধু স্নান[২] করিবে–

[৩]**বর-বধু–ওওম্। কাম বেদ তে নাম মদো নামাসি সমানয়ামুঃঠং সুরা তে অভবৎ। পরমত্র জন্মাগ্রে তপসো নির্মিতোঽসি স্বাহা।।১।। ওওম্। ইমং ত উপস্থং মধুনা সঞ্ঠংসৃজামি প্রজাপতের্মুখমেতদ্ দ্বিতীয়ম্। তেন পুঞ্ঠংসোভিভবাসি সর্বানবসান্বশিন্যসি রাজ্ঞি স্বাহা।।২।। ওওম্। অগ্নিং ক্রব্যাদমকৃন্বন্ গুহানাঃ স্□ীনামুপস্থমৃষয়ঃ পুরাণাঃ। তেনাজ্যকৃন্বঞ্ঠং শৈ্□শুঙ্গং ত্বষ্ট্রং ত্বয়ি তদ্দধাতু স্বাহা।।৩।।** গো০২।১।১০

---

(১) যদি অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত বিবাহ কার্য্য শেষ না হয় তবে মধ্যাহ্নের পরেই আরম্ভ করিয়া দিবে। যাহাতে মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত বিবাহানুষ্ঠান সমাপ্ত হইযা যায়।

(২) স্নানবিধি গোভি০ গৃহ০ সু০ প্র০১। কা০১। সূ০ ১০ এর অনুসারে লিখিত হইয়াছে।

(৩) হে কাম! তোমার নাম স□র্ব জগৎ জানে। তুমি জগতে মদকারিরূপে প্রসিদ্ধ। এই কন্যা তোমার মদকার্য্যের অন্যতম উপায়। ইহাতে তুমি প্রতিষ্ঠা দান কর। হে কামাগ্নে। এই স্□ীজাতিতেই তোমার উৎকৃষ্ট জন্ম। **গৃহস্থাশ্রমরূপ তপস্যার** জন্যই তোমাকে নির্মাণ করা হইয়াছে।।১।। হে বধূ। আমি তোমার উপস্থেন্দ্রিয়কে প্রেমের সহিত যুক্ত করিতেছি। সন্তানোৎপত্তির ইহাই দ্বিতীয় দ্বারস্বরূপ। তুমি ইহাদ্বারা অবশীভূত পুরুষকেও বশীভূত কর। হে গৃহস্বামিনি। তুমি সকলকেই বশীভূত করিয়া থাক।।২।। তত্ত্বান্বেষী প্রাচীন অভিজ্ঞ ঋষিগণ যোষিদ্‌গণের উপস্থেন্দ্রিয়কে মাংসখাদক অগ্নির ন্যায় বর্ণনা করিয়া থাকেন। তাহার সহিত পুরুষের উপস্থেন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন তথা সন্তানোৎপাদনে সমর্থ বীর্য্যকে ঘৃতের ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। হে বধূ। সেই বীর্য্য তোমার শরীরে ধৃত হইয়া পুষ্ট হউক।।৩।। –অনুবাদক।

হবন

তারপর বধূ সুন্দর বস্□ালঙ্কারে সুশোভিত হইয়া উত্তম আসনে পূর্বাভিমুখে উপবেশন করিবে। তৎপরে ৪ পৃষ্ঠা হইতে ১৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধি অনুসারে **ঈশ্বরস্তুতি, প্রার্থনোপাসনা স্বস্তিবাচন ও শান্তিপাঠ** করিবে। পরে ২২ পৃষ্ঠা হইতে ২৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধিতে **অগ্ন্যাধান** ও **সমিদাধান** করিবে। ১৭ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে **স্থালীপাকাদি** যথাবিধি করিয়া বেদীর নিকটে রাখিবে।

এইরূপে বরও স্বগৃহে একান্তে গিয়া উত্তম বস্□ালঙ্কারে ভূষিত হইয়া যজ্ঞশালায় অগমনপূর্বক উত্তমাসনে পূর্বাভিমুখে উপবেশন করিবে এবং ৪ পৃষ্ঠা হইতে ৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধিতে **ঈশ্বরস্তুতি*** **ও প্রার্থনোপাসনা** করিয়া বধূর গৃহে যাইবার জন্য সজ্জিত হইবে।

তদনন্তর কন্যাপক্ষের ও বরপক্ষের পুরুষেরা অতি সম্মানের সহিত বরকে গৃহে লইয়া যাইবে।

সভামণ্ডপে

মধুপর্ক

যে সময় বর বধূর গৃহে আগমন করিবে, সেই সময় বধূ ও কর্মকর্ত্তা মধুপর্ক দ্বারা বরকে নিম্নলিখিত প্রকারে আদর সম্মান করিবে। উহার পদ্ধতি এইরূপ যে বর বধূর গৃহে প্রবেশ করিয়া পূর্বাভিমুখে দণ্ডায়মান থাকিবে এবং বধূ ও কর্মকর্ত্তা বরের সমীপে উত্তরাভিমুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া নিম্নোক্ত বাক্য বলিবে–

---

* বিবাহে আগত স্□ীপুরুষগণ একাগ্রচিত্তে ধ্যানাবস্থিত হইয়া (স্তুতি, প্রার্থনা ও উপাসনা) এই তিন কর্মানুসারে ঈশ্বরচিন্তা করিবে।

বধূ ও কর্মকর্ত্তা–*সাধু ভবানাস্তামর্চয়িষ্যামো ভবন্তম্।

পারঃ কা০১। কং০৩। সু০৪।

ইহাতে বর নিম্নোক্ত বাক্যে প্রত্যুত্তর দিবে–

বর–ও৩ম্। অর্চয়।।

বধূ ও কর্মকর্ত্তা বরের জন্য যে উত্তম আসন স্থির করিয়া রাখিয়াছে, বধূ তাহা হস্তে লইয়া বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নোক্ত বাক্যে আসন গ্রহণ করিতে বলিবে –

বধূ - ও৩ম্। বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্যতাম্।।

পার০ কাং০১। কং০১৬।

অর্থাৎ আপনি এই উত্তমাসন গ্রহণ করুন। বর নিম্নোক্ত বাক্যে বধূর হস্ত হইতে আসন গ্রহণ করিবে–

বর–**ও৩ম্ প্রতিগৃহ্ণামি।।**

এবং তাহাতে সভামণ্ডপে পূর্বাভিমুখে উপবেশন করিয়া নিম্নোক্ত বাক্য বলিবে –

বর–ও৩ম্। বর্ষ্মোঽস্মি সমানানামুদ্যতামিব সুর্য্যঃ।

ইমন্তমভিতিষ্ঠামি য়ো মা কশ্চাভিদাসতি।।

পার০কাং০১। কং০৩।৮।।

*এই মন্□ হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহের সমস্ত পূর্বাবিধি বিশেষতঃ পার০ গৃ০সূ০কাং০১। কং০৩। সূ০৪। আদি অনুসারে লিখিত হইয়াছে। এইজন্য সবস্থলে সূত্রাদি লিখিবার আবশ্যকতা নাই (সংস্□ারচন্দ্রিকা)।

– সম্পাদক

তারপর কর্মকর্ত্তা একটী সুন্দর পাত্রে জল পূর্ণ করিয়া কন্যার হস্তে দিবে এবং কন্যা নিম্নোক্ত বাক্য বলিয়া পাত্রটী বরের সম্মুখে ধরিবে–

বধূ–**ও৩ম্। পাদ্যং পাদ্যং পাদ্যং প্রতিগৃহ্যতাম্।।**

পার০কাং০ ১। কং০৩।৯।।

বর নিম্নোক্ত বাক্য বলিয়া কন্যার হস্ত হইতে জল লইবে–

বর–**ও৩ম্ প্রতিগৃহ্ণামি।।**

এবং পাদ* প্রক্ষালন করিতে করিতে নিম্নোক্ত বাক্য বলিবে–

বর–**ও৩ম্। বিরাজো দোহোঽসি বিরাজো দোহমশীয় ময়ি পাদ্যায়ৈ বিরাজো দোহঃ।।**

পার০কাং০১।কং০৩।১২।।

তারপর পুনরায় কার্য্যকর্ত্তা আর একটী শুদ্ধ পাত্র পবিত্র জলে পূর্ণ করিয়া কন্যার হস্তে দিবে। কন্যা তাহা নিম্নোক্ত মন্□ বরের হস্তে প্রদান করিবে–

বধূ–**ও৩ম্। অর্ঘোঽর্ঘোঽর্ঘঃ প্রতিগৃহ্যতাম্।।**

বর কন্যার হস্ত হইতে জলপাত্র নিম্নোক্ত মন্□ বলিয়া গ্রহণ করিবে–

বর–**ও৩ম্। প্রতিগৃহ্ণামি।।**

এবং তাহা হইতে মুখ প্রক্ষালন করিয়া নিম্নোক্ত মন্□ বলিবে–

বর–ও৩ম্। আপ স্থ য়ুষ্মাভিঃ সর্বান্ কামানবাপ্নবানি।।
ও৩ম্। সমুদ্রং বঃ প্রহিণোমি স্বাং য়োনিমভিগচ্ছত।
অরিষ্টাস্মাকং বীরা মা পরাসেচি মৎপয়ঃ।।

পার০কাং০১। কং০৩।১৩।১৪।।

* যদি গৃহের প্রবেশদ্বার পূর্বাভিমুখে হয়, তবে বর উত্তরাভিমুখে এবং বধূও কর্মকর্ত্তা পূর্বাভিমুখে দণ্ডায়মান থাকিবে। ব্রাহ্মণবর্ণ হইলে প্রথমে দক্ষিণপদ, পরে বামপদ এবং ক্ষত্রিয়াদি অন্য বর্ণ হইলে প্রথমে বামপদ, পরে দক্ষিণপদ প্রক্ষালন করিবে।

তারপর বেদির পশ্চিমে বিস্তৃত সেই শুভাসনে পূর্বাভিমুখে উপবেশন করিবে। তখন কর্মকর্ত্তা এক সুন্দর উপপাত্র জলে পূর্ণ করিয়া তাহাতে আচমনী রাখিয়া কন্যার হস্তে প্রদান করিবে এবং কন্যা নিম্নোক্ত বাক্য বলিয়া তাহা বরের সম্মুখে রাখিবে –

বধু—ওতম্। আচমনীয়মাচমনীয়মাচমনীয়ম্প্রতিগৃহ্যতাম্।।

বর নিম্নোক্ত বাক্য বলিয়া জলপাত্র গ্রহণ করিবে –

বর–ওতম্।। প্রতিগৃহ্ণামি।।

এবং তন্মধ্য হইতে যে পরিমাণ জল দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির মূল পর্য্যন্ত পৌঁছিবে, তাহা লইয়া বর নিম্নোক্ত মন্ে এক আচমন করিবে –

বর–ওতম্। আ মাগন্ য়শসা সঞ্চসৃজ বর্চসা।

তং মা কুরু প্রিয়ং প্রজানামধিপতিং পশুনামরিষ্টিং তনুনাম্।।

পার০কাং০১। কং৩।১৫।।

এবং এইভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারে এই মন্ পড়িয়াই দ্বিতীয় ও তৃতীয় আচমন করিবে।

তারপর কর্মকর্ত্তা মধুপর্কের* পাত্র কন্যার হস্তে প্রদান করিবে এবং কন্যা নিম্নোক্ত মন্ে তাহা গ্রহণের জন্য বরকে বিনয় সহকারে বলিবে–

বধু–ওতম্। মধুপর্কো মধুপর্কো মধুপর্কঃ প্রতিগৃহ্যতাম্।।

বর নিম্নোক্ত বাক্য বলিয়া কন্যার হস্ত হইতে তাহা গ্রহণ করিবে–

বর–ওতম্। প্রতিগৃহ্ণামি।।

---

* দধিতে ঘৃত বা মধু মিশ্রিত করা হয়, পরিমাণ ১২ (বার) তোলা দধিতে ৪ (চারি) তোলা মধু বা ৪ (চারি) তোলা ঘৃত মিশ্রিত করা হয়। ইহাকেই মধুপর্ক বলে। মধুপর্ক কাংস্যপাত্রে হওয়াই উচিত।

এবং সেই সময় নিম্নকথিত মন্স্থ বাক্য বলিবে –

বর–ওতম্। মিত্রস্য ত্বা চক্ষুষা প্রতীক্ষে।।

পার০কাং০ ১। কং০ ৩।১৬।।

এবং স্বচক্ষে মধুপর্ক দর্শন করিবে। তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ বলিয়া মধুপর্কের পাত্র বাম হস্তে ধারণ করিবে –

বর—**ওতম্। দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং প্রতিগৃহ্ণামি।।** য০অ০১। মং০১০।। পার০কাং১। ৩।১৭।।

তৎপরে নিম্নোক্ত তিন মন্ পাঠ করিয়া মধুপর্কের দিকে অবলোকন করিবে –

বর–**ওতম্। ভূর্ভুবঃ স্বঃ। মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাবীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।।১।। ওতম্।। ভূর্ভুবঃ স্ব। মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবঞ্চ রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।।২।। ওতম্।। ভূর্ভুব স্বঃ। মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সুর্য্যঃ। মাবীর্গাবো ভবন্তু নঃ।।৩।।** য০অ০ ১৩। মং০ ২৭–২৯।।

তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ পাঠ করিয়া দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা মধুপর্ক তিনবার আলোড়িত করিবে –

বর–ওতম্ নমঃ শ্যাবাস্যায়ান্নশনে য়ত্ত আবিদ্ধং তত্তে নিষ্ন্তামি।। পার০কাং০১। কং০৩। সু০১৮।

নিম্নোক্ত মন্ পাঠ করিয়া পূর্বাদিকে কিছু কিছু ছিটাইবে –

বর–**ওতম্। বসবস্ত্বা গায়ত্রেণ ছন্দসা ভক্ষয়ন্তু।।**

নিম্নোক্ত মন্ে দক্ষিণ দিকে কিছু কিছু ছিটাইবে –

ওতম্ রুদ্রাস্ত্বা ত্রেষ্টুভেন ছন্দসা ভক্ষয়ন্তু।।

নিম্নোক্ত মন্ে পশ্চিম দিকে কিছু কিছু ছিটাইবে –

ওতম্। আদিত্যাস্ত্বা জাগতেন ছন্দসা ভক্ষয়ন্তু।।

নিম্নোক্ত মন্ে পশ্চিম দিকে কিছু কিছু ছিটাইবে–

ও৩ম্ । আদিত্যাস্ত্বা জাগতেন ছন্দসা ভক্ষয়ন্তু । ।

নিম্নোক্ত মন্ে উত্তরদিকে কিছু কিছু ছিটাইবে–

ও৩ম্ । বিশ্বে ত্বা দেবা আনুষ্টুভেন ছন্দসা ভক্ষয়ন্তু । ।

এবং নিম্নকথিত মন্স্থ বাক্য বলিয়া পাত্রের মধ্যভাগ হইতে লইয়া উর্ধ্বদিকে তিনবার ছিটাইবে–

ও৩ম্ । ভূতেভ্যস্ত্বা পরিগৃহ্নামি । ।

আশ্বলা০গৃ০ । অ০১ । কং০২৪ । সু০১৫ । ।

তৎপশ্চাৎ ঐ মধুপর্ক তিনটী কাংস্যপাত্রে **তিন ভাগে** বিভক্ত করিয়া নিজের সম্মুখে ভূমির উপর রাখিবে। এইভাবে রাখিয়া বর নিম্নোক্ত মন্ এক একবার পাঠ করিয়া এক এক ভাগ হইতে কিছু কিছু অথবা সবই ভক্ষণ করিবে–

বর–**ও৩ম্ । যন্মধুনো মধব্যং পরমꣳ রূপমন্নাদ্যম্ । তেনাহং মধুনো মধব্যেন পরমেণ রূপেণান্নাদ্যেন পরমো মধব্যোঽন্নাদোঽসানি । ।**
পার০কাং০১ । কং০৩ । ।

এবং ঐসব পাত্রে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা নিজের কোন সেবককে দিবে বা জলে নিক্ষেপ করিবে। পরে নিম্নোক্ত দুই মন্ে দুইবার আচমন করিবে –

বর–**ও৩ম্ । অমৃতাপিধানমসি স্বাহা । ।**

আশ্বলা০ গৃ০ । অ০১ । কং০২৪ । সু০২১ । ।

ও৩ম্ । সত্যং যশঃ শ্রীর্ময়ি শ্রীঃ শ্রয়তাং স্বাহা । ।

আশ্বলা০গৃ০ । অ০১ । কং০২৪ । সু০২২ । ।

অর্থাৎ প্রথম মন্ে একবার এবং দ্বিতীয় মন্ে দ্বিতীয়বার আচমন করিবে। তৎপশ্চাৎ বর ২১ পৃষ্ঠায় লিখিত প্রণালীতে জলদ্বারা চক্ষুরাদি **ইন্দ্রিয় স্পর্শ** করিবে।

তৎপরে কন্যা বিনয়সহকারে নিম্নোক্ত বাক্য বলিয়া গবাদি যথাযোগ্য দ্রব্য বরকে যথাশক্তি অর্পণ করিবে –

বধু–ও৩ম্ । গৌর্গৌর্গৌঃ প্রতিগৃহ্যতাম্ । ।

বর নিম্নোক্ত বাক্য বলিয়া তাহা গ্রহণ করিবে –

বর–ও৩ম্ । প্রতিগৃহ্নামি । । পার০কাং০১ । কং০৩ । ।

এইভাবে মধুপর্ক বিধি যথারীতি করিবে।

সম্প্রদানগৃহে

কন্যাদান

পরে বধূ ও কর্মকর্ত্তা বরকে সভামন্ডপ[১] হইতে গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া শুভ আসনে পূর্বাভিমুখে বসাইবে এবং বধূকে বরের সম্মুখে পশ্চিমাভিমুখে বসাইয়া নিজে উত্তরাভিমুখে উপবেশনপূর্বক নিম্নোক্ত বাক্য বলিবে–

কন্যার পিতা–ও৩ম্ । অমুক[২] গোত্রোৎপন্নামিমামমুকনাম্নী ম[৩]লঙ্কৃতাং কন্যাং প্রতিগৃহ্নাতু ভবান্ । ।

---

(১) যদি সভামণ্ডপ স্থাপিত না থাকে, তবে যে গৃহমধ্যে মধুপর্ক হইবে, তথা হইতে বরকে অন্য গৃহে লইয়া যাইবে।

(২) ''অমুক'' এই পদের স্থানে যে গোত্রে এবং কুলে বধূ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা উচ্চারণ করিবে অর্থাৎ সেই নাম করিবে।

(৩) অমুক নাম্নীম্ এই স্থানে বধূর নামে দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচন যুক্ত করিয়া বলিবে।

এইরূপ বলিয়া বরের দক্ষিণ হাত চিৎ করিয়া রাখিয়া অর্থাৎ হাতের তালু উপরদিকে করিয়া তাহার হাতের উপর বধূর দক্ষিণ হাত চিৎ করিয়াই রাখিবে এবং বর নিম্নোক্ত মন্ত্র বলিবে –

বর–ওওম্। প্রতিগৃহ্ণামি।।

তদন্তর বর নিম্নোক্ত মন্ত্র বলিয়া বধূকে উত্তম বস্ত্র প্রদান করিবে–

বর–ওওম্ জরাং গচ্ছ পরিধৎস্ব বাসো ভবা কৃষ্টীনামভিশস্তিপাবা। শতং চ জীব শরদঃ সুবর্চা রয়িং চ পুত্রাননু –সংব্যয়স্বায়ুষ্মতীদং পরিধৎস্ব বাসঃ।। পার০কা০১। কং০৪।১২।।

তারপর নিম্নোক্ত মন্ত্র বলিয়া বধূকে উপবস্ত্র প্রদান করিবে–

বর–ওওম্।। য়া অকৃন্তন্নবয়ন্ য়া অতন্বত য়াশ্চ দেবীস্তন্তূনভিতো ততন্থ। তাস্ত্বা দেবীর্জরসে সংব্যয়স্বায়ুষ্মতীদং পরিধৎস্ব বাসঃ।। পার০গৃ০কাং০১। কং০৪।১৩।।

এইসব বস্ত্র লইয়া বধু অন্য কোন গৃহে একান্তে গিয়া তাহা পরিধান করিবে এবং উপবস্ত্রকে যজ্ঞোপবীতের ন্যায় ধারণ করিবে।

বর নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া স্বয়ং অধোবস্ত্র ধারণ করিবে–

বর–ওওম্। পরিধাস্যৈ য়শোধাস্যৈ দীর্ঘায়ুত্বায় জরদষ্টিরস্মি। শতং চ জীবামি শরদঃ পুরুচী রায়স্পোষমভিসংব্যয়িষ্যে।।

পার০কাং০২। কং০ ৬। ২০।।

এবং নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া উপবস্ত্র ধারণ করিবে –

বর–ওওম্। য়শসা মা দ্যাবাপৃথিবী য়শসেন্দ্রাবৃহস্পতী। য়শো ভগশ্চ মা বিন্দদ্যশো মা প্রতিপদ্যতাম্।।

পার০কাং০ ২। কং০৬। ২১।।

যজ্ঞমণ্ডপে

হোমের আয়োজন

এইভাবে বধূ যতক্ষণ বস্ত্র পরিধান করিয়া প্রস্তুত হইতে থাকিবে, ততক্ষণ কর্মকর্ত্তা বা অন্য কেহ যজ্ঞমণ্ডপে গমনপুর্বক কুণ্ডের সমীপস্থ হইয়া ২১ হইতে ২২ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধি অনুসারে ইন্ধন, কর্পূর বা ঘৃতদ্বারা কুণ্ডের অগ্নিকে প্রদীপ্ত করিবে। আহুতির জন্য সুগন্ধ দ্রব্য মিশ্রিত ঘৃত হণ্ডীসিহ কুণ্ডের অগ্নিতে গরম করিয়া কাংস্যপাত্রে রাখিবে এবং স্রুবাদি হবনপাত্র, শুদ্ধ জলপাত্র ও সামগ্রী আদি যজ্ঞকুণ্ডের নিকটে একত্র করিয়া রাখিবে।

বরপক্ষের কোন পুরুষ শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করিয়া বিশুদ্ধ জলপূর্ণ একটী কলসসহ যজ্ঞকুণ্ড পরিক্রমা করিয়া কুণ্ডের দক্ষিণভাগে উত্তরাভিমুখ হইয়া কলস স্থাপন করিবে অর্থাৎ কলসী সযত্নে নিজের সম্মুখে ভূমিতে রাখিয়া যতক্ষণ বিবাহানুষ্ঠান শেষ না হয় উত্তরাভিমুখে উপবিষ্ট থাকিবে।

এইভাবে বরপক্ষের অন্য এক ব্যক্তি দণ্ডহস্তে কুণ্ডের দক্ষিণভাগে অনুষ্ঠানের শেষ পর্য্যন্ত উত্তরাভিমুখে সমাসীন থাকিবে।

এইভাবে বধূর সহোদর, তদভাবে খুড়তত, মামাতো বা মাসতুতো ভাই ধান্য বা জোয়ারের এই ও শমীবৃক্ষের শুষ্কপত্র একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেই শমীপত্র মিশ্রিত খই ৪ (চারি) অঞ্জলি এক শুদ্ধ শূর্পে রাখিয়া সেই লাজ-শূর্পসহ যজ্ঞকুণ্ডের পশ্চিমভাগে পূর্বাভিমুখে উপবিষ্ট থাকিবে।

তারপর কর্মকর্ত্তা একটী সুন্দর ও মসৃণ শিলা তথা বর ও বধূরা উপবেশনার্থ কুণ্ডের সমীপে দুখানি কুশাসন বা যজ্ঞীয় তৃণাসন অথবা পূর্বে হইতে নির্দ্ধারিত যজ্ঞিয় বৃক্ষের বল্কলাসন প্রতিষ্ঠা করাইবে।

তারপর কর্মকর্ত্তা নববস্ত্রপরিহিতা কন্যাকে বরের সম্মুখে আনয়ন করিবে। তখন বর ও কন্যা নিম্নোক্ত মন্ত্র বলিবে –

বর ও কন্যা–ও৩ম্ । সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ । সং মাতরিশ্বা সং ধাতা সমুদেষ্ট্রী দধাতু নৌঙ(১) । ।

ঋ০মং০১০ । সু০৮৫ । । মং০৪৭ । ।

বরবধুর যজ্ঞমণ্ডপে আগমন

তারপর বর দক্ষিণ হস্তে বধুর দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া নিম্নোক্ত মন্□ বলিবে –

বর–ও৩ম্ । য়দৈষি মনসা দুরং দিশোঽনুপবমানো বা ।

হিরণ্যপর্ণো বৈকর্ণঃ স ত্বা মন্মনসাং করোতু(২) **অসৌ । ।২ । ।**

পার০কাং ১ । কং০৪ । ।

(১) বর ও কন্যা বলিবে–হে (বিশ্বে দেবাঃ) এই যজ্ঞশালায় উপবিষ্ট বিদ্বদ্‌গণ । আপনারা আমাদের উভয়কে (সমঞ্জন্তু) নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত হউন যে, আমরা সানন্দে গৃহাশ্রমে একত্র বসবাসের জন্য একে অন্যকে স্বীকার করিতেছি । (নৌ) আমাদের উভয়ের (হৃদয়ানি) হৃদয় (আপঃ) জলের ন্যায় (সম্) শান্ত ও মিলিতভাবে থাকিবে । যেমন (মাতরিশ্বা) প্রাণবায়ু আমাদের প্রিয়, তেমন (সম্) আমরা উভয়ে একে অন্যের প্রতি সদাই প্রসন্ন থাকিব । যেরূপ (ধাতা) ধারণকর্ত্তা পরমাত্মা সকলের মধ্যে (সম্) মিলিত থাকিয়া সব জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন, সেইরূপ আমরা উভয়ে একে অন্যকে ধারণ করিব । যেমন (সমুদেষ্ট্রী) উপদেশক শ্রোতৃবৃন্দকে প্রীতি দান করেন, তেমনই (নৌ) আমাদের উভয়ের আত্মা একে অন্যের সহিত দৃঢ়রূপে (দধাতু) প্রেমাবদ্ধ হউক ।

(২) (অসৌ) এই পদের স্থানে কন্যার নাম উচ্চারণ করিবে । হে বরাননে বা হে বরানন । যেমন (পবমানঃ) পবিত্র বায়ু (বা) যেমন (হিরণ্যপর্ণো বৈকর্ণঃ) তেজোময় কিরণদ্বারা জলাদির আকর্ষক সূর্য্য (দুরম্) পদার্থ ও দিক্ সমুহ প্রাপ্ত

(দিশোঽনু) এবং বধূর সহিত **ধৃতহস্তে** বর গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যজ্ঞমণ্ডপে কুণ্ডের সমীপে উভয়ে আগমন করিবে । তৎপরে বর নিম্নলিখিত মন্□ দুইটি বলিবে —

বর—ও৩ম্ । ভুর্ভুবঃ স্বঃ । অঘোরচক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চাঃ । বীরসূর্দেবৃকামা স্যোনা শন্নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে* । ।৩ । । ঋ০মং০ ১০ ।৮৫ ।৪৪ ।

ও৩ম্ । ভুর্ভুবঃ স্বঃ । সা নঃ পূষা পিবতমামৈরয় সা ন উরূ উশতি বিহর । য়স্যামুশন্তঃ প্রহরাম শেফং য়স্যামু কামা বহবো নিবিষ্ট্যৈ । ।৪ । ।

পার০কাং০ ১ ।৪ ।১৬ । ।

হয়, সেইরূপ (য়ৎ) যে তুমি (মনসা) স্বেচ্ছায় আমাকে প্রাপ্ত হও । (ত্বা) সেই তোমাকে (সঃ) সেই পরমেশ্বর (মনুমনসাম্) আমার চিন্তার অনুকূল (করোতু) করুন । হে (বীয়) বীর ! তুমি যে মনদ্বারা আমাকে (ঐষি) প্রাপ্ত হও, সেই তোমাকে জগদীশ্বর সর্বদা আমার মনের অনুকূল রাখুন । ।২ । ।

* হে বরাননে । (অপতিঘ্নি) তুমি পতির সহিত অবিরোধিনী । তোমার (ওম্) রক্ষক (ভূঃ) প্রাণদাতা (ভুবঃ) সর্বদুঃখনাশক (স্বঃ) ও সর্বসুখদাতা পরমাত্মার কৃপায় ও স্বীয় উত্তম পুরুষার্থ বলে তুমি (অঘোরচক্ষুঃ) প্রিয়দৃষ্টি (এধি) হও । (শিবা) মঙ্গলকারিণী, (পশুভ্যঃ) সব পশুর সুখদাত্রী, (সুমনাঃ) পবিত্র অন্তঃকরণযুক্তা, প্রসন্নচেতা, (সুবর্চাঃ) সুন্দর শুভ গুণকর্ম স্বভাব ও বিদ্যাযুক্তা, (বীরসূঃ) উত্তম বীরপ্রসবিনী, (দেবৃকামা) দেবরের কামনাকারিণী অর্থাৎ নিয়োগেরও অভিলাষিণী ও (স্যোনা) সুখযুক্তা হইয়া (নঃ) আমাদের (দ্বিপদে) মনুষ্যাদির জন্য সদা (শম্) সুখকারিণী (ভব) হও এবং (চতুষ্পদ) গবাদি পশুরও (শম্) সুখদাত্রী হও । তোমার প্রতি আমিও সেইরূপ আচরণ করিব ।

তৎপরে বর ও বধু উভয়ে যজ্ঞকুণ্ড **প্রদক্ষিণ** করিয়া কুণ্ডের পশ্চিমভাগে পুর্বস্থাপিত আসনে **বধূ বরের দক্ষিণভাগে** এবং বর বধূর বামভাগে উপবেশন করিলে পর বধূ নিম্নোক্ত মন্□ পাঠ করিবে–

বধূ—ওওম্ । । প্র মে পতিয়ানঃ পন্থাঃ কল্পতাঙ্ঁ শিবা অরিষ্টাং পতিলোকং গমেয়ম্ । ।

মং০ ব্রা০ ১ ।১ ।৮ । । গোভি০ ২ ।১৩ । ।

পুরোহিত বরণ ও হবন

তৎপরে ১৯ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধি অনুসারে যজ্ঞকুণ্ডের সমীপে দক্ষিণভাগে উত্তরাভিমুখে **পুরোহিত স্থাপনা** করিবে, ২০ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে **ওওম্ । অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা ।** । ইত্যাদি তিন মন্ে□র প্রত্যেক মন্□ বর, বধূ, পুরোহিত ও কর্মকর্ত্তা এক একটী আচমন করিয়া এইভাবে তিনটী **আচমন** করিবে এবং একটী শুদ্ধ পাত্রে হস্ত ও মুখ প্রক্ষালন করিয়া তাহা দূরে রাখিয়া দিবে। হস্ত ও মুখ মুছিয়া ২২ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে **ওওম্ । ভুর্ভুবঃ স্বর্দ্যৌরিব০** এই মন্ে□ যজ্ঞকুণ্ডের **অগ্ন্যাধান** করিবে। ২২ পৃষ্ঠা হইতে ২৩ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে **ওওম্ । অয়ন্ত০ ই□ম০** ইত্যাদি মন্ে□ **সমিদাধান** করিবে। ২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে **ওওম্ । অদিতেঽনুমন্যস্ব ।** । ইত্যাদি তিনটী মন্ে□ কুণ্ডের তিনদিকে এবং **ওওম্ । দেব সবিতঃ প্রসুব০** এই মন্ে□ কুণ্ডের চতুর্দিকে দক্ষিণ হস্তের অঞ্জলিদ্বারা শুদ্ধ **জল সিঞ্চন** করিবে।

কুণ্ডে আহুতিপ্রদত্ত সমিধা প্রদীপ্ত হইলে ২৪ হইতে ২৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত প্রণালীতে বধূ, বর, পুরোহিত ও কর্মকর্ত্তা ঘৃতদ্বারা ৪ (চারি) **আঘারাবাজ্যভাগাহুতি** দিবে।

তারপর ঘৃতদ্বারা ২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে ৪ (চারি) **ব্যাহৃতি আহুতি** এবং ২৭ পৃষ্ঠা হইতে ২৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধিতে ৮ (আট)

অষ্টাজ্যাহুতি দিবে। সর্বসমেত ১৬ (ষোল) আজ্যাহুতি দিয়া প্রধান হোমাহুতি আরম্ভ করবে।

প্রধান হোম

এই প্রধান হোমের সময় **বধূ স্বীয় দক্ষিণ হস্তদ্বারা বরের দক্ষিণ স্□ন্ধস্পর্শ** করিয়া ২৬-২৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধিতে **ওওম্ । ভূর্ভুবঃ স্বঃ । অগ্ন আয়ূংষি০** ইত্যাদি চারি মন্ে□ অর্থাৎ এক একটী দ্বারা এক একটী করিয়া মোট ৪ (চারি) **আজ্যাহুতি** ক্রমানুসারে দিবে এবং নিম্নোক্ত মন্□ বলিয়া **পঞ্চম আজ্যাহুতি** দিবে–

ওওম্ । ভূর্ভুবঃ স্বঃ । ত্বমর্য্যমা ভবসি য়ৎ কনীনাং নাম স্বধাবন গুহ্যং বিভর্ষি। অঞ্জন্তি মিত্রং সুধিতং ন গোভির্য়দ্দম্পতী সমনসা কৃণোষি স্বাহা । । ইদমগ্নয়ে–ইদন্ন মম । । ঋ০মং০৫ ।সু০৩ । মং০২ । ।

বর তারপর নিম্নোক্ত বার (১২) মন্ে□ বার **রাষ্ট্রভৃৎ** আজ্যাহুতি দিবে–

ওওম্ । ঋতাষাড্ ঋতধামাগ্নির্গন্ধর্বঃ । স ন ইদং ব্রহ্ম ক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্ । । ইদমৃতাষাহে ঋতধাম্নে অগ্নয়ে গন্ধর্বায়–ইদন্ন মম । ।১ । । ওওম্ ঋতাষাড্ ঋতধামাগ্নির্গন্ধর্বস্ত-স্যৌষধয়োঽপ্সরসো মুদো নাম। তাভ্যঃ স্বাহা । । ইদমোষধিভ্যোঽপ্সরোভ্যো মুদ্ভ্যঃ–ইদন্ন মম । ।২ । । ওওম্ । সংহিতো বিশ্বসামা সূর্য্যো গন্ধর্বঃ । স ন ইদং ব্রহ্ম ক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্ । । ইদং সংহিতায় বিশ্বসাম্নে সূর্য্যায় গন্ধর্বায়–ইদন্ন মম । ।৩ । । ওওম্ । সংহিতো বিশ্বসামা সূর্য্যো গন্ধর্বস্তস্য মরীচয়োঽপ্সরস আয়ুবো নাম । ত্যাভ্যঃ স্বাহা । । ইদং মরীচিভ্যোঽপ্সরোভ্য আয়ুভ্যঃ–ইদন্ন মম । ।৪ । । ওওম্ । সুষুম্ণঃ সূর্য্যরশ্মিশ্চন্দ্রমা গন্ধর্বঃ । স ন ইদং ব্রহ্ম ক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্ । । ইদং সুষুম্ণায় সূর্য্যরশ্ময়ে চন্দ্রমসে গন্ধর্বায়–ইদন্ন

মম।।৫।। ওতম্ সুষুন্নঃ সূর্য্যরশ্মিশ্চন্দ্রমা গন্ধর্বস্তস্য নক্ষত্রাণ্যপ্ সরসো ভেকুরয়ো নাম। ত্যাভ্যঃ স্বাহা।। ইদং নক্ষত্রে-ভ্যোঽপ্সরোভ্যো ভেকুরিভ্যঃ–ইদন্ন মম।।৬।। ওতম্। ইষিরো বিশ্বব্যচা বাতো গন্ধর্বঃ। স ন ইদং ব্রহ্ম ক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্।। ইদমিষিরায় বিশ্বব্যচসে বাতায় গন্ধর্বায়–ইদন্ন মম।।৭।। ওতম্। ইষিরো বিশ্বব্যচা বাতো গন্ধর্বস্তস্যাপো অপ্সরস ঊর্জ্জো নাম। তাভ্যঃ স্বাহা।। ইদমদ্ভ্যোঽপ্সরোভ্যঃ উগর্ভ্যঃ–ইদন্ন মম।।৮।। ওতম্। ভুজ্যুঃ সুপর্ণো য়জ্ঞো গন্ধর্বঃ। স ন ইদং ব্রহ্ম ক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্।। ইদং ভুজ্যবে সুপর্ণায় য়জ্ঞায় গন্ধর্বায়–ইদন্ন মম।।৯।। ওতম্। ভুজ্যুঃ সুপর্ণো য়জ্ঞো গন্ধর্বস্তস্য দক্ষিণা অপ্সরস স্তাবা নাম। তাভ্যঃ স্বাহা।। ইদং দক্ষিণাভ্যোঽপ্সরোভ্যঃ স্তাবাভ্যঃ– ইদন্ন মম।।১০।। ওতম্। প্রজাপতির্বিশ্বকর্মা মনো গন্ধর্বঃ। স ন ইদং ব্রহ্ম ক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্।। ইদং প্রজাপতয়ে বিশ্বকর্ম্মণে মনসে গন্ধর্বায়–ইদন্ন মম।।১১।। ওতম্। প্রজাপতির্বিশ্বকর্মা মনো গন্ধর্বস্তস্য ঋক্সামান্যপ্সরস এষ্টয়ো নাম। তাভ্যঃ স্বাহা।। ইদমৃক্সামেভ্যোঽপ্ সরোভ্য এষ্টিভ্যঃ–ইদন্ন মম।।১২।। যজু০১৮।৩৮–৪৩।। পার০ কাং০১। কং০৫।৭।৮।।

ইহার পর বর **জয়াহোম** করিবে। নিম্নের প্রত্যেক মন্ে□ এক একটী করিয়া জয়া হোমের ১৩ (তেরটী) আহুতি দিবে –

ওতম্। চিত্তং চ স্বাহা।। ইদং চিত্তায়–ইদন্ন মম।।১।। ওতম্। চিত্তিশ্চ স্বাহা।। ইদং চিত্যৈ—ইদন্ন মম।।২।। ওতম্। আকূতং চ স্বাহা।। ইদমাকূতায়–ইদন্ন মম।।৩।। ওতম্। আকূতিশ্চ স্বাহা।। ইদমাকূত্যৈ–ইদন্ন মম।।৪।। ওতম্।

বিজ্ঞাতং চ স্বাহা।। ইদং বিজ্ঞাতায়–ইদন্ন মম।।৫।। ওতম্। বিজ্ঞাতিশ্চ স্বাহা।। ইদং বিজ্ঞাত্যৈ–ইদন্ন মম।।৬।। ওতম্। মনশ্চ স্বাহা।। ইমং মনসে–ইদন্ন মম।।৭।। ওতম্। শক্বরীশ্চ স্বাহা।। শক্বরীভ্যঃ--ইদন্ন মম।।৮।। ওতম্ দর্শশ্চ স্বাহা।। ইদং দর্শায়–ইদন্ন মম।।৯।। ওতম্। পৌর্ণমাসং চ স্বাহা।। ইদং পৌর্ণমাসায়–ইদন্ন মম।।১০।। ওতম্। বৃহচ্চ স্বাহা।। ইদং বৃহতে–ইদন্ন মম।।১১।। ওতম্। রথন্তরঞ্চ স্বাহা।। ইদং রথন্তরায়–ইদন্ন মম।।১২।। ওতম্। প্রজাপতির্জয়ানিন্দ্রায় বৃষ্ণো প্রায়চ্ছদুগ্রঃ প্রতনা জয়েষু। তস্মৈ বিশঃ সমনমন্ত সর্বাঃ স উগ্রঃ স ই হব্যো বভূব স্বাহা।। ইদং প্রজাপতয়ে জয়ানিন্দ্রায়–ইদন্ন মম।।১৩।। পার০কাং০১। কং০৫।।৯।।

তারপর বর **অভ্যাতনহোম** করিবে। ইহাতে নিম্নোক্ত মন্ে□ ১৮ (আঠার) আজ্যাহুতি দিবে–

ওতম্। অগ্নির্ভূতানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাং স্বাহা।। ইদমগ্নয়ে ভূতানামধিপতয়ে–ইদন্ন মম।।১।।

ওতম্। ইন্দ্রো জ্যৈষ্ঠানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাং স্বাহা।। ইদমিন্দ্রায় জ্যেষ্ঠানামধিপতয়ে–ইদন্ন মম।।২।।

ওতম্। য়মঃ পৃথিব্যা অধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাং স্বাহা।। ইদং য়মায় পৃথিব্যা অধিপতয়ে–ইদন্ন মম।।৩।।

ওতম্। বায়ুরন্তরিক্ষস্যাধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাং

স্বাহা।। ইদং বায়বে অন্তরিক্ষস্যাধিপতয়ে–ইদন্ন মম।।৪।।

ওওম্। সূর্য্যো দিবোঽধিপতিঃস মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাংঁ স্বাহা।। ইদং সূর্য্যায় দিবোঽধিপতয়ে–ইদন্ন মম।।৫।।

ওওম্। চন্দ্রমা নক্ষত্রাণামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্।। ক্ষত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাংঁ স্বাহা।। ইদং চন্দ্রমসে নক্ষত্রাণামধিপতয়ে–ইদন্ন মম।।৬।।

ওওম্। বৃহস্পতির্ব্রহ্মণোঽধিপতিঃ সং মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যাস্যাং দেবহূত্যাংঁ স্বাহা।। ইদং বৃহস্পতয়ে–ব্রহ্মণোঽধিপতয়ে–ইদন্ন মম।।৭।।

ওওম্। মিত্রঃ সত্যানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাংঁ স্বাহা।। ইদং মিত্রায় সত্যানামধিপতয়ে–ইদন্ন মম।।৮।।

ওওম্। বরুণোঽপামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাংঁ স্বাহা।। ইদং বরুণায়াপামধিপতয়ে–ইদন্ন মম।।৯।।

ওওম্। সমুদ্রঃ স্রোত্যানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাংঁ স্বাহা।। ইদং সমুদ্রায় স্রোত্যানামধিপতয়ে–ইদন্ন মম।।১০।।

ওওম্। অন্নং সাম্রাজ্যনামধিপতিঃ তন্মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাংঁ স্বাহা।। ইদমন্নায় সাম্রাজ্যানামধিপতয়ে–ইদন্ন মম।।১১।।

ওওম্। সোম ওষধীনামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাংঁ স্বাহা।। ইদং সোমায় ওষধীনামধিপতয়ে–ইদন্ন মম।।১২।।

ওওম্। সবিতা প্রসবানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাংঁ স্বাহা।। ইদং সবিত্রে প্রসবানামধিপতয়ে–ইদন্ন মম।।১৩।।

ওওম্। রুদ্রঃ পশূনামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যাস্যাং দেবহূত্যাংঁ স্বাহা।। ইদং রুদ্রায় পশূনামধিপতয়ে–ইদন্ন মম।।১৪।।

ওওম্। ত্বষ্টা রূপাণামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাংঁ স্বাহা।। ইদং ত্বষ্ট্রে রূপাণামধিপতয়ে–ইদন্ন মম।।১৫।।

ওওম্ বিষ্ণুঃ পর্বতানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাংঁ স্বাহা।। ইদং বিষ্ণবে পর্বতানামধিপতয়ে–ইদন্ন মম।।১৬।।

ওওম্। মরুতো গণানামধিপতয়স্তে মাবন্তুস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যাম্যশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাংঁ স্বাহা।। ইদং মরুদ্ভ্যো গণানামধিপতিভ্যঃ–ইদন্ন মম।।১৭।।

ওওম্। পিতরঃ পিতামহ্যঃ পরেঽবরে ততাস্ততামহা ইহ মাবন্তুস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাংঁ স্বাহা।। ইদং পিতৃভ্যঃ পিতামহেভ্যঃ পরেভ্যোঽবরেভ্যস্ততেভ্যস্ততামহেভ্যশ্চ–ইদন্ন মম।।১৮।।

পার০ কাং০ ১। কং০৫। ১০।।

অষ্ট আজ্যাহুতি

তারপর বর নিম্নোক্ত ৮ (আট) মন্ে এক একটি করিয়া আট আজ্যাহুতি দিবে –

ওত্ম্। অগ্নিরৈতু প্রথমো দেবতানাঙ্ং সোऽস্যৈ প্রজাং মুঞ্চতু মৃত্যুপাশাৎ। তদয়ঙ্ং রাজা বরুণোऽনুমন্যতাং য়থেয়ঙ্ং স্ী পৌত্রমঘং ন রোদাৎ স্বাহা।। ইদমগ্নয়ে–ইদন্ন মম।।১।।

ওত্ম্। ইমামগ্নিস্ায়তাং গার্হপত্যঃ প্রজামস্যৈ নয়তু দীর্ঘমায়ুঃ। অশূন্যোপস্থা জীবতামস্তু মাতা পৌত্রমানন্দমভিবিবুধ্যতামিয়ঙ্ংস্বাহা।। ইদমগ্নয়ে–ইদন্ন মম।।২।।

মং০ ব্রা০ ১।১।১–২।।

ওত্ম্। স্বস্তি নোऽগ্নে দিবা পৃথিব্যা বিশ্বানি ধেহ্যয়থা য়জত্র। য়দস্যাং ময়ি দিবি জাতং প্রশস্তং তদস্মাসু দ্রবিণং ধেহি চিত্রঙ্ং স্বাহা।। ইদমগ্নয়ে–ইদন্ন মম।।৩।।

ওত্ম্। সুগন্নু পন্থাং প্রদিশং ন এহি জ্যোতিষ্মধ্যে হ্যজরং ন আয়ুঃ। অপৈতু মৃত্যুরমৃতং ম* আগাদ্বৈবস্বতো নো অভয়ং কৃণোতু স্বাহা।। ইদং বৈবস্বতায়–ইদন্ন মম।।৪।।

ওত্ম্। পরং মৃত্যো অনুপরেহি পন্থাং য়ত্র নো অন্য ইতরো দেবয়ানাৎ। চক্ষুষ্মতে শৃন্বতে তে ব্রবীমি মা নঃ প্রজাঙ্ং রীরিষো মোত বীরান্ৎ স্বাহা।। ইদং মৃত্যবে ইদন্ন মম।।৫।।

পার০ কাং০ ১। কং০৫। ১১। ১২।।

* পারস্রে ''নঃ'' পাঠও আছে।

ওত্ম্। দ্যৌস্তে পৃষ্ঠঙ্ং রক্ষতু বায়ুরূরূ অশ্বিনৌ চ। স্তন্ধয়স্তে পুত্রান্ৎ সবিতাভিরক্ষত্বাবাসসঃ পরিধানাদ্ বৃহস্পতির্বিশ্বেদেবা অভিরক্ষন্তু পশ্চাৎ স্বাহা।। ইদং বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ–ইদন্ন মম।।৬।।

ওত্ম্। মা তে গৃহেষু নিশি ঘোষ উত্থাদন্যত্র ত্বদ্রুদত্যঃ সং বিশন্তু। মা ত্বঙ্ং রুদত্যুর আবধিষ্ঠা জীবপত্নী পতিলোকে বিরাজ পশ্যন্তী প্রজাঙ্ং সুমনস্যমানাঙ্ং স্বাহা।। ইদমগ্নয়ে–ইদন্ন মম।।৭।।

ওত্ম্। অপ্রজস্যং পৌত্রমর্ত্যং পাপ্মানমুত বা অঘম্। শীর্ষ্ণঃ স্রজমিবোন্মুচ্য দ্বিষদ্ভ্যঃ প্রতিমুঞ্চামি পাশঙ্ং স্বাহা।। ইদমগ্নয়ে–ইদন্ন মম।।৮।।

মং০ ব্রা০ ১।১।১–৩।। গোভি০ ২।১।সু০ ২৪–২৬।।

তারপর ২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে **ওত্ম্। ভূরগ্নয়ে স্বাহা**[১]। ইত্যাদি চারি মন্ ৪ (চারি) **আজ্যাহুতি** দিবে।

পাণিগ্রহণ

বর এইরূপ হোম করিয়া আসন হইতে উঠিয়া পূর্বাভিমুখে উপবিষ্টা বধূর সম্মুখে পশ্চিমাভিমুখে দণ্ডায়মান হইবে এবং স্বীয় বাম হস্তদ্বারা বধূর দক্ষিণ হস্ত চিৎ করিয়া ধরিয়া উপরদিকে উঠাইবে এবং স্বীয় দক্ষিণ হস্তদ্বারা বধূর উত্তোলিত দক্ষিণ হস্তাঞ্জলি অঙ্গুষ্ঠসহ চিৎ করিয়া ধরিয়া নিম্নোক্ত পাণিগ্রহণের ছয়টী মন্ বলিবে –

[২]**ওত্ম্। গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্য়থাসঃ।**

ভগো অর্য্যমা সবিতা পুরন্ধির্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ।।১।।

ঋ০মং০ ১০। সু০ ৮৫। মং ৩৬। পার০১।৬।৩।।

(১) গোভিল গৃহ্যসূত্র প্রপা০ ২। খং০ ১। সু০ ২৫। ২৬।।

(২) বর–হে বরাননে। যেরূপ আমি (সৌভগত্বায়) ঐশ্বর্য্য, সন্তান ও সৌভাগ্য বৃদ্ধির জন্য (তে) তোমার (হস্তম্) হস্ত (গৃভ্ণামি) গ্রহণ করিতেছি,

(১) ওতম্ । ভগস্তে হস্তমগ্রভীৎ সবিতা হস্তমগ্রভীৎ ।
পত্নী ত্বমসি ধর্মণাহং গৃহপতিস্তব । ।২ । ।
(২) মমেয়মস্তু পোষ্যা মহং ত্বাদাদ্ বৃহস্পতিঃ ।
ময়া পত্যা প্রজাবতি শং জীব শরদঃ শতম্ । ।৩ । ।

সেইরূপ তোমার (ময়া পত্যা) আমি পতি, আমার সহিত তুমি সুখপুর্বক (জরদষ্টিঃ) জরাবস্থা প্রাপ্ত (আসঃ) হইও ।

কন্যা–হে বীর ! আমি সৌভাগ্য বৃদ্ধির জন্য তোমার হস্ত গ্রহণ করিতেছি । আমি পত্নী, আমার সহিত তুমি বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত প্রসন্ন ও অনুকূল থাকিও । তোমাকে আমি পতিভাবে এবং আমাকে তুমি পত্নীভাবে প্রাপ্ত হইয়াছ । (ভগঃ) সর্বৈশ্বর্য্যবান্ (অর্য্যমা) ন্যায়কারী (সবিতা) জগৎস্রষ্টা (পুরন্ধিঃ) জগতের ধর্ত্তা পরমাত্মা এবং (দেবাঃ) সভামণ্ডপে উপবিষ্ট এই সব বিদ্বান্ (গার্হপত্যায়) গৃহাশ্রমের কর্মানুষ্ঠানের জন্য (ত্বা) তোমাকে (মহাম্) আমায় (অদুঃ) প্রদান করিতেছেন । আজ হইতে তুমি আমার হস্তে এবং আমি তোমার হস্তে বিক্রীত হইলাম । আমরা একে অন্যের প্রতি অপ্রিয় আচরণ করিব না । ।১ । ।

(১) হে প্রিয়ে ! (ভগঃ) ঐশ্বর্য্যবান্ আমি (তে) তোমার (হস্তম্) হস্ত (অগ্রভীৎ) গ্রহণ করিতেছি । (সবিতা) ধর্মপথের প্রেরক আমি (হস্তম্) তোমার হস্ত (অগ্রভীৎ) গ্রহণ করিয়াছি । (ত্বম্) তুমি (ধর্মণা) ধর্মানুসারে আমার (পত্নী অসি) ভার্য্যা এবং (অহম্) আমি ধর্মানুসারে (তব) তোমার (গৃহপতিঃ) গৃহপতি । আমরা উভয়ে মিলিয়া গৃহকর্ম নির্বাহ করিব এবং যাহাতে গৃহের সব কার্য্য সফল হয়, উত্তম সন্তান উৎপন্ন হয় এবং সুখ বৃদ্ধি হইতে থাকে, তজ্জন্য উভয়ের অপ্রিয় আচরণ ও ব্যভিচার কখনও করিব না । ।২ । ।

(২) হে অনঘে । (বৃহস্পতিঃ) সর্বজগৎপালক পরমাত্মা (ত্বা) তোমাকে

*** ত্বষ্টা বাসো ব্যদধাচ্ছুভে কং বৃহস্পতেঃ প্রশিষা কবীনাম্ ।**
তেনেমাং নারীং সবিতা ভগশ্চ সূর্য্যামিব পরি ধত্তাং প্রজয়া । ।৪ । ।

(মহ্যম্) আমায় (অদাৎ) প্রদান করিয়াছেন । (ইয়ম্) এই সারা জগতে তুমিই আমার (পোষ্যা) পোষ্যা (অস্তু) হইলে । হে (প্রজাবতি) পুত্রবতি । (ময়া পত্যা) আমি পতি, আমার সহিত (শতম্) শত (শরদঃ) শরৎ ঋতু অর্থাৎ শতবর্ষ পর্য্যন্ত (শং জীব) সুখে জীবন ধারণ করিও । (এইভাবে বধূও বরের নিকট প্রতিজ্ঞা করিবে)–হে ভদ্র বীর ! পরমাত্মার কৃপায় আমি তোমাকে পাইয়াছি । তুমি ছাড়া এই জগতে আমার অন্য পতি অর্থাৎ স্বামী, পালনকারী দেবতা কেহই নাই । তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও পতি মনে করিব না । যেরূপ আমাকে ছাড়া অন্য কোনও স্□ীর সহিত তুমি প্রেম রাখিবে না সেইরূপ আমিও অন্য কোনও পুরুষের সহিত প্রেমভাবে থাকিব না । তুমি আমার সহিত শতবর্ষ পর্য্যন্ত প্রাণ ধারণ কর । ।৩ । ।

* হে শুভাননে ! যেমন (বৃহস্পতেঃ) এই পরমাত্মার সৃষ্টিতে তাঁহার ও (কবীনাম্) আপ্ত বিদ্বান্দের (প্রশিষা) শিক্ষাবলে দম্পতি হওয়া যায় এবং যেরূপ (ত্বষ্টা) বিদ্যুৎ সর্বত্র ব্যাপ্ত থাকে, সেইরূপ তুমি আমার চিত্তবিনোদনের জন্য (বাসঃ) আমার নিকট হইতে বসন (শুভে) ভূষণ ও (কম্) সুখ প্রাপ্ত হইবে । পরমাত্মা তোমার ও আমার কামনা (ব্যদধাৎ) সিদ্ধ করুন । যেরূপ (সবিতা) সর্বজগৎস্রষ্টা (চ) এবং (ভগঃ) পূর্ণৈশ্বর্য্যযুক্ত পরমাত্মা (ইমাম্ নারীম্) আমি পুরুষ, আমার স্□ী তোমাকে (প্রজয়া) উত্তম প্রজাদ্বারা (পরিধত্তাম্) আবরিত ও সুশোভিত করেন, সেইরূপ আমি তোমাকে (তেন) এই সব বসনভুষণাদিদ্বারা (সূর্য্যাম্ ইব) সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল ও কান্তিযুক্ত রাখিব । তথা হে প্রিয় ! এইরূপে আমিও আপনাকে সূর্য্যসদৃশ কান্তিমান্ অনুকূল ও প্রিয় আচরণদ্বারা আনন্দিত (প্রজয়া) পুত্র, ঐশ্বর্য্য ও বসনভূষণাদিদ্বারা সুশোভিত রাখিব । ।৪ । ।

[1]**ইন্দ্রাগ্নী দ্যাবাপৃথিবী মাতারিশ্বামিত্রাবরুণা ভগো অশ্বিনোভা।**
বৃহস্পতির্ম্মরুতো ব্রহ্ম সোম ইমাং নারীং প্রজয়া বর্দ্ধয়ন্তু।।৫।।

অথর্ব০কাং০ ১৪। সু০১। মং০ ৫১-৫৪।।

[2]**অহং বিষ্যামি ময়ি রূপমস্যা বেদদিৎপশ্যমনসা কুলায়ম্।**
ন স্তেয়মদ্মি মনসোদমুচ্যে স্বয়ং শ্রথ্নানো বরুণস্য পাশান্।।৬।।

অথর্ব০ কাং০ ১৪। সু০১। মং০৫৭।

---

(১) হে আমার স্বজনগণ। যেমন (ইন্দ্রাগ্নী) বিদ্যুৎ ও প্রসিদ্ধ অগ্নি (দ্যাবাপৃথিবী) সূর্য্য ও ভূমি (মাতরিশ্বা) অন্তরিক্ষস্থ বায়ু (মিত্রাবরুণা) প্রাণ ও উদান (ভগঃ) ঐশ্বর্য্য (অশ্বিনা) সদ্বৈদ্য ও সত্যোপদেশক (উভা) উভয়ে (বৃহস্পতিঃ) শ্রেষ্ঠ ন্যায়কারী প্রজাপালক রাজা (মরুতঃ) সভ্য মনুষ্য (ব্রহ্ম) সর্বোপরি পরমাত্মা এবং (সোমঃ) চন্দ্রমা ও সোমলতাদি ওষধিসমুহ প্রজাদের পালন ও পোষণ করে, যেমন ইহারা (ইমাম্ নারীম্) আমার এই স্ত্রী তোমাকে (প্রজয়া) প্রজাদ্বারা সমৃদ্ধ করে, তেমনই তুমিও (বর্ধয়ন্তু) আমাকে সমৃদ্ধ করিতে থাকিবে। যেমন আমি এই স্ত্রীকে প্রজাদিদ্বারা সর্বদা সমৃদ্ধ করিতে থাকিব, তেমন স্ত্রীও প্রতিজ্ঞা করিবে যে, আমিও আমার এই পতিকে সর্বদা আনন্দ, ঐশ্বর্য্য ও প্রজাদ্বারা সমৃদ্ধ করিতে থাকিব। যেরূপ আমরা উভয়ে মিলিয়া প্রজা বৃদ্ধি করিতে থাকিব, সেইরূপ তুমি ও আমি মিলিত হইয়া গৃহাশ্রমের অভ্যুদয়ে সতত যত্নশীল থাকিব।।৫।।

(২) হে কল্যাণময়ি! যেমন (মনসা) মানসচক্ষে (কুলায়ম্) কুলের সমৃদ্ধি (পশ্যন্) দেখিতে দেখিতে (অহম্) আমি (অস্যাঃ) তোমার এই (রূপম্) রূপ (বিষ্যামি) সানন্দে প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে প্রেমের সহিত ব্যাপ্ত হই, তেমনই এই তুমি আমার বধূ (ময়ি) আমাতে প্রেমের সহিত ব্যাপ্ত হইয়া অনুকূল ব্যবহার (বেদৎ) প্রাপ্ত হও। যেমন আমি (মনসা) মনে মনেও, তুমি আমার বধূ, তোমার

তৎপরে বর বধুর হস্তাঞ্জলি ধরিয়া উঠাইবে এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া উভয়ে **যজ্ঞকুণ্ড প্রদক্ষিণ** করিবে। যে ব্যক্তি কুণ্ডের দক্ষিণদিকে প্রথমে কলস স্থাপন করিয়া তৎসন্নিধানে উপবিষ্ট ছিল, সে বর ও বধূর সঙ্গে সঙ্গে সেই কলস লইয়া অনুসরণ করিবে।

দম্পতির প্রতিজ্ঞা

বর-বধু–ওওম্। অমোऽহমস্মি সা ত্বꣳ সা ত্বমস্যমোऽহম্। সামাহমস্মি ঋক্ত্বং দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বং তাবেব বিবহাবহৈ সহ রেতো দধাবহৈ। প্রজাং প্রজনয়াবহৈ পুত্রান্ বিন্দাবহৈ বহূন্। তে সন্তু জরদষ্টয়ঃ সং প্রিয়ৌ রোচিষ্ণূ সুমনস্যামানৌ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতꣳ শৃণুয়াম শরদঃ শতম্*।।৭।।

পার০ কাং০১। কং০৬।৩।।

সহিত (স্তেয়ম্) চৌর্য্য (উদমুচ্যে) পরিত্যাগ করিতেছি এবং কোন উত্তম বস্তুও চৌর্য্যদ্বারা (নাদ্মি) ভোগ করি না (স্বয়ম্) নিজে (শ্রথ্নানঃ) পুরুষকার হইতে শিথিল হইয়াও (বরুণস্য) উৎকৃষ্ট কার্য্যে বিঘ্নরূপ দুর্ব্যসনী পুরুষের (পাশান্) বন্ধন দূর করিতে থাকি, তেমনই (ইৎ) এই বধূও সেইরূপ করুক। এইভাবে বধূও অঙ্গীকার করিবে যে, আমিও আপনার সহিত এইরূপ আচরণ করিব।।৬।।

* হে বধূ! যেরূপ (অহম্) আমি (অমঃ) জ্ঞানবান্, জ্ঞানপুর্বক তোমার পাণিগ্রহণকারী (অস্মি) হইতেছি, সেইরূপ (সা) সেই (ত্বম্) তুমিও জ্ঞানপুর্বক আমার পাণিগ্রহণকারিণী (অসি) হইতেছ। যেমন (অহম্) আমি স্বয়ং পূর্ণ প্রেমের সহিত তোমাকে (অমঃ) গ্রহণ করিতেছি, তেমন (সা) আমাদ্বারা গৃহীতা (ত্বম্) তুমি আমাকেও গ্রহণ করিতেছ। (অহম্) আমি (সাম অস্মি) সামবেদের তুল্য প্রশংসিত, হে বধূ। তুমি (ঋক্) ঋগ্বেদের তুল্য প্রশংসিতা। (ত্বম্) তুমি

শিলারোহণ

তারপর বর বধূর পশ্চাদ্ভাগে অথচ দক্ষিণদিকে নিকটে গিয়া উত্তরাভিমুখে বধূর দক্ষিণাঞ্জলি স্বীয় দক্ষিণাঞ্জলিদ্বারা ধারণ করিয়া উভয়ে দণ্ডায়মান থাকিবে।

সেই ব্যক্তিটী পুনরায় কুণ্ডের দক্ষিণে কলস লইয়া পুর্ব্ববৎ উপবেশন করিবে।

তারপর বধূর মাতা বা ভ্রাতা, যিনি প্রথমে ধান্য বা জোয়ারের খই কুলায় রাখিয়াছিলেন, তাহা বামহস্তে ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা বধুর দক্ষিণ পদ প্রস্তরের শিলার উপরে তুলিয়া দিবেন এবং সেই সময় বর নিম্নোক্ত মন্□ বলিবে –

বর—ওওম্। আরোহেমমশ্মানমশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব।

অভিতিষ্ঠ পৃতন্যতোঽববাধস্ব পৃতনায়তঃ।।১।।

পা০কাং০১। কং০ ৭।১।।

(পৃথিবী) গৃহাশ্রমে পৃথিবীর ন্যায় গর্ভধারিণী এবং আমি (দ্যৌঃ) সূর্য্যের ন্যায় বর্ষণকারী। এইরূপ (তাবেব) তুমিও আমি উভয়েই (বিবহাবহৈ) প্রসন্নতাপূর্বক বিবাহ করিতেছি। আমরা (সহ) তোমার সঙ্গে মিলিত হইয়া (রেতঃ) বীর্য্য (দধাবহৈ) ধারণ করিব। (প্রজাম্) উত্তম প্রজা (প্রজনাবহৈ) উৎপন্ন করিব। (বহূন্) বহু (পুত্রান্) পুত্র (বিন্দাবহৈ) লাভ করিব। (তে) সেই পুত্রগণ (জরদষ্টয়ঃ) জরাবস্থার শেষ পর্য্যন্ত জীবিত (সন্তু) থাকিবে। আমরা (সংপ্রিয়ৌ) উত্তমরূপে একে অন্যের প্রতি প্রসন্ন, (রোচিষ্ণু) একে অন্যের প্রতি রুচিসম্পন্ন ও (সুমনস্যামানৌ) ভালভাবে বিচারশীল থাকিয়া (শতম্) শত (শরদঃ) শরৎ ঋতু অর্থাৎ শত বর্ষ পর্য্যন্ত একে অন্যের প্রতি প্রেমদৃষ্টিতে (পশ্যেম) দেখিতে থাকিব (শতং শরদঃ) শতবর্ষ পর্য্যন্ত আনন্দের সহিত (জীবেম) জীবন ধারণ করিব এবং (শতং শরদঃ) শত বর্ষ পর্য্যন্ত প্রিয় বাক্য (শৃণুয়াম) শুনিতে থাকিব।।৭।।

লাজাহুতি

তারপর বধূ ও বর কুণ্ডের নিকটে আসিয়া উভয়ে পূর্বাভিমুখে দণ্ডায়মান থাকিবে এবং বধূ দক্ষিণদিকে থাকিয়া নিজের হস্তাঞ্জলি বরের হস্তাঞ্জলির উপরে রাখিবে।

বধূর মাতা বা ভ্রাতা, যিনি বামহস্তে খই-এর কুলা ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন, তাহা ভূমিতে রাখিয়া বা কাহারও হস্তে প্রদান করিয়া, বর ও বধূর মিলিত হস্তাঞ্জলিতে (অর্থাৎ নীচে বরের হস্তাঞ্জলি ও উপরে বধূর হস্তাঞ্জলি) প্রথমে কিঞ্চিৎ ঘৃত সিঞ্চন করিবার পর প্রথমে কুলা হইতে দক্ষিণ হস্তাঞ্জলিদ্বারা দুইবার খই লইয়া বর ও বধূর মিলিত হস্তাঞ্জলিতে প্রদাহ করিবেন। পরে সেই অঞ্জলিস্থ খই-এর উপরে কিঞ্চিৎ ঘৃত সিঞ্চন করিবেন।

বধূ বরের হস্তাঞ্জলির সহিত নিজের হস্তাঞ্জলি সম্মুখে হইতে নামাইয়া নিম্নলিখিত তিন মন্□র এক এক মন্□ এক এক বার অল্প অল্প খই-এর দ্বারা প্রজ্জ্বলিত ইন্ধনের উপরে তিনটী আহুতি প্রদান করিবে–

বধু—ওওম্। অর্য্যমণং দেবং কন্যা অগ্নিময়ক্ষত।

স নো অর্য্যমা দেবঃ প্রেতো মুঞ্চতু মা পতেঃ স্বাহা।।

ইদমর্য্যম্ণে অগ্নয়ে–ইদগ্ন মম।।১।।

ওওম্। ইয়ং নার্য্যুপব্রূতে লাজানাবপন্তিকা।

আয়ুষ্মানস্তু মে পতিরেধন্তাং জ্ঞাতয়ো মম স্বাহা।।

ইদমগ্নয়ে–ইদগ্ন মম।।২।।

ওওম্। ইমাঁল্লাজানাবপাম্যগ্নৌ সমৃদ্ধিকরণং তব।

মম তুভ্যং চ সংবননং তদগ্নিরনুমন্যতামিয়ঙ্গং স্বাহা।।

ইদমগ্নয়ে–ইদগ্ন মম।।৩।। পার০ কাং০১। কং০৬।।

হস্তধারণ ও কুণ্ডপ্রদক্ষিণ

তৎপরে বর নিম্নলিখিত মন্□ পাঠ করিয়া স্বীয় দক্ষিণ হস্তাঞ্জলি দ্বারা বধূর হস্তাঞ্জলি ধারণ করিবে –

বর–ও঩ম্। সরস্বতি প্রেদমব সুভগে বাজিনীবতি।

য়াস্ত্বা বিশ্বস্য ভূতস্য প্রজায়ামস্যাগ্রতঃ।।

য়স্যা ভূতꣳ সমভবদ্যস্যাং বিশ্বমিদং জগৎ।

তামদ্য গাথাং গাস্যামি য়া স্□ীণামুত্তমং য়শঃ।।১।।

পার০কাং০১। কং০৬। ২।।

এবং নিম্নলিখিত মন্□দ্বয় পাঠ করিয়া যজ্ঞকুণ্ড প্রদক্ষিণ করিবে–

বর–ও঩ম্। তুভ্যমগ্রে পর্য্যবহন্ৎ সূর্য্যাং বহতু না সহ।

পুনঃ পতিভ্যো জায়াং দা অগ্নে প্রজয়া সহ।।১।।

ঋ০মং০১০। সূ০৮৫। মং০ ৩৮।। পার০১।২।৪।।

ও঩ম্। কন্যলা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং য়তীয়মপ দীক্ষাময়ষ্ট। কন্যা উত ত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা ইবাতিগাহেমহি দ্বিষঃ।।২।।

মাং০ ব্রাঃ ১।২।৫৫।।

তৎপরে যজ্ঞকুণ্ডের পশ্চিমভাগে পূর্বাভিমুখ হইয়া স্বল্পকাল উভয়ে (বর ও বধূ) দণ্ডায়মান থাকিবে।

তৎপরে **পূর্বোক্ত প্রকারে** কলস সঙ্গে করিয়া **যজ্ঞকুণ্ড প্রদক্ষিণ** করিবে।

পুনরায় দুইবার অর্থাৎ সর্বসুদ্ধ ৪ (চারি) বার **এইভাবে প্রদক্ষিণ** করিয়া যজ্ঞকুণ্ডের পশ্চিমে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিবে। উক্ত

প্রণালীতে (অর্থাৎ কলস সহিত) তিনবার ক্রিয়া পূর্ণ হইলে যজ্ঞকুণ্ডের পশ্চিমভাগে বর-বধূ পূর্বাভিমুখে দণ্ডায়মান থাকিবে।

পরে বধূর মাতা অথবা ভ্রাতা সেই কুলা কাৎ করিয়া তাহাতে অবশিষ্ট যে খই আছে, তাহা বধূর হস্তাঞ্জলিতে ঢালিয়া দিবে।

বধূ নিম্নোক্ত মন্□ বলিয়া কুণ্ডের প্রজ্জ্বলিত অগ্নির উপরে সেই খই-এর এক আহুতি প্রদান করিবে–

বধু–ও঩ম্। ভগায় স্বাহা।। ইদং ভগায়–ইদন্ন মম।।

পার০ ১।৭।৫।।

তৎপরে বর বধুকে দক্ষিণভাগে রাখিয়া কুণ্ডের পশ্চিমে পূর্বাভিমুখে বসিয়া নিম্নোক্ত মন্□ স্রুবাদ্বারা একটী ঘৃতাহুতি দিবে–

বর–ও঩ম্। প্রজাপতয়ে স্বাহা।। ইদং প্রজাপতয়ে–ইদন্ন মম।

পার০১।৭।৬।।

বেণীমোচন

তারপর বর একান্তে গিয়া নিম্নোক্ত মন্□দ্বয় পাঠ করিয়া প্রথমে বধূর কবরী উন্মুক্ত করিয়া দিবে-

বর–ও঩ম্। প্র ত্বা মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাদ্যেন ত্বাবধ্নাৎ সবিতা সুশেবঃ। ঋতস্য য়োনৌ সুকৃতস্য লোকেꣳরিষ্টান্ত্বা সহ পত্যা দধামি।।২।।

ও঩ম্। প্রেতো মুঞ্চামি নামুতঃ সুবদ্ধামমুতস্□রম্।

য়থেয়মিন্দ্র মীঢ্বঃ সুপুত্রা সুভগা সতি।।২।।

ঋ০মং০ ১০।। সু০ ৮৫। মং। ২৪,২৫।।

সপ্তপদী

তারপর সভামণ্ডপে আসিয়া (বর-বধু) সপ্তপদী বিধি আরম্ভ করিবে। এই সময় বরের উপবস্ের সহিত বধূর উত্তরীয় বস্ে **গ্রন্থি বন্ধন** করিবে। ইহাকে যুগল বলে।

বধূ-বর উভয়ে আসন হইতে উঠিবে। বর স্বীয় হস্তদ্বারা বধূর দক্ষিণ হস্তাঞ্জলি ধারণ করিয়া যজ্ঞকুণ্ডের উত্তরদিকে যাইবে এবং স্বীয় দক্ষিণ হস্ত বধূর দক্ষিণ স্ন্ধের উপয় রাখিয়া উভয়ে পরস্পর সন্নিকটে দণ্ডায়মান হইবে।

তারপর নিম্নোক্ত মন্ বলিয়া বর বধূকে তাহার দক্ষিণ পদ উঠাইয়া চলিবার জন্য আদেশ করিবে–

বর–মা সব্যেন দক্ষিণমতিক্রাম।। গো–২।২।১৩

তারপর বর নিম্নোক্ত মন্ বলিয়া বধূকে লইয়া ঈশান[১] কোণের দিকে এক পদ[২] চলিবে ও চলাইবে–

ওতম্। ইষে একপদী ভব সা মামনুব্রতা ভব বিষ্ণুস্ত্বানয়তু পুত্রান্ বিন্দাবহৈ বহূংস্তে সন্তু জরদষ্টয়ঃ।।১।।

ওতম্। উর্জ্জে দ্বিপদী ভব০[৩]।।২।।

(১) পূর্ব ও উত্তরে কোণের মধ্যে ঈশান কোণ।

(২) এই পাদক্ষেপের বিধান এইরূপ–বধূ প্রথমে দক্ষিণ পদ উঠাইয়া ঈশান কোণের দিকে পদক্ষেপ করিবে। তারপর বাম পদ উঠাইয়া দক্ষিণ পদের মাঝামাঝি স্থান পর্য্যন্ত রাখিবে অর্থাৎ দক্ষিণ পদের কিছু পশ্চাতে বাম পদ রাখিবে, ইহাকে প্রথম পদক্ষেপ গণিবে। এইভাবে পরবর্ত্তী ছয়টী মন্েও এইরূপ ক্রিয়া করিবে অর্থাৎ এক এক মন্ে এক এক পদ ঈশান কোণের দিকে রাখিবে।

(৩) ''ভব'' শব্দের পরে প্রথম মন্ে যাহা পাঠ আছে, তাহা ছয় মন্ে এইভাবে ভব পদের পরে সম্পূর্ণ বলিয়া পদক্ষেপের ক্রিয়া করিবে।

নিম্নোক্ত মন্ে তৃতীয় –

ওতম্। রায়স্পোষায় ত্রিপদী ভব০।।৩।।

নিম্নোক্ত মন্ে চতুর্থ –

ওতম্। ময়োভবায় চতুস্পদী ভবঃ।।৪।।

নিম্নোক্ত মন্ে পঞ্চম –

ওতম্। ঋতুভ্যঃ ষট্পদী ভব০।।৫।।

নিম্নোক্ত মন্ে ষষ্ঠ–

ওতম্। ঋতুভ্যঃ ষট্পদী ভব০।।৬।।

এবং নিম্নোক্ত মন্ে সপ্তম পদ চলিবে –

ওতম্। সখে সপ্তপদী ভব০।।৭।। আশ্ব০ ১।৭।১৯।।

এই রীতিতে এই সাতটি মন্ে সাত পদ ঈশান কোণের দিকে চলিয়া বর-বধূ উভয়ে গ্রন্থিবদ্ধ অবস্থায় আসিয়া শুভাসনে উপবেশন করিবে।

মস্তকোপরি জলসিঞ্চন

তারপর পূর্ব হইতেই জলের কলস লইয়া যে ব্যক্তি যজ্ঞকুণ্ডের দক্ষিণ দিকে বসিয়াছিল, সেই ব্যক্তি পূর্বস্থাপিত জলের কলস লইয়া বর-বধূর নিকটে আসিবে। বর তাহা হইতে কিঞ্চিৎ জল লইয়া বধূর মস্তকে ছিটাইতে ছিটাইতে নিম্নোক্ত চারিটী মন্ বলিবে–

ওতম্। আপো হিষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে।।১।। য়ো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ।।২।। তস্মা অরঙ্গমাম বো য়স্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ।।৩।।

ঋ০ মং০ ১০। সু০ ৯। মং০ ১–৩।।

ওৎম্ । আপঃ শিবাঃ শিবতমাঃ শান্তাঃ শান্ততমাস্তাস্তে কৃন্বন্তু ভেষজম্ । ।৪ । ।

পার০ ১ ।৮ ।৫ ।

সূর্য্যদর্শন

তারপর বধূ-বর তথা হইতে উঠিয়া নিম্নোক্ত মন্□ পাঠ করিয়া সূর্য্য দর্শন করিবে–

বধূ বর–ওৎম্ । তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ । পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতꣳ শৃণুয়াম শরদঃ শতং প্র- ব্রবাম শরদঃ শতমদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ । ।১ । ।

য০অ০৩৬ মং০ ২৪ । ।

হৃদয়স্পর্শ ও প্রতিজ্ঞা (মালাবদল)

তারপর বর বধূর দক্ষিণ স্□ন্ধের উপর দিয়া স্বীয় দক্ষিণ হস্ত লইয়া গিয়া তদ্দ্বারা বধূর হৃদয় স্পর্শ করিয়া নিম্নোক্ত মন্□ বলিবে–

ওৎম্ । মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মম চিত্তমনু চিত্তং তে অস্তু । মম বাচমেকমনা জুষস্ব প্রজাপতিষ্টা নিয়ুনক্তু মহ্যম্* । ।

পার০কাং০১ । কং০৮ ।৮ । ।

---

*হে বধূ ! (তে) তোমার (হৃদয়ম্) অন্তঃকরণ ও আত্মাকে (মম) আমার (ব্রতে) কর্মের আনুকূল্যে (দধামি) ধারণ অর্থাৎ গ্রহণ করিতেছি । (তে) তোমার (চিত্তম্) চিত্ত সদা (মম) আমার (চিত্তম্ অনু) চিত্তের অনুকূল (অস্ত্ত) হউক । তুমি (একমনাঃ) একাগ্রচিত্তে (মম) আমার (বাচম্) বাণী (জুষস্ব) সেবন করিতে থাকিও । (প্রজাপতিঃ) প্রজাপালক পরমাত্মা (ত্বা) তোমাকে (মহ্যম্) আমার জন্য (নিয়ুনক্তু) নিযুক্ত করুন । ।১ । ।

তারপর ঠিক এইভাবে বধূও স্বীয় দক্ষিণ হস্তদ্বারা বরের হৃদয় স্পর্শ করিয়া উপরিলিখিত মন্□ বলিবে ।

আশীর্বাদ

তারপর বর বধূর মস্তকোপরি হস্ত রাখিয়া* নিম্নোক্ত মন্□ বলিয়া কার্যোপলক্ষে সমাগত ব্যক্তিবৃন্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে–

বর–সুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত ।

সৌভাগ্যমস্যৈ দত্ত্বা য়াথাস্তং বি পরেতন । ।

ঋ০মং০ ১০ । সু০ ৮৫ । মং০ ৩৩ । । পার০ ১ ।৮ ।৯ । ।

এবং সেই সময় সকলে নিম্নোক্ত বাক্যে আশীর্বাদ প্রদান করিবে–

ওৎম্ । সৌভাগ্যমস্তু । ওৎম্ । শুভং ভবতু । ।

তারপর বধূ-বর যজ্ঞকুণ্ডের সমীপে পূর্ববৎ উপবেশন করিয়া পুনরায় ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত রীতিতে উভয়ে **ওৎম্ । য়দস্য কর্মণো০** এই

---

*হে প্রিয় বীর স্বামিন্ ! তোমার হৃদয়, আত্মা ও অন্তঃকরণকে আমার প্রিয় আচরিত কর্মের আনুকূল্যে ধারণ করিতেছি । তোমার চিত্ত স□র্বদা আমার চিত্তের অনুকূল থাকুক । তুমি একাগ্র হইয়া আমার বাণীর (যাহা কিছু আমি তোমাকে বলি তাহার) সর্বদা সেবন করিতে থাকিও । আজ হইতে প্রজাপতি পরমাত্মা তোমাকে আমার অধীন করিয়াছেন । এইভাবে আমাকেও তোমার অধীন করিয়াছেন অর্থাৎ উভয়ে এই প্রতিজ্ঞার অনুকূল আচরণ করিবে–সর্বদা আনন্দিত, কীর্ত্তিমান্, পতিব্রতা ও স্□ীব্রত হইয়া সর্বপ্রকার ব্যভিচার ও অপ্রিয় ভাষণাদি দোষ পরিত্যাগপূ□র্বক পরস্পর প্রীতিযুক্ত থাকিবে । ।২ । ।

এই সময়ে বঙ্গদেশে কন্যার সীমন্তে সিন্দূরদানের বিধান পরিদৃষ্ট হয় । –সম্পাদক

মন্ে**স্বিষ্টকৃৎ হোমাহুতি** অর্থাৎ এক আজ্যাহুতি এবং ২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে **ওওম্। ভুরগ্নয়ে স্বাহা।।** ইত্যাদি চারি মন্ের এক একটী দ্বারা এক একটী আহুতি করিয়া ৪ (চারি) আজ্যাহুতি দিবে। এই পদ্ধতিতে বিবাহবিধি পূর্ণ হইলে পর উভয়ে আরাম অর্থাৎ বিশ্রাম করিবে। এইভাবে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া বিবাহের উত্তর বিধি আরম্ভ করিবে।
এইভাবে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া বিবাহের উত্তর বিধি আরম্ভ করিবে।

উত্তরবিধি

বধূর গৃহের ঈশান কোণে **বিশেষভাবে একটী কক্ষ** পূর্ব **হইতেই প্রস্তুত** করিয়া রাখিলে তথায় গিয়া উত্তর বিধির এই সব কার্য্য করিতে হইবে। সূর্য্যাস্তের পরে আকাশে নক্ষত্র দৃষ্ট হইলে বধূ-বর যজ্ঞকুণ্ডের পশ্চিমভাগে পূর্বাভিমুখে উপবেশন করিবে এবং ২২ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে **ওওম্। ভূর্ভুবঃ স্বর্দ্যো০** অগ্ন্যাধান করিবে।

সভামণ্ডপ প্রথম হইতেই ঈশান কোণে হইলে এবং প্রথমেই অগ্ন্যাধান হইয়া থাকিলে পুনরায় অগ্ন্যাধান করিবে না।

২২–২৩ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে **ওওম্। অয়ন্ত ইমং০** ইত্যাদি ৪ (চারি) মন্ে **সমিদাধান** করিয়া অগ্নি প্রদীপ্ত হইলে ২৪–২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে **ওওম্। অগ্নয়ে স্বাহা।।** আশ্ব০ গৃ০ অ০১। কং০ ১০। সূ০১৩।। ইত্যাদি ৪ (চারি) মন্ে **আঘারাবাজ্য-ভাগাহুতি** ৪ (চারি) ও ২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে **ওওম্। ভূরগ্নয়ে স্বাহা।।** ইত্যাদি ৪ (চারি) মন্ে ও (চারি) **ব্যাহৃতি আহুতি**–এই সর্বসমেৎ ৮ (আট) আজ্যাহুতি দিবে।

প্রধান হোম

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ে প্রধান হোম করিবে। ইহার ছয়টি মন্ের এক একটী বলিয়া ছয়টি আজ্যাহুতি প্রদান করিবে–

ওওম্। লেখাসন্ধিষু পক্ষ্মাস্বাবর্তেষু[1] চ য়ানি তে। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা।। ইদং কন্যায়ৈ–ইদন্ন মম।।১।।

ওওম্। কেশেষু য়চ্চ পাপকমীক্ষিতে রুদিতে চ য়ৎ। তানি০।।২।।

ওওম্। শীলেষু য়চ্চ পাপকং ভাষিতে হসিতে চ য়ৎ। তানি০।।৩।।

ওওম্। আরোকেষু দন্তেষু হস্তয়োঃ পাদয়োশ্চ য়ৎ। তানি০।।৪।।

ওওম্। উর্বোরুপস্থে জঙ্ঘয়োঃ সন্ধানেষু চ য়ানি তে। তানি০।।৫।।

ওওম্। য়ানি কানি চ ঘোরাণি সর্বাঙ্গেষু তবাভবন্। পূর্ণাহুতিভিরাজ্যস্য সর্বাণি তান্যশীশমং স্বাহা।। ইদং কন্যায়ৈ–ইদন্ন মম।।৬।। মং০ ব্রা০১।৩।১–৬।। গোভি০ ২।৩।৫।।

তারপর ২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত **ওওম্। ভূরগ্নয়ে স্বাহা।।** ইত্যাদি ৪ (চারি) **ব্যাহৃতি** মন্ে ৪ (চারি) আজ্যাহুতি দান করিবে।

ধ্রুবাদি দর্শন

তৎপরে বধূ-বর তথা হইতে উঠিয়া সভামণ্ডপের বাহিরে উত্তরদিকে গমন করিবে এবং নিম্নোক্ত মন্ বলিয়া বধূকে ধ্রুবতারা দর্শন করাইবে[2]–

বর–ধ্রুবং পশ্য।।

এবং বধূ বরকে বলিবে–

বধু–পশ্যামি।।

---

(১) সং ১৯৪১-এর সংস্ার বিধিতে ''পক্ষ্মাস্বারোকেষু'' পাঠ আছে।

(২) হে বধূ। (বা হে বর!) যেমন এই ধ্রুব দৃঢ় ও স্থির, তেমনই তুমি ও আমি একে অন্যের প্রতি প্রিয় আচরণে দৃঢ় ও স্থির থাকিব।

আমি ধ্রুবতারা দেখিতেছি–এই বলিয়া বধূ নিম্নোক্ত মন্ত্র বলিবে–

বধূ–ওঙম্। ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং পতিকুলে ভূয়াসম্ (অমুষ্য অসৌ)[১] ।। গোভিল গৃ০ প্র০ ২। খং ৩। সূ০৮।।

তারপর বর নিম্নোক্ত মন্ত্র বলিয়া বধূকে অরুন্ধতী তারা দর্শন করাইবে–

বর–অরুন্ধতীং পশ্য।।

বধূ–পশ্যামি।। ওঙম্। অরুন্ধত্যসি রুদ্ধাহমস্মি (অমুষ্য অসৌ)[২] ।। গোভি০২।৩।১০।।

তারপর বর বধূর দিকে তাকাইয়া বধূর মস্তকে হস্ত রাখিয়া নিম্নোক্ত দুইটী মন্ত্র বলিবে –

বর–ওঙম্। ধ্রুবা দ্যৌর্ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ।

ধ্রুবাসঃ পর্বতা ইমে ধ্রুবা স্ত্রী পতিকুলে ইয়ম্[৩] ।।

মাং০ব্রা০১।৬।৬।। গোভি০২।৩।১১।।

---

(১) (অমুষ্য) এই পদের স্থানে পতির নাম ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত করিয়া বলিবে, যেমন–"**শিব শর্মা**" পতির নাম হইলে "**শিবশর্মণঃ**" এইরূপ এবং (অসৌ) এই পদের স্থানে বধূ নিজের নাম প্রথমা বিভক্ত্যন্ত করিয়া বলিবে, যেমন–"ভূয়াসং শিবশর্মণস্তে সৌভাগ্যাদাহম্" এইরূপ দুইটী পদ যুক্ত করিয়া বলিবে–হে স্বামিন্ সোভাগ্যদা (অহম্) আমি, (অমুষ্য) **তুমি শিবশর্মা,** তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী (পতিকুলে) তোমার কুলে (ধ্রুবা) আমি ধ্রুবস্বরূপ। যেমন তুমি (ধ্রুবম্) দৃঢ় নিশ্চিতরূপে আমার স্থির পতি (অসি) হও, সেইরূপ আমিও তোমার দৃঢ়া পত্নী (ভুয়াসম্) হই।

(২) তুমি অরুন্ধতী নক্ষত্রের তুল্য। আমিও আবদ্ধ হইয়াছি। আমি তোমার।

(৩) হে বরাননে। (দ্যৌঃ) যেমন সূর্য্যের কান্তি বা বিদ্যুৎ (ধ্রুবা) সূর্য্যলোকে বা পৃথিবীতে নিশ্চল, যেমন (পৃথিবী) ভুমি স্বীয় স্বরূপে (ধ্রুবা) স্থির, যেমন (ইদম্) এই (বিশ্বম্) সব (জগৎ) সংসার প্রবাহস্বরূপে (ধ্রুবম্) স্থির, যেমন (ইমে) এই প্রত্যক্ষ (পর্বতাঃ) পর্বত (ধ্রুবাসঃ) আপন স্থিতিতে স্থির, তেমনই (ইয়ম্) এই তুমি আমার (স্ত্রী) পত্নী (পতিকুলে) আমার কুলে (ধ্রুবা) সর্বদা স্থির থাকিও।

ওঙম্। ধ্রুবমসি ধ্রুবন্ত্বা পশ্যামি ধ্রুবৈধি পোষ্যে ময়ি।

মহ্যং ত্বাদাৎ বৃহস্পতির্ময়া পত্যা প্রজাবতী সংজীব শরদঃ শতম্*।

পার০ কাং০ ১। কং০ ৮। ১৯।।

তৎপরে বধূ ও বর উভয়ে যজ্ঞকুণ্ডের পশ্চিমভাগে পূর্বাভিমুখে উপবেশন করিবে এবং ২১ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে **ওঙম্। অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা**।। ইত্যাদি তিন মন্ত্রের এক একটি দ্বারা এক এক আচমন করিয়া উভয়ে তিন বার **আচমন** করিবে। পরে ১৭ পৃষ্ঠায়

---

* হে স্বামিন্। যেরূপ তুমি আমার সমীপে (ধ্রুবম্) দৃঢ় সংকল্প লইয়া স্থির রহিয়াছ কিংবা যেরূপ আমি (ত্বা) তোমাকে (ধ্রুবম্) স্থির ও দৃঢ় (পশ্যামি) দেখিতেছি, সেইরূপ চিরদিনের জন্য তুমি আমার সঙ্গে দৃঢ় থাকিও। যেরূপ আমার মনের আনুকূল্যে (ত্বা) তোমাকে (বৃহস্পতিঃ) পরমাত্মা (অদাৎ) সমর্পণ করিয়াছেন, সেইরূপ আমি পত্নী, আমার সহিত উত্তম প্রজাযুক্ত হইয়া (শতং শরদঃ) শতবর্ষ পর্য্যন্ত (সম্ জীব) জীবন ধারণ কর। (এইরূপ) – হে বরাননে পত্নি। তোমাকে (পোষ্যে) ধারণ ও পালন করিবার যোগ্য (ময়ি) আমি পতি, আমার নিকটে তুমি (ধ্রুবা) স্থিরভাবে (এধি) থাকিও। (মহ্যম্) আমাকে আমার মনের আনুকূল্যে পরমাত্মা তোমায় সমর্পণ করিয়াছেন। তোমার (ময়া পত্যা) আমি পতি, আমার সহিত (প্রজাবতি) বহু উত্তম সন্তানের জননী হইয়া শতবর্ষ পর্য্যন্ত সানন্দে জীবন ধারণ কর। বর ও বধূ এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিবে, যাহাতে উভয়ের মধ্যে কেহ বিপরীত বা বিরুদ্ধভাবে না চলে।

লিখিত সমিধাদ্বারা যজ্ঞকুণ্ডের অগ্নিকে প্রদীপ্ত করিয়া ১৭–১৮ পৃষ্ঠায় লিখিত ঘৃত ও স্থালীপাক অর্থাৎ অন্ন তখনই প্রস্তুত করিবে।

২২-২৩ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে **ওঁ৩ম্। অয়ন্ত ই□ম০** ইত্যাদি চারি মন্ে□ উভয়ে **সমিধা–হোম** করিয়া পরে ২৪-২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে বর ও বধূ **আঘারাবাজ্যভাগাহুতি** ৪ (চারি) ও **ব্যাহৃতি আহুতি** ৪ (চারি) উভয়ের যোগে ৮ (আট) আজ্যাহুতি দিবে।

অন্নাহুতি

তারপর উল্লিখিত ওদন অর্থাৎ সিদ্ধান্ন একটি পাত্রে বাহির করিয়া তদুপরি স্রুবাদ্বারা ঘৃত সিঞ্চন করিয়া ঘৃত ও অন্নকে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা কিছু-কিছু অন্ন লইয়া উভয়ে নিম্নোক্ত মন্□গুলির প্রত্যেক মন্ে□ এক এক বার করিয়া ৪ (চারি) বার স্থালীপাক অর্থাৎ অন্নের আহুতি দিবে –

বধূ-বর–ওঁ৩ম্। অগ্নয়ে স্বাহা।। ইদমগ্নয়ে–ইদন্ন মম।। ওঁ৩ম্। প্রজাপতয়ে স্বাহা।। ইদং প্রজাপতয়ে—ইদন্ন মম।। ওঁ৩ম্। বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা।। ইদং বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ–ইদন্ন মম।। ওঁ৩ম্। অনুমতয়ে স্বাহা।। ইদমনুমতয়ে–ইদন্ন মম।।

গোভি০ ২।৩।১৮–২১।।

তারপর ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে **ওঁ৩ম্। য়দস্য কর্মণো০** এই মন্ে□ একটি **স্বিষ্টকৃৎ আহুতি** দিবে।

তারপর ২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে **ব্যাহৃতি আহুতি** ৪ (চারি) ও ২৭–২৮ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে **অষ্টাজ্যাহুতি** ৮ (আট), উভয়ের যোগে ১২ (বার) আজ্যাহুতি দিবে।

বর-বধূর সহভোজ

তারপর বর অবশিষ্ট অন্ন এক পাত্রে বাহির করিয়া তদুপরি ঘৃত সিঞ্চন করিবে এবং তাহাতে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া নিম্নোক্ত তিন মন্□ মনে মনে জপ করিয়া সেই অন্ন হইতে স্বয়ং কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিবে–

***ওঁ৩ম্। অন্নপাশেন মণিনা প্রাণসূত্রেন পৃশ্নিনা।**

বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ং চ তে।।১।।

ওঁ৩ম্। য়দেতদ্ধৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।

য়দিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।।২।।

ওঁ৩ম্। অন্নং প্রাণস্য ষড্বিংশস্তেন বধ্নামি ত্বা অসৌ।।৩।।

মং০ ব্রা০ ১।৩।৮–১০। গোভি০ ২। ৩। ১৭–২১।।

যে অন্ন অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা বধূকে ভক্ষণ করিতে দিবে। বধূর ভোজন সমাপ্ত হইলে বর ও বধূ যজ্ঞমণ্ডপে সন্নদ্ধ শুভাসনে

---

* হে বধূবর ! যেরূপ অন্নের সহিত প্রাণ, প্রাণের সহিত অন্ন এবং অন্ন ও প্রাণের সহিত অন্তরিক্ষের সম্বন্ধ আছে, সেইরূপ (তে) তোমার (হৃদয়ম্) হৃদয় (চ) এবং (মনঃ) মন (চ) এবং চিত্তাদিকে (সত্যগ্রন্থিনা) সত্যতার গ্রন্থিদ্বারা (বধ্নামি) বন্ধন করিতেছি।।১।। হে বর, হে স্বামিন্ (বা হে পত্নি) ! (য়দেতৎ) এই যাহা (তব) তোমার (হৃদয়ম্) আত্মা বা অন্তঃকরণ, (তৎ) তাহা (মম) আমার (হৃদয়ম্) আত্মা ও অন্তঃকরণের তুল্য প্রিয় (অস্তু) হউক এবং (মম) আমার (য়দিদম্) এই যাহা (হৃদয়ম্) আত্মা, প্রাণ ও মন, (তৎ) তাহা (তব) তোমার (হৃদয়ম্) আত্মাদির তুল্য প্রিয় (অস্তু) থাকুক।।২।। হে যশোদে। (প্রাণস্য) প্রাণের পোষণ কর্ত্তা (ষড্বিংশঃ) ২৬ ষড়বিংশ তত্ত্বপূর্ণ (অন্নম্) যে অন্ন, (তেন) তদ্দারা (ত্বা) তোমাকে (বধ্নামি) দৃঢ় প্রীতির সহিত বন্ধন করিতেছি।।৩।।

যথাবিধি পূর্বাভিমুখে উপবেশন করিয়া ২১–৩০ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে সামবেদোক্ত **মহাবামদেব্যগান** করিবে।

তারপর ৪–১৪ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে **ঈশ্বরস্তুতি, প্রার্থনোপাসনা, স্বস্তিবাচন ও শান্তিপ্রকরণ** সমাপ্ত করিয়া ক্ষার ও লবণরহিত মিষ্ট, দুগ্ধ ও ঘৃতাদিযুক্ত আহার্য্য সেবন করিবে।

তারপর ৬১ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে পুরোহিতাদি, সদ্ধর্মী ও কর্মোপলক্ষে সমবেত ব্যক্তিগণকে সম্মানার্থ উত্তমরূপে ভোজন করাইবে। তারপর পুরুষদিগকে পুরুষ ও স্□ীদিগকে স্□ী আদর সম্মান করিয়া বিদায় দান করিবে।

উত্তরবিধি সমাপ্ত

–o–

তারপর রাত্রি দশ ঘটিকা অতীত হইলে বর ও বধূ পৃথক পৃথক স্থানে ভূমিতে শয্যা রচনা* করিযা তিন রাত্রি পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত রক্ষা করিয়া শয়ন করিবে এবং এরূপ আহার করিবে যাহাতে স্বপ্নেও বীর্য্যপাত না হয়। তারপর চতুর্থ দিনে বিধিপূর্বক গর্ভাধান সংস্□ার করিবে।

যদি চতুর্থ দিনে কোন বিঘ্ন থাকে, তবে অধিক দিন ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে দৃঢ় থাকিয়া যেদিন উভয়ের ইচ্ছা হইবে, সেই দিন ৩৫–৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধি অনুসারে গর্ভাধানের রাত্রি স্থির হইলে সেই রাত্রিতে গর্ভাধান করিবে।

পতিগৃহে যাত্রা

যদি কোন বিশেষ কারণে শ্বশুরালয়ে গর্ভাধান সংস্□ার হইতে না পারে, তবে দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে প্রাতঃকালে বরপক্ষের লোকেরা

* পার০গৃ০সূ০কা০ ১। ক০৮। সূ০ ২১।।

বধূ ও বরকে রথে আরোহণ করাইয়া অতীব সম্মানের সহিত বরের গৃহে লইয়া আসিবে।

বধূর আপন মাতাপিতার গৃহ পরিত্যাগকালে চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইলে বর নিম্নোক্ত মন্□ বলিবে –

বর–জীবং রুদন্তি বি ময়ন্তে অ□বরে দীর্ঘামনু প্রসিতিং দীধিয়ুর্নরঃ। বামং পিতৃভ্যো য় ইদং সমেরিরে ময়ঃ পতিভ্যো জনয়ঃ পরিষ্বজে।। ঋ০মং০ ১০। সূ০ ৪০। আশ্ব০১।৮।৪।।

এবং রথে উপবেশনকালে বর বধূকে নিজের দক্ষিণপার্শ্বে উপবেশন করাইয়া নিম্নোক্ত মন্□দ্বয় বলিয়া রথ চালাইবে–

বর–পূষা ত্বেতো নয়তু হস্তগৃহ্যাশ্বিনা ত্বা প্র বহতাং রথেন। গৃহান্ গচ্ছ গৃহপত্নী য়থাসো বশিনী ত্বং বিদথমা বদাসি।।১।। সুকিংশুকং শল্মলিং বিশ্বরুপং হিরণ্যবর্ণং সুবৃতং সুচক্রম্। আ রোহ সূর্য্যে অমৃতস্য লোকঙ্গং স্যোনং পত্যে বহতুং কৃণুষ্ব।।২।।

ঋ০মং০১০। সু০ ৮৫। মং০ ২৬,২০।। আশ্ব০ ১।৮।১।।

বধূকে শ্বশুরালয় হইতে **স্বগৃহে আনয়নকালে** যদি নৌকাযোগে আসিতে হয়, তবে নৌকারোহণের পুর্বে নিম্নলিখিত মন্□ বলিয়া নৌকারোহণ করিবে –

বর–অশ্মন্বতী রীয়তে সং রভ□বমুত্তিষ্ঠত প্র তরতা সখায়ঃ।।

আশ্ব০ ১।৮।২।

এবং নৌকা হইতে অবতরণ করিবার সময় নিম্নোক্ত মন্□ (মন্□ের উত্তরার্দ্ধ) বলিয়া নৌকা হইতে অবরতণ করিবে–

বর–অত্রা জহাম য়ে অসন্নশেবাঃ শিবান্বয়মুত্তরেমাভি বাজান্।। খ০মং০১০। সু০৫৩। মং০৮।।

পুনরায় এইরূপে পথিমধ্যে বিভিন্ন মার্গের সংযোগস্থল, নদী, ব্যাঘ্র, তস্□রাদির ভয় বা ভয়ঙ্কর স্থান, উচ্চ, নিম্ন ও সরলোন্নত ভূমি, বৃহদ্ বৃক্ষবন বা শ্মশানভূমি প্রভৃতি ভয়ঙ্কর স্থানের সম্মুখীন হইলে নিম্নোক্ত মন্□ বলিবে–

বর–মা বিদন্ পরিপন্থিনো য় আসীদন্তি দম্পতী।
সুগেভির্দুর্গমতীতামপ দ্রান্ত্বরাতয়ঃ।।

ঋ০মং০১০। সু০ ৮৫। মং০ ৩২।। আশ্ব০ ১।৮।।৬।।

তারপর বধূ বর যে রথে আরোহণ করিয়া যাইবে, সেই রথের কোন অঙ্গ ভঙ্গ হইয়া গেলে অথবা কোনও প্রকার আকস্মিক্ দুর্ঘটনা ঘটিলে পথিমধ্যে কোন উত্তম স্থান দেখিয়া তথায় অবস্থান করিবে এবং সঙ্গে রক্ষিত **বিবাহাগ্নি** প্রদীপ্ত করিয়া তাহাতে ২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে ৪ (চারি ব্যাহৃতিও আজ্যাহুতি দিবে।) তৎপরে ২৯-৩০ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে **বামদেব্য গান** করিবে।

পতিগৃহে

তৎপরে যখন বর-বধূর রথ বরের গৃহের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন কুলীন, পুত্রবতী ও সৌভাগ্যবতী কোন ব্রাহ্মণী বা স্বীয় কুলের কোন স্□ী সম্মুখে আসিয়া বধূর হস্ত ধারণপূর্বক বরসহ তাহাকে রথ হইতে অবতরণ করাইযা বরসহ সভামণ্ডপে লইয়া যাইবে।

আশীর্বাদ

সভামণ্ডপের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াই বর কার্য্যোপলক্ষে আগত ব্যক্তিবর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিম্নোক্ত মন্□ বলিবে –

বর–সুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত।
সৌভাগ্যমস্যৈ দত্বা য়াথাস্তং বি পরেতন।।

ঋ০মং০ ১০। সু০ ৮৫। মং০৩৩।। আশ্ব০ ১।৮।৭।।

এবং আগন্তক ব্যক্তিরা নিম্নোক্ত বাক্যে আশীর্বাদ করিবে –

ওতম্।। সৌভাগ্যমস্তু। ওতম্। শুভং ভবতু।।

তারপর বর নিম্নোক্ত মন্□ বলিয়া বধূকে সভামন্ডপে লইয়া যাইবে–

বর–ইহ প্রিয়ং প্রজয়া তে সমৃধ্যতামস্মিন্ গৃহে গার্হপত্যায় জাগৃহি। এনা পত্যা তন্বং সং সৃজস্বাধা জিব্রী বিদথমা বদাথঃ।।

ঋ০মং ১০। সূ০ ৮৫। মং ২৭।।

তারপর বধূ-বর পূর্বস্থাপিত যজ্ঞকুণ্ডের সমীপে যাইবে। সেই সময় বর নিম্নলিখিত মন্□ বলিয়া যজ্ঞকুণ্ডের পশ্চিমভাগে পীঠাসনে বা তৃণাসানে বধূকে স্বীয় দক্ষিণভাগে পূর্বাভিমুখে উপবেশন করাইবে–

বর–ওতম্। ইহ গাবঃ প্রজায়□বমিহাশ্বা ইহ পূরুষাঃ।
ইহো সহস্রদক্ষিণোऽপি পূষা নি ষীদতু।।

অথর্ব০কাং০ ২০। সু০ ১২৭। মং০ ১২।।

তারপর ২১ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে **ওতম্। অমৃতোপস্তরণমসি০।।** ইত্যাদি তিন মন্□র এক একটি দ্বারা এক একটি করিয়া তিন তিন আচমন করিবে।

তারপর ২১–২২ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে কুণ্ডে যথাবিধি **সমিধাচয়ন ও অগ্ন্যাধান** করিবে। যখন কুণ্ডে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবে, তখন তদুপরি ঘৃত উষ্ণ করিয়া ২২–২৩ পৃষ্ঠায় লিখিত রীতিতে **সমিদাধান** করিয়া প্রদীপ্ত অগ্নিতে বধূ-বর ২৪-২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে **আঘারাবাজ্যভাগাহুতি** ৪ (চারি), **ব্যাহৃতি আহুতি** ৪ (চারি) এবং ২৭–২৮ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে **অষ্টাজ্যাহুতি** ৮ (আট), সর্বসমেৎ ১৬ (ষোল) আজ্যাহুতি দিবে।

প্রধান হোম

তারপর বধূ-বর নিম্নলিখিত মন্□ প্রধান হোম আরম্ভ করিবে। মন্□গুলির প্রত্যেকটি দ্বারা এক একটি করিয়া ৮ (আট) আজ্যাহুতি দিবে–

বধূ-বর–

ওতম্ । ইহ ধৃতিঃ স্বাহা । । ইদমিহ ধৃত্যৈ–ইদন্ন মম । ।১ । ।

ওতম্ । ইহ স্বধৃতিঃ স্বাহা । । ইদমিহ স্বধৃত্যৈ–ইদন্ন মম । ।২ । ।

ওতম্ । ইহ রন্তিঃ স্বাহা । । ইদমিহ রন্ত্যৈ–ইদন্ন মম । ।৩ । ।

ওতম্ । ইহ রমস্ব স্বাহা । । ইদমিহ রমায় ইদন্ন মম । ।৪ । ।

ওতম্ । ময়ি ধৃতিঃ স্বাহা । । ইদং ময়ি ধৃত্যৈ–ইদন্ন মম । ।৫ । ।

ওতম্ । ময়ি স্বধৃতিঃ স্বাহা । । ইদং ময়ি স্বধৃত্যৈ–ইদন্ন মম । ।৬ । ।

ওতম্ । ময়ি রমঃ স্বাহা । । ইদং ময়ি রমায়–ইদন্ন মম । ।৭ । ।

ওতম্ । ময়ি রমস্ব স্বাহা । । ইদং ময়ি রমায়–ইদন্ন মম । ।৮ । ।

মং০ ব্রা০১ ।৩ । ১৪ । । গোভি০ ২ ।৪ ।১০ । ।

বধূ-বর নিম্নোক্ত ৪ (চারি) মন্ত্র এক-এক মন্ত্রে এক একটি করিয়া ৪ (চারি) আজ্যাহুতি দিবে –

বধু-বর–*ওতম্ । আ নঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতিরাজরসায়

* হে বধূ ! (অর্য়্যমা) ন্যায়কারী দয়ালু (প্রজাপতিঃ) পরমাত্মা কৃপা করিয়া (আজরসায়) জরাবস্থা পর্য্যন্ত বাঁচিবার জন্য (নঃ) আমাদের (প্রজাম্) উত্তম প্রজাকে শুভগুণকর্মস্বভাবদ্বারা (আজনয়তু) প্রসিদ্ধ করুন, (সমনক্তু) তাহা দ্বারা যেন উত্তম সুখ লাভ করি এবং শুভগুণযুক্তা (মঙ্গলীঃ) স্ত্রীলোকেরা সব স্বজনকে আনন্দ (অদুঃ) দান করুন । তাঁহাদের মধ্যে তুমি অন্যতমা, হে বরাননে! (পতিলোকম্) পতিগৃহে সুখে (আবিশ) প্রবেশ কর বা তাহা প্রাপ্ত হও । (নঃ) আমাদের দ্বিপদে) পিত্রাদি মনুষ্যগণের জন্য (শম্) সুখদায়িনী ও (চতুষ্পদে) গরাদির জন্য (শম্) সুখকর্ত্রী (ভব) হইও । ।১ । ।

সমনক্তুর্য়মা । অদুর্মঙ্গলীঃ পতিলোকমা বিশ শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে স্বাহা । । ইদং সূর্য্যায়ৈ সাবিত্র্যৈ–ইদন্ন মম । ।১ । ।*ওতম্ । অঘোরচক্ষুরপতিঘ্নেধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চাঃ । বীরসূর্দেবৃকামা স্যোনা শন্নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে

*হে বরাননে ! (অপতিঘ্নি) তুমি পতির সহিত অবিরোধিনী । তোমার (ওতম্) রক্ষক, (ভূঃ) প্রাণদাতা, (ভুবঃ) সর্বদুঃখনাশক, (স্বঃ) সর্বসুখদাতা পরমাত্মার কৃপায় ও স্বীয় উত্তম পুরুষার্থ বলে তুমি (অঘোরচক্ষুঃ) প্রিয় দৃষ্টি (এধি) প্রাপ্ত হও । (শিবা) মঙ্গলকারিণী (পশুভ্যঃ) সব পশুর সুখদাত্রী, (সুমনাঃ) পবিত্র অন্তঃকরণযুক্তা, প্রসন্নচেতা, (সুবর্চাঃ) সুন্দর শুভলক্ষণ, কর্ম, স্বভাব ও বিদ্যাযুক্তা, (বীরসূঃ) উত্তম বীরপ্রসবিনী, (দেবৃকামা) দেবরের কামনাকারিণী অর্থাৎ নিয়োগেরও অভিলাষিণী ও (স্যোনা) সুখযুক্তা হইয়া (নঃ) আমাদের (দ্বিপদে) মনুষ্যাদির জন্য সদা (শম্) সুখকারিণী (ভব) হও এবং (চতুষ্পদে) গবাদি পশুরও (শম্) সুখদাত্রী হও । তোমার প্রতি আমিও সেইরূপ আচরণ করিব । ।২ । । ঈশ্বর পুরুষ ও স্ত্রীকে আজ্ঞা দিতেছেন–হে (মীঢ়বঃ) বীর্য্য সিঞ্চনকারী (ইন্দ্র) এই বধূর পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত স্বামিন্ ! (ত্বম্) তুমি (ইমাম্) এই বধূকে (সুপুত্রাম্) সুপুত্রবতী (সুভগাম্) তথা সৌভাগ্যবতী (কৃণু) কর, (অস্যাম্) এই বধূতে (দশ) দশ (পুত্রান্) পুত্র (আ ধেহি) উৎপন্ন কর, অধিক নহে এবং হে স্ত্রী! তুমিও অধিক কামনা করিও না, কিন্তু দশ পুত্র ও (একাদশম্) একাদশ স্থানে (পতিম্) পতিকে প্রাপ্ত হইয়া সন্তোষ (কৃধি) লাভ কর । যদি ইহার পরেও সন্তানোৎপত্তির লোভ কর, তবে তোমার দুষ্ট, অল্লায়ু ও নির্বুদ্ধিসন্তান হইবে এবং তুমিও অল্লায়ু ও রোগগ্রস্ত হইয়া যাইবে । এজন্য অধিক সন্তানোৎপত্তি করিবে না । (পতিমেকাদশং কৃধি) এই পদের অর্থ নিয়োগকালে অন্যরূপ হইবে অর্থাৎ যেমন পরমাত্মা পুরুষকে বিবাহিত স্ত্রীতে দশ পুত্র উৎপাদন করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, সেইরূপ আজ্ঞা স্ত্রীর প্রতিও

স্বাহা।। ইদং সূর্য্যায়ৈ সাবিত্র্যে–ইদন্ন মম।।২।। ওঁ৩ম্ উমাং তমিন্দ্র মীঢ়্বঃ সুপুত্রাং সুভগাং কৃণু। দশাস্যাং পুত্রানা ধেহি পতিমেকাদশং কৃধি স্বাহা।।* ওঁ৩ম্। সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব। ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধি দেবেষু স্বাহা।।৪।।

ঋ০মং০১০। সূ০৮৫। মং৪৩–৪৬।।

আশ্ব০১।৮।৯।।

তারপর ২৫–২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে **স্বিষ্টকৃৎ হোমাহুতি ১** (এক), **ব্যাহৃতি আজ্যাহুতি** ৪ (চারি) **ও প্রাজাপত্যাহুতি ১** (এক) সর্বসমেৎ ৬ (ছয়) আজ্যাহুতি দিবে।

আছে যে, দশ পুত্র পর্য্যন্ত বিবাহিত পতিদ্বারা অথবা বিধবা হইলে নিয়োগদ্বারা লাভ করিবে। এইরূপে স্ত্রী এক পতির সহিত একবার বিবাহিত হইবে এবং পুরুষ এক স্ত্রীকে একবার বিবাহ করিবে–এইরূপ আজ্ঞা আছে। যেরূপ বিধবা হইলে স্ত্রী নিয়োগদ্বারা সন্তানোৎপত্তি করিয়া পুত্রবতী হইবে, সেইরূপ পুরুষও বিপত্নীক হইলে নিয়োগদ্বারা পুত্রবান হইবে।।৩।। * হে বরাননে ! তুমি নিরপেক্ষভাবে এবং প্রীতিসহকারে (শ্বশুরে) আমার পিতা, যিনি তোমার শ্বশুর তাঁহার নিকট (সম্রাজ্ঞী) চক্রবর্ত্তী রাজার রাণীর ন্যায় সম্যক্‌রূপে প্রকাশমান (ভব) হইও, 'শ্বশ্রূাম্' আমার মাতা, যিনি তোমার শাশুড়ী তাঁহার প্রতি প্রেমপূর্ণভাবে তাঁহারই আজ্ঞায় (সম্রাজ্ঞী) সম্যক্‌রূপে প্রকাশমান (ভব) থাকিও, (ননান্দরি) আমার ভগ্নী, যিনি তোমার ননদ, তাঁহার নিকটেও (সম্রাজ্ঞী) প্রীতিপূর্বক প্রকাশমান এবং (দেবৃষু) আমার ভ্রাতা, যিনি তোমার দেবর জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ, তাঁহাদের নিকটেও (সম্রাজ্ঞী) প্রীতিপূর্বক প্রকাশমান হইয়া (অধি ভব) অধিকারযুক্ত হইও অর্থাৎ সকলের সহিত নির্বিরোধে প্রীতিপূর্বক থাকিও।।৪।।

তারপর বধূ ও বর নিম্নোক্ত মন্ত্র বলিয়া উভয়ে **দধিপ্রাশন** করিবে–

বর বধূ–সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ।
সং মাতরিশ্বা সং ধাতা সমুদেষ্ট্রী দধাতু নৌ(১) **।।**

ঋ০মং০ ১০। সূ০ ৮৫। মং০ ৪৭।। আশ্ব০ ১।৮।৯।।

তারপর নিম্নোক্ত মন্ত্র বলিয়া বধূ-বর, বরের মাতাপিতাদি গুরুজনদিগকে প্রীতিপূর্বক নমস্কার করিবে–

অহং ভো অভিবাদয়ামি(২) **।।** গোভি০ ২।৪।১১।।

তারপর বধূ-বর উভয়ে সুভূষিত হইয়া শূভাসনে উপবেশনপুর্বক ২৯–৩০ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে **বামদেব্যগান** এবং ৪–৮ পৃষ্ঠায় লিখিত প্রণালীতে **ঈশ্বরোপাসনা** করিবে। তখন কার্য্যোপলক্ষে আগত সব স্ত্রী-পুরুষ তন্ময়ভাবে পরমেশ্বরের ধ্যান করিবে।

---

(১) হে (বিশ্বে দেবাঃ) এই যজ্ঞশালায় উপবিষ্ট বিদ্বদ্‌গণ। আপনারা আমাদের উভয়কে (সমঞ্জন্তু) নিশ্চিতভাবে জানিয়া রাখুন যে, আমরা সানন্দে গৃহাশ্রমে একত্র অবস্থিতির জন্য একে অন্যকে স্বীকার করিতেছি। (নৌ) আমাদের উভয়ের (হৃদয়ানি) হৃদয় (আপঃ) জলের ন্যায় (সম্) শান্ত ও মিলিতভাবে থাকিবে। যেমন (মাতরিশ্বা) প্রাণবায়ু আমাদের প্রিয়, তেমন (সম্) আমরা উভয়ে একে অন্যের প্রতি সদাই প্রসন্ন থাকিব। যেরূপ (ধাতা) ধারণকর্ত্তা পরমাত্মা সকলের মধ্যে (সম্) মিলিত থাকিয়া সব জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন, সেইরূপ আমরা উভয়ে একে অন্যকে ধারণ করিব। যেমন (সমুদেষ্ট্র) উপদেশক শ্রোতৃবৃন্দকে প্রীতিদান করেন, তেমনই (নৌ) আমাদের উভয়ের আত্মা একে অন্যের প্রতি দৃঢ় প্রেম ধারণ করুক।

(২) ইহা হইতে উত্তম **নমস্তে**। নিত্য প্রতি স্ত্রীপুরুষ, পিতাপুত্র অথবা গুরুশিষ্যাদি সকলের পক্ষে অভিবাদনের জন্য ইহা বেদোক্ত বাক্য। প্রাতঃকালে বা সায়ংকালে, অপূর্ব সমাগমে বা যখন যখন দেখা সাক্ষাৎ বা মিলন হইবে, তখন তখনই এই বাক্যে পরস্পর অভিবাদন করিবে।

তারপর বধূ-বর পিতা, আচার্য্য ও পুরোহিতাদিকে নিম্নোক্ত বাক্যে স্বস্তিবাচন করিতে বলিবে–

তারপর পিতা, আচার্য্য ও পুরোহিতাদি বিদ্বানেরা বা তাঁহাদের অভাবে বধূ-বর বিদ্বান্ ও বেদবিৎ হইলে তাহারা উভয়ে ৮–১১ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে সানন্দে **স্বস্তিবাচন** পাঠ করিবে। পাঠ সমাপ্ত হইলে কার্য্যোপলক্ষে আগত স্□ীপুরুষ সকল নিম্নোক্ত বাক্য বলিবেন–

বধু-বর–ওও৩ম্। স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু।

আশ্বলা০ গৃ০ অ০১। কং০ ৮। সু০ ১৫।।

তারপর কর্মকর্ত্তা পিতা, কাকা (ও জেষ্ঠা), ভ্রাতা আদি পুরুষগণকে এবং মাতা, কাকী (ও জেঠাইমা), ভগ্নী আদি স্□ীগণকে যথাবিধি সম্বর্দ্ধনা করিয়া বিদায় দান করিবেন।

সকলে–ও৩ম্ স্বস্তি। ও৩ম্ স্বস্তি। ও৩ম্ স্বস্তি।।

তারপর বধূ-বর ক্ষার আহার ও বিষয়তৃষ্ণা পরিহারপূর্বক ব্রতস্থ থাকিয়া ৩১ পৃষ্ঠা হইতে ৪৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিতে বিধিতে বিবাহের চতুর্থ দিবসে **গর্ভাধান সংস্□ার** করিবে। সে দিন ঋতুকাল না থাকিলে অন্য কোন দিন গর্ভাস্থাপন করিবে। যদি বর অন্য স্থান হইতে বিবাহের জন্য আসিয়া থাকে, তবে যেস্থানে বিবাহের আয়োজন হইবে, সেই স্থানে গর্ভাধান করিবে। তারপর নিজের বাড়ীতে আসিলে পতি, শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, দেবর, জা, ভাশুর ও বড় জা প্রভৃতি সকলে বধূকে পূজা অর্থাৎ আদর সম্মান করিবে। তাহার সহিত সদা প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিবে। মধুর বাণী, বস্□ ও অলঙ্কারাদিদ্বারা বধূকে সন্তুষ্ট রাখিবে এবং বধূও সকলকে সন্তুষ্ট রাখিবে। বর বধূর সহিত পত্নীব্রতাদি সদ্ধর্মে থাকিবে এবং পত্নীও পতির সহিত পতিব্রতাদি সদ্ধর্মে থাকিবে। রীতিনীতি ও আচারব্যবহারে তথা পতির আজ্ঞা পালনে সদা তৎপর ও উৎসুক থাকিবে এবং বরও স্□ীর সেবায় ও প্রসন্নতায় তৎপর থাকিবে।

ইতি বিবাহসংস্□ারবিধিঃ সমাপ্তঃ

অথ* গৃহাশ্রমসংস্□ারবিধিং বক্ষ্যামঃ

—০—

ঐহিক, পারলৌকিক সুখলাভের জন্য বিবাহ করিয়া নিজের সামর্থ্যানুসারে পরোপকার করা, নির্দিষ্টকালে যথাবিধি ঈশ্বরোপাসনা ও গৃহকৃত্য করা, সত্যধর্মেই তন-মন-ধন নিয়োগ করা এবং ধর্মানুসারে সন্তানোৎপাদন করাকে **গৃহাশ্রমসংস্□ার** বলে।

---

* মানবের জীবন কখনও প্রবৃত্তির পথে এবং কখনও নিবৃত্তির পথে ধাবিত হয়। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির দ্বন্দ্বের মধ্যে জীবনকে সুনিয়ন্□িত রাখার জন্যই আশ্রমচতুষ্টয়ের বিধান। ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য আশ্রম প্রবৃত্তিমুখী এবং বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রম নিবৃত্তিমুখী। গার্হস্থ্যাশ্রমের প্রস্তুতির জন্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম এবং সন্ন্যাসাশ্রমের প্রস্তুতির জন্য বানপ্রস্থাশ্রম। মানবজীবন এই আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্য দিয়া বিকাশ লাভ করে। ঋষিরা গার্হস্থ্যাশ্রমকে শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। প্রথমতঃ ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীরা গৃহস্থের প্রদত্ত অন্নদ্বারাই লালিত পালিত হয়। দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা পরকালের স্বর্গ ও ইহকালের সুখ একসঙ্গে কামনা করেন, তাঁহারা গার্হস্থ্য আশ্রমের শরণ গ্রহণ করেন, তৃতীয়তঃ যাহার দুর্বলেন্দ্রিয় ভীরু ও কাপুরুষ গার্হস্থ্যাশ্রম তাহাদের জন্য নহে, গৃহাশ্রম আমোদ-প্রমোদের ক্ষেত্র নহে, ইহা ভীষণ সংগ্রামক্ষেত্র এবং কঠোর পরীক্ষাকেন্দ্র। পুরুষ ও স্□ীর সাধনার উপরে গৃহাশ্রমে সার্থকতা নির্ভর করে। ভূমির সৃজনী শক্তিতে যেমন তাপ ও শৈত্য উভয়েরই প্রয়োজন হয়, গৃহাশ্রমের সৃজনী শক্তিতেও সেইরূপ কোমলতার ও কঠোরতার প্রয়োজন হয়। যাহার মধ্যে যে গুণের অভাব, অন্যের মধ্যে সেই গুণ দৃষ্ট হইলে সে তাহার প্রতি স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়।

অত্র প্রমাণানি–

সোমো বধূয়ুরভবদশ্বিনাস্তামুভা বরা।

সূর্য্যাং য়ৎপত্যে শংসন্তীং মনসা সবিতা দদাৎ।।১।।

ইহৈব স্তং মা বি য়ৌষ্টং বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নুতম্।

ক্রীড়ন্তৌ পুত্রৈর্নপ্তৃভির্মোদমানৌ স্বে গৃহে।।২।।

অ.কা. ১৪। সূ ৭। মং০ ৯, ২২।।

অর্থঃ– (সোমঃ) সুকুমার শুভগুণযুক্ত (বধূয়ুঃ) বধূর কামনাকারী পতি ও পতির কামনাকারিণী বধূ (অশ্বিনা) উভয়ে ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা বিদ্যা প্রাপ্ত (অভবৎ) হইবে। (উভা) উভয়ে (বরা) তুল্য গুণ, কর্ম, স্বভাবে শ্রেষ্ঠ (আস্তাম্) হইবে। (সূর্য্যাম্) সূর্য্যকিরণবৎ সৌন্দর্য্যগুণযুক্ত (পত্যে) পতির জন্য (মনসা) মনে মনে (শংসন্তীম্) গুণকীর্ত্তনকারিণী (য়ৎ) যে বধূ, তাহাকে পুরুষ এবং ঠিক এই প্রকারের পুরুষকে স্□ী (সবিতা) সকল জগতের উৎপাদক পরমাত্মাই (দদাৎ) দিয়া থাকেন অর্থাৎ উত্তম ভাগ্যের ফলে তুল্য গুণ-কর্ম (মা বিয়ৌষ্টম্) স্বভাবযুক্ত স্□ী পুরুষের এইরূপ জোড়া পাওয়া যায়।।১।। হে স্□ী ও পুরুষ! আমি পরমেশ্বরের আজ্ঞা দিতেছি–প্রথমে বিবাহকালে তোমাদের যে প্রতিজ্ঞা হইয়াছে,

---

পুরুষ এইজন্যই নারীর কোমল বৃত্তিতে এবং নারীও পুরুষের কঠোর বৃত্তিতে আকৃষ্ট হয়। পতি ও পত্নীর পরস্পরের আকর্ষণে গার্হস্থ্য আশ্রম স্বর্গে পরিণত হয়। পিতৃঋণ, দেবঋণ, ও ঋষিঋণ–এই তিনটি ঋণ লইয়া মানব জন্মগ্রহণ করে। সুসন্তান উৎপাদন করিলে পিতৃঋণ, অগ্নিহোত্র করিলে দেবঋণ এবং জ্ঞানপ্রচারে ঋষিঋণ শোধ হয়। গৃহস্থাশ্রমই ত্রিঋণ পরিশোধের উপযুক্ত ক্ষেত্র। এইজন্যই গার্হস্থ্যাশ্রমের মহিমা ঋষিরা শতমুখে ঘোষণা করিয়াছেন।

–অনুবাদক

যাহা তোমরা উভয়ে স্বীকার করিয়াছ, (ইহৈব) তাহাতেই (স্তম্) তৎপর থাক, আকৃষ্ট হও। এই প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হইও না। (বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নুতম্) ঋতুগামী হইয়া, অধিক বীর্য্যনাশ না করিয়া সম্পূর্ণ আয়ু যাহা ১০০ (শত) বর্ষের কম নহে, তাহা প্রাপ্ত হও। পূর্বোক্ত ধর্মরীতিতে (পুত্রৈঃ) পুত্র ও (নপ্তৃভিঃ) পৌত্রগণের সঙ্গে (ক্রীড়া করিতে করিতে (স্বস্তকৌ) উৎকৃষ্ট গৃহযুক্ত ও (মোদমানৌ) আনন্দিত হইয়া গৃহাশ্রমে প্রীতিপূর্বক বাস কর।।২।।

সুমঙ্গলী প্রতরণী গৃহাণাং সুশেবা পত্যে শ্বশুরায় শম্ভূঃ।

স্যোনা শ্বশ্রৈ প্রগৃহান্ বিশেমান্।।৩।।

স্যোনা ভব শ্বশুরেভ্যঃ স্যোনা পত্যে গৃহেভ্যঃ।

স্যোনাস্যৈ সর্বস্যৈ বিসে স্যোনা পুষ্টায়ৈষাং ভব।।৪।।

য়া দুর্হার্দো য়ুবতয়ো য়াশ্চেহ জরতীরপি। বর্চো ন্বস্যৈ সং দত্তাথাস্তং বিপরেতন।।৫।।

আরোহ তল্পং সুমনস্যমানেহ প্রজাং জনয় পত্যে অস্মৈ।

ইন্দ্রাণীব সুবুধা বুধ্যমানা জ্যোতিরগ্রা উষসঃ প্রতি জাগরাসি।।৬।।

অথর্ব০কাং০ ১৪। সু০ ২।

অর্থঃ– হে বরাননে! তুমি (সুমঙ্গলী) অতিশয় মঙ্গলাচরণকারিণী তথা (প্রতরণী) দোষ ও শোকাদি হইতে বিমুক্তা (গৃহাণাম্) গৃহকার্য্যে চতুর ও তৎপর থাকিয়া (সুশেবা) উত্তম সুখযুক্ত হইয়া (পত্যে) পতি (শ্বশুরায়) শ্বশুরও (**শ্বশ্র**) শাশুড়ীর জন্য (শম্ভূঃ) সুখকত্রী ও (স্যোনা) স্বয়ং প্রসন্ন হইয়া (ইমান্) এই (গৃহান্) গৃহে সুখপূর্বক (প্রবিশ) প্রবেশ কর।।৩।। হে বধূ। তুমি (শ্বশুরেভ্যঃ) শ্বশুরাদির জন্য (স্যোনা)

সুখদাত্রী, (পত্যে) পতির জন্য (স্যোনা) সুখদাত্রী ও (গৃহেভ্যঃ) গৃহের স্বজনদের জন্য (স্যোনা) সুখদাত্রী (ভব) হও এবং (অস্যৈ) এই (সর্বস্যৈ) সব (বিশে) প্রজার জন্য (স্যোনা) সুখদাত্রী ও (এষাম্) ইহাদের (পুষ্টায়) পুষ্টির জন্য তৎপর (ভব) হও । ।৪ । । (য়াঃ) যাহারা (দুর্হার্দঃ) দুষ্টহৃদয়া অর্থাৎ দুষ্টাত্মা (য়ুবতয়ঃ) যুবতী স্ত্রী (চ) এবং (য়াঃ) যাহারা (ইহ) এখানে (জরতী) বৃদ্ধা দুষ্টা স্ত্রী, (অপি) তাহারাও ইহার পর (অস্তম্) স্ব স্ব গৃহে (বিপরেতন) চলিয়া যাউক এবং পুনরায় ইহার নিকটে কখনও না আসুক । ।৫ । । হে বরাননে। তুমি (সুমনস্যমানা) প্রসন্ন চিত্ত হইয়া (তল্পম্) পর্য্যাঙ্কে (আরোহ) আরোহণপুর্বক শয়ন করো এবং (ইহ) এই গৃহাশ্রমে স্থির থাকিয়া (অস্মৈ) এই (পত্যে) পতির জন্য (প্রজাং জনয়ঃ) প্রজা উৎপন্ন করো, (সুবুধা) সুন্দর জ্ঞানযুক্তা, (বুধ্যমানা) উত্তম শিক্ষাপ্রাপ্তা (ইন্দ্রাণীর) সূর্য্যকান্তির ন্যায় তুমি (উষসঃ) ঊষাকালের (অগ্রা) প্রথম (জ্যোতিঃ) জ্যোতির তুল্য (প্রতিজাগরাসি) প্রত্যক্ষ ভাবে সর্ব কার্য্যে জাগ্রতা থাকো । ।৬ । ।

দেবা অগ্রে ন্যপদ্যন্ত পত্নীঃ সমস্পৃশন্ত তন্ব স্তনূভিঃ ।
সূর্য্যেব নারি বিশ্বরূপা মহিত্বা প্রজাবতী পত্যা সং ভবেহ । ।৭ । ।
সং পিতরাবৃত্বিয়ে সৃজেথাং মাতা পিতা চ রেতসো ভবাথঃ ।
মর্য্য ইব য়োষামধি রোহয়ৈনাং প্রজাং কৃন্বাথামিহ পুষ্যতংরয়িম্ । ।৮ । ।
তাং পূষঞ্ছিবতমামেরয়স্ব য়স্যাং বীজং মনুষ্যা বপন্তি ।
য়া ন উরু ঊশতী বিশ্রয়াতি য়স্যামুশন্তঃ প্রহরেম শেপঃ । ।৯ । ।

অথর্ব০কাং০ ১৪ । সু০২ । মং০৩২ । ৩৭ । ৩৮ । ।

অর্থ ঃ– (নারি) হে সৌভাগ্যপ্রদে ! যেমন (ইহ) এই গৃহাশ্রমে (অগ্রে) প্রথমে (দেবাঃ) বিদ্বানেরা (পত্নীঃ) তোমার ন্যায় উত্তম স্ত্রী (ন্যপদ্যন্ত) প্রাপ্ত হন এবং (তনূভিঃ) শরীরদ্বারা (তন্বঃ) শরীর

(সমস্পৃশন্ত) স্পর্শ করেন, তেমনই তুমি (বিশ্বরূপা) বিবিধ সুন্দর রূপধারণকারিণী হইয়া (মহিত্ব) সসম্মানে (সূর্য্যেব) সূর্য্যকান্তিতুল্য (পত্যা) আপন স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া (প্রজাবতী সংভব) উত্তমরূপে সন্তানবতী হও । ।৭ । ।

হে স্ত্রীপুরুষ। তোমরা (পিতরৌ) শিশুর মাতাপিতা (ঋত্বিয়েসংসৃজেথাম্) ঋতুকালে যথাবিধি সন্তান উৎপন্ন করো। (মাতা) জননী (চ) ও (পিতা) জনক উভয়ে (রেতসঃ) বীর্য্যকে মিলাইয়া গর্ভাধানকারী (ভবাথঃ) হও। হে পুরুষ। (এনাম্) এই (য়োষাম্) নিজের স্ত্রীকে (মর্য্যঃইব) প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য পতির তুল্য (অধিরোহয়) সন্তানদ্বারা বৃদ্ধি করো এবং উভয়ে (ইহ) এই গৃহাশ্রমে মিলিত হইয়া (প্রজাম্) সন্তান (কৃণ্বাথাম্) উৎপন্ন করো, (পুষ্যতম্) পালন পোষণ করো এবং পুরুষার্থ দ্বারা (রয়িম্) ধনোপার্জন করো । ।৮ । । হে (পূষন্) বৃদ্ধিকারী পুরুষ। (য়স্যাম্) যাহাতে (মনুষ্যাঃ) মনুষ্যগণ (বীজম্) বীর্য্য (বপন্তি) বপন করে এবং (য়া) যে (নঃ) আমাদের (উশতী) কামনা করিয়া (ঊরূ) ঊরূকে সুন্দররূপে (বিশ্রয়াতি) বিশেষভাবে আশ্রয় করে (য়স্যাম্) যাহাতে (উশন্তঃ) সন্তানের কামনা করিয়া আমরা (শেপঃ) উপস্থেন্দ্রিয় (প্রহরেম) প্রহরণ করি, (তাম্) সেই (শিবতমাম্) অতিশয় কল্যাণকারিণী স্ত্রীকে সন্তানোৎপত্তির জন্য (এরয়স্ব) প্রেমের সহিত প্রেরণা দাও । ।৯ । ।

স্যোনাদ্যোনেরধি বুধ্যমানৌ হসামুদৌ মহসা মোদমানৌ ।
সুগূ সুপুত্রৌ সুগৃহৌ তরাথো জীবাবুষসো বিভাতীঃ । ।১০ । ।
ইহেমাবিন্দ্র সং নুদ চক্রবাকেব দম্পতী ।
প্রজয়ৈনৌ স্বস্তকৌ বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নুতাম্ । ।১১ । ।
জনিয়ন্তি নাবগ্রবঃ পুত্রিয়ন্তি সুদানবঃ ।
অরিষ্টাসূ সচেবহি বৃহতে বাজসাতয়ে । ।১২ । ।

অথর্ব০কা০ ১৪ । সু০২ । মং০ ৪৩,৬৪,৭২ । ।

অর্থ ঃ– হে স্ত্রীপুরুষ ! যেমন সূর্য্য (বিভাতীঃ) সুন্দর প্রকাশযুক্ত (উষস!ঃ) প্রভাতকাল প্রাপ্ত হয়, তেমনই তোমরা (স্যোনাৎ) সুখপূর্বক (য়োনেঃ) গৃহের মধ্যে (অধি বুধ্যমানৌ) সন্তানোৎপত্তি আদি ক্রিয়ায় অভিজ্ঞ হইয়া সদা (হসামুদৌ) হাস্যানন্দসহকারে (মদসা) অতীব প্রেমের সহিত (মোদমানৌ) অত্যন্ত প্রসন্নভাবে (সুগূ) সদাচরণদ্বারা ধর্মপথে পথিক, (সুপুত্রৌ) উত্তম পুত্রযুক্ত তথা (সুগৃহৌ) শ্রেষ্ঠ গৃহাদিসম্পন্ন হইয়া (জীবৌ) উত্তমরূপে জীবন ধারণ করিতে করিতে (তরাথঃ) গৃহাশ্রমের কর্মে উত্তীর্ণ হও । ।১০ । । হে (ইন্দ্র) পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত বিদ্বান্ রাজন্ । তুমি (ইহ) এই সংসারে (ইমৌ) এই স্ত্রীপুরুষকে যথাসময়ে বিবাহ করার আজ্ঞা দাও এবং এরূপ ব্যবস্থা কর যে, যাহাতে কোন স্ত্রীপুরুষ যেন ১১৩ পৃষ্ঠা হইতে ১৭৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত প্রমাণের পুর্বে বা অন্যথা বিবাহ করিতে না পারে । (সংনুদ) সকলকে এরূপ প্রসিদ্ধির সহিত প্রেরণা দাও যে, যাহাতে ব্রহ্মচর্য্য ধারণপুর্বক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া (দম্পতী) জায়া ও পতি (চক্রবাকেব) চক্রবাক ও চক্রবাকীর ন্যায় একে অন্যের প্রতি প্রেমাবদ্ধ থাকে এবং গর্ভাধানসংস্কারোক্ত বিধি অনুসারে (প্রজয়া) উৎপন্ন প্রজাদ্বারা (এনৌ) এই উভয়ে (স্বস্তকৌ) সুখযুক্ত হইয়া (বিশ্বম্) সম্পূর্ণ ১০০ বর্ষ পর্য্যন্ত (আয়ুঃ) আয়ু (ব্যশ্নুতাম্) প্রাপ্ত হয় । ।১১ । । হে মনুষ্যগণ । যেমন (সুদানবঃ) বিদ্যাদি উত্তমগুণের দাতা (অগ্রবঃ) উত্তম স্ত্রীপুরুষ (জনিয়ন্তি) পুত্রোৎপাদন করেও (পুত্রিয়ন্তি) পুত্রের কামনা করে, তেমনই (নৌ) আমাদেরও সন্তান উত্তম হউক তথা (অরিষ্টাসূ) বল ও প্রাণের বিনাশক না হইয়া (বৃহতে) বৃহৎ (বাজসাতয়ে) পরোপকারার্থে বিজ্ঞান ও অন্নাদিদানের উদ্দেশ্যে (সচেবহি) সদা উদ্যত থাকুক । এইভাবে আমাদের সন্তানেরাও উত্তম হউক । ।১২ । ।

প্র বুধ্যস্ব সুবুধা বুধ্যমানা দীর্ঘায়ুত্বায় শতশারদায় ।
গৃহান্ গচ্ছ গৃহপত্নী য়থাসো দীর্ঘং ত আয়ুঃ সবিতা কৃণোতু । ।১৩ । ।

অথর্ব০ কাং০১৪ । সু০২ । মং০৭৫ ।

সহৃদয়ং সাংমনস্যমবিদ্বেষং কৃণোমি বঃ ।
অন্যো অন্যমভিহর্য্যত বৎসং জাতমিবাঘ্ন্যা । ।১৪ । ।

অথর্ব০কাং০৩ । সু০৩০ ।মং০১ । ।

অর্থ ঃ– হে পত্নি । তুমি (শত শারদায়) শতবর্ষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ (দীর্ঘায়ুত্বায়) দীর্ঘকাল জীবন ধারণের জন্য (সুবুধা) সুবুদ্ধিমতী ও (বুধ্যমানা) জ্ঞানবতী হইয়া (গৃহান্) আমার গৃহ (গচ্ছ) প্রাপ্ত হও এবং (গৃহপত্নী) আমি গৃহস্বামী আমার স্ত্রী (তে) তোমার (যথা) যাহাতে (দীর্ঘম্) দীর্ঘ (আয়ুঃ) জীবন (আসঃ) লাভ হয়, এজন্য (প্রবুধ্যস্ব) প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করো এবং উত্তম ব্যবহার বিষয়ে যথাবৎ অবহিত থাকো । (সবিতা) সর্বজগৎস্রষ্টা ও সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্যদাতা পরমাত্মা (কৃণোতু) স্বীয় কৃপাবলে আমাদের এই আশা পূর্ণ করুন, যাহাতে তুমি ও আমি সদা উন্নতিশীল হইয়া আনন্দে থাকি । ।১৩ । । হে গৃহস্থ । আমি ঈশ্বর তোমাদিগকে যেমন আজ্ঞা দিতেছি, তেমনই বর্ত্তমানে করো, যাহাতে তোমাদের অক্ষয় সুখ হয় । (বঃ) তোমাদের (সহৃদয়ম্) নিজেদের জন্য যেমন তোমরা সুখের ইচ্ছা কর এবং দুঃখ পাইতে চাও না, তেমনই মাতা, পিতা, সন্তান, স্ত্রী, ভৃত্য, মিত্র, প্রতিবেশী ও অন্যান্য সকলের সঙ্গে সহৃদয় থাকো । (সাংমনস্যম্) মনের সম্যক্ প্রসন্নতা ও (অবিদ্বেষম্) বৈর-বিরোধশূন্য ব্যবহারকে তোমাদের জন্য (কৃণোমি) বিধান করিয়া থাকি । (অঘ্ন্যা) হননের অযোগ্যা গাভী (বৎসং জাতমিব) উৎপন্ন বৎসের প্রতি বাৎসল্যভাবে যেমন আচরণ করে, তেমনই (অন্যো অন্যম্) একে অন্যের প্রতি তোমরা (অভি হর্যত) প্রেমপুর্বক কামনাসহ আচরণ করো । ।১৪ । ।

অনুব্রতঃ পিতুঃ পুত্রো মাত্রা ভবতু সংমনাঃ ।
জায়া পত্যে মধুমতীং বাচং বদতু শন্তিবান্ । ।১৫ । ।
মা ভ্রাতা ভ্রাতরং দ্বিক্ষন্মা স্বসারমুত স্বসা ।
সম্যঞ্চঃ সব্রতা ভূত্বা বাচং বদত ভদ্রয়া । ।১৬ । ।

অথর্ব০ কাং০৩ । সু০৩০ । মং০২,৩ । ।

অর্থ ঃ– হে গৃহস্থগণ ! যেমন তোমাদের পুত্রঃ (মাত্রা) মাতার সহিত (সংমনাঃ) প্রীতিপূর্ণ মনে (অনুব্রতঃ) অনুকুল আচরণ করিবে এবং (পিতুঃ) পিতার সম্বন্ধেও এইরূপ প্রেমযুক্ত (ভবতু) হইবে, তোমরাও তেমনই পুত্রের সহিত সেইরূপ আচরণ করিবে। যেমন (জায়া) স্ত্রী (পত্যে) পতির প্রসন্নতার জন্য (মধুমতীম্) মাধুর্য্যগুণযুক্ত (বাচম্) বাক্য (বদতু) কহিবে, তেমনই পতিও (শান্তিবান্) শান্ত হইয়া স্বীয় পত্নীর সহিত সদা মধুর বাক্য বলিতে থাকিবে। ।১৫।। হে গৃহস্থগণ। তোমাদের মধ্যে (ভ্রাতা) ভ্রাতা (ভ্রাতরম্) ভ্রাতার সহিত (মা দ্বিক্ষন্) কখনও দ্বেষ (মা) যেন না করে। ভ্রাতা-ভগ্নী তোমরাও পরস্পর দ্বেষ করো না, বরং (সম্যঞ্চঃ) সম্যক্‌রূপে প্রেমাদিগুণযুক্ত এবং (সব্রতাঃ) সমানগুণকর্মস্বভাযুক্ত (ভূত্বা) হইয়া (ভদ্রয়া) মঙ্গলজনক রীতিতে একে অন্যের প্রতি (বাচম্) সুখদায়কবাণী (বদত) বলিতে থাকো। ।১৬।।

য়েন দেবা ন বিয়ন্তি নো চ বিদ্বিষতে মিথঃ।
তৎকৃণ্মো ব্রহ্ম বো গৃহে সংজ্ঞানং পুরুষেভ্যঃ। ।১৭।।

অথর্ব০ কাং০ ৩। সু০ ৩০। মং০ ৪।।

অর্থ ঃ– হে গৃহস্থগণ ! আমি ঈশ্বর, (য়েন) যেরূপ ব্যবহারদ্বারা (দেবাঃ) বিদ্বানেরা (মিথঃ) পরস্পর (ন বিয়ন্তি) পৃথকভাব ধারণ করে না (চ) এবং (নো বিদ্বিষতে) পরস্পর কখনও দ্বেষ করে না, (তৎ) সেইরূপ কর্ম (বঃ) তোমাদের (গৃহে) গৃহে (কৃণ্মঃ) বিধান করিতেছি। (পুরুষেভ্যঃ) পুরুষদিগকে (সংজ্ঞানম্) উত্তমরূপে সাবধান করিতেছি যে, তোমরা পরস্পর প্রীতির সহিত আচরণ করিয়া বর্দ্ধিত হও এবং (ব্রহ্ম) ধনৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হও। ।১৭।।

জ্যায়স্বন্তশ্চিত্তিনো মা বিয়ৌষ্ট সংরাধয়ন্তঃ সধুরাশ্চরন্তঃ।
অন্যো অন্যস্মৈ বল্‌গু বদন্ত এত সধ্রীচীনান্বঃ সংমনসস্কৃণোমি। ।১৮।।

অথর্ব০কাং০৩। সু০৩০। মং০৫।।

অর্থ ঃ– হে গৃহস্থাদি মনুষ্যগণ। তোমরা (জ্যায়স্বন্তঃ) উত্তম বিদ্যাদিগুণযুক্ত (চিত্তিনঃ) বিদ্বান্ জ্ঞানবান ও (সধুরাঃ) ধুরন্ধর হইয়া (চরন্তঃ) বিচরণপুর্বক (সংরাধয়ন্তঃ) পরস্পর মিলিয়া ধন, ধান্য, রাজ্য ও সমৃদ্ধি লাভ কর। (মা বিয়ৌষ্ট) বিরোধ করিও না বা পৃথক্-পৃথক্ ভাবনা করিও না। (অন্যঃ) একে (অন্যস্মৈ) অন্যের জন্য (বল্গু) সত্য মধুর বাক্য (বদন্তঃ) বলিতে থাকিয়া একে অন্যকে (এত) প্রাপ্ত হও। অতএব (সধ্রীচীনান্) সমান লাভালাভদ্বারা একে অন্যের সহায়ক, (সংমনসঃ) একমতাবলম্বী (বঃ) তোমাদিগকে (কৃণোমি) করিতেছি অর্থাৎ আমি ঈশ্বর তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা দিতেছি, আলস্য পরিত্যাগ করিয়া তাহা পালন করিতে থাক। ।১৮।।

সমানী প্রপা সহ বোঽন্নভাগঃ সমানে য়োক্ত্রে সহ বো য়ুনজ্মি।।
সম্যঞ্চোঽগ্নিং সপর্য্যতারা নাভিমিবাভিতঃ। ।১৯।।
সধ্রীচীনান্বঃ সংমনসস্কৃণোম্যেকশ্নুষ্টীন্ৎ সংবননেন সর্বান্।
দেবা ইবামৃতং রক্ষমাণাঃ সায়ংপ্রাতঃ সৌমনসো বো বস্তু। ।২০।।

অথর্ব০ কাং০৩। সু০৩০। মং০৬,৭।।

অর্থ ঃ– হে গৃহস্থাদি মনুষ্যগণ ! আমি ঈশ্বর, আমার আজ্ঞায় তোমাদের (প্রপা) জলপান, স্নানাদির স্থান ও ব্যবহার (সমানী) এক প্রকার হউক। (বঃ) তোমাদের (অন্নভাগঃ) পানাহার (সহ) এক সঙ্গে হউক। (বঃ) তোমাদের (সমানে) একরূপ (য়োক্ত্রে) অশ্বাদিয়ানের যোত (সহ) এক সঙ্গে হউক এবং তোমাদিগকে ধর্মাদি কার্য্যেও একীভূত করিয়া (য়ুনজ্মি) নিযুক্ত করি। যেমন (অরাঃ) চক্রের অরসমুহ (অভিতঃ) চারি দিক হইতে (নাভিমিব) কেন্দ্রের নালরূপ কাষ্ঠে সংলগ্ন থাকে অথবা যেমন ঋত্বিকগণ ও যজমান যজ্ঞে মিলিত হইয়া (অগ্নিম্) অগ্নির সেবনদ্বারা জগতের উপকার করে, তেমনই (সম্যঞ্চঃ) সম্যক্‌রূপে প্রাপ্তিকারী তোমরা মিলিত হইয়া ধর্মযুক্ত কর্ম ও (সপর্য্যত) একে অন্যের হিত সাধন করিতে থাকো। ।১৯।। হে গৃহস্থাদি মনুষ্যগণ!

আমি ঈশ্বর, (বঃ) তোমাদিগকে (সধ্রীচীনান্) এক সঙ্গে বর্ত্তমান (সংমনসঃ) পরস্পরের প্রতি হিতৈষী (একশ্নুষ্টীন্) একই ধর্মকৃত্যে শীঘ্র প্রবৃত্ত, (সর্বন্) সকলকে (সংবননেন) ধর্মকৃত্যসেবনের সহিত একে অন্যের প্রতি উপকার সাধনে প্রবৃত্ত (কৃণোমি) করিয়াছি। তোমরা (দেবাঃ ইব) বিদ্বান্দের ন্যায় (অমৃতম্) ব্যবহারিক বা পারমার্থিক সুখ (রক্ষমাণাঃ) রক্ষা করিয়া (সায়ং প্রাতঃ) সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে অর্থাৎ সর্ব সময়ে একে অন্যের সহিত প্রেমপূর্বক মিলিত হইতে থাকো। এইরূপভাবে (বঃ) তোমাদের (সৌমনসঃ) মনের আনন্দযুক্ত শুদ্ধভাব (অস্তু) সর্বদা অটুট থাকুক।।২০।।

শ্রমেণ তপসা সৃষ্টা ব্রহ্মণা বিত্তঋতে শ্রিতাঃ।।২১।।

সত্যেনাবৃতাঃ শ্রিয়া প্রাবৃতা য়শসা পরীবৃতাঃ।।২২।।

স্বধয়া পরিহিতা শ্রদ্ধয়া পর্য্যূঢা দীক্ষয়া গুপ্তা য়জ্ঞে প্রতিষ্ঠতা লোকো নিধনম্।।২৩।। অথর্ব০কাং ১২। সু০৫। মং০ ১–৩।।

অর্থঃ– হে স্ত্রীপুরুষগণ! আমি ঈশ্বর, তোমাদিগকে আজ্ঞা দিতেছি যে, তোমরা সকল গৃহস্থ মনুষ্য (শ্রমেণ) পরিশ্রম ও (তপসা) প্রাণায়ামদ্বারা (সৃষ্টাঃ) সংযুক্ত হইয়া (ব্রহ্মণা) বেদবিদ্যা, পরমাত্মা ও ধনাদিদ্বারা (বিত্তে) ভোগ্য ধনাদি সংগ্রহে এবং (ঋতে) যথার্থ পক্ষপাতহীন ন্যায়ধর্মে (শ্রিতাঃ) সর্বদা চলিতে থাকো।।২১।। (সত্যেন) সত্যভাষণাদি কর্মদ্বারা (আবৃতাঃ) সর্বতোভাবে যুক্ত (শ্রিয়া) শোভাময়ী লক্ষ্মীদ্বারা (প্রাবৃতাঃ) সুশোভিত, (য়শসা) কীর্ত্তি ও ধনদ্বারা (পরীবৃতাঃ) সর্বতোপ্রকারে সংযুক্ত থাকো।।২২।। (স্বধয়া) স্বয়ং অন্নাদি পদার্থ ধারণ করিয়া (পরিহিতাঃ) সকলের হিতকারী হও (শ্রদ্ধয়া) স্বয়ং সত্য ধারণে শ্রদ্ধাশীল হইয়া (পর্য্যূঢাঃ) সকলকে সর্বোতোভাবে সত্যাচরণ প্রাপ্তি করাও (দীক্ষয়া) নানাবিধ ব্রহ্মচর্য্য ও সত্যভাষণাদি ব্রত ধারণ করিয়া (গুপ্তাঃ) সুরক্ষিত হও, (য়জ্ঞে) বিদ্বানদের সম্মান, শিল্পবিদ্যা ও শুভগুণ দান করিয়া

(প্রতিষ্ঠিতাঃ) প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে থাকো এবং এইসব কর্মদ্বারা (নিধনম্ লোকঃ) এই মনুষ্যলোক প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত সদা আনন্দে থাকো।।২৩।।

ওজশ্চ তেজশ্চ সহশ্চ বলঞ্চ বাক্ চেন্দ্রিয়ং চ শ্রীশ্চ ধর্মশ্চ।।২৪।।

অথর্ব০কাং০১২। সূ০ ৫। মং০ ৭।।

হে মনুষ্যগণ! (ওজঃ) পরাক্রম (চ) ও ইহার সাধন, (তেজঃ) তেজস্বিতা (চ) ও ইহার সাধন, (সহঃ) স্তুতিনিন্দা, হানিলাভ, শোকাদি সহন (চ) ও ইহার সাধন, (বলঞ্চ) বল ও ইহার সাধন, (বাক্ চ) সত্য প্রিয়বাণী ও ইহার অনুকূল ব্যবহার, (ইন্দ্রিয়ঞ্চ) শান্ত ধর্মযুক্ত অন্তঃকরণ ও শুদ্ধাত্মা তথা জিতেন্দ্রিয়তা, (শ্রীশ্চ) লক্ষ্মী, সম্পত্তি ও ইহার প্রাপ্তির জন্য ধর্মযুক্ত উদ্যোগ, (ধর্মশ্চ) পক্ষপাতরহিত ন্যায়াচরণ, বেদোক্ত ধর্ম এবং ইহার সাধন বা লক্ষণ, তোমরা এই সব লাভ করিয়া সর্বদা আনন্দে কাল কাটাও।।২৪।।

ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ রাষ্ট্রং চ বিশশ্চ ত্বিষিশ্চ য়শশ্চ বর্চশ্চ দ্রবিণং চ।।২৫।।

আয়ুশ্চ রূপং চ নাম চ কীর্ত্তিশ্চ প্রাণশ্চাপানশ্চ চক্ষুশ্চ শ্রোত্রংচ।।২৬।।

পয়শ্চ রসশ্চান্নং চান্নাদ্যং চ ঋতং চ সত্যং চেষ্টং চ পূর্ত্তং চ প্রজা চ পশবশ্চ।।২৭।।

অথর্ব০ কাং০ ১২। সূ০ ৫। মং০ ৮,৯,১০।।

অর্থঃ– হে গৃহস্থাদি মনুষ্যগণ! তোমাদের উচিত যে, (ব্রহ্ম চ) পূর্ণ বিদ্যাদিশুভগুণযুক্ত মনুষ্য ও সকলের হিতকারক শমদমাদিগুণযুক্ত ব্রহ্মকুল (ক্ষত্রঞ্চ) বিদ্যাদিউত্তমগুণযুক্ত এবং বিনয় ও শৌর্য্যাদিগুণযুক্ত ক্ষত্রিয়কুল, (রাষ্ট্রঞ্চ) রাজ্য ও উহার ন্যায়পূর্বকপালন, (বিশশ্চ) উত্তম প্রজা ও তাহার উন্নতি, (ত্বিষিশ্চ) সদ্বিদ্যার তেজ, নীরোগ শরীর ও আত্মার বলদ্বারা প্রকাশমান হও। ইহার উন্নতিদ্বারা (য়শশ্চ) কীর্ত্তিযুক্ত

হও এবং ইহার সাধন সমূহ প্রাপ্ত হইতে থাকো। (বর্চশ্চ) পঠিত বিদ্যার মনন এবং উহার নিত্যপাঠ, (দ্রবিণঞ্চ) অর্থোপার্জন, তাহার রক্ষণ ও ধর্মযুক্ত পরোপকারে ব্যয়–এই সব কার্য্য সর্বদা করিতে থাক।।২৫।। হে স্□ী-পুরুষ। তোমরা নিজেদের (আয়ুঃ) আয়ু বৃদ্ধি করো (চ) এবং যাবজ্জীবন ধর্মযুক্ত উত্তম কার্য্য করিতে থাকো। (রূপঞ্চ) বিষয়াসক্তি, কুপথ্য, রোগ ও অধর্মাচরণ পরিত্যাগ করিয়া নিজের স্বরূপকে সুন্দর রাখো এবং বস্□ালঙ্কারও পরিধান করিতে থাকো, (নাম চ) নামকরণের ৬৭ পৃষ্ঠা হইতে ৬৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধিতে শাস্□োক্ত সংজ্ঞাধারণ এবং তাহার নিয়ম তথা (কীর্ত্তিশ্চ) সত্যাচরণদ্বারা প্রশংসা লাভ করো। গুণে দোষারোপণরূপ নিন্দা পরিত্যাগ করো। (প্রাণশ্চ) দীর্ঘকাল জীবন ও প্রাণ ধারণ এবং উহাদের জন্য যুক্তাহারবিহারাদি সাধন (অপানশ্চ) সর্বদুঃখ দূর করার উপায় ও উহার সাধন, (চক্ষুশ্চ) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও উপমান, (শ্রোত্রঞ্চ) শব্দপ্রমাণ এবং উহাদের সাধন ধারণ করিতে থাকো।।২৬।। হে গৃহস্থগণ। (পয়শ্চ) উত্তম জল, দুগ্ধ, ইহাদের শোধন ও যুক্তিপূর্বক সেবন, (রসশ্চ) ঘৃত, দুগ্ধ, মধু এবং ইহাদের যুক্তিপূর্বক আহারবিহার, (অন্নঞ্চ) উত্তম তণ্ডুলাদি অন্ন ও ইহাদের উত্তম রন্ধন, (অন্নাদ্যঞ্চ) ভোজ্যপদার্থ ও তৎসহ উত্তম ডাইল, তরকারী ও কঢ়ী (জলে বেশন মিশ্রিত করিয়া অত্যন্ত তরল অবস্থায় দধি, লবণ, জিরা, মরিচ, ধনে, হলুদাদি মসলাসহ কড়ায় জাল দিয়া গাঢ় করিলে যাহা প্রস্তুত হয়–সম্পাদক) ভোজন (ঋতঞ্চ) সত্য মানা ও অন্যকে সত্য মানান, (সত্যঞ্চ) সত্য বলা ও অন্যকে বলান, (ইষ্টঞ্চ) যজ্ঞ করা ও করান, (পূর্ত্তঞ্চ) যজ্ঞের সাধন সংগ্রহ করা, জলাশয় খনন, আরাম বাটিকাদি নির্মাণ করা ও করান, (প্রজা চ) প্রজার উৎপত্তি–পালন–উন্নতি করা ও করান, (পশবশ্চ) গবাদি পশুর পালন, উন্নয়ন করা ও করান সর্বদাই কর্ত্তব্য।।২৭।।

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতꣳ সমাঃ।

এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে।।১।।

য০অ০ ৪০। মং০ ২।।

অর্থঃ– আমি পরমাত্মা সব মনুষ্যকে আজ্ঞা দিতেছি যে, প্রত্যেক মনুষ্য (ইহ) এই সংসারে শারীরিক সামর্থ্যযুক্ত হইয়া (কর্মাণি) সৎকর্ম (কুর্বন্নেব) করিতে করিতে (শতং সমাঃ) শত বর্ষ পর্য্যন্ত (জিজীবিষেৎ) জীবন ধারণের ইচ্ছা করিবে। কখনও অলস ও ভ্রমশীল হইবে না। (এবম্) এইভাবে উত্তম কর্ম করিতে থাকিলে (ইতঃ) তজ্জন্য (ত্বয়ি) তোমার ন্যায় (নরে) মনুষ্যের মধ্যে কখনই (অন্যথা) বিপরীত (কর্ম) দুঃখ দায়ক কর্ম (ন লিপ্যতে) লিপ্ত হয় না এবং তুমি পাপরূপ কর্মে কখনও লিপ্ত হইও না। এই উত্তম কর্ম হইতে কোনও দুঃখ (নাস্তি) হয় না। অতএব, তুমি স্□ীপুরুষ সর্বদা পুরুষার্থী হইয়া উত্তম কর্মদ্বারা নিজের ও অন্যের সর্বদাই উন্নতি করিতে থাকো।।১।। পুনরায় স্□ীপুরুষ সদা নিম্নলিখিত মন্□র অনুকূলে ইচ্ছা ও আচরণ করিতে থাকিবে। সেই মন্□ এইরূপ যথা –

ভূর্ভুবঃ স্বঃ। সুপ্রজাঃ প্রজাভিঃ স্যাꣳ সুবীরো বীরৈঃ সুপোষঃ পোষৈঃ।
নর্য্য প্রজাং মে পাহি শꣳস্য পশূন্ মে পাহ্যথর্য্য পিতুং মে পাহি।।২।।
গৃহা মা বিভীত মা বেপ□বমূর্জং বিভ্রত এমসি।
উর্জং বিভ্রদ্বঃ সুমনাঃ সুমেধা গৃহানৈমি মনসা মোদমানঃ।।৩।।

য০অ০৩। মং০৩৭,৪১।।

অর্থ ঃ– হে স্□ী বা পুরুষ। আমি তোমার বা নিজের সম্বন্ধে (ভূর্ভুবঃস্বঃ) শারীরিক, বাচিক ও মানসিক ত্রিবিধ সুখে সুখী হইয়া (প্রজাভিঃ) মনুষ্যাদি উত্তম প্রজাগণের সহিত (সুপ্রজাঃ) উত্তম প্রজাযুক্ত (স্যামঃ) হইব, (বীরৈঃ) উত্তম পুত্র বন্ধু, আত্মীয় ও ভৃত্যগণের সহিত বর্ত্তমান থাকিয়া (সুবীরঃ) উত্তম বীরযুক্ত হইব, (পৌষৈঃ) উত্তম পুষ্টিকারক কার্য্যদ্বারা (সুপোষঃ) উত্তম পুষ্টিযুক্ত হইব। হে (নর্য্য)

মনুষ্যগণের মধ্যে সজ্জন বীর স্বামিন্ ! (মে) আমার (প্রজাম্) প্রজাকে (পাহি) রক্ষা করো। হে (শংস্য) প্রশংসার যোগ্য স্বামিন্। তুমি (মে) আমার (পশূন্) পশুদিগকে (পাহি) রক্ষা করো। হে (অথর্য্য) অহিংসক দয়ালু স্বামিন্। (মে) আমার (পিতুম্) অন্নাদিকে (পাহি) রক্ষা করো। এইভাবে হে নারি। তুমি প্রশংসনীয় গুণযুক্ত, তুমি আমার প্রজা, আমার পশু ও আমার অন্নকে সদা রক্ষা করো।।২।। হে (গৃহাঃ) গৃহস্থগণ। তোমরা বিধিপূর্বক গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিতে (মা বিভীত) ভয় করিও না, (মা বেপ□বম) কম্পিত হইও না, (উর্জ্জম্) অন্ন, পরাক্রম ও বিদ্যাদি শুভগুণযুক্ত এবং গৃহাশ্রম (বিভ্রতঃ) ধারণকারী তোমাদিগকে আমরা সত্যোপদেশক বিদ্বদ্‌গণরূপে (এমসি) প্রাপ্ত হই, সত্যোপদেশ দান করি এবং পানাহার, আচ্ছাদন ও নিবাসস্থান দ্বারা তোমরাই আমাদের নির্বাহ কর। এজন্য তোমাদের পক্ষে গৃহাশ্রম ব্যবহারে নিবাস করাই উত্তম। হে বরাননে। যেমন আমি তোমার পতি (মনসা) অন্তঃকরণে (মোদমানং) আনন্দিত, (সুমনাঃ) প্রসন্নচিত্ত (সুমেধাঃ) উত্তম বুদ্ধিযুক্ত তোমাকে এবং হে আমার পূজ্যতম পিতা ও অন্য স্বজনগণ। (উর্জ্জম্) পরাক্রম ও অন্নাদি ঐশ্বর্য্য (বিভ্রৎ) ধারণ করিয়া সর্বতোপ্রকারে (বঃ গৃহান্) তোমাদের ন্যায় গৃহস্থকে (আ এমি) প্রাপ্ত হইব। তোমরাও আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তেমনই ভাবে ব্যবহার করিতে থাকো।।৩।।

য়েষামধ্যেতি প্রবসন্যেষু সৌমনসো বহুঃ।
গৃহানুপ হ্বয়ামহে তে নো জানন্তু জানতঃ।।৪।।
উপহূতা ইহ গাব উপহূতা অজাবয়ঃ।
অথো অন্নস্য কীলাল উপহূতো গৃহেষু নঃ।
ক্ষেমায় বঃ শান্ত্যৈ প্রপদ্যে শিবং শগ্মাং শংয়োঃ শংয়োঃ।।৫।।

যজু০অ০ ৩।। মং০ ৪২, ৪৩।।

অর্থঃ– হে গৃহস্থগণ ! (প্রবসন্) প্রবাসী মনুষ্য (য়েষাম্) যাহাদের (অধ্যেতি) স্মরণ করে, (য়েষু) যে সব গৃহস্থের মধ্যে (বহুঃ) বহু

(সৌমনসঃ) প্রীতি বিরাজ করে, আমরা বিদ্বানেরা (গৃহান্) সেই সব গৃহস্থের (উপহ্বয়ামহে) প্রশংসা করি ও তাহাদিগকে প্রীতিপূর্বক নিকটে আহ্বান করি, (তে) সেই সব গৃহস্থ (জানতঃ) তাহাদের জ্ঞাতা (নঃ) আমাদিগকে (জানন্তু) সুদৃঢ়ভাবে জ্ঞাত হউক। এইভাবে তোমরা গৃহস্থ ও আমরা সন্ন্যাসী পরস্পর মিলিত হইয়া পুরুষার্থ বলে ঐহিক কর্ম ও পারমার্থিক উন্নতি সর্বদাই করিতে থাকিব।।৪।। হে গৃহস্থগণ ! (নঃ) নিজেদের (গৃহেষু) গৃহে যেভাবে (গাবঃ) গবাদি উত্তম পশু (উপহূতাঃ) সমীপস্থ হয় ও (অজাবয়ঃ) ছাগী ভেড়ী আদি দুগ্ধবতী পশু (উপহূতাঃ) সমীপস্থ হয়, (অথো) ইহার পর (অন্নস্য) অন্নাদি পদার্থের মধ্যে উত্তম (কীলালঃ) অন্নাদি পদার্থ (উপহূতঃ) যেভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমরা সেইরূপ প্রযত্ন করিতে থাকিব। হে গৃহস্থগণ । আমি উপদেশক বা রাজা (ইহ) এই গৃহাশ্রমে তোমাদের (ক্ষেমায়) রক্ষা ও (শান্ত্যৈ) নিরুপদ্রবতার জন্য (বঃ প্রপদ্যে) তোমাদিগকে প্রাপ্ত হই। আমি ও তোমরা প্রীতিপুর্বক মিলিত হইয়া (শিবম্) কল্যাণ, (শগ্মম্) ব্যবহারিক সুখও (শংয়োঃ শংয়োঃ) পারমার্থিক সুখ প্রাপ্ত হইয়া অন্য সবকে সুখ দান করিতে থাকিব।।৫।।

সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
য়স্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্।।১।।
যদি হি স্□ী ন রোচতে পুমাংসং ন প্রমোদয়েৎ।
অপ্রমোদাৎ পুনঃ পুংসঃ প্রজনং ন প্রবর্ত্ততে।।২।।

মনু০ অ০৩। শ্লোক ৬০, ৬১।।

অর্থঃ– হে গৃহস্থ । যে কুলে ভার্য্যাদ্বারা পতি প্রসন্ন থাকে এবং পতিদ্বারা ভার্য্যা প্রসন্না থাকে, সেই কুলে নিশ্চয়ই কল্যাণ হয় এবং যে কুলে উভয়ে পরস্পরের প্রতি অপ্রসন্ন থাকে, সেই কুলে নিত্য কলহ লাগিয়া থাকে।।১।। যদি স্□ী পুরুষের প্রতি রুচি না রাখে বা পুরুষকে হর্ষযুক্ত না করে, তবে অপ্রসন্নতা হেতু পুরুষের শরীরে কখনও

কামোৎপত্তি হয় না এবং এজন্য সন্তানও জন্মে না, জন্মিলেও সে সন্তান দুষ্ট হয়।।২।।

স্□িয়াম্ভ রোচমানায়াং সর্বন্তদ্যোচতে কুলম্।
তস্যাং ত্বরোচমানায়াং সর্বমেব ন রোচতে।।৩।।

মনু০অ০৩। শ্লো০৬২।।

অর্থ ঃ– যদি পুরুষ স্□ীকে প্রসন্ন না করে, তবে সেই স্□ীর অপ্রন্নতা হেতু সমস্ত কুল অপ্রসন্ন ও শোকাতুর থাকে। যখন পুরুষদ্বারা স্□ী প্রসন্না থাকে, তখন সর্ব কুল আনন্দরূপে দৃষ্ট হয়।।৩।।

পিতৃভির্ভাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্‌সুভিঃ।।৪।।
য়ত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
য়ত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।।৫।।
শোচন্তি জাময়ো য়ত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলম্।
ন শোচন্তি তু য়ত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্বদা।।৬।।
জাময়ো য়ানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ।।৭।।

মনু০অ০৩। শ্লো০ ৫৫–৫৮।।

অর্থ ঃ– পিতা, ভ্রাতা পতি ও দেবরের পক্ষে যথাক্রমে স্বীয় কন্যা, ভগ্নী, স্□ী ও ভ্রাতৃবধূ আদি স্□ীকে সর্বদা পূজা করা উচিত অর্থাৎ যথাযোগ্য মধুর ভাষণ, ভোজন, বস্□ ও অলঙ্কারাদিদ্বারা প্রসন্ন রাখিবে। যাহারা কল্যাণ কামনা করে, তাহারা স্□ীদিগকে কখনও ক্লেশ দিবে না।।৪।। যে কুলে নারীদের পূজা অর্থাৎ সম্মান হয়, সেই কুলে দিব্য গুণ, দিব্য ভোগ ও উত্তম সন্তান হয় এবং যে কুলে নারীদের পূজা হয় না, সেখানে তাহাদের সব ক্রিয়া নিষ্ফল হয় জানিবে।।৫।। যে কুলে

নারীরা স্ব স্ব পতির বেশ্যাগমনে বা ব্যভিচারাদি দোষে শোকাতুর থাকে, সেই কুল শীঘ্র বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং যে কুলে নারীরা পতির সদ্ব্যবহারে প্রসন্না থাকে, সেই কুল সর্বদা উন্নতি লাভ করে।।৬।। যে কুলে ও গৃহে নারীরা অপূজিত হইয়া অর্থাৎ সম্মানিত না হইয়া যে গৃহস্থকে শাপ প্রদান করে, সেই কুল ও গৃহস্থ, বিষপ্রয়োগে অনেকে যেরূপ এক সঙ্গে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ চারিদিক হইতে নষ্ট হইয়া যায়।।৭।।

তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষূৎসবেষু চ।।৮।।

মনু০অ০ ৩। শ্লো০ ৫৯।।

অর্থ ঃ– এইজন্য ঐশ্বর্য্যকামী পুরুষদের পক্ষে উচিত যে, স্□ীদিগকে উৎসব ও শুভানুষ্ঠান উপলক্ষে অলঙ্কার, বস্□ ও পানাহারাদিদ্বারা সদা পূজা করিবে অর্থাৎ সম্মানপূর্বক প্রসন্ন রাখিবে।।৮।।

সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া।
সুসংস্□ৃতোপস্□রয়া ব্যয়ে চামুক্তহস্তয়া।।৯।।

মনু০অ০৫। শ্লো০ ১৫০।।

অর্থ ঃ– স্□ীর পক্ষে উচিত যে, সর্বদা আনন্দিত হইয়া বুদ্ধিমত্তার সহিত গৃহকার্য্যে লিপ্ত থাকিবে। অন্নাদির উত্তম রন্ধনে, পাত্র-বস্□-গৃহাদির সংস্□ারের এবং গৃহের ভোজনাদিতে প্রত্যহ যে পরিমাণে অর্থ ব্যয় হয়, তাহা যথাযোগ্যভাবে করিতে সর্বদা প্রসন্ন থাকিবে।।৯।।

এতাশ্চান্যাশ্চ লোকেऽস্মিন্নপকৃষ্ট প্রসূতয়ঃ।
উৎকর্ষং য়োষিতঃ প্রাপ্তাঃ স্বৈঃ স্বৈর্ভর্তৃগুণৈঃ শুভৈঃ।।১০।।

মনু০ অ০৯।। শ্লোঃ ২৪।।

অর্থ ঃ– নারীরা দুষ্টাচারযুক্তা হইলেও এই সংসারের বহু নারী আপনাপন স্বামীর শুভগুণে উৎকৃষ্ট হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবেও। পুরুষ শ্রেষ্ঠ হইলে নারী শ্রেষ্ঠ এবং পুরুষ দুষ্ট হইলে স্□ী দুষ্ট হয়। অতএব প্রথমে পুরুষদের পক্ষে উত্তম হইয়া নিজেদের স্□ীকে উত্তম করা উচিত। ।১০। ।

প্রজানার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্□িয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোऽস্তি কশ্চন। ।১১। ।
উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনম্।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্□ীনিবন্ধনম্। ।১২। ।
অপত্যং ধর্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ। ।১৩। ।

মনু০অ০৯। শ্লো০ ২৬–২৮। ।

য়থা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্তন্তে সর্ব আশ্রমাঃ। ।১৪। ।

মনু০ অ০ ৩। শ্লো০ ৭৭। ।

অর্থ ঃ– হে পুরুষগণ! স্□ীগণ গৃহে সন্তানোৎপত্তির জন্য মহাভাগ্য দায়িনী, পূজার যোগ্যা, গৃহাশ্রমের দীপ্তিকারিণী ও সন্তানের জননী। তাহারা শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা, কারণ লক্ষ্মী, শোভা, ধন ও স্□ীতে কোন পার্থক্য নাই। ।১১। ।

হে পুরুষগণ! সন্তানোৎপত্তি এবং উৎপন্ন সন্তানের পালনাদি লোকব্যবহার বা প্রত্যহ গৃহাশ্রমে যেসব কার্য্য সম্পাদিত হয়, স্□ীই তাহার প্রত্যক্ষ সঞ্চালনকারিণী। ।১২। । সন্তানোৎপত্তি, ধর্মকার্য্য, উত্তম সেবা, রতি তথা নিজের ও পিতৃগণের যতকিছু সুখ–এসকলই স্□ীর অধীনে সম্পন্ন হয়। ।১৩। । যেরূপ বায়ুকে আশ্রয় করিয়া সর্বজীব বাঁচিয়া

থাকে, সেইরূপ গৃহস্থের আশ্রয়ে ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর অর্থাৎ সর্ব আশ্রমের কার্য্য নির্বাহ হয়। ।১৪। ।

য়স্মাৎ ত্রয়োऽপ্যাশ্রমিণো দানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী। ।১৫। ।
স সংধার্য্যঃ প্রয়ত্নেন স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা।
সুখং চেহেচ্ছতা নিত্যং য়োऽধার্য্যো দুর্বলেন্দ্রিয়ৈঃ। ।১৬। ।

মনু০অ০৩। শ্লো০ ৭৮,৭৯। ।

সর্বেষামপি চৈতেষাং বেদস্মৃতিবিধানতঃ।
গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ স ত্রীনেতান্ বিভর্ত্তি হি। ।১৭। ।

মনু০৬ ।৮৯। ।

অর্থ ঃ– যেহেতু ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী–এই তিন আশ্রমবাসীকে অন্নবস্□াদি দান করিয়া গৃহস্থই প্রত্যহ ধারণ ও পোষণ করে, অতএব লোকব্যবহারে গৃহাশ্রমই সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম। ।১৫। । হে স্□ী-পুরুষগণ। যদি তুমি অক্ষয়* মুক্তিসুখ ও এই সংসারের সুখেচ্ছা পোষণ কর, তবে গৃহাশ্রমকে প্রত্যহ যত্নপূর্বক ধারণ করো, ইহা দুর্বলেন্দ্রিয় ও নির্বুদ্ধি পুরুষের ধারণযোগ্য নহে। ।১৬। । বেদ ও স্মৃতির প্রমাণানুসারে সর্ব আশ্রমের মধ্যে গৃহাশ্রমই শ্রেষ্ঠ, কেননা এই আশ্রমই ব্রহ্মচর্য্যাদি তিন আশ্রমকে ধারণ ও পালন করিয়া থাকে। ।১৭। ।

য়থা নদীনদাঃ সর্বে সাগরে য়ান্তি সংস্থিতিম্।
তথৈবাশ্রমিণঃ সর্বে গৃহস্থে য়ান্তি সংস্থিতিম্। ।১৮। ।

মনু০অ০ ৬। শ্লোক ৯০। ।

উপাসতে য়ে গৃহস্থাঃ পরপাকমবুদ্ধয়ঃ।
তেন তে প্রেত্য পশুতাং ব্রজন্ত্যন্নাদিদায়িনাম্। ।১৯। ।

---

* অক্ষয় ততটাই যতটা সময় মুক্তির পরিমাণ। ঐ সময়ের মধ্যে দুঃখের সংযোগ, যেমন বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগ বশতঃ সুখ হয়, তেমন হয় না।

আসনাবসথৌ শয়্যামনুব্রজ্যামুপাসনাম্ ।
উত্তমেষূত্তমং কুর্য্যাদ্ধীনং হীনে সমে সমম্ । ।২০ । ।

মনু০ অ০৩ । ১০৪,১০৭ । ।

পাষণ্ডিনো বিকর্মস্থান্ বৈড়ালব্রতিকান্ শঠান্ ।
হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চয়েৎ । ।২১ । ।

মনু০অ০৪ । শ্লো০৩০ । ।

অর্থ ঃ– হে মনুষ্য ! যেমন সব বড় বড় নদ নদী সাগরে গিয়া স্থির হয়, তেমনই সব আশ্রমই গৃহস্থকে পাইয়াই স্থির হয় । ।১৮ । । যদি কেহ গৃহস্থ হইয়া অন্যের গৃহে ভোজনাদির ইচ্ছা করে, তবে সেই বুদ্ধিহীন গৃহস্থ অন্যের নিকট প্রতিগ্রহরূপ পাপ করিয়া জন্মান্তরে অন্নদাতার পশু হইয়া জন্মগ্রহণ করে। কারণ অন্যের নিকট হইতে অন্নাদি গ্রহণ করা অতিথির কার্য্য, গৃহস্থীর নহে । ।১৯ । । যখন গৃহস্থের নিকটে অতিথি আসিবে, তখন আসন, বাসস্থান, শয্যা, পশ্চাদ্গমন এবং নিকটে উপবেশনাদিদ্বারা তাহার যথাযোগ্য আদর সম্মান অর্থাৎ উত্তমের উত্তম, মধ্যমের মধ্যম ও নিকৃষ্টের নিকৃষ্টভাবে করিবে, আদর-সম্মান হয় নাই, এরূপ যেন কখনও না বুঝে । ।২০ । । কিন্তু যে পাষণ্ড, বেদনিন্দক, নাস্তিক (ঈশ্বর, বেদ ও ধর্ম মানে না), অধর্মাচরণকারী, হিংসক, শঠ, মিথ্যাভিমানী, কুতর্কী, বকবৃত্তি অর্থাৎ পরদ্রব্য চুরি করিতে বা সরাইয়া দিতে বকের ন্যায়, সে যদি অতিথির বেশ ধারণ করিয়া আসে, তবে তাহাকে গৃহস্থ বাক্যদ্বারাও আদর সম্মান করিবে না । ।২১ । ।

দশসুনাসমং চক্রং দশচক্রসমো ধ্বজঃ ।
দশধ্বজসমো বেশো দশবেশসমো নৃপ । ।২২ । ।

মনু০ অ০৪ । শ্লো০ ৮৫ । ।

ন লোকবৃত্তং বর্ত্তেত বৃত্তিহেতোঃ কথঞ্চন ।
অজিহ্মামশঠাং শুদ্ধাং জীবেদ্ ব্রাহ্মণজীবিকাম্ । ।২৩ । ।

মনু০৪ । ।১১ । ।

সত্যধর্মার্য্যবৃত্তেষু শৌচে চৈবারমেৎ সদা ।
শিষ্যাঁশ্চ শিষ্যাদ্ধর্মেণ বাগ্বাহূদরসংয়তঃ । ।২৪ । ।
পরিত্যজেদর্থ কামৌ য়ৌ স্যাতাং ধর্মবর্জিতৌ ।
ধর্মং চাপ্যসুখোদর্কং লোকবিক্রুষ্টমেব চ । ।২৫ । ।

মনু০ অ০ ৪ । শ্লো০ ১৭৫, ১৭৬ । ।

অর্থ ঃ– দশ হত্যার সমান চক্র অর্থাৎ কুম্ভকার ও শকটজীবী, দশ চক্রের সমান ধ্বজ অর্থাৎ রজক তথা সুরাপ্রস্তুতকারী ও বিক্রেতা, দশ ধ্বজের সমান বেশ অর্থাৎ বেশ্যা, ভণ্ড, অন্যের নকল অর্থাৎ **পাষাণমূর্তির পূজক** (পুজারী) আদি এবং দশ বেশের সমান অন্যায়কারী রাজা । এরূপ রাজার অন্নাদি অতিথিগণ কখনও গ্রহণ করিবে না । ।২২ । গৃহস্থ জীবিকার জন্য কখনও শাস্ত্রবিরুদ্ধ লোকাচার করিবে না । কিন্তু যাহাতে কোন প্রকারের কুটিলতা, মূর্খতা, মিথ্যা বা অধর্ম না থাকে, এরূপ বেদোক্ত ধর্মসম্বন্ধীয় জীবিকা গ্রহণ করিবে । ।২৩ । । কিন্তু সত্য, ধর্ম, আর্য্য অর্থাৎ আপ্ত পুরুষের ব্যবহার ও শৌচ পবিত্রতাতেই গৃহস্থগণ প্রবৃত্ত থাকিবে এবং হস্তপদাদির কুচেষ্টা ত্যাগ করিয়া ধর্মসঙ্গতভাবে শিষ্য ও সন্তানদিগকে সর্বদাই সত্য বাণী ও ভোজনাদিতে নির্লোভতা প্রভৃতি উত্তম শিক্ষা দিতে থাকিবে । ।২৪ । । যদি অধর্ম বলে বহুবিধ ধন, রাজ্য ও নিজের কামনা সিদ্ধ হয়, তথাপি অধর্মকে সর্বথা পরিত্যাগ করিবে এবং বেদবিরুদ্ধ ধর্মাভ্যাস যাহা করিলে পরবর্তী সময়ে দুঃখ হয় ও সংসারোন্নতি বিনষ্ট হয়, এরূপ নামে মাত্র ধর্ম ও কর্ম কখনও করিবে না । ।২৫ । ।

সর্বেষামেব শৌচানামর্থশৌচং পরং স্মৃতম্ ।
য়োঽর্থে শুচির্হি স শুচির্ন মৃদ্বারিশুচিঃ শুচিঃ । ।২৬ । ।

ক্ষান্ত্যা শুধ্যন্তি বিদ্বাংসো দানেনাকার্য্যকারিণঃ।
প্রচ্ছন্নপাপা জপ্যেন তপসা বেদবিত্তমাঃ।।২৭।।
অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি।।২৮।।

মনু০অ০৫। শ্লো০ ১০৬,১০৭,১০৯।।

দশাবরা বা পরিষদ্যং ধর্মং পরিকল্পয়েৎ।
ত্র্যবরা বাপি বৃত্তস্থা তং ধর্মং ন বিচালয়েৎ।।২৯।।

মনু০অ০১২। শ্লো০১১০।।

দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ সর্বা দণ্ড এবাভিরক্ষতি।
দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি দণ্ডং ধর্মং বিদুর্বুধাঃ।।৩৭।।

মনু০অ০ ৭। শ্লো০১৮।।

তস্যাহুঃ সংপ্রণেতারং রাজানং সত্যবাদিনম্।
সমীক্ষ্যকারিণং প্রাজ্ঞং ধর্ম কামার্থকোবিদম্।।৩১।।

মনু০অ০৭। শ্লো০ ২৬।।

অর্থ ঃ– ধর্মানুসারেই পদার্থের যে সঞ্চয় হয়, তাহাই সব পবিত্রতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ পবিত্রতা অর্থাৎ যে অন্যায় করিয়া কোন পদার্থ গ্রহণ করে না, সেই পবিত্র। কিন্তু জল ও মৃত্তিকাদিদ্বারা যে পবিত্রতা হয়, তাহা ধর্মসদৃশ উত্তম নহে।।২৬।। বিদ্বানেরা ক্ষমা করিয়া, দুষ্□র্মকারীরা সৎসঙ্গ ও বিদ্যাদি শুভ গুণ দান করিয়া, গুপ্তপাপীরা বিচারবলে পাপকার্য্য ত্যাগ করিয়া এবং বেদবিৎ উত্তম বিদ্বানেরা ব্রহ্মচর্য্য ও সত্যভাষণাদি করিয়া শুদ্ধ হয়।।২৭।। জলদ্বারা বাহ্য অঙ্গ পবিত্র হয়, কিন্তু আত্মা ও মন পবিত্র হয় না। মন সত্য মানিলে, সত্য বলিলে ও সত্য আচরণ করিলে শুদ্ধ হয়, জীবাত্মা বিদ্যা, যোগাভ্যাস ও ধর্মাচরণদ্বারাই পবিত্র হয় এবং বুদ্ধি জ্ঞানদ্বারা শুদ্ধ হয়, জল ও

মৃত্তিকাদিদ্বারা নহে।।২৮।। গৃহস্থগণ ক্ষুদ্র বা বৃহৎ রাজকার্য্য সিদ্ধ করার জন্য ন্যূনকল্পে ১০ জন বিদ্বানের অর্থাৎ ঋগ্বেদজ্ঞ, যজুর্বেদজ্ঞ, সামবেদজ্ঞ, হৈতুক (নৈয়ায়িক), তর্ককর্ত্তা (মীমাংসাশাস্□জ্ঞ), নৈরুক্ত (নিরুক্তশাস্□জ্ঞ), ধর্মাধ্যাপক, ব্রহ্মচারী, স্নাতক ও বানপ্রস্থ ইহাদের এবং অতি ন্যূনকল্পে করিলে তিনজন বেদবিৎ (ঋগ্বেদজ্ঞ, যজুর্বেদজ্ঞ ও সামবেদজ্ঞ) বিদ্বানের সভাদ্বারা কর্তব্যা কর্ত্তব্য ও ধর্মাধর্ম সম্বন্ধে যাহা নিশ্চয় হয়, তাহারই আচরণ করিবে।।২৯।। বিদ্বানেরা যেমন দণ্ডকেই ধর্ম বলিয়া জানে, সকলে তাহাই জানুক, কেননা দণ্ডই প্রজাদিগকে শাসন করে অর্থাৎ নিয়মে রাখে, দণ্ডই সকলকে সব দিক হইতে রক্ষা করে এবং দণ্ডই নিদ্রিতদের মধ্যে জাগ্রত থাকে, চোরাদি দুষ্ট লোকও দণ্ডের ভয়ে পাপকর্ম করে না।।৩০।। যে রাজা সত্যবাদী, বিচারপূর্বক কার্য্যকরী, বুদ্ধিমান, বিদ্বান্ ধর্ম, কাম ও অর্থের যথাবৎ জ্ঞাতা, তাহাকেই সেই দণ্ডের উত্তম পরিচালক বলা হয়।।৩১।।

সোঽসহায়েন মূঢ়েন লুব্ধেনাকৃতবুদ্ধিনা।
ন শক্যো ন্যায়তো নেতুং সক্তেন বিষয়েষু চ।।৩২।।
শুচিনা সত্যসন্ধেন য়থাশাস্□ানুসারিণা।
প্রণেতুং শক্যতে দণ্ডঃ সুসহায়েন ধীমতা।।৩৩।।

মনু০অ০৭। শ্লো০৩০,৩১।।

অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্।
অয়শো মহাদাপ্নোতি নরকং চৈব গচ্ছতি।।৩৪।।

মনু০অ০ ৮। শ্লো০১২৮।।

অর্থ ঃ– যে রাজা উত্তম সহায়শূন্য, মূঢ়, লোভী যে ব্রহ্মচর্য্যাদি উত্তম কর্মদ্বারা বিদ্যা ও বুদ্ধির উন্নতি করে নাই, যে বিষয়ে আবদ্ধ তাহাদ্বারা সেই দণ্ড কখনও ন্যায়পূর্বক পরিচালিত হইতে পারে না।।৩২।। এইজন্য যে রাজা পবিত্র, যে সৎপুরুষের সঙ্গী, যে

রাজনীতিশাস্ে□র অনুকূলে চলে, যে ধার্মিক পুরুষগণের সহায়তাপ্রাপ্ত এবং বুদ্ধিমান, সেই এই দণ্ডকে ধারণ করিয়া পরিচালনা করিতে পারে। ।৩৩।। যে রাজা নিরপরাধকে দণ্ড দেয় এবং অপরাধীকে দণ্ড দেয় না, সে এই জন্মে বড়ই অপকীর্ত্তি প্রাপ্ত হয় এবং মৃত্যুর পরে নরক অর্থাৎ মহাদুঃখ প্রাপ্ত হয়। ।৩৪।।

মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরিবাদঃ স্ি□য়ো মদঃ।

তৌর্য়ত্রিকং বৃথ্যাট্যা চ কামজ্যো দশকো গণঃ। ।৩৫।।

পৈশুন্যং সাহসং দ্রোহ ঈর্ষ্যঽসূয়ার্থদূষণম্।

বাগ্‌দণ্ডজং চ পারুষ্যং ক্রোধজোঽপি গণোঽষ্টকঃ। ।৩৬।।

দ্বয়োরপ্যেতয়োর্মূলং য়ং সর্বে কবয়ো বিদুঃ।

তং য়ত্নেন জয়েল্লোভং তজ্জাবেতাবুভৌ গণৌ। ।৩৭।।

মনু০অ০৭। ৪৭–৪৯।।

অর্থ ঃ– মৃগয়া অর্থাৎ বন্য পশু বধ করা, পাশা খেলা, এমনকি আনন্দের জন্যও চৌকাদিখেলা, দিবানিদ্রা, হাসি-তামাসা, মিথ্যাবাদ করা, স্□ীলোকের নিকট অধিক বসবাসে মুগ্ধ থাকা, মদ্যপানাদি নেশা করা, নৃত্যগীতবাদ্য করা বা দেখা এবং বৃথা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করা–এই দশ দুর্গুণ কাম হইতে জন্মে। ।৩৫।। অসাক্ষাতে নিন্দা করা, বিচার না করিয়া কার্য্য করা, যাহার তাহার সঙ্গে বৃথা যাওয়া, অন্যের গুণে দোষ ও দোষে গুণ আরোপ করা, অসৎ কার্য্যে অর্থ ব্যয় করা, ক্রূর বাণী বলা এবং বিনা বিচারে পক্ষপাত করিয়া কাহাকেও কঠিন দণ্ড দেওয়া–এই আটটী দোষ ক্রোধী পুরুষের মধ্যে উৎপন্ন হয়। এই ১৮ (আঠারটি) দুর্গুণ, এগুলিকে রাজা অবশ্যই পরিত্যাগ করিবে। ।৩৬।। যে যে লোভকে বিদ্বানেরা এই কামজ ও ক্রোধজ ১৮ (আঠার) দোষের মূল বলিয়া জানে, রাজা তাহাকে যত্নসহকারে জয় করিবে। কারণ লোভ হইতেই পুর্বোক্ত ১৮ (আঠার) এবং অন্যান্য বহু দোষ উৎপন্ন হয়।

অতএব, হে গৃহস্থগণ। এই সব দোষদুষ্ট মনুষ্যকে সে রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র হইলেও তাহাকে কখনও রাজা করিবে না। যদি ভুলবশতঃ এরূপ কেহ রাজা হইয়াও থাকে, তবে তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া রাজকুলের কোন যোগ্য পুরুষকে রাজ্যাধিকারী করিবে। তবেই প্রজাদের মধ্যে সর্বদা আনন্দ ও মঙ্গল বৃদ্ধি পাইবে। ।৩৭।।

সৈনাপত্যং চ রাজ্যং চ দণ্ডনেতৃত্বমেব চ।

সর্বলোকাধিপত্যং চ বেদশাস্□বিদর্হতি। ।৩৮।।

মনু০ অ০ ১২। শ্লো০ ১০০।।

মৌলান্ শাস্□বিদঃ শূরান্ লব্ধলক্ষান্ কুলোদ্‌গতান্।

সচিবান্ সপ্ত চাষ্টৌ বা প্রকুর্বীত পরীক্ষিতান্। ।৩৯।।

মনু০ অ০ ৭। শ্লো০ ৫৪।।

অন্যানপি প্রকুর্বীত শুচীন প্রাজ্ঞানবস্থিতান্।

সম্যগর্থসমাহর্তৄনমাত্যান্ সুপরীক্ষিতান্। ।৪০।।

মনু০অ০৭।। শ্লো০ ৬০।।

অর্থ ঃ– বেদশাস্□ ধর্মাত্মা, জিতেন্দ্রিয়, ন্যায়কারী ও আত্মিক বলে বলীয়ান্ পুরুষকে সেনা, রাজ্য, দণ্ডনীতি ও প্রধান পদের অধিকার দিবে, কোন ক্ষুদ্রাশয়কে দিবে না। ।৩৮।। যে নিজের রাজ্যে উৎপন্ন, শাস্□জ্ঞ, শূরবীর, যাহার বিচার নিষ্ফল হয় না, কুলীন, ধর্মাত্মা ও স্বরাজ্যভক্ত, এইরূপ সাত বা আট ব্যক্তিকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া মন্□ী নিযুক্ত করিবে। ইহাদেরই সভায় অষ্টম বা নবম পদে রাজা থাকিবেন। ইহারা সকলে মিলিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্মের বিচার করিবে। ।৩৯।। এইভাবে রাজ্য ও সেনাবিভাগের অন্য অধিকারী যেসব পুরুষদ্বারা রাজকার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে, সেইসব পবিত্র, ধার্মিক, বিদ্বান্ এবং চতুর পুরুষকেও নিযুক্ত করিবে। ।৪০।।

দুতং চৈব প্রকুর্বীত সর্বশাস্□বিশারদম্।
ইঙ্গিতাকারচেষ্টজ্ঞং শুচিং দক্ষং কুলোদ্গতম্।।১৪।।

মনু০অ০৭। শ্লো০৬৩।।

অলব্ধমিচ্ছেদ্দণ্ডেন লব্ধং রক্ষেদবেক্ষয়া।
রক্ষিতং বর্ধয়েদ্বৃদ্ধ্যা বৃদ্ধং পাত্রেষু নিঃক্ষিপেৎ।।৪২।।

মনু০অ০৭। শ্লো০ ১০১।।

অর্থ ঃ– যে সর্বশাস্□ নিপুণ, যে নেত্রাদির সঙ্কেত, স্বরূপ ও কর্ম হইতে অন্যের হৃদয়ের কথা জানিতে পারে, যে শুদ্ধ অতিশয় স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, দেশকালের জ্ঞাতা, যাহার স্বরূপ সুন্দর, যে উত্তম বক্তা ও নিজের কুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহাকেই প্রধান দূত এবং স্বরাজ্য ও পররাজ্যের সংবাদবাহক অন্য দূতও নিযুক্ত করিবে।।৪১।। রাজাদি রাজপুরুষ দণ্ডদ্বারা অলব্ধ রাজ্য লাভের ইচ্ছা করিবে এবং সাবধানতাসহকারে লব্ধ রাজ্য রক্ষা করিবে। বাণিজ্যব্যাপারে এবং সূদে রক্ষিত রাজ্য ও ধন বৃদ্ধি করিবে এবং সুপাত্রদ্বারা সত্য বিদ্যা ও সত্যধর্মের প্রচারাদি উত্তম কার্য্যে বর্দ্ধিত ধনাদি পদার্থ ব্যয় করিয়া সর্বদা সকলের উন্নতি করিতে থাকিবে।।৪২।।

—০—

বিধি ঃ– স্□ী-পুরুষ প্রত্যহ রাত্রি ১০ (দশ) ঘটিকায় শয়ন করিবে। রাত্রি এক প্রহর থাকিতে বা প্রত্যুষে ৪ ঘটিকায় গাত্রোত্থান করিয়া প্রথমে হৃদয়ে পরমেশ্বরকে চিন্তা করিবে এবং তৎপরে ধর্ম ও অর্থ বিষয়ে বিচার করিতে থাকিবে। ধর্ম ও অর্থের অনুষ্ঠানে বা উদ্যোগে যদি কখনও কষ্টও হয়, তথাপি ধর্মযুক্ত পুরুষকার কখনও ত্যাগ করিবে না। শরীর ও আত্মার রক্ষার জন্য সর্বদা যুক্ত আহারবিহার, ঔষধসেবন ও সুপথ্যাদি গ্রহণ করিয়া নিরন্তর উদ্যোগপূর্বক ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কর্ত্তব্য

কর্মের সিদ্ধির জন্য ঈশ্বরের স্তুতি প্রার্থনা-উপাসনাও করিতে থাকিবে। পরমেশ্বরের কৃপাদৃষ্টি ও সহায়তায় মহাকঠিন কার্য্যও সুগমতার সহিত সিদ্ধ হইতে পারে। তজ্জন্য নিম্নলিখিত মন্□-ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে –

প্রভাতী বন্দনা

(১)প্রাতরগ্নিং প্রাতরিন্দ্রং হবামহে প্রাতর্মিত্রাবরুণা প্রাতরশ্বিনা।
প্রাতর্ভগং পূষণং ব্রহ্মস্পতিং প্রাতস্সোমমুত রুদ্রং হুবেম।।১।।
(২)প্রাতর্জিতং ভগমুগ্রং হুবেম বয়ং পুত্রমদিতের্য়ো বিধর্ত্তা।
আধ্রশ্চিদ্যং মন্যমানস্তুরশ্চিদ্রাজাচিদ্যং ভগং ভক্ষীত্যাহ।।২।।

---

(১) হে স্□ী-পুরুষ! যেরূপ আমরা বিদ্বান্ উপদেশকেরা (প্রাতঃ অগ্নিম্) প্রভাতকালে স্বপ্রকাশস্বরূপ, (প্রাতঃ ইন্দ্রম্) পরমৈশ্বর্য্যদাতা ও পরমৈশ্বর্য্যশালী, (প্রাতঃ মিত্রাবরুণা) প্রাণোদানবৎ প্রিয় ও সর্বশক্তিমান্, (প্রাতঃ অশ্বিনা) চন্দ্রসূর্য্যের স্রষ্টা পরমাত্মার (হবামহে) স্তুতি করি এবং (প্রাতঃ ভগম্) ভজনীয়, সেবনীয় ও ঐশ্বর্য্যবান্, (পূষণম্) পুষ্টিকর্ত্তা, (ব্রহ্মণস্পতিম্) স্বকীয় উপাসক, বেদ ও ব্রহ্মাণ্ডের পালক (প্রাতঃ সোমম্) অন্তর্য্যামী ও প্রেরণাদাতা (উত) এবং (রুদ্রম্) পাপীদের রোদনকারক ও সর্বোরোগনাশক জগদীশ্বরের (হুবেম) স্তুতি প্রার্থনা করি, সেইরূপ তোমরাও প্রভাতকালে করিতে থাক।।১।।

(২) (প্রাতঃ) প্রভাতে পাঁচ ঘটিকায় (জীতম্) জয়শীল, (ভগম্) ঐশ্বর্য্যদাতা (উগ্রম্) তেজস্বী, (অদিতেঃ পুত্রম্) অন্তরিক্ষস্থ সূর্য্যের স্রষ্টা ও (য়ঃ) যিনি সূর্য্যাদি লোকের (বিধাতা) বিশেষরূপ ধর্ত্তা, (আধ্রঃ) সর্বদিক হইতে ধারণকর্ত্তা, (য়ং চিৎ) যে কাহারও (মন্যমানঃ) জ্ঞাতা, (তুরশ্চিৎ) দুষ্টদের

[১]ভগ প্রণেতর্ভগ সত্যরাধো ভগেমাং ধিয়মুদবা দদন্নঃ।
ভগ প্র ণো জনয় গোভিরশ্বৈর্ভগ প্র নৃভির্নৃবন্তঃ স্যাম।।৩।।
[২]উতেদানীং ভগবন্তঃ স্যামোত প্রপিত্ব উত মধ্যে অহ্নাম্।
উতোদিতা মঘবন্ৎ সূর্য্যস্য বয়ং দেবানাং সুমতৌ স্যাম।।৪।।

দণ্ডদাতা এবং (রাজা) সকলের প্রকাশক এবং (য়ম্) যে (ভগম্ চিৎ) ভজনের পাত্রকেই (ভক্ষীতি) এইভাবে সেবন করিতেছি, সেই ভগবান্ পরমেশ্বর সকলকে (আহ) উপদেশ করেন যে, যে আমিই সূর্য্যাদি জগতের নির্মাতা ও ধারণকর্ত্তা সেই আমারই উপাসনা করিতে থাকো এবং আমারই আজ্ঞানুসারে চলিতে থাকো যাহাতে তোমরা সর্বদা উন্নতিশীল হইতে পার, এইজন্য আমরা তাঁহার (হুবেম) স্তুতি করি।।২।।

(১) হে (ভগ) ভজনের পাত্র, (প্রণেতঃ) সর্বস্রষ্টা, সত্যাচরণের প্রেরণদাতা, (ভগ) ঐশ্বর্য্যদাতা, (সত্যরাধঃ) সত্যধনের দাতা, (ভগ) সত্যাচরণশীলদের ঐশ্বর্যদাতা পরমেশ্বর ! তুমি (নঃ) আমাদের জন্য (ইমাম্) এই (ধিয়ম্) প্রজ্ঞা (দদৎ) দান করো এবং সেই দানদ্বারা আমাদিগকে (উদব) রক্ষা করো। হে (ভগ) ঐশ্বর্য্যপ্রদ । তুমি (গোভিঃ) গবাদি ও (অশ্বৈঃ) অশ্বাদি পশুগণের সংযোগে রাজ্যশ্রীকে (নঃ) আমাদের জন্য (প্রজনয়) প্রকাশিত করো। হে (ভগ) সত্যধনের দাতা ! তোমার কৃপায় আমরা (নৃভিঃ) উত্তম জনবলদ্বারা (নৃবন্তঃ) বহুবীর মনুষ্যযুক্ত (প্র স্যাম) হইব।।৩।।

(২) হে ভগবন্ ! তোমার কৃপাবলে (উত) এবং আমাদের পুরুষকারদ্বারা আমরা (ইদানীম্) এই সময়ে (প্রপিত্বে) উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য (উত) এবং (অহ্নাম) এই সব দিনের (মধ্যে) মধ্যে (ভগবন্তঃ) ঐশ্বর্য্যযুক্ত ও শক্তিমান্ (স্যাম) হইব (উত) এবং হে (মঘবন্) পরম পূজ্য ও অসংখ্য ধনদাতা। (সূর্য্স্য) সূর্য্যের (উদিতা) উদয়ে (দেবানাম্) পূর্ণ বিদ্বান্ ধর্মশীলদের (সুমতৌ) উত্তম প্রজ্ঞা (উত) ও সুমতিলাভে (বয়ম্) আমরা (স্যাম) সর্বদা প্রবৃত্ত থাকিব।।৪।।

[১]ভগ এব ভগবাঁ অস্তু দেবাস্তেন বয়ং ভগবন্তঃ স্যাম।
তং ত্বা ভগ সর্বইজ্জোহবীতি স নো ভগ পুরএতা ভবেহ।।৫।।

ঋ০ম০৭। সূ০৪১। মং০ ১–৫।।

এইভাবে পরমেশ্বরের প্রার্থনোপাসনা করিবে। তারপর শৌচ, দন্তধাবন ও মুখপ্রক্ষালন করিয়া স্নান করিবে। তৎপশ্চাৎ এক ক্রোশ বা দেড় ক্রোশ দূরে একান্ত জঙ্গলে যাইয়া যোগাভ্যাসের রীতিতে পরমেশ্বরের উপাসনা করিবে এবং সূর্যোদয় পর্য্যন্ত বা সূর্যোদয়ের এক আধ ঘন□া পরে গৃহে ফিরিয়া সন্ধোপাসনাদি নিত্য কর্ম নিম্নলিখিত প্রমাণানুসারে যথাবিধি ও যথাসময়ে করিতে থাকিবে। নিত্য কর্মের করণীয় বিষয়ে লিখিত মন্□র অর্থ ও প্রমাণ **পঞ্চমহাযজ্ঞবিধিতে**[২] দেখিয়া লইবে। প্রথমে শরীর শুদ্ধি অর্থাৎ স্নান পর্য্যন্ত কৃত্য সমাপন করিয়া সন্ধ্যোপাসনা আরম্ভ করিবে–

---

(১) হে (ভগ) সর্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন জগদীশ্বর ! যেহেতু (তম্) সেই (ত্বা) তোমারই (সর্বঃ) সব সজ্জন (ইজ্জোহবীতি) নিশ্চিতরূপে প্রশংসা করে, (সঃ) সে তুমিই। (ভগ) হে ঐশ্বর্য্যদাতা। (ইহ) এই সংসারে এবং (নঃ) আমাদের গৃহাশ্রমে তুমি (পুরএতা) অগ্রগামী ও সত্যধর্মের বর্দ্ধক (ভব) হও এবং (ভগ এব) তুমি সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্যযুক্ত ও সমস্ত ঐশ্বর্য্যের দাতা বলিয়া তুমিই আমাদের (ভগবান্) পূজ্যদেব (অস্তু) হও। (তেন) এইজন্য (দেবাঃ বয়ম্) আমরা বিদ্বানেরা (ভগবন্তঃ) সর্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়া সব সংসারের উপকারে তনু, মন ও ধন লইয়া প্রবৃত্ত হইব।।৫।।

(২) পঞ্চ মহাযজ্ঞবিধি মহর্ষি দয়ানন্দ প্রণীত অপূর্ব গ্রন্থ। ইহাতে ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ–এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের সিদ্ধান্ত ও বিধি লিখিত হইয়াছে। –অনুবাদক

সন্ধ্যোপাসনা

প্রথমে দক্ষিণ হস্তে জল লইয়া নিম্নলিখিত তিনটি মন্ের এক একটি দ্বারা এক একটি আচমন করিবে –

ওতম্। অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা। ।১। ।

ওতম্। অমৃতাপিধানমসি স্বাহা। ।২। ।

ওতম্। সত্যং য়শঃ শ্রীর্ময়ি শ্রীঃ শ্রয়তাং স্বাহা। ।৩। ।

আশ্ব০ গৃ০সূ০অ০১। কং০ ২৪। সূ০১২ ।২১ ।২২। ।

তারপর হস্তদ্বয় ধৌত করিয়া চক্ষুকর্ণ-নাসিকাদি শুদ্ধ জলে স্পর্শ করিয়া শুদ্ধ স্থানে, পবিত্র আসনে, যেদিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, সেইদিকে মুখ করিয়া বসিবে। তারপর নাভির নিম্নদিক হইতে মূলেন্দ্রিয়কে উপরদিকে সংকোচ করিয়া এবং হৃদয়ের বায়ুকে বলপূর্বক বাহির করিয়া যথাশক্তি বাহিরেই রুদ্ধ করিবে। তারপর বায়ুকে ধীরে-ধীরে ভিতরে লইয়া অল্পক্ষণ ভিতরেই রুদ্ধ করিবে। এইরূপ করিলে একবার **প্রাণায়াম** হইবে। এইভাবে কমপক্ষে তিন বার প্রাণায়াম করিবে। হস্তদ্বারা নাসিকা ধারণ করিবে না। এই সময়ে হৃদয়ে পরমেশ্বরের স্তুতিপ্রার্থনোপাসনা করিবে।

তারপর নিম্নোক্ত মন্ এক-এক বার পাঠ করিয়া প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আচমন করিবে –

ওতম্। শন্নো দেবীরভিষ্টয়ঃ আপো ভবন্তু পীতয়ে।

শংয়োরভিস্রবন্তু নঃ। । যজুঃ অ০ ৩৬। মং০ ১২। ।

তারপর পাত্র হইতে মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলিদ্বারা জল স্পর্শ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ে প্রথমে দক্ষিণদিক, তারপর বামদিকে অঙ্গ স্পর্শ করিবে –

ওতম্। বাক্ বাক্। এই মন্ে মুখের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্ব,
ওতম্। প্রাণঃ প্রাণঃ। ইহাদ্বারা দক্ষিণ ও বাম নাসারন্ধ্র,
ওতম্। চক্ষুঃ চক্ষুঃ। । ইহাদ্বারা দক্ষিণ ও বাম নেত্র,
ওতম্। শোত্রং শোত্রম্। । ইহাদ্বারা দক্ষিণ ও বাম কর্ণ,
ওতম্। নাভিঃ। । ইহাদ্বারা নাভি,
ওতম্। হৃদয়ম্। । ইহাদ্বারা হৃদয়,
ওতম্। কন্ঃ। । ইহাদ্বারা কন্,
ওতম্। শিরঃ। । ইহাদ্বারা মস্তক,
ওতম্। বাহুভ্যাং য়শোবলম্। ইহাদ্বারা উভয়ে বাহুর মূল স্ন্ধ এবং–
ওতম্। করতলকর পৃষ্ঠে। । ইহাদ্বারা উভয় হস্তের তলদেশ ও পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া মার্জন করিবে।

তারপর নিম্নোক্ত মন্ে বিভিন্ন অঙ্গে জলের ছিটা দিবে –

ওতম্। ভূঃ পুনাতু শিরসি। । এই মন্ে মস্তকে,
ওতম্। ভুবঃ পুনাতু নেত্রয়োঃ। । এই মন্ে নেত্রদ্বয়ে,
ওতম্। স্বঃ পুনাতু কন্ে। । এই মন্ে কন্ে,
ওতম্। মহঃ পুনাতু হৃদয়ে। । এই মন্ে হৃদয়ে,
ওতম্। জনঃ পুনাতু নাভ্যাম্। । ইহাদ্বারা নাভিতে,
ওতম্। তপঃ পুনাতু পাদয়োঃ। । ইহাদ্বারা উভয় পদে,
ওতম্। সত্যং পুনাতু পুনঃ শিরসি। । ইহাদ্বারা পুনর্রায় মস্তকে,
ওতম্। খং ব্রহ্ম পুনাতু সর্বত্র। । এই মন্ে সর্বাঙ্গ জলের ছিটা দিবে।

তারপর পূর্বোক্ত রীতিতে প্রাণায়ামের ক্রিয়া করিবে এবং নিম্নলিখিত মন্ জপও করিতে থাকিবে। এই প্রণালীতে কমপক্ষে তিনবার ও অধিকপক্ষে ২১ (একুশবার) প্রাণায়াম করিবে –

ওতম্ ভূঃ। ওতম্ ভুবঃ। ওতম্ স্বঃ। ওতম্ মহঃ। ওতম্ জনঃ। ওতম্ তপঃ। ওতম্ সত্যম্।। তৈত্তিরীয়ারণ্য০ প্র.১০। অনু০২৭।।

তারপর নিম্নলিখিত মন্ে সৃষ্টিকর্ত্তা পরমাত্মা ও সৃষ্টিক্রম সম্বন্ধে চিন্তা করিবে। জগদীশ্বরকে সর্ব্বব্যাপক, ন্যায়কারী ও সর্বত্র সর্বদা সর্বজীবের কর্মের দ্রষ্টা মনে করিয়া নিজের আত্মা ও মনকে কখনও পাপের দিকে যাইতে দিবে না এবং সদা ধর্মকার্য্যে নিযুক্ত রাখিবে –

ওতম্। ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোऽধ্যজায়ত।

ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ।।১।।

সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত।

অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী।।২।।

সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা য়থাপুর্বমকল্পয়ৎ।

দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ।।৩।।

ঋ০ম০১০। সূ০ ১৯০। ম০ ১–৩।।

এই তিনটি মন্ে পাঠ করিয়া পুনরায় **শন্নো দেবী০** এই মন্ে তিনবার আচমন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ে সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মার স্তুতি প্রার্থনা করিবে। মন্েগুলি পড়িয়া যাইবে এবং আপন মনে ভিতরেও বাহিরে চতুর্দিকে পরমাত্মাকে পূর্ণ জানিয়া নির্ভয়, নিঃশঙ্ক, উৎসাহী, আনন্দিত ও পুরুষার্থী থাকিবে –

ওতম্। প্রাচী দিগগ্নিরধিপতিরসিতো রক্ষিতাদিত্যা ইষবঃ। তেভ্যো নমোऽধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো নম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু। য়োऽস্মান্দ্বেষ্টি য়ং বয়ং দ্বিষ্মস্তং বো জম্ভে দমঃ।।১।। দক্ষিণা দিগিন্দ্রোऽধিপতিস্তিরশ্চিরাজী রক্ষিতা পিতর ইষবঃ। তেভ্যো০।।২।। প্রতীচী দিগ্বরুণোऽধিপতিঃ পৃদাকুঃ

রক্ষিতান্নমিষবঃ। তেভ্যো০।।৩।। উদীচী দিক্ সোমোऽধিপতিঃ স্বজো রক্ষিতাশনিরিষবঃ। তেভ্যো০।।৪।। ধ্রুবা দিগ্বিষ্ণুরধিপতিঃ কল্মাষগ্রীবো রক্ষিতা বীরুধ ইষবঃ। তেভ্যো০।।৫।। উর্ধ্বাদিগ্বৃহস্পতিরধিপতিঃ শ্বিত্রো রক্ষিতা বর্ষমিষবঃ। তেভ্যো০।।৬।। অথর্ব০কাং০৩। সূ০২৭। মং০ ১–৬।।

তারপর নিম্নোক্ত মন্ে পরমাত্মার উপস্থান করিবে অর্থাৎ পরমেশ্বরের নিকটে আমি এবং আমার অতি নিকটে পরমাত্মা আছেন, এইরূপ জ্ঞান করিবে–

ওতম্ জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তো নি দহাতি বেদঃ। স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ।।১।। ঋ০মং০১। সূ০৯৯। মং০১।।

চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আ প্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষꣳ সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।।১।।

যজু০অ০১৩। মং০ ৪৬।।

উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ।

দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্।।২।। যজু০অ০৩৩। মং০ ৩১।।

উদ্বয়ং তমসস্পরি স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরম্।

দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্।।৩।।

যজু০অ০ ৩৫। মং০ ১৪।।

তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতꣳ শৃণুয়াম শরদঃ শতং প্র ব্রবাম শরদঃ শতমদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ।।৪।।

যজু০অ০৩৬। মং০২৪।।

পুনরায় **শন্নো দেবী০** এই মন্ে□ তিনবার আচমন করিয়া ১০৮ পৃষ্ঠায় লিখিত অথবা পঞ্চমহাযজ্ঞবিধিতে লিখিত **গায়ত্রী মন্ে□র অর্থ** চিন্তা করিয়া পরমাত্মার স্তুতিপ্রার্থনোপাসনা করিবে। পুনরায় প্রার্থনা করিবে–

''হে পরমেশ্বর দয়ানিধে। তোমার কৃপায় জপোপাসনাদি কর্ম করিয়া আমরা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সিদ্ধি যেন শীঘ্রই প্রাপ্ত হই।''

তারপর নিম্নোক্ত মন্ে□ পরমাত্মাকে নমস্□ার করিবে–

ওও৩ম্। নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্□রায় চ ময়স্□রায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।।৫।।

যজু০অ০১৬।মং০৪১।।

তারপর **শন্নো দেবী০** এই মন্ে□ তিনবার আচমন করিয়া অগ্নিহোত্র আরম্ভ করিবে।

ইতি সংক্ষেপতঃ সন্ধ্যোপাসনবিধিঃ সমাপ্তঃ।।১।।

—০—

অথাগ্নিহোত্রম্

যেরূপ প্রাতঃকাল ও সায়ংকাল উভয় সন্ধিবেলায় সন্ধ্যোপাসনা করিবে, সেইরূপ নিত্য দুই বেলা স্□ী-পুরুষ* উভয়ে অগ্নিহোত্রও করিতে থাকিবে।

২২ পৃষ্ঠা হইতে ২৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধিতে **অগ্ন্যাধান, সমিদাধান** এবং ২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে **ও৩ম্। অদিতেঽনুমন্যস্ব।।** ইত্যাদি ৪ (চারি) মন্ে□ যথাবিধি কুণ্ডের চারিদিকে **জলসিঞ্চন** করিবে। শুদ্ধিকৃত ও সৌগন্ধাদিযুক্ত ঘৃত উষ্ণ করিয়া পাত্রমধ্যে লইবে। কুণ্ডের পশ্চিমভাগে পূর্বাভিমুখে উপবেশন করিয়া ২৪ পৃষ্ঠা হইতে ২৫ পৃষ্ঠা

*কোন বিশেষ কারণে স্□ী বা পুরুষ উভয়ে এক সঙ্গে অগ্নিহোত্রের সময় উপস্থিত হইতে না পারিলে স্□ী বা পুরুষ একাই **উভয়ের পক্ষ** হইতে কৃত্য করিবে অর্থাৎ এক এক মন্□ দুই দুই বার পড়িয়া দুই দুই আহুতি দিবে।

পর্য্যন্ত লিখিত বিধিতে ৪ (চারি) আঘারাবাজ্যভাগাহুতি দিয়া নিম্নলিখিত মন্ে□ **প্রাতঃকালীন** অগ্নিহোত্র করিবে –

ও৩ম্। সূর্য্যো জ্যোতির্জোতিঃ সূর্য্যঃ স্বাহা।।১।।

ও৩ম্। সূর্য্যো বর্চো জ্যোতির্বর্চঃ স্বাহা।।২।।

ও৩ম্। জ্যোতিঃ সূর্য্যঃ সূর্য্যো জ্যোতিঃ স্বাহা।।৩।।

ও৩ম্। সজুর্দেবেন সবিত্রা সজুরুষসেন্দ্রবত্যা জুষাণঃ সূর্য্যো বেতু স্বাহা।।৪।। যজু০অ০৩। মং০৯।।

এক্ষণে নিম্নলিখিত মন্□ **সায়ংকালীন** অগ্নিহোত্রের জন্য জানিবে–

ও৩ম্। অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহা।।১।।

ও৩ম্। অগ্নির্বর্চো জ্যোতির্বর্চঃ স্বাহা।।২।।

নিম্নোক্ত তৃতীয় মন্□টিকে মনে মনে উচ্চারণ করিয়া তৃতীয় আহুতি দিবে –

ও৩ম্। অগ্নির্জ্যোতির্জোতিরগ্নিঃ স্বাহা।।৩।।

ও৩ম্। সজুর্দেবেন সবিত্রা সজু রাত্র্যেন্দ্রবত্যা জুষাণো অগ্নির্বেতু স্বাহা।।৪।। য০অ০৩। ম০১০।।

এক্ষণে নিম্নলিখিত মন্ে□ **প্রাতঃকালীন ও সায়ংকালীন** আহুতি দিতে হইবে। এই আট মন্ে□র এক এক মন্ে□ এক-এক আহুতি দিবে–

ও৩ম্। ভূরগ্নয়ে প্রাণায় স্বাহা।।
ইদমগ্নয়ে প্রাণায়–ইদন্ন মম।।১।।

ও৩ম্। ভুবর্বায়বেঽপানায় স্বাহা।।
ইদং বায়বেঽপানায়–ইদন্ন মম।।২।।

ও৩ম্। স্বরাদিত্যায় ব্যানায় স্বাহা।।
ইদমাদিত্যায় ব্যানায়–ইদন্ন মম।।৩।।

ও৩ম্। ভূর্ভুবঃ স্বরগ্নিবায়্বাদিত্যেভ্যঃ প্রাণাপানব্যানেভ্যঃ স্বাহা।।

ইদমগ্নিবায়্বাদিত্যেভ্যঃ প্রাণাপানব্যানেভ্যঃ–ইদন্ন মম।।৪।।

ও৩ম্। আপো জ্যোতি রসোऽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোং স্বাহা।।৫।।

তৈত্তি০আর০প্রপা০ ১০। অনু ৬৮।।

ও৩ম্। য়াং মেধাং দেবগণাঃ পিতরশ্চোপাসতে।

তয়া মামদ্য মেধয়াऽগ্নে মেধাবিনং কুরু স্বাহা।।৬।।

যজু অ০ ৩২। মং০ ১৪।।

ও৩ম্। বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরা সুব।।

য়দ্ভদ্রং তন্ন আ সুব স্বাহা।।৭।। য০অ০৩২।মং০৩।।

ও৩ম্। অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। য়ুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম স্বাহা।।৮।। য০অ০৪০।মং০১৬।।

এই আট আহুতি দিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে তিন পূর্ণাহুতি অর্থাৎ মন্ত্র এক এক বার পাঠ করিয়া একে একে তিন আহুতি দিবে –

ও৩ম্ সর্বং বৈ পূর্ণꣳ স্বাহা।।

ইত্যগ্নিহোত্রবিধিঃ সংক্ষেপতঃ সমাপ্তঃ।।২।।

অথ পিতৃয়জ্ঞঃ

অগ্নিহোত্রবিধি পূর্ণ করিয়া তৃতীয় পিতৃযজ্ঞ করিবে। জীবিত মাতাপিতাদির যথাবৎ সেবা করাকে **পিতৃযজ্ঞ*** বলে।।৩।।

—০—

অথ বলিবৈশ্বদেববিধিঃ

নিম্নোক্ত দশ মন্ত্রে ঘৃতমিশ্রিত ভাতের আহুতি দিবে। ভাত প্রস্তুত না থাকিলে ক্ষার ও লবণযুক্ত খাদ্য ব্যতিরেকে যাহা কিছু রন্ধন হইবে, তাহাদ্বারাই আহুতি দিবে –

ও৩ম্। অগ্নয়ে স্বাহা।।১।।

ও৩ম্। সোমায় স্বাহা।।২।।

ও৩ম্। অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহা।।৩।।

ও৩ম্। বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা।।৪।।

---

* পিতৃয়জ্ঞস্তু তর্পণম্। মনু০৩। ৭০। পিতৃযজ্ঞকে তর্পণ বলে। ''তর্পণ'' অর্থে ''তৃপ্তিকরণ, প্রীতিসাধন বা সন্তোষবিধান'' বুঝায়। তৃপ্তিজনক বস্তু, সদ্ব্যবহার বা শিষ্টাচরণদ্বারা মাতাপিতাদি গুরুজনদিগের সেবা করার নাম ''তর্পণ''।.....অর্চয়েৎ.......। পিতৃন্ শ্রাদ্ধৈশ্চ......।। মনু০৩।৮১। বিবিধ শ্রাদ্ধদ্বারা মাতাপিতাদি গুরুজনদিগের অর্চনা–পূজা–সম্মান–সেবা করিবে। শ্রাদ্ধের স্বরূপ সম্বন্ধে মনুর উক্তি আরও সুস্পষ্ট যথা –

কুর্য়াদহরহঃ শ্রাদ্ধমন্নাদ্যেনোদকেন বা।

পয়োমূলফলৈর্বাপি পিতৃভ্যঃ প্রীতিমাবহন্।। মনু০৩।৮২।।

অর্থ ঃ– (পিতৃভ্যঃ প্রীতিম্ আবহন্) মাতাপিতাদি গুরুজনদিগকে প্রীতিপূর্বক আহ্বান করিয়া (অন্নাদ্যেন উদকেন বা পয়ঃ মূল ফলৈঃ বা অপি) অন্নাদি, উদক, দুগ্ধ অথবা ফলমুলাদিদ্বারা (অহঃ অহং শ্রাদ্ধং কুর্য়াৎ) প্রতিদিন

ও৩ম্। ধন্বন্তরয়ে স্বাহা।।৫।।

ও৩ম্। কুহ্বৈ স্বাহা।।৬।।

ও৩ম্। অনুমত্যৈ স্বাহা।।৭।।

ও৩ম্। প্রজাপতয়ে স্বাহা।।৮।।

ও৩ম্। দ্যাবাপৃথিবীভ্যাꣳ স্বাহা।।৯।।

ও৩ম্। স্বিষ্টকৃতে স্বাহা।।১০।।

মনু০অ০৩। শ্লোক ৮৫,৮৬।।

তারপর নিম্নলিখিত মন্ে **বলিদান** করিবে। এই সব মন্ে একটী পাতায় বা থালায় যথোক্তভাবে বিভিন্নদিকে অন্ন সাজাইয়া দিবে –

ও৩ম্। সানুগায়েন্দ্রায় নমঃ।। ইহাদ্বারা পুর্বে,

ও৩ম্। সানুগায় য়মায় নমঃ।। ইহাদ্বারা দক্ষিণে,

শ্রাদ্ধ করিবে। মনুপ্রোক্ত এই শ্রাদ্ধ বা তর্পণবিধি বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদ বলিতেছে –

উর্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতৎ পয়ঃ কীলালং পরিশ্রুতম্।

স্বধাস্থ তর্পয়ত মে পিতৃন্।। যজু০ ২।৩৪।।

অর্থ ঃ– (মে পিতৃন্) যাঁহারা পিতা, পিতামহাদি, মাতা, মাতামহাদি, আচার্য্য, বিদ্বান্, জ্ঞানী এবং অন্যান্য মাননীয় ব্যক্তি, যথাযোগ্য সেবাদ্বারা তাঁহাদের আত্মার (তর্পয়ত) তর্পণ, তুষ্টিসাধন, সন্তোষবিধান বা প্রসন্নতা সম্পাদন কর। তাঁহাদের সেবার জন্য এইসব পদার্থ আছে, যথা–(উর্জম্) উত্তম রস, (বহন্তীঃ) সুস্বাদু জল, (অমৃতম্) সুমিষ্ট রোগনাশক পদার্থ, (পয়ঃ) দুগ্ধ, (ঘৃতম্) ঘৃত, (কীলালম্) সুরন্ধিত অন্ন ও (পরিশ্রুতম্) সুপক্ব রসাল ফল। (স্বধাস্থ) হে পিতৃগণ। আপনারা আমাদের প্রদত্ত অমৃতরূপ পদার্থসমূহ ভোগ করিয়া সর্বদা সুখে নিবাস করুন এবং যখন যাহা প্রয়োজন হয়, তখন

ও৩ম্। সানুগায় বরুণায় নমঃ। ইহাদ্বারা পশ্চিমে,

ও৩ম্। সানুগায় সোমায় নমঃ।। ইহাদ্বারা উত্তরে,

ও৩ম্। মরুদ্ভ্যো নমঃ।। ইহাদ্বারা দ্বারদেশে,

ও৩ম্। অদ্ভ্যো নমঃ।। ইহাদ্বারা জলমধ্যে,

ও৩ম্। বনস্পতিভ্যো নমঃ।। ইহাদ্বারা মুষলে ও উদুখলে,

ও৩ম্। শ্রিয়ৈ নমঃ।। ইহাদ্বারা ইশান কোণে,

ও৩ম্। ভদ্রকাল্যৈ নমঃ।। ইহাদ্বারা নৈঋতে,

ও৩ম্। ব্রহ্ম পতয়ে নমঃ।। ও৩ম্। বাস্তুপতয়ে নমঃ।।

ইহাদ্বারা বাস্তুমধ্যে,

তাহা আজ্ঞা করুন। আমরা কায়মনোবাক্যে আপনাদিগকে যথাসাধ্য সুখী করিতে চেষ্টা করিব। আমাদের বাল্যাবস্থায় এবং ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যেরূপ সুখের বিধান করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনাদের প্রত্যুপকার করা আমাদেরও কর্ত্তব্য, যাহাতে আমরা কৃতঘ্নতাদোষে দুষ্ট না হই (ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা)। শ্রৎ– সত্য, ধা–ধারণ বা গ্রহণ করার নাম শ্রদ্ধা। হৃদয়ে শ্রদ্ধা ধারণ করিয়া মাতা পিতা গুরুজনদিগের উপদেশ শ্রবণ, মনন ও পালন করিবে। প্রত্যহ শ্রদ্ধাসহকারে তৃপ্তিজনক বস্তু, সদ্ব্যবহার বা শিষ্টাচরণদ্বারা তাঁহাদের তৃপ্তিসাধন, প্রীতিসম্পাদন বা সেবা করার নামই শ্রাদ্ধ বা তর্পণ। ইহাকেই পিতৃযজ্ঞ বলে। যজ্ঞ বলিতে ''পূজা, সঙ্গতি ও দান'' (পানিনি) বুঝায়। পিতৃযজ্ঞ অর্থে–(১) ''মাতাপিতাদিকে পূজা–মান্য করা–তাঁহাদের উপদেশানুসারে কার্য্য করা, (২) তাঁহাদের সহিত মিলন রাখা–তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ না করা এবং (৩) বার্দ্ধক্যে তাঁহাদিগকে সর্ববিধ সুখ দান করা'' বুঝায়। ইহাই **পিতৃশ্রাদ্ধ বা পিতৃতর্পণ।** বেদের এই বিধান জীবিতেরই জন্য প্রযোজ্য, মৃতের জন্য নহে। – সম্পাদক

ও৩ম্ । বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ । । ও৩ম্ । দিবাচরেভ্যো ভূতেভ্যো নমঃ । । ও৩ম্ । নক্তঞ্চারিভ্যো ভূতেভ্যো নমঃ । । ইহাদ্বারা উর্দ্ধে,

ও৩ম্ । সর্বাত্মভূতয়ে নমঃ । । ইহাদ্বারা পৃষ্ঠদেশে,

ও৩ম্ । পিতৃভ্যঃ স্বধায়িভ্যঃ স্বধা নমঃ । । ইহাদ্বারা দক্ষিণে।

মনু০অ০৩ । শ্লো০৮৭–৯১ । ।

অন্ন সাজাইবার সময় যদি কোন অতিথির আগমন হয়, তবে তাহাকেই দিয়া দিবে, নতুবা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে।

তারপর ঘৃতসহ লবণান্ন লইয়া নিম্নলিখিত ছয় নামে ছয় ভাগ মাটিতে রাখিয়া দিবে এবং যাহার নামে সেই ছয় ভাগ, তাহাকে তাহা দিয়া দিবে–

শুনাং চ পতিতানাং চ শ্বপচাং পাপরোগিণাম্ ।
বায়সানাং কৃমীণাং চ শনকৈর্নির্বপেদ্ ভুবি । ।

মনু০অ০৩ । শ্লো০৯২ । ।

অর্থ ঃ– কুকুর, পতিত, চণ্ডাল, পাপরোগী, কাক ও কৃমি– ইহাদের জন্য এক-এক ভাগ করিয়া মাটিতে রাখিয়া দিবে । ।৪ । ।

—০—

অথাতিথিযজ্ঞঃ

পঞ্চম–ধার্মিক, পরোপকারী, সত্যোপদেশক, পক্ষপাতরহিত, শান্ত, সর্বহিতকারী ও বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের অন্নাদিদ্বারা সেবা এবং তাঁহাদের সহিত প্রশ্নোত্তরাদিদ্বারা বিদ্যা লাভ করাকে **অতিথিযজ্ঞ** বলে। প্রত্যহই ইহা করিবে। স্ত্রী-পুরুষ এইভাবে প্রতিদিন **পঞ্চ মহাযজ্ঞ** করিতে থাকিবে । ।৫ । ।

—০—

পক্ষযজ্ঞ

ইহার পর পক্ষযজ্ঞ অর্থাৎ পৌর্ণমাসী ও অমাবস্যার দিন নৈত্যিক অগ্নিহোত্রের আহুতিদানের পরে পুর্বোক্ত প্রকারে ১৭ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে স্থালীপাক প্রস্তুত করিয়া নিম্নলিখিত তিন মন্ত্রে **বিশেষ আহুতি** দিবে। এই তিন মন্ত্রে স্থালীপাকের তিন আহুতি দিবে –

ও৩ম্ । অগ্নয়ে স্বাহা । ।১ । । ও৩ম্ । অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহা । ।২ । । ও৩ম্ । বিষ্ণবে স্বাহা । ।৩ । ।

তারপর ২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে ৪ (চারি) **ব্যাহৃতি আজ্যাহুতি** দিবে। কিন্তু পার্থক্য এইটুকু যে, অমাবস্যার দিন **অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহা** এই মন্ত্রের স্থলে **ও৩ম্ । ইন্দ্রাগ্নীভ্যাং স্বাহা** বলিয়া স্থালীপাকের আহুতি দিবে। এইরূপ পক্ষযাগ অর্থাৎ যাহার গৃহে দুর্ভাগ্যবশতঃ অগ্নিহোত্র হয় না, সেখানে সব সময় পক্ষযাগাদিতে ১৫ পৃষ্ঠা হইতে ১৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত প্রণালীতে **অগ্ন্যাধান ও সমিদাধান** করিবে। ২৪ পৃষ্ঠা হইতে ২৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধিতে **আঘারাবাজ্যভাগাহুতি** দিবে এবং ২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত প্রণালীতে বেদীর চারিদিকে **জল সিঞ্চন** করিয়া ৪ পৃষ্ঠা হইতে ১৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত প্রণালীতে **ঈশ্বরোপাসনা, স্বস্তিবাচন** এবং **শান্তিপ্রকরণও** যথাযোগ্যভাবে করিবে।

—০—

নবশস্যেষ্টি ও সংবৎসরেষ্টি

যখন যখনই **নবান্ন** হইবে, তখন তখনই **নবশস্যেষ্টি** এবং সংবৎসরের প্রারম্ভে নিম্নলিখিত বিধি অনুসারে **সংবৎসরেষ্টি** করিবে। যখন যখন নবান্ন হইবে, তখন তখন নবশস্যেষ্টি করিয়া নূতন অন্নের ভোজন আরম্ভ করিবে।

নবশস্যেষ্টি ও সংবৎসরেষ্টি করিতে হইলে যেদিন ভাল মনে হইবে, সেই দিনকেই শুভদিন জানিবে। গ্রাম ও নগরের বাহিরে কোন শুদ্ধ ক্ষেত্রে যজ্ঞমণ্ডপ রচনা করিয়া ৪ পৃষ্ঠা হইতে ৩০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধিতে সব কৃত্য করিয়া প্রথম **আঘারাবাজ্যভাগাহুতি** ৪ (চারি), **ব্যাহৃতি আহুতি** ৪ (চারি) ও **অষ্টাজ্যাহুতি** ৮ (আট)–এই ষোল আজ্যাহুতি দিয়া কর্মকর্ত্তা নিম্নোক্ত মন্ে□ **প্রধান হোমের** ৫ (পাঁচ) আজ্যাহুতি দিবে–

(১)**ওতম্। পৃথিবী দ্যৌঃ প্রদিশো দিশো য়স্মৈ দ্যুভিরাবৃতাঃ।**

তমিহেন্দ্রমুপহ্বয়ে শিবা নঃ সন্তু হেতয়ঃ স্বাহা।।১।।

ওতম্। য়ন্মে কিঞ্চিদুপেপ্সিতমস্মিন্ কর্মণি বৃত্রহন্।

তন্মে সর্বꣳ সমৃধ্যতাং জীবতঃ শরদঃ শতꣳ স্বাহা।।২।।

ওতম্। সম্পত্তি র্ভূমিবৃষ্টির্জ্যৈষ্ঠ্যꣳ শ্রৈষ্ঠ্যꣳ শ্রীঃ প্রজামিহাবতু স্বাহা। ইদমিন্দ্রায়–ইদন্ন মম।।৩।।

(২)**ওতম্। য়স্যাভাবে বৈদিকলৌকিককানাং ভূতির্ভবতি কর্মণাম্। ইন্দ্রপত্নীমুপহ্বয়ে সীতাꣳ সা মে ত্বনপায়িনী ভূয়াৎ কর্মাণি কর্মণি স্বাহা। ইদমিন্দ্রপত্ন্যৈ–ইদন্ন মম।।৪।।**

---

(১) যাহার উৎপত্তিহেতু পৃথিবী, আকাশ, দিক্ ও উপদিকসমূহ সূর্য্যকিরণে ব্যাপ্ত হইতেছে, আমরা এখানে সেই মেঘকে আহ্বান করিতেছি। ইহার বৃষ্টি আমাদের পক্ষে কল্যাণকারী হউক।।১।। হে বর্ষণকারিণী বিদ্যুৎ। আমার এই জীবনে যাহা যাহা অভীষ্ট, তাহা পূর্ণ হউক এবং আমি যেন শতবর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া সমৃদ্ধিশালী হই।।২।। এই মেঘ ও ইহার শক্তিপুঞ্জ এখানে আমার সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য, ভূমি, বৃষ্টি, জ্যৈষ্ঠত্ব, শ্রী ও সন্তান সমূহের রক্ষা ও বৃদ্ধি করুক।।৩।।

(২) যাহার আবির্ভাবে বৈদিক ও লৌকিক (সাংসারিক) সব কর্মের সিদ্ধি ও সাফল্য লাভ হয়, আমি সেই ইন্দ্রের (মেঘের) পত্নী সীতাকে (হলকে) আহ্বান করি। সে আমার জন্য অন্নকে রক্ষা করুক।।৪।। অশ্ব, গবাদি পশু ও সত্য ব্যবহারের সহিত যুক্ত হইয়া যে পৃথিবী নিরলসভাবে সব প্রাণীর পালন ও পোষণ করিতেছে, আমি সেই উৎপন্ন শস্যশ্যামলা দৃঢ় ভূমিকে এখানে আহ্বান করিতেছি। সে আমার দুঃখ দূর করুক।।৫।। –অনুবাদক

ওতম্। অশ্বাবতী গোমতী সুনৃতাবতী বিভর্ত্তি য়া প্রাণভৃতো অতন্দ্রিতা। খলমালিনীমুর্বরামস্মিন্ কর্মণ্যুপহ্বয়ে ধ্রুবাꣳ সা মে ত্বনপায়িনী ভূয়াৎ স্বাহা। ইদং সীতায়ৈ–ইদন্ন মম।।৫।।

পার০ কাং০২। কং০ ১৭।।৯।।

ইহার পর নিম্নোক্ত ৪ (চারি) মন্ে□ ৪ (আহুতি) দিবে –

***ওতম্। সীতায়ৈ স্বাহা।।১।। ওতম্। প্রজায়ৈ স্বাহা।।২।।**

ওতম্। শমায়ৈ স্বাহা।।৩।। ওতম্। ভূত্যৈ স্বাহা।।৪।।

পার০কাং০২। কং০১৭।১০।।

ইহার পর ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে **য়দস্য০** মন্ে□ স্বিষ্টকৃৎ **হোমাহুতি** একটি, এইরূপ ৫ (পাঁচ) **স্থালীপাক আহুতি** প্রদান করিবে। পরে ২৭ পৃষ্ঠা হইতে ২৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধিতে **অষ্টাজ্যাহুতি** ৮ এবং ২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে **ব্যাহৃতি আহুতি** ৪–মোট ১২ (বার) আজ্যাহুতি দিয়া ২৯ পৃষ্ঠা হইতে ৩০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধিতে **বামদেব্যগান** এবং ৪ পৃষ্ঠা হইতে ১৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধিতে **ঈশ্বরোপাসনা, স্বস্তিবাচন ও শান্তিপ্রকরণ** করিয়া সমাপ্তি করিবে।

—০—

---

*হলের জন্য এই আহুতি।।১।। সন্তানের জন্য এই আহুতি।।২।। শান্তির জন্য এই আহুতি।।৩।। ঐশ্বর্য্যের জন্য এই আহুতি।।৪।।

– অনুবাদক

অথ শালাকর্মবিধিং বক্ষ্যামঃ

মনুষ্য এবং পশ্বাদির বাসের জন্য অথবা কোন পদার্থ রাখিবার জন্য যে গৃহ বা স্থানবিশেষ নির্মাণ করা হয়, তাহাকে **শালা** বলে। ইহার দুইটি বিষয়–প্রথম প্রমাণ, দ্বিতীয় বিধি। ইহার মধ্যে প্রথমে প্রমাণ, তারপর বিধি লিখিত হইবে।

অত্র প্রমাণাদি

উপমিতাং প্রতিমিতামথো পরিমিতামুত।
শালায়া বিশ্ববারায়া নদ্ধানি বি চৃতামসি।।১।।
হবির্ধানমগ্নিশালং পত্নীনাং সদনং সদঃ।
সদো দেবানামসি দেবি শালে।।২।।

অথর্ব০কাং০৯। সূ০৩। ম০১,৭।।

অর্থঃ– মনুষ্যের উচিত যে, সে যখনই কোন গৃহ নির্মাণ করিবে, তাহা (উপমিতাম্) সর্বপ্রকারে উত্তম উপমাযুক্ত করিবে যেন তাহা দেখিয়া বিদ্বানেরা প্রশংসা করে এবং (প্রতিমিতাম্) প্রতিমান অর্থাৎ দ্বার, কোণ ও কক্ষ একটির সম্মুখে আর একটি হইবে। (অথো) ইহার পর (পরিমিতাম্) সেই গৃহ চারিদিকের পরিমাণে সমচতুষ্কোণ হইবে (উত) এবং (শালায়াঃ) উক্ত গৃহের (বিশ্ববারায়াঃ) দ্বার চতুর্দিক হইতে বায়ু চলাচলের উপযুক্ত হইবে। (নদ্ধানি) উহার বন্ধন ও বেষ্টনী দৃঢ় হইবে। হে মনুষ্য। এইরূপ গৃহকে আমরা শিল্পীরা যেরূপ (বিচৃতামসি) উত্তমরূপে গ্রন্থিত অর্থাৎ বন্ধনযুক্ত করি, সেইরূপ তোমরাও করো।।১।।

সেই গৃহে একটি (হবির্ধানম্) হব্যপদার্থ রাখার স্থান, (অগ্নিশালম্) অগ্নিহোত্রের স্থান, (পত্নীনাম্) সস্ত্রীগণের (সদনম্) থাকার (সদঃ) স্থান, (দেবানাম্) পুরুষ ও বিদ্বান্‌দের থাকা, বসা, মেলামেশা

করা ও সভা করার (সদঃ) স্থান তথা স্নান ভোজন-ধ্যানাদিরও পৃথক্-পৃথক্ কক্ষ প্রস্তুত করিবে। এইরূপ (দেবি) দিব্য কমনীয়ভাবে (শালে) নির্মিত শালা (অসি) সুখদায়ক হয়।।২।।

অন্তরা দ্যাং চ পৃথিবীং চ য়দ্ব্যচস্তেন শালাং প্রতি গৃহ্ণামি ত ইমাম্।
য়দন্তরিক্ষং রজসো বিমানং তৎ কৃণ্বেঽহমুদরং শেবধিভ্যঃ।
তেন শালাং প্রতি গৃহ্ণামি তস্মৈ।।৩।।
ঊর্জস্বতী পয়স্বতী পৃথিব্যাং নিমিতা মিতা।
বিশ্বান্নং বিভ্রতী শালে মা হিংসীঃ প্রতিগৃহ্ণতঃ।।৪।।

অথর্ব০ কাং০৯। সূ০৩। মং০১৫,১৬।।

অর্থঃ- সেই গৃহে (অন্তরা) ভিন্ন-ভিন্ন (পৃথিবীম্) শুদ্ধ ভূমি হউক অর্থাৎ চারিদিকে স্থান শুদ্ধ হউক (চ) এবং (দ্যাম্) যেখানে সূর্য্যের রশ্মি প্রতিবিম্বিত হইতে পারে, এইরূপ প্রকাশস্বরূপ ভূমির ন্যায় স্থানে দৃঢ় গৃহ নির্মাণ করিবে। (চ) এবং (য়ৎ) যাহা (ব্যচঃ) ইহার ব্যাপ্তি অর্থাৎ বিস্তার (তেন) তদ্দ্বারা যুক্ত (ইমাম্) এই (শালাম্) গৃহকে, হে স্ত্রী। (তে) তোমার জন্য নির্মাণ করিতেছি, তুমি ইহাতে নিবাস করো এবং আমিও নিবাসের জন্য ইহাকে (প্রতি গৃহ্ণামি) গ্রহণ করিতেছি। ইহার মধ্যে (য়ৎ অন্তরিক্ষম্) যথেষ্ট যে উন্মুক্ত স্থান, (রজসঃ) সেই গৃহের (বিমানম্) বিশেষ পরিমাণযুক্ত অত্যুচ্চ ছাদ ও (উদরম্) আভ্যন্তর ভাগের বিস্তৃত প্রসার (তৎ) তাহাকে (অহম্) আমি (শেবধিভ্যঃ) সুখের আধারস্বরূপ বহু কক্ষদ্বারা সুশোভিত (কৃণ্বে) করিতেছি। (তেন) সেই পুর্বোক্ত লক্ষণযুক্ত (শালাম্) শালাকে (তস্মৈ) সেই গৃহাশ্রমের সব কার্য্যের জন্য (প্রতি গৃহ্ণামি) গ্রহণ করিতেছি।।৩।।

যে (শালে) গৃহ (উর্জস্বতী) বহু বল, আরোগ্য ও পরাক্রমের বৃদ্ধিকারক, ধনধান্যে পরিপূর্ণ, (পয়স্বতী) জল, দুগ্ধ ও রসাদিপূর্ণ, (পৃথিব্যাম) পৃথিবীতে (মিতা) পরিমিতভাবে (নির্মিতা) নির্মিত,

(বিশ্বান্নম্) সম্পূর্ণ অন্নাদি ঐশ্বর্য্য (বিভ্রতী) ধারণ করিয়া (প্রতি গৃহ্নতঃ) গ্রহীতাকে রোগাদিদ্বারা (মা হিংসীঃ) পীড়িত না করে, সেইরূপ কক্ষ প্রস্তুত করিবে। ।৪।।

ব্রহ্মণা শালাং নিমিতাং কবিভির্নিমিতাং মিতাম্।

ইন্দ্রাগ্নী রক্ষতাং শালামমৃতৌ সোম্যং সদঃ। ।৫।।

অথর্ব০কাং০৯। সূ০৯। মং০১৯।।

অর্থ ঃ– (অমৃতৌ) স্বরূপতঃ নাশরহিত (ইন্দ্রাগ্নী) বায়ু ও পাবক, (কবিভিঃ) উত্তম বিদ্বান্ শিল্পী (মিতাম্) প্রমাণযুক্ত অর্থাৎ মাপে যেরূপ হওয়া উচিত সেইরূপভাবে (নিমিতাম্) নির্মিত (শালাম্) গৃহকে এবং (ব্রহ্মণা) চারিবেদবেত্তা বিদ্বান্ সর্ব ঋতুতে সুখদায়ক এরূপভাবে (নিমিতাম্) নির্মিত (শালাম্) গৃহ প্রাপ্ত হইয়া বসবাসকারীদিগকে (রক্ষতাম্) রক্ষা করুক অর্থাৎ চারিদিকের শুদ্ধ বায়ু আসিয়া অশুদ্ধ বায়ুকে বাহির করিতে থাকুক এবং যাহাতে সুগন্ধ ঘৃতাদিদ্বারা হোম করা হয়, সেই অগ্নি দুর্গন্ধ দূর করিয়া সুগন্ধ স্থাপন করুক। ইহা (সোম্যম্) ঐশ্বর্য্য ও আরোগ্যবর্দ্ধক, সর্বদা সুখদায়ক (সদঃ) বাসোপযোগী উত্তম গৃহ। উহাকেই বসবাসের জন্য গ্রহণ করিবে। ।৫।।

য়া দ্বিপক্ষা চতুষ্পক্ষা ষট্পক্ষা য়া নিমীয়তে।

অষ্টাপক্ষাং দশপক্ষাং শালাং মানস্য পত্নীমগ্নির্গর্ভইবা শয়ে। ।৬।।

অথর্ব০কাং০৯। সূ০৩। মং০২১।

অর্থ ঃ– হে মনুষ্য ! (য়া) যাহা (দ্বিপক্ষা) দুইপক্ষযুক্ত অর্থাৎ মধ্যভাগে একটী ও পূর্ব-পশ্চিমে এক একটী কক্ষযুক্ত গৃহ অথবা (চতুষ্পক্ষা) যাহার পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণে এক একটী কক্ষ এবং মধ্যভাগে একটী পঞ্চম বৃহৎ কক্ষ এইরূপ গৃহ বা (ষট্পক্ষা) মধ্যভাগে একটী বৃহৎ কক্ষ, পূর্বেপশ্চিমে দুই দুইটী এবং উত্তর-দক্ষিণে এক একটী কক্ষ (য়া) এইরূপ যে (নিমীয়তে) নির্মিত হয় তাহা উৎকৃষ্ট।

ইহা ছাড়াও (অষ্টাপক্ষাম্) যাহার চারিদিকে দুই দুইটী কক্ষ ও উহাদের মধ্যভাগে একটী নবম কক্ষ–এইরূপ গৃহ, বা (দশপক্ষাম্) যাহার মধ্যভাগে দুইটী কক্ষ এবং চারিদিকে দুই দুইটী করিয়া কক্ষ (মানস্য) এইরূপ পরিমাণের নির্মিত (শালাম্) গৃহ প্রাপ্ত হইবে। যেরূপ (পত্নীম্) পত্নীকে প্রাপ্ত হইয়া (অগ্নিঃ) অগ্নিময় আর্ত্তব ও বীর্য্য (গর্ভইব) গর্ভরূপ হইয়া (আশয়ে) গর্ভাশয়ে অবস্থান করে, সেই ও তাহাতে অবস্থান করিবে। সব কক্ষের দ্বার দুই দুই হাত ছাড়া সিধা বরাবর হইবে যাহার চারিদিকের কক্ষগুলির পরিমাণ তিন তিন গজ ও মধ্য ভাগের কক্ষের সমূহের পরিমাণ ছয় ছয় গজের কম হইবে না, চারিদিকের কক্ষগুলির পরিমাণ চারি চারি গজ করিয়া এবং মধ্যভাগের কক্ষগুলির পরিমাণ আট আট গজ করিয়া হইবে অথবা মধ্যভাগের কক্ষসমূহের বিস্তার দশ দশ গজ অর্থাৎ বিশ বিশ হাতের অধিক হইবে না। এইরূপ ভাবে গৃহ নির্মাণ করিয়া গৃহস্থ বাস করিবে। যদি সভাস্থান নির্মাণ করিতে হয়, তবে চতুর্দিগের বহির্ভাগে দ্বারদেশে কপাট রাখিবে, এবং মধ্যভাগে গোল গোল স্তম্ভ নির্মাণ করিয়া চতুর্দিক উন্মুক্ত রাখিবে, যাহাতে কপাট খুলিলেই চারিদিকের বায়ু তাহাতে আসিতে পারে। সব কক্ষের চারিদিকে বায়ু আসার জন্য উন্মুক্ত স্থান থাকিবে এবং বৃক্ষ, ফল, পুষ্করিণী এবং কুণ্ডও থাকিবে। এইরূপ গৃহে সকলে বাস করিবে। ।৬।।

প্রতীচীং ত্বা প্রতীচীনঃ শালে প্রৈম্যহিংসতীম্।

অগ্নির্হ্যন্তরাপশ্চ ঋতস্য প্রথমা দ্বাঃ। ।৭।।

অথর্ব০কাং০৯। সূ০৩। মং০২২।।

অর্থ ঃ– যে (শালে) কক্ষ (প্রতীচীনঃ) পূর্বাভিমুখ ও যে কক্ষ (প্রতীচীম্) পশ্চিমদ্বারযুক্ত (অহিংসতীম্) হিংসাদি দোষরহিত অর্থাৎ পশ্চিমদ্বারের সম্মুখে পূর্বদ্বার, (হি) নিশ্চয়ই যাহার (অন্তঃ) মধ্যভাগে (অগ্নিঃ) অগ্নির কক্ষ, (আপঃ) জলের স্থান (চ) এবং (ঋতস্য) সত্যের ধ্যানের জন্য এক স্থানে (প্রথমা) প্রথম (দ্বাঃ) দ্বার, (ত্বা) সেই গৃহ (প্রৈমি) উৎকর্ষ দ্বারা প্রাপ্ত হইবে। ।৭।।

মা নঃ পাশং প্রতি মুচো গুরুর্ভারো লঘুর্ভব।
বধূমিব ত্বা শালে যত্র কামং ভরামসি। ।৮। ।

অথর্ব০কাং০৯। সূ০৩। মং০২৪। ।

অর্থ ঃ– হে শিল্পিগণ। যাহাতে (নঃ) আমাদের (শালে) শালা অর্থাৎ গৃহ (পাশম্) কখনও বন্ধন (মা প্রতিমুচঃ) ত্যাগ না করে, যাহাতে (গুরুর্ভার) গুরুভার (লঘুর্ভব) লঘু হয়, সেই রূপ ভাবে নির্মাণ করো। (যত্র কামম্) যেখানে যেমন কামনা হইবে (বধূমিব) বধূবৎ (ত্বা) সেই গৃহকে (ভরামসি) সেইভাবে গ্রহণ করিব। সেইভাবে তোমরাও গ্রহণ কর। ।৮। ।

এইরূপ বিধি অনুসারে যখন গৃহ নির্মিত হইবে, তখন **গৃহ প্রবেশকালে** কী কী কৃত্য করিতে হইবে, তাহা নিম্নলিখিত বিধি হইতে জানিবে –

অথ বিধি ঃ– যখন গৃহ নির্মিত হইবে তখন তাহা উত্তমরূপে পরিষ্□ার করিবে। চতুর্দিকের বহির্ভাগের দ্বারদেশে চারিটি বেদী এবং গৃহের মধ্যভাগে একটি বেদী নির্মাণ করিবে অথবা বেদীর সমান করিয়া তাম্রকুণ্ড প্রস্তুত করিয়া লইবে, যাহাতে সব স্থানেই একই কুণ্ডদ্বারা কার্য্য চলে। সর্বপ্রকারের সামগ্রী অর্থাৎ ১৬ পৃষ্ঠা হইতে ১৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধিতে সমিধা, ঘৃত, চাউল এবং মিষ্ট তথা সুগন্ধ পুষ্টিকর দ্রব্য লইয়া শোধন করিয়া পূর্বদিনে ঠিক করিয়া রাখিবে। যেদিন গৃহপতির চিত্ত প্রসন্ন থাকিবে, সেই শুভদিনে গৃহ **প্রতিষ্ঠা** করিবে। তথায় ধর্মাত্মা ও বিদ্বান্ ব্যক্তিকে ঋত্বিক, হোতা, অ□বর্য্যু ও ব্রহ্মার পদে বরণ করিবে। হোতার আসন পশ্চিমদিকে, তাঁহাকে পূর্বাভিমুখে, অ□বর্য্যুর আসন উত্তরদিকে, তাঁহাকে দক্ষিণাভিমুখে, উদ্গাতার আসন পূর্বদিকে, তাঁহাকে পশ্চিমাভিমুখে এবং ব্রহ্মার উত্তমাসন দক্ষিণদিকে বিছাইযা তাঁহাকে উত্তরাভিমুখে উপবেশন করাইবে। এইভাবে চারিজন বিদ্বান্‌কে চারি আসনে উপবেশন করাইবে এবং গৃহপতি সর্বত্র

পশ্চিমদিকে পূর্বাভিমুখে উপবেশন করিবে। এইভাবে গৃহের মধ্য বেদীর চারিদিকেও পৃথক আসন বিছাইয়া রাখিবে।

তারপর যেটি নিষ্□মণদ্বার বা মুখ্যদ্বার অর্থাৎ যে দ্বারদেশের মধ্য দিয়া মুখ্যভাবে গৃহ হইতে বহির্গমন ও গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে, সেই দ্বারের নিকটে কর্মকর্ত্তা গৃহপতি ব্রহ্মার সঙ্গে বাহিরে থাকিয়া নিম্নোক্ত মন্□ এক আহুতি দিবে –

ওওম্। অচ্যুতায় ভৌমায় স্বাহা। । পার০ ৩।৪।৩। ।

তারপর যে স্তম্ভে □বজা সংলগ্ন হইয়াছে, সেই □বজাস্তম্ভ উত্তোলন করিবে এবং গৃহের উপর চারিকোণে চারিটী □বজা উত্তোলন করিবে। কর্মকর্ত্তা স্তম্ভ উত্তোলন করিয়া যাহাতে ইহা দৃঢ় থাকে তজ্জন্য ইহার মূলদেশে জলসিঞ্চন করিবে।

পুনরায় দ্বারের সম্মুখে বাহিরে গিয়া নিম্নলিখিত চারি মন্□ **জলসিঞ্চন** করিবে –

ওওম্। ইমামুচ্ছ্রয়ামি ভুবনস্য নাভিং বসোর্দ্ধারাং প্রতরণীং বসূনাম্। ইহৈব ধ্রুবাং নিমিনোমি শালাং ক্ষেমে তিষ্ঠতু ঘৃতমুচ্ছ্রয়মাণা। ।১। । পার০৩।৪।৪। ।

এই মন্□ পূর্বদ্বারের সম্মুখে জলসিঞ্চন করিবে।

ওওম্। অশ্বাবতী গোমতী সুনৃতাবত্যুচ্ছ্রয়স্ব মহতে সৌভগায়। আ ত্বা শিশুরাক্রন্দত্বা গাবো ধেনবো বাশ্যমানাঃ। ।২। । পার০৩।৪।৪। ।

এই মন্□ **দক্ষিণদ্বারের** সম্মুখে জলসিঞ্চন করিবে।

ওওম্। আ ত্বা কুমারস্তরুণ আ বৎসো জগদৈঃ সহ। আ ত্বা পরিস্রুতঃ কুম্ভ আদধ্নঃ কলশৈরুপ। ক্ষেমস্য পত্নী বৃহতী সুবাসা রয়িং নো ধেহি সুভগে সুবীর্য্যম্। ।৩। । পার০৩।৪।৪। ।

এই মন্□ **পশ্চিমদ্বারের** সম্মুখে জলসিঞ্চন করিবে।

ওতম্ । অশ্বাবদ্ গোমদুর্জস্বৎ পর্ণং বনস্পতেরিব । অভি নঃ পূর্য়্যতাᳬং রয়িরিদমনুশ্রেয়ো বসানঃ । ।৪ । ।পার০৩ ।৪ ।৪ । ।

এবং এই মন্ে□ **উত্তরদ্বারের** সম্মুখে জলসিঞ্চন করিবে ।

তারপর শোভা বৃদ্ধির জন্য সকল দ্বারদেশে পুষ্প, পল্লব ও কদলীস্তম্ভ বা কদলীপত্র সাজাইয়া গৃহপতি নিম্নোক্ত বাক্য বলিবে –

হে ব্রহ্মন্ । প্রবিশামীতি । । পার০ ৩ ।৪ ।৫ । ।

এবং ব্রহ্মা নিম্নোক্ত বাক্যে প্রত্যুত্তর দিবে –

বরং ভবান্ প্রবিশতু । ।

গৃহপতি ব্রহ্মার অনুমতি লইয়া নিম্নোক্ত বাক্য বলিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিবে –

ওতম্ । ঋচং প্রপদ্যে শিবং প্রপদ্যে । । পার০ ৩ ।৪ ।৬ । ।

যে ঘৃতকে উষ্ণ করিয়া ছাঁকিয়া সুগন্ধ দ্রব্যের সহিত মিশাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহা ঘৃতপাত্রে লইয়া যে দ্বার দিয়া প্রথমে প্রবেশ করিতে হইবে, সেই দ্বারদেশের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া ২০ পৃষ্ঠা হইতে ২৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধিতে **আচমন, অগ্ন্যাধান, সমিদাধান, জলপ্রোক্ষণ** করিয়া ২৪ পৃষ্ঠা হইতে ২৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধিতে ঘৃতের **আঘারাবাজ্যভাগাহুতি** ৪ (চারি), **ও ব্যাহৃতি আহুতি** ৪ (চারি) এবং নবমতঃ **স্বিষ্টকৃৎ আজ্যাহুতি** একটি প্রদান করিবে অর্থাৎ বিভিন্নদিকের দ্বারদেশস্থ বেদীতে অগ্ন্যাধ্যান হইতে আরম্ভ করিয়া স্বিষ্টকৃৎ আহুতি পর্য্যন্ত কৃত্য সমাপন করিবে । তৎপরে পূর্বদিকের দ্বারদেশস্থ কুণ্ডে নিম্নোক্ত মন্ে□ দুইটি ঘৃতাহুতি দিবে –

ওতম্ । প্রাচ্যা দিশঃ শালায়া নমো মহিম্নে স্বাহা । ।১ । ।

ওতম্ । দেবেভ্যঃ স্বাহ্যেভ্যঃ স্বাহা । ।২ । ।

নিম্নোক্ত দুইটি মন্ে□ দক্ষিণদ্বারস্থ বেদীতে দুইটি আজ্যাহুতি দিবে –

ওতম্ । দক্ষিণায়া দিশঃ শালায়া নমো মহিম্নে স্বাহা । ।১ । ।

ওতম্ । দেবেভ্যঃ স্বাহ্যেভ্যঃ স্বাহা । ।২ । ।

নিম্নোক্ত দুই মন্ে□ দুই আজ্যাহুতি পশ্চিমদিকের দ্বারস্থ কুণ্ডে প্রদান করিবে –

ওতম্ । প্রতীচ্যা দিশঃ শালায়া নমো মহিম্নে স্বাহা । ।১ । ।

ওতম্ । দেবেভ্যঃ স্বাহ্যেভ্যঃ স্বাহা । ।২ । ।

নিম্নোক্ত মন্ে□ উত্তরদিকস্থ বেদীতে দুইটী আজ্যাহুতি দিবে –

ওতম্ । উদীচ্যা দিশঃ শালায়া নমো মহিম্নে স্বাহা । ।১ । ।

ওতম্ । দেবেভ্যঃ স্বাহ্যেভ্যঃ স্বাহা । ।২ । ।

পুনরায় গৃহের মধ্য বেদীর নিকটে যাইয়া স্ব স্ব দিকে উপবেশন করিয়া নিম্নোক্ত মন্ে□ মধ্য বেদীতে দুইটি আজ্যাহুতি দিবে –

ওতম্ । ধ্রুবায়া দিশঃ শালায়া নমো মহিম্নে স্বাহা । ।১ । ।

ওতম্ । দেবেভ্যঃ স্বাহ্যেভ্যঃ স্বাহা । ।২ । ।

নিম্নোক্ত মন্ে□ও দুইটি আজ্যাহুতি মধ্য বেদীতে দিবে –

ওতম্ । উর্দ্ধায়া দিশঃ শালায়া নমো মহিম্নে স্বাহা । ।১ । ।

ওতম্ । দেবেভ্যঃ স্বাহ্যেভ্যঃ স্বাহা । ।২ । ।

নিম্নোক্ত মন্ে□ আরও দুইটি আজ্যাহুতি মধ্য বেদীতে দিবে –

ওতম্ । দিশো দিশঃ শালায়া নমো মহিম্নে স্বাহা । ।১ । ।

ওতম্ । দেবেভ্যঃ স্বাহ্যেভ্যঃ স্বাহা । ।২ । ।

পুনরায় পূর্বদিকের দ্বারদেশস্থ বেদীতে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া বেদীর দক্ষিণে ব্রহ্মাসন হোতাদির জন্য পূর্বোক্ত প্রকারে আসন বিছাইয়া, সেই বেদীর উত্তরভাগে একটি **কলস স্থাপন** করিবে । ১৭ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে স্থালীপাক প্রস্তুত করিয়া পৃথক্ নিষ্□মণ দ্বারের নিকটে গিয়া

অপেক্ষা করিবে। তারপর ব্রহ্মাদিসহ গৃহপতি মধ্যগৃহে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মাকে দক্ষিণদিকে ও অন্য সকলকে স্ব স্ব দিকে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং পূর্বাভিমুখে উপবেশন করিবে। তারপর শুদ্ধ ঘৃত অর্থাৎ যাহা উষ্ণ করিয়া ছাঁকিয়া সুগন্ধ কস্তুরীসহ মিলাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহা ঘৃতপাত্রে লইয়া সকলের সম্মুখে এক-এক পাত্র পূর্ণ করিয়া রাখিবে, তারপর চমসায় লইয়া নিম্নোক্ত চারি মন্ে৪ (চারি) আজ্যাহুতি দিবে –

ওতম্। বাস্তোষ্পতে প্রতি জানীহ্যস্মান্ৎ স্বাবেশো অনমীবো ভবা নঃ। য়ত্ত্বেমহে প্রতি তন্নো জুষস্ব শন্নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে স্বাহা।।১।। বাস্তোষ্পতে প্রতরণো ন এধি গয়স্ফানো গোভিরশ্বেভিরিন্দো। অজরাসস্তে সখ্যে স্যাম পিতেব পুত্রান্ প্রতি নো জুষস্ব স্বাহা।।২।। বাস্তোষ্পতে শগ্ময়া সংসদা তে সক্ষীমহি রন্বয়া গাতুমত্যা। পাহি ক্ষেম উত য়োগে বরং নো য়ুয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ স্বাহা।।৩।। ঋ০ম০৭। সূ০ ৫৪। ম০ ১–৩।।

অমীবহা বাস্তোষ্পতে বিশ্বা রূপান্যাবিশন্।
সখা সুশেব এধি নঃ স্বাহা।।৪।।

ঋ০মং০৭। সূ০ ৫৫। মং০১।।

তারপর যে স্থালীপাক অর্থাৎ অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে তাহা অন্য কাংস্য পাত্রে লইয়া তাহার উপর যথোপযোগী ঘৃত সিঞ্চন করিবে ও ব্রহ্মাদিসহ গৃহপতি নিজের নিজের সম্মুখে রাখিবে। তারপর পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কিছু কিছু লইয়া নিম্নোক্ত ছয় মন্ে স্থালীপাক অর্থাৎ ঘৃতযুক্ত অন্নের ছয়টি আহুতি দিবে –

ওতম্। অগ্নিমিন্দ্রং বৃহস্পতিং বিশ্বাঁশ্চ দেবানুপহ্বয়ে। সরস্বতীঞ্চ বাজীঞ্চ বাস্তু মে দত্ত বাজিনঃ স্বাহা।।১।। সর্পদেবজনান্ৎ সর্বান্ হিমবন্তং সূদর্শনম্। বসূঁশ্চ রুদ্রানাদিত্যানীশানং জগদৈঃ সহ। এতান্ৎ সর্বান্ প্রপদ্যেহং বাস্তু

মে দত্ত বাজিনঃ স্বাহা।।২।। পূর্বাহ্নমপরাহ্নং চোভৌ মধ্যন্দিনা সহ। প্রদোষমর্ধরাত্রং চ ব্যুষ্টাং দেবীং মহাপথাম্। এতান্ৎ সর্বান্ প্রপদ্যেহং বাস্তু মে দত্ত বাজিনঃ স্বাহা।।৩।। ওতম্। কর্ত্তারঞ্চ বিকর্ত্তারং বিশ্বকর্মাণমোষধীশ্চ বনস্পতীন্। এতান্ৎ সর্বান্ প্রপদ্যেহং বাস্তু মে দত্ত বাজিনঃ স্বাহা।।৪।। ধাতারং চ বিধাতারং নিধীনাং চ পতিঞ্চং সহ। এতান্ৎ সর্বান্ প্রপদ্যেহং বাস্তু মে দত্ত বাজিনঃ স্বাহা।।৫।। স্যোনঞ্চং শিবমিদং বাস্তু দত্তং ব্রহ্মপ্রজাপতি। সর্বাশ্চ দেবতাশ্চ স্বাহা।।৬।। পার০৩।৪।৮।।

কাংস্যপাত্রে যজ্ঞডুমুর, পলাশপত্র, দূর্বা, গোময়, দধি, মধু, ঘৃত, কুশ ও যব লইয়া তৎসমুদয় বস্তুকে একত্রে মিলাইয়া নিম্নোক্ত মন্ে বিভিন্ন দিকের দ্বারের (দরজার) নিকটে ছড়াইয়া দিবে এবং জল প্রোক্ষণও করিবে –

ওতম্। শ্রীশ্চ ত্বা য়শশ্চ পূর্বে সন্ধৌ গোপায়েতাম্।।

পার০ ৩।৪।১০।। এই মন্ে পূর্বদ্বারে,

ওতম্। য়জ্ঞশ্চ ত্বা দক্ষিণা চ দক্ষিণে সন্ধৌ গোপায়েতাম্।।

পার০৩।৪।১১।। এই মন্ে দক্ষিণদ্বারে,

ওতম্। অন্নঞ্চ ত্বা ব্রাহ্মণশ্চ পশ্চিমে সন্ধৌ গোপায়েতাম্।।

পার০৩।৪।১২।। এই মন্ে পশ্চিমদ্বারে,

ওতম্। ঊর্ক্ চ ত্বা সূনৃতা চোত্তরে সন্ধৌ গোপায়েতাম্।

পার০ ৩।৪।১৩।। এই মন্ে উত্তরদ্বারে–ঐরূপ করিবে।

নিম্নোক্ত মন্ে পূর্বদিকে পূর্বাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া পরমাত্মার উপস্থান করিবে –

কেতা চ মা সুকেতা চ পুরস্তাদ্ গোপায়েতামিত্যগ্নির্বৈ কেতাऽऽদিত্যঃ সুকেতা তৌ প্রপদ্যে তাভ্যাং নমোহস্তু তৌ মা পুরস্তাদ্ গোপায়েতাম্।।১।। পার০ ৩।৪।১৪।।

দক্ষিণ দ্বারের সম্মুখে দক্ষিণাভিমুখ হইয়া নিম্নোক্ত মন্ে জগদীশ্বরের উপাসনা করিবে–

দক্ষিণতো গোপায়মানং চ মা রক্ষমাণা চ দক্ষিণতো গোপায়েতামিত্যহর্বৈ গোপায়মানঙ্ রাত্রী রক্ষমাণা তে প্রপদ্যে তাভ্যাং নমোऽস্তু তে মা দক্ষিণতো গোপায়েতাম্ । ।২ । ।

পার০৩ ।৪ ।১৫ । ।

পশ্চিম দ্বারের সম্মুখে পশ্চিমাভিমুখ হইয়া নিম্নোক্ত মন্ে পশ্চিম দিকে সর্বরক্ষক পরমাত্মার উপস্থান করিবে –

দীদিবিশ্চ মা জাগৃবিশ্চ পশ্চাদ্ গোপায়েতামিত্যন্নং বৈ দীদিবিঃ প্রাণো জাগৃবিস্তৌ প্রপদ্যে তাভ্যাং নমোऽস্তু তৌ মা পশ্চাদ্ গোপায়েতাম । ।৩ । । পার০৩ ।৪ ।১৬ । ।

উত্তর দ্বারের সম্মুখে উত্তরাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নোক্ত মন্ে উত্তরদিকে সর্বাধিষ্ঠাতা পরমাত্মার উপস্থান করিবে–

অস্বপ্নশ্চ মাऽনবদ্রাণশ্চোত্তরতো গোপায়েতামিতি চন্দ্রমা বা অস্বপ্নো বায়ুরনবদ্রাণস্তৌ প্রপদ্যে তাভ্যাং নমোऽস্তু তৌ মোত্তরতো গোপায়েতাম্ । ।৪ । । পার০৩ ।৪ ।১৭ । ।

ধর্মস্থূণারাজঙ্ শ্রীসূর্য্যামহোরাত্রে দ্বারফলকে । ইন্দ্রস্য গৃহা বসুমন্তো বরূথিনস্তানহং প্রপদ্যে সহ প্রজয়া পশুভিস্‌সহ । য়ন্মে কিঞ্চিদস্ত্যপহূতঃ সর্বগণঃ সখায়ঃ সাধুসম্মতঃ* । তাং ত্বা শালে অরিষ্টবীরা গৃহান্নঃ সন্তু সর্বতঃ । ।৫ । । পার০ ৩ ।৪ ।১৮ । ।

তৎপরে সুপাত্র বেদবিৎ ধার্মিক হোতাদি সপত্নীক ব্রাহ্মণ, ইষ্টমিত্র ও আত্মীয়গণকে উত্তমরূপে ভোজন করাইয়া আদর যত্ন করিয়া যথাযোগ্য পাত্রে দক্ষিণা দান করিবে । পুরুষগণকে পুরুষ ও স্ীদিগকে

*কোন পারস্রগ্রন্থে ''সর্বগণসখায়ঃ সাধুসংবৃতঃ'' এইরূপ পাঠান্তর আছে ।

স্ী প্রসন্নচিত্তে বিদায় দিবে । তাঁহারা যাইবার সময় গৃহপতি ও গৃহপত্নীকে নিম্নোক্ত বাক্যে আশীর্বাদ দিবেন –

সর্বে ভবন্তোऽত্রানন্দিতাঃ সদা ভূয়াসুঃ । ।

এবং স্ব স্ব গৃহে চলিয়া যাইবেন । এইভাবে আরামাদির ও বাগানবাড়ীর প্রতিষ্ঠা করিবে । ইহাতে এইটুকু বিশেষত্ব যে, যে দিকের বায়ু বাগানের দিকে যাইবে, সেইদিকে হোম করিবে যাহাতে হোমের সুগন্ধ বৃক্ষাদিকে সুগন্ধ করিতে পারে । যদি তাহাতে গৃহ নির্মিত থাকে, তবে গৃহ প্রতিষ্ঠার ন্যায় তাহারও প্রতিষ্ঠা করিবে ।

ইতি শালাদিসংস্ারবিধিঃ ।

—০—

চতুর্বর্ণের ধর্ম

এইভাবে গৃহাদি রচনা করিয়া গৃহাশ্রমে* স্ব স্ব বর্ণানুকূল কর্ত্তব্য কর্ম যথাবৎ করিবে ।

অথ ব্রাহ্মণস্বরূপলক্ষণম্ –

অধ্যাপনমধ্যয়নং য়জনং য়াজনং তথা ।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ । ।১ । । মনু০১ ।৮৮ । ।
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ । ।২ । ।
গীতা ১৮ ।৪২ । ।

*ব্রহ্মচারিগণ যেমন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বিদ্যার্জন করে, উত্তরকালে তাহারাই তেমনই গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিয়া ধর্মসহ জীবিকার্জনের জন্য স্ব স্ব গুণ, কর্ম ও

অর্থঃ– ১ (এক) – নিষ্□পট হইয়া প্রীতিপূর্বক পুরুষ পুরুষদিগকে এবং স্□ী স্□ীদিগকে অধ্যাপন করিবে। ২ (দুই)–পূর্ণ বিদ্যা অধ্যয়ন

স্বভাব এর অনুকূল যোগ্যতানুসারে কেহ **ব্রাহ্মণ** (Thinker), কেহ বা শূদ্র (Labourer) বর্ণের কর্মে নিযুক্ত হয়। কর্মবিভাগের (Division of Profession) নামই বর্ণ। সমাজ ও রাষ্ট্রকে সুনিয়ন্□িত ও সুরক্ষিত করার জন্য লৌকিক কর্মের পার্থক্য হেতু বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের উপর এই বর্ণভেদ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, পরন্তু স্বাধ্যায়, যজ্ঞ ও দানাদি পারলৌকিক কর্মে সকলের সমান অধিকার রহিয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে এই যে, চারি বর্ণ ব্যতিরেকে যদি কোন সমাজ ও রাষ্ট্র চলিতে না পারে, তবে উপনয়ন ও বেদারম্ভ সংস্□ারে লিখিত প্রমাণানুসারে বুঝা যায় যে, উপনয়নাদি (বিদ্যারম্ভ) হইতে বিদ্যা সমাপ্তি পর্য্যন্ত যাবতীয় শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যসন্তানগণের জন্যই বিহিত হইয়াছে, শূদ্র-সন্তানগণের জন্য কোন ব্যবস্থাই নাই। সূক্ষ্মদর্শী ঋষিগণ শূদ্রগণের জন্য কী করিলেন ? শূদ্র কাহারা ? উত্তর– শূদ্র অর্থাৎ মূর্খ, নিরক্ষর, অজ্ঞান ও বিদ্যাহীন তাহারাই, যাহারা মূর্খতা, নিরক্ষরতা, অজ্ঞানতা ও অবিদ্যানাশের জন্যই ব্রহ্মচর্য্যশ্রমে (বিদ্যালয়ে) প্রবেশ করে। শূদ্রত্বমোচনের জন্যই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। বিদ্যার্থীমাত্রেই শূদ্র। বিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্বে প্রত্যেক বর্ণের সন্তানকে উপনয়ন ধারণ করিতে এবং বৈদিক দীক্ষার দীক্ষিত হইতে হয়। প্রত্যেক বর্ণের সন্তান জন্মমাত্রই শূদ্র হইয়া থাকে (মনু০ ২।১৪৭)। পণ্ডিতেরা বলেন–**জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ**। অতএব প্রতিটি বর্ণের শূদ্রসংজ্ঞক বালক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইবার জন্যই আসে। এস্থলে স্বামী দর্শনানন্দের উক্তিগুলি প্রণিধানযোগ্য। তিনি "**ব্রহ্মবর্চস্ কামস্য কার্য্যং**" (আশ্ব০ গৃ০সূ০ ১।১৯) এই বচনের অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণবালকের অর্থাৎ ব্রাহ্মণপদের যোগ্য বালকের উপনয়ন সংস্□ার অষ্টম বর্ষে হওয়া উচিত। এইরূপ অর্থ বেদ মন্□র অনুকূল অথচ যুক্তিসিদ্ধ। ব্রাহ্মণবালক বলিতে ব্রাহ্মণের

করিবে। ৩ (তিন)–অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করিবে। ৪ (চারি)–যজ্ঞ করাইবে। ৫ (পাঁচ)–সুপাত্রে বিদ্যা অথবা সুবর্ণাদি দান করিবে। ৬ (ছয়)–ন্যায়পথে যে গৃহস্থ ধনোপার্জন করে, তাহার নিকট হইতে দান গ্রহণ করিবে। এই সকলের মধ্যে ৩ (তিনটি) কর্ম–অধ্যয়ন করা, যজ্ঞ

বীর্য্যোৎপন্ন বালক নহে, ব্রাহ্মণপদ লাভের যোগ্য যে বালক, তাহাকেই বুঝিতে হইবে। কারণ বেদমন্□র বিরুদ্ধার্থ করিলে সমূহ সূত্র অপ্রামাণিক হইয়া যাইবে। বালক যদি শূদ্রসন্তান হইয়াও মেধাবী হয়, তবে ব্রাহ্মণপদের যোগ্য বিবেচিত হইলে তাহার উপনয়ন সংস্□ার অষ্টম বর্ষে, ক্ষত্রিয়পদের যোগ্য হইলে একাদশ বর্ষে এবং বৈশ্যপদের যোগ্য হইলে দ্বাদশ বর্ষে হইবে। পরন্তু যেন স্মরণ থাকে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য (পদের যোগ্য) হইবার জন্যই উপনয়ন সংস্□ারের প্রয়োজন হইয়া থাকে, শূদ্র হইবার জন্য উপনয়নের আবশ্যক হয় না। উপনয়নের পূর্বে সকলে শূদ্রই থাকে। তৎকালে কাহারও দ্বিজ সংজ্ঞা হয় না। দুইবার জন্মগ্রহণের পর দ্বিজ আখ্যা হইয়া থাকে। প্রথম জন্ম মাতাপিতা হইতে এবং দ্বিতীয় জন্ম বিদ্যা-মাতা ও গুরু-পিতা হইতে হয়। যে বিদ্যারূপিণী মাতার গর্ভে প্রবেশ করে নাই, তাহাকে দ্বিজ বলা যাইবে কীরূপে ? যে দ্বিজই হয় নাই, সে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইবে কীরূপে ? কারণ দ্বিজ হওয়া বলিতে উপনয়ন সংস্□ারের পর বেদারম্ভ সংস্□ারদ্বারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বালকের দ্বিজত্বের পরিপক্বতা বুঝায়। বিদ্যাধ্যয়ন সমাপ্তির পর স্ব স্ব গুণ, কর্ম ও স্বভাবের যোগ্যতানুসারে কেহ ব্রাহ্মণপদ, কেহ ক্ষত্রিয়পদ, কেহ বা বৈশ্যপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন না করিয়া এবং বৈদিক শিক্ষা প্রাপ্ত না হইয়া উপনয়ন হইতে বঞ্চিত থাকে, সেই, ব্যক্তিই শূদ্র এবং উপনয়ন সংস্□ারের পূর্বে সকলে শূদ্রই থাকে। (দর্শনানন্দ গ্রন্থমালা, পূর্বার্দ্ধ পৃ০ ১৫২-১৬৩)। –সম্পাদক।

করা ও দান করা **ব্রাহ্মণের ধর্ম*** এবং অপর ৩(তিনটি) কর্ম–অধ্যাপন করা, যজ্ঞ করান ও দান গ্রহণ করা **ব্রাহ্মণের জীবিকা।** পরন্তু –

প্রতিগ্রহঃ প্রত্যবরঃ।। মনু০ ১০।১০০।।

দান গ্রহণ করা **নীচ কর্ম,** কিন্তু অধ্যাপন করিয়া ও যজ্ঞ করাইয়া জীবিকা অর্জন করা **উত্তম কর্ম।।১।।** (শমঃ) মনকে অধর্মে যাইতে দিবে না, এমনকি মনে অধর্ম করার ইচ্ছাও উঠিতে দিবে না, (দমঃ) শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়কে অধর্মাচরণ হইতে সদা দূরে রাখিবে এবং দূরে রাখিয়া ধর্মেরই মধ্যে প্রবৃত্ত রাখিবে, (তপঃ) ব্রহ্মচর্য্য, বিদ্যা ও যোগাভ্যাস সিদ্ধির জন্য শীতোষ্ণ, নিন্দাস্তুতি, ক্ষুধাতৃষ্ণা, মানাপমানাদি দ্বন্দ্ব সহ্য করিবে, (শৌচম্) রাগ, দ্বেষ ও মোহাদি হইতে মন ও আত্মাকে এবং জলাদিদ্বারা শরীরকে সদা পবিত্র রাখিবে, (ক্ষান্তিঃ) ক্ষমা অর্থাৎ যদি কেহ নিন্দা বা স্তুতি দ্বারা ক্ষতি করে, তবুও তাহার প্রতি কৃপালু থাকিবে, ক্রোধ করিবে না, (আর্জবম্) নিরভিমান থাকিবে, দণ্ড করিবে না, আত্মশ্লাঘা অর্থাৎ নিজের মুখে নিজের প্রশংসা না করিয়া নম্র, সরল, শুদ্ধ ও পবিত্র ভাব রাখিবে, (জ্ঞানম্) সব শাস্ অধ্যয়ন করিয়া বিচারপূর্বক তাহার পদার্থসম্বন্ধে যথাবৎ জানিবে ও অন্যকে অধ্যাপনা করিবার পূর্ণ সামর্থ্য অর্জন করিবে, (বিজ্ঞানম্) পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পর্য্যন্ত সমূহ পদার্থকে জানিবে এবং ক্রিয়াকুশলতা তথা যোগাভ্যাসদ্বারা

*ধর্ম অর্থে ন্যায়াচরণ। ন্যায় অর্থে পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া থাকা। পক্ষপাত ত্যাগ করা অর্থে সর্বদা অহিংসাদি নির্বৈরতা ও সত্য ভাষণাদিতে স্থির থাকিয়া হিংসাদ্বেষাদি ও মিথ্যা ভাষণাদি হইতে সর্বদা পৃথক থাকা। সব মনুষ্যের জন্য ইহাই সাধারণ ধর্ম, কিন্তু বর্ণসমূহের কর্মের মধ্যে যে যে ধর্মের লক্ষণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আসে, তাহা দ্বারাই চারি বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ গণনা করা হয়।

তাহার তত্ত্ব দর্শন করিয়া তাহা হইতে যথাবৎ উপকার গ্রহণ করিবে ও অন্যকে করাইবে, (আস্তিক্যম্) পরমেশ্বর, বেদ, ধর্ম, পরলোক, পরজন্ম, পূর্বজন্ম, কর্মফল ও মুক্তি হইতে কখনও বিমুখ হইবে না। এই নয় প্রকার কর্ম ও গুণকে ধর্মের অন্তর্গত মনে করিবে। সর্বাপেক্ষা উত্তম গুণ, কর্ম ও স্বভাব ধারণ করিবে। এই সব গুণকর্ম যে সব ব্যক্তির মধ্যে থাকে, তাঁহারাই হন্ **ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী।** বিবাহও বর্ণের এই সব গুণ-কর্ম-স্বভাব মিলাইয়াই করিবে। মনুষ্যমাত্রের মধ্যে ইহাদেরই **ব্রাহ্মণবর্ণের অধিকার** হইবে।।২।।

অর্থ ক্ষত্রিয়স্বরূপলক্ষণম্–

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বিষয়েস্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ।।১।। মনু০১।৮৯।।
শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রকর্ম স্বভাবজম্।। গীতা০১৮।৪৩।।

অর্থ ঃ– দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা (অধ্যয়নম্) সাঙ্গোপাঙ্গ বেদাদি শাস্ যথাবৎ অধ্যয়ন করিবে, (ইজ্যা) অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করিবে, (দানম্) সুপাত্রে বিদ্যা ও সুবর্ণাদি এবং প্রজাকে অভয় দান করিবে, (প্রজানাং রক্ষণম্) প্রজাদিগকে সর্বপ্রকারে সর্বদা যথাবৎ পালন করিবে। এই সব ধর্ম **ক্ষত্রিয়ধর্মের লক্ষণের** মধ্যে জানিবে। শস্ বিদ্যার অধ্যাপনা করিবে, বিচারালয়ে এবং সেনাবিভাগে জীবিকার্জন করিবে, এইসব **ক্ষত্রিয়ের জীবিকা।।১।।** (বিষয়েষ্বপ্রসক্তিঃ) বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া সর্বদা জিতেন্দ্রিয় থাকিবে, লোভ, ব্যভিচার ও মদ্যপানাদি নেশা ইত্যাদি দুর্ব্যসন হইতে পৃথক থাকিয়া বিনয় ও সুশীলতা শুভকর্মে সদা প্রবৃত্ত থাকিবে, (শৌর্য্যম্) শস্, সংগ্রাম, মৃত্যু ও শস্প্রহারাদি হইতে ভীত হইবে না, (তেজঃ) প্রগল্ভ ও শ্রেষ্ঠ প্রতাপশালী হইয়া কাহারও সম্মুখে

দীন বা ভীরু হইবে না, (ধৃতিঃ) যতই আপদ, বিপদ, ক্লেশ ও দুঃখ আসুক না কেন, ধৈর্য্য রাখিবে, কখনও বিচলিত হইবে না, (দাক্ষ্যম্) সংগ্রাম, বাগ্‌যুদ্ধ, দৌত্য ও বিচারাদি—সর্ব কার্য্যেই অতি চতুর ও বুদ্ধিমান হইবে, (যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্) যুদ্ধে সদা উদ্যত থাকিবে, যুদ্ধে ভীত হইয়া কখনও শত্রুর বশীভূত হইবে না, (দানম্) (ইহার অর্থ প্রথম শ্লোকে আসিয়াছে), (ঈশ্বরভাবঃ) পরমেশ্বর যেরূপ সকলের প্রতি দয়া করিয়া পিতার ন্যায় বিদ্যমান আছেন, যাহারা ধর্ম বা অধর্ম করে, তাহাদের প্রতি পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া যথাযোগ্য সুখদুঃখরূপ ফল দিয়া থাকেন এবং নিজের সর্বজ্ঞতাদি সাধনদ্বারা সকলের অন্তর্য্যামী হইয়া সকলের ভাল মন্দ কার্য্যকে যথাযথভাবে দেখেন, সেইরূপ প্রজাদের সহিত আচরণ করিবে, গুপ্ত দূতাদিদ্বারা সব প্রজা ও রাজপুরুষদের ভাল মন্দ কার্য্যের সহিত নিজেকে পরিচিত রাখিবে, রাত্রি দিন ন্যায়াচরণ করিবে, প্রজাদিগকে যথাবৎ সুখ দিবে, শ্রেষ্ঠগণকে সম্মান দিবে, দুষ্টদিগকে দণ্ড দিতে সদা প্রবৃত্ত থাকিবে, সর্বপ্রকারে নিজের শরীরকে নীরোগ, বলিষ্ঠ, দৃঢ়, তেজস্বী ও দীর্ঘায়ু রাখিয়া আত্মাকে ন্যায়ধর্মে চালনা করিয়া কৃতার্থ করিবে–এইসব গুণ-কর্মের সমাবেশ যে ব্যক্তির মধ্যে থাকে তিনি হন্ **ক্ষত্রিয় বা ক্ষত্রিয়া**। ইহারাও ইহাদের গুণ-কর্মের মিল রাখিয়া বিবাহ করিবেন। যেরূপ ব্রাহ্মণ পুরুষদিগকে এবং ব্রাহ্মণী স্ত্রীদিগকে অধ্যাপন করিবেন, সেইরূপ রাজা পুরুষদের ও রাণী স্ত্রীদের সর্বদা ন্যায় বিচার তথা উন্নতিবিধান করিতে থাকিবেন। যে ক্ষত্রিয় রাজা হইবে না, সেও রাজবিভাগেই যথাযোগ্য বৈতনিক কর্ম (চাকুরী) গ্রহণ করিবে।।২।।

অথ বৈশ্যস্বরূপলক্ষণম্ –

পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিক্‌পথং কুসীদং চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ।।১।। মনু০১।৯০।।

অর্থ ঃ– (অধ্যয়নম্) বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে, (ইজ্যা) অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ কার্য্য করিবে, (দানম্) অন্নাদি দান করিবে–এই তিনটি **বৈশ্যধর্মের লক্ষণ** এবং (পশূনাং রক্ষণম্) গবাদি পশু পালন করিবে, তাহাদের দুগ্ধ বিক্রয় করিবে, (বণিক্‌পথম্) নানাদেশের ভাষা, অঙ্ক, ভূগর্ভবিদ্যা, ভূমি ও বীজের গুণ জানিবে এবং সর্ব বস্তুর প্রাচুর্য্য ও অভাব সম্বন্ধে বুঝিবে, (কুসীদম্) সুদ গ্রহণ করিবে*, (কৃষিমেব চ) কৃষিবিদ্যা জানিবে, অন্নাদি রক্ষা করিবে, সার ও ভূমি পরীক্ষা করিবে, ভূমিকর্ষণ ও বীজবপনাদি কার্য্য জানিবে–এই চারি কর্ম **বৈশ্যের জীবিকা**। এইসব গুণ-কর্ম যে ব্যক্তির মধ্যে থাকিবে সে **বৈশ্য বা বৈশ্যা** হইবে। এইসব গুণের পরীক্ষা ও সংযোগ দ্বারা বিবাহ হইবে।।১।।

অথ শূদ্রস্বরূপলক্ষণম্–

একমেব হি শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া।।১।। মনু০১।৯১।।

অর্থ ঃ– (প্রভুঃ) পরমেশ্বর (শূদ্রস্য) যে বিদ্যাহীন, অধ্যয়ন করিলেও যাহার বিদ্যা হইতে পারে না, যাহার শরীর পুষ্ট এবং যে সেবাকার্য্যে পটু, সেই শূদ্রের জন্য (এতেষামেব বর্ণানাম্) এইসব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য–তিন বর্ণের (অনসূয়য়া) অযথা নিন্দা (দোষারোপ) না করিয়া প্রীতিপূর্বক সেবা করাকেই (একমেব কর্ম) একমাত্র কর্মরূপে (সমাদিশৎ) আদেশ দিয়াছেন। মূর্খতাদিগুণ ও সেবাদিকর্ম যে ব্যক্তির মধ্যে থাকিবে, সে **শূদ্র ও শূদ্রা**। এই সব গুণের পরীক্ষা করিয়া ইহাদের বিবাহ হওয়া উচিত এবং ইহাদের অধিকারও এইরূপ হওয়া উচিত। এইসব গুণ ও কর্মের যোগে চারি বর্ণ নিরূপিত হইলে সেই কুল, দেশ

* শতকরা সওয়া টাকার অধিক এবং চারি আনার কম সুদ লইবে না বা দিবে না। যদি টাকা দ্বিগুণ হয়, তবে তাহার বেশী এক কড়িও লইবে না বা দিবে না। যতই কম সুদ লইবে ততই তাহার ধন বাড়িবে, ধন কখনও বিনষ্ট হইবে না এবং তাহার কুলে কখনও কুসন্তান জন্মিবে না।

ও মনুষ্যসম্প্রদায়ের যথেষ্ট উন্নতি হইবে। যাহার জন্ম যে বর্ণে, সেই বর্ণের অনুরূপ গুণকর্মস্বভাব হইলে অতি উত্তম। ।১।।

এক্ষণে ব্রাহ্মণাদিবর্ণের সব মনুষ্য স্ব স্ব কর্মে নিম্নলিখিত রীতি অনুসারে চলিবে –

বেদোদিতং স্বকং কর্ম নিত্যং কুর্য়াদিতন্দ্রিতঃ।
তদ্ধি কুর্বন্যথাশক্তি প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্। ।১।।
নেহেতার্থান্ প্রসংগেন ন বিরুদ্ধেন কর্মণা।
ন বিদ্যমানেষ্বর্থেষু নার্ত্যামপি য়তস্ততঃ। ।২।।

মনু০৪। ১৪, ১৫।।

অর্থ ঃ– ব্রাহ্মণাদি দ্বিজ বেদোক্ত স্বীয় কর্ম নিরলসভাবে প্রত্যহ করিতে থাকিবে এবং নিজের সামর্থ্য অনুসারে তাহা করিতে থাকিলে মুক্তি পর্য্যন্ত সমূহ পদার্থ প্রাপ্ত হইতে পারে। ।১।। গৃহস্থ কখনও কোন দুষ্ট প্রসঙ্গদ্বারা দ্রব্য সঞ্চয় করিবে না। ধর্মবিরুদ্ধ কর্মদ্বারা বা কোন বস্তু থাকা সত্ত্বেও তাহা গোপন রাখিয়া অন্যের নিকট হইতে ছলপূর্বক তাহা গ্রহণ করিবে না। যত দুঃখই হউক তবুও অধর্ম অবলম্বনে কখনও দ্রব্য সঞ্চয় করিবে না। ।২।।

ইন্দ্রিয়ার্থেষু সর্বেষু ন প্রসজ্যেত কামতঃ।
অতিপ্রসক্তিং চৈতেষাং মনসা সন্নিবর্ত্তয়েৎ। ।৩।।
সর্বান্ পরিত্যজেদর্থান্ স্বাধ্যায়স্য বিরোধিনঃ।
য়থা তথাऽধ্যাপয়ংস্তু সা হ্যস্য কৃতকৃত্যতা। ।৪।।

মনু০৪। ১৬,১৭।।

অর্থ ঃ– ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে কামনাবশতঃ কখনও আবদ্ধ হইবে না এবং বিষয়সমূহে অত্যন্ত আসক্তি অর্থাৎ বিষয়প্রসঙ্গকে মন হইতে উত্তমরূপে দূর করিতে থাকিবে। ।৩।। যে কার্য্য বা যে বিষয়

স্বাধ্যায় ও ধর্মের বিরোধী, সে সব পরিত্যাগ করিবে। যে কোন প্রকারে বিদ্যাপাঠ করাইতে থাকিলেই গৃহস্থ কৃতকৃতার্থ হইবে। ।৪।।

বুদ্ধিবৃদ্ধিকরাণ্যাশু ধন্যানি চ হিতানি চ।
নিত্যং শাস্□াণ্যবেক্ষেত নিগমাংশ্চৈব বৈদিকান্। ।৫।।
য়থা য়থা হি পুরুষঃ শাস্□ং সমধিগচ্ছতি।
তথা তথা বিজানাতি বিজ্ঞানং চাস্য রোচতে। ।৬।।
ন সংবসেচ্চ পতিতৈর্ন চাণ্ডালৈর্ন পুল্ক□শৈঃ।
ন মূর্খৈর্নাবলিপ্তৈশ্চ নান্ত্যৈর্নান্ত্যাবসায়িভিঃ। ।৭।।
নাত্মানমবমন্যেত পূর্বাভিরসমৃদ্ধিভিঃ।
আমৃত্যোঃ শ্রিয়মন্বিচ্ছেন্নৈনাং মন্যেত দুর্লভাম্। ।৮।।
সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়ান্ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ং চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্মঃ সনাতনঃ। ।৯।।

মনু০৪। ১৯,২০,৭৯,১৩৭,১৩৮।।

অর্থ ঃ– হে স্□ী-পুরুষগণ। যে শাস্□ তোমাদের ধর্ম, ধন ও বুদ্ধির দ্রুত বর্দ্ধন ও হিতসাধন করে, তাহা এবং বেদমার্গের বিদ্যা (অর্থাৎ বেদার্থবোধক গ্রন্থ) প্রতিদিন দেখিতে থাক (অর্থাৎ পর্য্যালোচনা কর)। ।৫।। মনুষ্য যেমন যেমন শাস্□ বিচার করিয়া তাহার যথার্থ ভাব প্রাপ্ত হয়, সে তেমন তেমন অধিকাধিক জানিতে থাকে এবং তাহার বিজ্ঞানেরই প্রতি প্রীতি জন্মিতে থাকে। ।৬।। সজ্জন গৃহস্থের পক্ষে যে পতিত দুষ্ট কর্ম করে তাহার সহিত এবং চণ্ডাল, পুল্ক□স্, মূর্খ, মিথ্যাভিমানী ও নীচাশয় ব্যক্তির সহিত নিবাস করা কখনও উচিত নহে। ।৭।। গৃহস্থ যদি কখনও শ্রেষ্ঠ ধনী হইয়া পরে দরিদ্র হইয়া যায়, তবে তজ্জন্য নিজের আত্মার অপমান করিবে না। হায়! আমি দরিদ্র হইলাম এরূপ বিলাপও করিবে না। মৃত্যু পর্য্যন্ত লক্ষ্মীর উন্নতিতে পুরুষার্থ করিতে থাকিবে এবং লক্ষ্মীকে দুর্লভ মনে করিবে না। ।৮।।

মনুষ্য সর্বদাই সত্য বলিবে এবং অন্যকে কল্যাণকর উপদেশ দিবে। কাণাকে কাণা ও মূর্খকে মূর্খ ইত্যাদি অপ্রিয় বচন তাহাদের সম্মুখে কখনও বলিবে না। যে মিথ্যাভাষণে অন্য ব্যক্তি প্রসন্ন হয়, তাহাও বলিবে না–ইহাই সনাতন ধর্ম। ।৯।।

অভিবাদয়েদ্বৃদ্ধাংশ্চ দদ্যাচ্চৈবাসনং স্বকম্।
কৃতাঞ্জলিরুপাসীত গচ্ছতঃ পৃষ্ঠতোঽন্বিয়াৎ।।১০।।
শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং সম্যঙ্ নিবদ্ধং স্বেষু কর্মসু।
ধর্মমূলং নিষেবেত সদাচারমতন্দ্রিতঃ।।১১।।
আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারো হন্ত্যলক্ষণম্।।১২।।
দুরাচারো হি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ।
দুঃখভাগী চ সততং ব্যাধিতোঽল্পায়ুরেব চ।।১৩।।
সর্বলক্ষণহীনোঽপি যঃ সদাচারবান্নরঃ।
শ্রদ্ধানোঽনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি।।১৪।।

মনু০৪।১৫৪–১৫৮।।

অর্থঃ– সদা বিদ্যাবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধদিগকে **'নমস্তে'** বলিয়া মান্য করিবে। যখনই তাহারা তোমার নিকটে আসিবে, তখনই উঠিয়া সসম্মানে তাহাকে লইয়া নিজের আসনে বসাইবে এবং করজোড়ে নিকটে বসিবে। জিজ্ঞাসা করিলে তবে উত্তর দিবে এবং যাইতে থাকিলে কিছু দূর পিছনে গিয়া **'নমস্তে'** বলিয়া বিদায় দিবে। বৃদ্ধগণ বার বার বিনা প্রয়োজনে যেখানে সেখানে যাইবে না। ।১০।। গৃহস্থ সর্বদা আলস্য পরিত্যাগ করিয়া বেদ ও মনুস্মৃতিতে বেদানুকূল কথিত নিজের কর্মে নিবদ্ধ থাকিবে এবং ধর্মের মূল সদাচার অর্থাৎ যাহা সত্য, সৎপুরুষ

ও আপ্ত ধর্মাত্মাদের আচরণ, সর্বদা তাহারই সেবা করিবে।।১১।। মনুষ্য ধর্মাচরণদ্বারাই দীর্ঘায়ু হয়, উত্তম প্রজা ও অক্ষয় ধন প্রাপ্ত হয় এবং ধর্মাচার মন্দ ও অধর্মযুক্ত লক্ষণসমূহকে নাশ করিয়া দেয়।।১২।। যে দুষ্টাচারী পুরুষ, সে সর্বদা সর্বত্র নিন্দিত, দুঃখভাগী ও ব্যাধিদ্বারা অল্পায়ু হইতে থাকে।।১৩।। যে সর্বপ্রকার শুভ লক্ষণ হইতে বঞ্চিত হইয়াও সদাচারযুক্ত, সত্যে শ্রদ্ধাশীল ও নিন্দাদি দোষ হইতে মুক্ত, সে সুখে শতবর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকে।।১৪।।

য়দ্যৎ পরবশং কর্ম তত্তদ্যত্নেন বর্জয়েৎ।
য়দ্যদাত্মবশং তু স্যাত্তত্তৎ সেবেত য়ত্নতঃ।।১৫।।
সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখম্।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ।।১৬।।
অধার্মিকো নরো য়ো হি য়স্য চাপানৃতং ধনম্।
হিংসারতশ্চ য়ো নিত্যং নেহাসৌ সুখমেধতে।।১৭।।

মনু০৪।১৫৯,১৬০,১৭০।।

অর্থঃ– যে সব কর্মে পরাধীন, মনুষ্য তাহা সর্বদা প্রযত্নের সহিত পরিত্যাগ করিবে এবং যে সব কর্ম স্বাধীন, যত্নসহকারে তাহার সেবা করিবে।।১৫।। কেননা যতটা পরাধীন হওয়া যায় ততটাকেই দুঃখ এবং যতটা স্বাধীন থাকা যায় ততটাকেই সুখ বলে। সংক্ষেপে সুখ ও দুঃখের ইহাই লক্ষণ জানিও।।১৬।। যে মনুষ্য অধার্মিক, যাহার ধন অধর্ম দ্বারা সঞ্চিত হইয়াছে, যে সর্বদা হিংসাতে অর্থাৎ শত্রুতা সাধনে প্রবৃত্ত থাকে, সে ইহলোকে ও পরলোকে অর্থাৎ পরজন্মে কখনও সুখ লাভ করিতে পারে না।।১৭।।

নাধর্মশ্চরিতো লোকে সদ্যঃ ফলতি গৌরিব।
শনৈরাবর্ত্তমানস্তু কর্ত্তুর্মূলানি কৃন্ততি।।১৮।।
যদি নাত্মনি পুত্রেষু ন চেৎ পুত্রেষু নপ্তৃসু।
ন ত্বেবন্তু কৃতোঽধর্মঃ কর্ত্তুর্ভবতি নিষ্ফলঃ।।১৯।।

সত্যধর্মার্য্যবৃত্তেষু শৌচে চৈবারমেৎ সদা।

শিষ্যাংশ্চ শিষ্যাদ্ধর্মেণ বাগ্বাহূদরসংয়তঃ।।২০।।

মনু০৪।১৭২, ১৭৩, ১৭৫।।

অর্থঃ– মনুষ্য নিশ্চিন্তরূপে জানুক যে, এই সংসারে গো সেবার ফল দুগ্ধাদি যেমন শীঘ্র পাওয়া যায় না, তেমনই কৃত অধর্মের ফলও শীঘ্র পাওয়া যায় না। কিন্তু অধর্ম ধীরে-ধীরে কর্ত্তার সুখ বন্ধ করিতে সুখের মূল কাটিয়া দেয়। তারপর অধর্মকর্ত্তা কেবল দুঃখই ভোগ করিতে থাকে।।১৮।। অধর্মের ফল যদি কর্ত্তার বিদ্যমানতায় না পাওয়া যায়, তবে পুত্রের সময়ে এবং পুত্রের সময়ে না হইলেও পৌত্রের সময়ে অবশ্যই পাওয়া যাইবে। কিন্তু কর্ত্তার কৃতকর্ম্ম নিষ্ফল হইবে–এরূপ কখনও হইতে পারে না।।১৯।। অতএব মনুষ্যের সত্য ধর্মে, আর্য্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পুরুষের আচরণে এবং ভিতর ও বাহিরের পবিত্রতায় সদা রমণ করা উচিত। নিজের বাণী, বাহু ও উদরকে নিয়ম এবং সত্যধর্মের সহিত যুক্ত রাখিয়া শিষ্যগণকে সর্বদা শিক্ষা দিতে থাকিবে।।২০।।

পরিত্যজেদর্থকামৌ য়ৌ স্যাতাং ধর্মবর্জিতৌ।

ধর্ম চাপ্যসুখোদর্কং লোকবিক্রুষ্টমেব চ।।২১।।

ধর্মং শনৈস্সঞ্চিনুয়াদ্বল্মীকমিব পুত্তিকাঃ।

পরলোকসহায়ার্থং সর্বভুতান্যপীড়য়ন্।।২২।।

উত্তমৈরুত্তমৈর্নিত্যং সম্বন্ধানাচরেৎ সহ।

নিনীষুঃ কুলমুৎকর্ষমধমানধমাঁস্ত্যজেৎ।।২৩।।

বাচ্যর্থা নিয়তাঃ সর্বে বাঙ্ মূলা বাগ্বিনিঃসৃতাঃ।

তাস্তু য়ঃ স্তেনয়েদ্বাচং স সর্বস্তেয়কৃন্নরঃ।।২৪।।

মনু০৪।১৭৬, ২৩৮, ২৪৪, ২৫৬।।

স্বাধ্যায়েন জপৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ।

মহায়জ্ঞৈশ্চ য়জ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ।।২৫।

মনু০২।২৮।।

অর্থঃ– ধর্মবর্জিত ধনাদি পদার্থ ও কামনাকে সর্বদা এবং শীঘ্র পরিত্যাগ করিবে, যাহা ধর্মাভাস অর্থাৎ পরবর্ত্তীকালে যে কর্ম দুঃখদায়ক এবং যাহা সকলকে নিন্দিত কর্মে প্রবৃত্ত করে এমন কর্ম হইতেও দূরে থাকিবে।।২১।। যেরূপ বল্মীক ধীরে ধীরে অতি বৃহৎ গৃহ নির্মাণ করিয়া থাকে, সেইরূপ মনুষ্য পরজন্মের সহায়তার জন্য প্রাণীদিগকে পীড়ন না করিয়া ধীরে ধীরে ধর্মসঞ্চয় করিবে।।২২।। যদি মনুষ্য নিজের কুলকে উৎকৃষ্ট করিতে চাহে, তবে সে নীচ ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য উত্তমোত্তম পুরুষের সহিত সম্বন্ধ বৃদ্ধি করিতে থাকিবে।।২৩।। যে বাণীর মধ্যে সর্ব কার্য্য বিদ্যমান, নিশ্চিত বাণীই যেসব কার্য্যের মূল, যে বাণীদ্বারাই সব কার্য্য সিদ্ধ হয়, সেই বাণীদ্বারা যদি মনুষ্য চৌর্য্য অর্থাৎ মিথ্যাভাষণ করে, তবে জানিবে যে, সে চৌর্য্যাদি পাপই করিয়া থাকে। অতএব মিথ্যা ভাষণ পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা সত্য ভাষণই করিতে থাকিবে।।২৪।। ধর্মানুসারে মনুষ্যের বেদাদি শাস্ত্রের পঠন-পাঠন, গায়ত্রী প্রণবাদির অর্থবিচার, ধ্যান, অগ্নিহোত্রাদি হোম, কর্মোপাসনা, জ্ঞান, বিদ্যা, পৌর্ণমাস্যাদি ইষ্টি, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, অগ্নিষ্টোমাদি, ন্যায়পূর্বক রাজ্যপালন, সত্যোপদেশ ও যোগাভ্যাসাদি উত্তম কর্মদ্বারা শরীরকে ব্রাহ্মী অর্থাৎ ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় করা উচিত।।২৫।।

রাজনীতি

অথ সভাস্বরূপলক্ষণম্–বিশেষভাবে যাহা বৃহৎ বৃহৎ কর্ম, যেমন রাজ্যপালন, তৎসমুদয় সভা হইতে নিশ্চয় করিয়া করিবে। এবিষয়ে প্রমাণ–

তং সভা চ সমিতিশ্চ সেনা চ।।১।।

অথর্ব০কাং০ ১৫।সূ০৯।মং২।।

সভ্য সভাং মে পাহি যে চ সভ্যাঃ সভাসদঃ । ।২ । ।

অথর্ব০কাং০ ১৯ । সূ০ ৫৫ । মং০৬ । ।

ত্রীণি রাজানা বিদথে পুরুণি পরি বিশ্বানি ভূষথঃ সদাংসি । ।৩ । ।

ঋ০মং০৩ । । সূ০৩৮ । মং০৬ । ।

অর্থ ঃ– (তম্) সংসারে যদি ধর্মের সহিত রাজ্যপালনাদি করিতে হয়, তবে সেই ব্যবহার–সভা, সংগ্রাম, সেনা এবং তৎসম্বন্ধীয় বিদ্যা ও সামগ্রী সর্বতোভাবে সঞ্চিত করিবে । ।১ । । হে (সভ্য) সভার যোগ্য সভাপতে রাজন্ । তুমি (মে) আমার (সভাম্) সভাকে (পাহি) রক্ষা করো এবং তাহার উন্নতি করো । (য়ে চ) এবং যাঁহারা (সভ্যাঃ) সভার যোগ্য, ধার্মিক, আপ্ত, (সভাসদঃ) বিদ্বান্ সভাসদ্, তাঁহারাও সভার আয়োজন, রক্ষা এবং তদ্দ্বারা সকলের উন্নতি করিবে । ।২ । । (রাজানা) রাজা ও ভদ্র প্রজাদের যে দুইটি সমুদায়, তাহারা (বিদথে) উত্তম জ্ঞান ও লাভদায়ক এই জগৎ অথবা সংগ্রামাদি কার্যে (ত্রীণি) রাজধর্ম এবং বিদ্যা সম্বন্ধে তিনটি (সদাংসি) সভা স্থাপন করিয়া তাহা দ্বারাই সংসারের সর্ব বিধ উন্নতি করিবে । ।৩ । ।

অনাম্নাতেষু ধর্মেষু কথং স্যাদিতি চেদ্ভবেৎ ।
য়ং শিষ্টা ব্রাহ্মণা ব্রূয়ুঃ স ধর্মঃ স্যাদশঙ্কিতঃ । ।১ । ।
ধর্মেণাধিগতো য়ৈস্তু বেদঃ সপরিবৃংহণঃ ।
তে শিষ্টা ব্রাহ্মণা জ্ঞেয়াঃ শ্রুতিপ্রত্যক্ষহেতবঃ । ।২ । ।

মনু০ ১২ । ১০৮, ১০৯ । ।

অর্থ ঃ– হে গৃহস্থগণ ! যে ধর্মযুক্ত কার্য্য সম্বন্ধে মন্বাদি স্মৃতিতে প্রত্যক্ষভাবে উক্ত হয় নাই, যদি সে সম্বন্ধে সন্দেহ হয় তবে শিষ্ট আপ্ত বিদ্বান ব্যক্তিগণ যাহা বলিবেন তাহাকেই নিংশঙ্ক কর্ত্তব্য ধর্ম বলিয়া মানিবে । ।১ । । সব মনুষ্য শিষ্ট হয় না । যাঁহারা পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য ও ধর্ম

সহকারে সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, যাঁহারা শ্রুতিপ্রমাণ ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারাই বিধি বা নিষেধ নিশ্চয় করিতে পারেন এবং যাঁহারা ধার্মিক ও পরোপকারী তাঁহারাই শিষ্ট পুরুষ । ।২ । ।

দশাবরা বা পরিষদ্ য়ং ধর্মং পরিকল্পয়েৎ ।
ত্র্যবরা বাপি বৃত্তস্থা তং ধর্মং ন বিচালয়েৎ । ।৩ । ।
ত্রৈবিদ্যো হৈতুকস্তর্কী নৈরুক্তো ধর্মপাঠকঃ ।
ত্রয়শ্চাশ্রমিণঃ পূর্বে পরিষৎ স্যাদ্দশাবরা । ।৪ । ।
ঋগ্বেদবিদ্যজুর্বিচ্চ সামবেদবিদেব চ ।
ত্র্যবরা পরিষজ্জ্ঞেয়া ধর্মসংশয়নির্ণয়ে । ।৫ । ।
একোऽপি বেদবিদ্ধর্মং য়ং ব্যবস্যেদ্ দ্বিজোত্তমঃ ।
স বিজ্ঞেয়ঃ পরোধর্মোনাজ্ঞানামুদিতোऽয়ুতৈঃ । ।৬ । ।

মনু০ ১২ ।১১০–১১৩ । ।

অর্থ ঃ– এইরূপে ন্যূনকল্পে ১০ (দশ) জন শিষ্ট ব্যক্তিদ্বারা সভা গঠিত হইবে, কিংবা তিনজন বড় বিদ্বান্ ব্যক্তিদ্বারাও সভা হইতে পারে । সভা হইতে যে ধর্ম-কর্ম নিশ্চিত হইবে, সকলকেই তাহার আচরণ করিতে হইবে । ।৩ । । সেই দশ ব্যক্তির মধ্যে এইরূপ বিদ্বান্ থাকিবে — ৩ (তিন) বেদের বিদ্বান্, চতুর্থ হৈতুক অর্থাৎ কারণ ও অকারণে জ্ঞাতা, পঞ্চম তর্কী ন্যায়শাস্□বিৎ, ষষ্ঠ নিরুক্তের জ্ঞাতা, সপ্তম ধর্মশাস্□বিৎ, অষ্টম ব্রহ্মচারী, নবম গৃহস্থ এবং দশম বানপ্রস্থ–এইসব মহাত্মাদ্বারা সভা গঠিত হইবে । ।৪ । । ঋগ্বেদবিৎ, যজুর্বেদবিৎ ও সামবেদবিৎ–এই তিন বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও সভা ধর্মসংশয় অর্থাৎ সব কার্য্য নির্ণয়ের জন্য রাখিবে, সভায় যত অধিক ব্যক্তি থাকিবে ততই ভাল । ।৫ । । দ্বিজগণের মধ্যে উত্তম অর্থাৎ চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসী একা ধর্মব্যবহার সম্বন্ধে যাহা নিশ্চয় করিবেন, তাহাকেই পরম ধর্ম বলিয়া

জানিবে, কিন্তু অজ্ঞানদের সহস্র, লক্ষ ও কোটি ব্যক্তির কথিত ধর্মব্যবহারকে কখনই মানা উচিত নহে। ধর্মাত্মা, বিদ্বান্ ও বিশেষরূপে পরম বিদ্বান্ সন্ন্যাসীর বেদাদি প্রমাণযুক্ত কথিত ধর্মকে সকলেরই মান্য করা উচিত।।৬।।

যদি সভায় মতভেদ উপস্থিত হয়, তবে বহু পক্ষানুসারে মানিতে হইবে। সমপক্ষ হইলে শ্রেষ্ঠদের বাক্য স্বীকার করিতে হইবে এবং উভয় পক্ষে সমানভাবে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি থাকিলে সন্ন্যাসীদের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে। যেদিকে পক্ষপাতহীন ও সর্বহিতৈষী সন্ন্যাসীদের সম্মতি থাকিবে, তাহাকেই উত্তম বলিয়া জানা উচিত।

চতুর্ভিরপি চৈবৈতৈর্নিত্যমাশ্রমিভির্দ্বিজৈঃ।
দশলক্ষণকো ধর্মস্‌সেবিতব্যঃ প্রয়ত্নতঃ।।৭।।
ধৃতিঃ ক্ষমা দমোऽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্।।৮।।

মনু০৬।৯১–৯২।।

অর্থ ঃ– ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী সকল মনুষ্যেরই উচিত যে, তাহারা নিম্নলিখিত ধর্ম সেবন করিবে এবং তদ্বিরুদ্ধ যাহা অধর্ম, তাহা যত্নসহকারে ত্যাগ করিবে।।৭।। ধর্ম অর্থে ন্যায় বুঝায় অর্থাৎ পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া সত্যাচরণ করিবে এবং সর্বদা অসত্য পরিত্যাগ করিবে–ইহাই **ধর্মের একাদশ লক্ষণ**। (অহিংসা) কাহারও প্রতি বৈরভাব রাখিয়া তাহার কখনও অনিষ্ট করিবে না, (ধৃতিঃ) সুখদুঃখ এবং হানিলাভে ব্যাকুল হইয়া ধর্ম ত্যাগ করিবে না বরং ধৈর্য্যসহকারে ধর্মেই স্থির থাকিবে, (ক্ষমা) নিন্দাস্তুতি ও মানাপমান সহ্য করিয়া ধর্ম কার্য্যই করিবে, (দমঃ) মনকে সর্বদা অধর্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়া ধর্মেই প্রবৃত্ত রাখিবে। (অস্তেয়ম্) মন, কর্ম ও বচনদ্বারা অন্যায় এবং অধর্ম করিয়া অন্যের দ্রব্য গ্রহণ করিবে না, (শৌচম্) রাগদ্বেষাদি

ত্যাগ করিয়া আত্মা ও মনকে পবিত্র এবং জলাদিদ্বারা শরীরকে শুদ্ধ রাখিবে, (ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ) শ্রোত্রাদি বাহ্য ইন্দ্রিয়কে অধর্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়া ধর্মেই চালিত করিবে, (ধীঃ) বেদাদি সত্যবিদ্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও সৎসঙ্গে রত থাকিবে এবং কুসঙ্গ, দুর্ব্যসন ও মদ্যপানাদি ত্যাগ করিয়া সর্বদা বুদ্ধিকে বৃদ্ধি করিতে থাকিবে, (বিদ্যা) যাহাদ্বারা পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান হয়, সেই বিদ্যাকে লাভ করিবে, (সত্যম্) সত্য মানিবে, সত্য বলিবে ও সত্য আচরণ করিবে, (অক্রোধঃ) ক্রোধাদি দোষ পরিত্যাগ করিয়া শান্তভাবাদি গুণ গ্রহণ করিবে। ইহাকেই **ধর্ম্ম** বলে, ইহাকেই গ্রহণ করিবে এবং অন্যায়, পক্ষপাতযুক্ত আচরণকে অধর্ম বলে। হিংসা, বৈরবুদ্ধি, অধৈর্য্য, অসহিষ্ণুতা, মনকে অধর্মে প্রবৃত্ত রাখা, চৌর্য্য, অপবিত্র থাকা, ইন্দ্রিয় জয় না করিয়া উহাকে অধর্মে প্রবৃত্ত করা, কুসঙ্গ, দুর্ব্যসন, মদ্যপানাদি দ্বারা বুদ্ধি নাশ করা, অবিদ্যা অর্থাৎ অধর্মাচরণে ও অজ্ঞানতায় আবদ্ধ হওয়া, অসত্য মানা, অসত্য বলা, ক্রোধাদি দোষে আবদ্ধ হইয়া অধার্মিক ও দুষ্টাচারী হওয়া—এই **একাদশটি অধর্মের লক্ষণ**। এসব হইতে সর্বদা দূরে থাকা উচিত।।৮।।

না সা সভা য়ত্র ন সন্তি বৃদ্ধা ন তে বৃদ্ধা য়ে ন বদন্তি ধর্মম্।
নাসৌ ধর্মো য়ত্র ন সত্যমস্তি ন তৎ সত্যং য়চ্ছলেনাভ্যুপেতম্।।৯।।

(মহাভারতে বিদুরপ্রজাগর পর্ব) উদ্যোগ পর্ব অ০৩৫।।শ্লোক৫৮।।

সভাং বা ন প্রবেষ্টব্যং বক্তব্যং বা সমঞ্জসম্।
অব্রুবন্ বিব্রুবন্ বাপি নরো ভবতি কিল্বিষী।।১০।।
ধর্মো বিদ্ধস্ত্বধর্মেণ সভাং য়ত্রোপতিষ্ঠতে।
শল্যং চাস্য ন কৃন্তন্তি বিদ্ধাস্তত্র সভাসদঃ।।১১।।

মনু০ ৮।১৩।১২।।

বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্মস্তন্নিবোধত।।১২।।

মনু০ ২।১।।

অর্থ ঃ– যে সভায় বৃদ্ধ ব্যক্তি নাই তাহা সভা নহে। যাঁহারা ধর্মানুসারে কথা বলেন না তাঁহারা বৃদ্ধ নহেন। যাহাতে সত্য নাই তাহা ধর্ম নহে। যাহা ছলনাযুক্ত তাহা সত্য নহে।।৯।। সভায় মনুষ্যের প্রবেশ করা উচিত নহে। যদি সে সভায় প্রবেশ করে তবে তাহার সত্যই বলা উচিত। সভায় উপবিষ্ট থাকিয়া অসত্য কথা শুনিয়া যদি সে মৌন থাকে অথবা সত্যের বিরুদ্ধে বলে, তবে সে মনুষ্য অতি পাপী।।১০।। সে সভায় ধর্ম অধর্মকর্তৃক আঘাত প্রাপ্ত হয়, সভাসদ্ যদি সেই আঘাতকে পূরণ না করেন তবে নিশ্চয় জানিও যে, সেই সভায় সব সভাসদই আহতাবস্থায় পড়িয়া আছে।।১১।। রাগদ্বেষরহিত, বিদ্বান্, সৎপুরুষ যাহাতে আপন হৃদয়ের অনুকূল জানিয়া সেবন করে, তাহাকেই তোমরা পূর্বোক্ত ধর্ম বলিয়া জানিবে।।১২।।

ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাদ্ধর্মো ন হন্তব্যো মা নো ধর্মো হতোऽবধীৎ।।১৩।।
বৃষো হি ভগবান্ ধর্মস্তস্য যঃ কুরুতে হ্যলম্।
বৃষলং তং বিদুর্দেবাস্তস্মাদ্ধর্মং ন লোপয়েৎ।।১৪।।

মনু০৮।১৫,১৬।।

অর্থ ঃ– যে ব্যক্তি ধর্মকে বিনাশ করে, ধর্ম তাহাকেই বিনাশ করে। যে ধর্মকে রক্ষা করে, ধর্মও তাহাকে রক্ষা করে। এজন্য হত ধর্ম আমাকে যেন কখনও হত না করে–এই ভয়ে ধর্মকে কখনও হনন অর্থাৎ ত্যাগ করা উচিত নহে।।১৩।।

যে ধর্ম সুখবর্ষণকারী এবং সব ঐশ্বর্য্যের দাতা, সেই ধর্মকে যে লোপ করে, বিদ্বানেরা তাহাকে বৃষল অর্থাৎ নীচ বলিয়া মনে করে।।১৪।।

ন জাতু কামান্ন ভয়ান্ন লোভাদ্ধর্মং ত্যজেজ্জীবিতস্যাপি হেতোঃ। ধর্মো নিত্যঃ সুখদুঃখে ত্বনিত্যে জীবো নিত্যো হেতুরস্য ত্বনিত্যঃ।।১৫।। মহাভারতে।। উদ্যোগ পঃ ৪০।১১,১২

য়ত্র ধর্মো হ্যধর্মেণ সত্যং য়ত্রানৃতেন চ।
হন্যতে প্রেক্ষমাণানাং হতাস্তত্র সভাসদঃ।।১৬।।

মনু০৮।১৪।।

নিন্দন্তু নীতিনিপুণা য়দি বা স্তুবন্তু,
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা য়থেষ্টম্।
অদ্যৈব বা মরণমস্তু য়ুগান্তরে বা,
ন্যায়্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ।।১৭।। ভর্তৃহরিঃ।।

অর্থ ঃ– কামনার বশে অর্থাৎ মিথ্যাবশতঃ কামনা সিদ্ধির জন্য বা নিন্দাস্তুতির ভয়ে বা লোভে কখনও ধর্ম ত্যাগ করা উচিত নহে। মিথ্যা অধর্ম দ্বারা চক্রবর্ত্তী রাজ্য প্রাপ্ত হইলেও ধর্ম ত্যাগ করিয়া চক্রবর্ত্তী রাজ্যও গ্রহণ করিবে না। গ্রাসাচ্ছাদন ও পানাহারাদির জন্য যদি জীবিকার্জন অধর্ম ভাবে করিতে হয় বা প্রাণান্ত উপস্থিত হয়, তবুও জীবিকার জন্য কখনও ধর্ম ত্যাগ করিবে না। কেননা আত্মা ও ধর্ম নিত্য, কিন্তু সুখ ও দুঃখ উভয়ে অনিত্য। অনিত্যের জন্য নিত্য বস্তুকে ত্যাগ করা অতীব দুষ্ট কর্ম। এই ধর্মের হেতুরূপ যে শরীর-দ্বারা ধর্ম লাভ হয়, তাহাও অনিত্য। সেই মনুষ্যই ধন্য, যে অনিত্য শরীর ও সুখদুঃখাদি ব্যাপারে রত থাকিয়া নিত্য ধর্মকে কখনও ত্যাগ করে না।।১৫।।

যে সভায় উপবিষ্ট সভাসদ্গণের সম্মুখে অধর্মদ্বারা ধর্ম এবং মিথ্যাদ্বারা সত্য হত হয়, সেই সভায় সব সভাসদই মৃতবৎ।।১৬।।

সব মনুষ্যেরই ইহা নিশ্চিতরূপে জানা উচিত যে, বৈষয়িক প্রয়োজন সিদ্ধিতে নিপুণ চতুর নীতিমান্ পুরুষ নিন্দাই করুক বা স্তুতিই করুক, লক্ষ্মীলাভ হউক বা লক্ষ্মীষ্ট হউক, মৃত্যু আজই হউক বা বর্ষ

বর্ষান্তরে হউক, যে ব্যক্তি ধর্মপথ হইতে একপদও বিরুদ্ধে চলে না, সেই ধীর পুরুষই ধন্য। ।১৭। ।

সংগচ্ছ□বং সংবদ□বং সং বো মনাংসি জানতাম্।

দেবা ভাগং য়থা পূর্বে সংজানানা উপাসতে। ।১। ।

ঋ০মং১০। সূ০ ১৯১। মং০২। ।

দৃষ্ট্বা রূপে ব্যাকরোৎ সত্যানৃতে প্রজাপতিঃ।

অশ্রদ্ধামনৃতেऽদধাচ্ছ্রদ্ধাꣳ সত্যে প্রজাপতিঃ। ।২। ।

যজু০অ০ ১৯ ।মং ৭৭। ।

সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীর্য়্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ। ও৩ম্। শান্তিশ্ শান্তিশ্ শান্তিঃ। ।

তৈত্তিরীয়০ অষ্টমঃ প্রপাঠকঃ। প্রথমোনুবাকঃ। ।

অর্থঃ– হে গৃহস্থাদি মনুষ্যগণ। আমি ঈশ্বর তোমাদিগকে আজ্ঞা দিতেছি যে, (য়থা) যেমন (পূর্বে) প্রথম অধীত বিদ্যাযোগাভ্যাসের (সংজানানা) সম্যক্ জ্ঞাতা (দেবাঃ) বিদ্বানেরা মিলিত হইয়া (ভাগম্) সত্যাসত্যের নির্ণয় করিয়া অসত্যকে পরিত্যাগপূর্বক সত্যের (উপাসতে) উপাসনা করেন, তেমনই (সম্ জানতাম্) আত্মাদ্বারা ধর্মাধর্ম, প্রিয়াপ্রিয়ের সম্যক্ জ্ঞাতা (বঃ) তোমাদের (মনাংসি) মন যাহাতে একে অন্যের অতি অবিরোধী হইয়া পূর্বোক্ত এক ধর্মে সম্মত হয়, সেইজন্য তোমরা সেই ধর্মকে (সংগচ্ছ□বম্) সম্যক্‌ভাবে মিলিত হইয়া প্রাপ্ত হও যাহাতে তোমাদের সম্মতি এক হয় এবং বিরুদ্ধবাদ অধর্মকে ত্যাগ করিয়া (সংবদ□বম্) প্রীতির সহিত সম্যক্ কথোপকথন ও প্রশ্নোত্তর করিয়া একে অন্যের উন্নতি করিতে থাকো। ।১। । যেরূপ (প্রজাপতিঃ) সকল সৃষ্টির স্রষ্টা ও পালক, সর্বব্যাপক সর্বজ্ঞ, ন্যায়কারী, অদ্বিতীয়, স্বামী, পরমাত্মা (সত্যানৃতে) সত্য ও অনৃত (রূপে) ভিন্ন-ভিন্ন

স্বরূপবিশিষ্ট ধর্মাধর্মকে (দৃষ্ট্বা) স্বীয় সর্বজ্ঞতাদ্বারা যথাবৎ দেখিয়া (ব্যাকরোৎ) ভিন্ন-ভিন্ন রূপে নিশ্চিত করেন, সেইরূপ তোমরা (অনৃতে) মিথ্যাভাষণাদি অধর্মে (অশ্রদ্ধাম্) অপ্রীতি করো। যেরূপ (প্রজাপতিঃ) সেই পরমাত্মা (সত্যে) সত্যভাষণাদিলক্ষণযুক্ত ন্যায় ও পক্ষপাতরহিত ধর্মে তোমাদের (শ্রদ্ধাম্) প্রীতিকে (অদধাৎ) ধারণ করান, তোমরাও সেইরূপ করো। ।২। । আমরা স্□ীপুরুষ, সেবক স্বামী, মিত্র, পিতাপুত্রাদি (সহ) মিলিয়া (নৌ) আমাদের উভয়ে প্রীতিপূর্বক (অবতু) একে অন্যকে রক্ষা করুক এবং (সহ) প্রীতিপূর্বক মিলিয়া একে অন্যের (বীর্য়্যম্) পরাক্রমকে (করবাবহৈ) সর্বদা বৃদ্ধি করিতে থাকিব। (নৌ) আমাদের (অধীতম্) অধীত ও অধ্যাপিত বিষয় (তেজস্বি) উত্তমরূপে প্রকাশমান (অস্তু) হউক এবং আমরা একে অন্যের প্রতি (মা বিদ্বিষাবহৈ) কখনও যেন বিদ্বেষ ও বিরোধ না করি। সর্বদা মিত্রভাবে একে অন্যের প্রতি সত্য ও প্রেমের সহিত আচরণ করিব। সকল গৃহস্থের সদ্ব্যবহার বৃদ্ধি করিয়া সর্বদা আনন্দে উন্নতিলাভ করিব। যে পরমাত্মার এই ''ও৩ম্'' নাম, তাঁহার কৃপায় ও স্বীয় ধর্মযুক্ত পুরুষার্থদ্বারা আমাদের শরীর মন ও আত্মার বিবিধ দুঃখ, যাহা অন্যের দ্বারা হয়, তাহা নষ্ট হউক। আমরা প্রীতির সহিত পরস্পর মিলিত হইা ধর্মার্থ, কাম ও মোক্ষের সিদ্ধিতে সফলতা লাভ করিয়া নিজেরা সর্বদা আনন্দে থাকিব এবং সকলকে আনন্দে রাখিব।

ইতি গৃহাশ্রমসংস্□ারবিধিঃ সমাপ্তঃ।

অথ বানপ্রস্থসংস্□ারবিধিং বক্ষ্যামঃ

—০—

বিবাহের পরে সন্তানোৎপত্তি হইলে যখন পুত্রও পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বিবাহ করিবে এবং পুত্রেরও একটি সন্তান হইবে অর্থাৎ যখন পুত্রেরও পুত্র হইবে, তখন বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিবে অর্থাৎ বনে গিয়া নিম্নলিখিত সব কৃত্য করিবে। ইহাকেই **বানপ্রস্থ সংস্□ার** বলে।

অত্র প্রমাণানি –

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমং সমাপ্য গৃহী ভবেদ্ গৃহী ভূত্বা বনী ভবেদ্বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ।।১।। শতপথ ব্রাহ্মণে।।

ব্রতেন দীক্ষামাপ্নোতি দীক্ষয়াপ্নোতি দক্ষিণাম্।
দক্ষিণা শ্রদ্ধামাপ্নোতি শ্রদ্ধয়া সত্যমাপ্যতে।।২।।

যজু০অ০ ১৯। মং০ ৩০।।

অর্থ ঃ– মনুষ্যগণের উচিত যে, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম সমাপ্ত করিয়া গৃহস্থ হইবে। গৃহস্থ হইয়া পরে বনী অর্থাৎ বানপ্রস্থ হইবে এবং বানপ্রস্থ হইয়া পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে।।১।। যখন মনুষ্য ব্রহ্মচর্য্যাদি তথা সত্যভাষণাদি ব্রত অর্থাৎ নিয়ম ধারণ করে, তখন সেই (ব্রতেন) ব্রতদ্বারা উত্তম প্রতিষ্ঠারূপ (দীক্ষাম্) দীক্ষা (আপ্নোতি) লাভ করে, (দীক্ষয়া) ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের নিয়ম পালন করিয়া (দক্ষিণাম্) সসম্মানে ধনাদি (আপ্নোতি) লাভ করে, (দক্ষিণা) সেই সম্মান হইতে (শ্রদ্ধাম্) সত্যধারণে প্রীতি (আপ্নোতি) লাভ করে এবং (শ্রদ্ধয়া) সত্যধর্মী জনগণের সহিত প্রীতি করিলে মনুষ্য (সত্যম্) সত্যবিজ্ঞান বা সত্য পদার্থ (আপ্যতে) প্রাপ্ত হয়। এইজন্য শ্রদ্ধাপূর্বক ব্রহ্মচর্য্য ও গৃহাশ্রমের অনুষ্ঠান করিয়া বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।।২।।

অভ্যাদধামি সমিধমগ্নে ব্রতপতে ত্বয়ি।
ব্রতঞ্চ শ্রদ্ধাং চোপৈমীন্ধে ত্বা দীক্ষিতোऽহম্।।৩।।

যজু০অ০ ২০। মং০২৪।।

আ নয়ৈতমা রভস্ব সুকৃতাং লোকমপি গচ্ছতু প্রজানন্।
তীর্ত্বা তমাংসি বহুধা মহান্তজো নাকমাক্রমতাং তৃতীয়ম্।।৪।।

অথর্ব০কাং০৯। সূ০৫। মং০১।।

অর্থ ঃ– হে (ব্রতপতেऽগ্নে) ব্রতপালক পরমাত্মন্। (দীক্ষিতঃ) দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া (অহম্) আমি (ত্বয়ি) তোমাতে স্থির হইয়া (ব্রতম্) ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম ধারণ (চ) এবং উহার সামগ্রী, (শ্রদ্ধাম্) সত্যধারণ (চ) এবং তাহার উপায় (উপোমি) প্রাপ্ত হয়। এজন্য অগ্নিতে যেরূপে (সমিধম্) সমিধা (অভ্যাদধামি) ধারণ করি, সেইরূপই বিদ্যা ও ব্রত ধারণ করিয়া প্রজ্বলিত করি এবং সেইরূপই (ত্বা) তোমাকে নিজের আত্মায় ধারণ করিয়া সর্বদা (ঈন্ধে) প্রকাশিত করি।।৩।। হে গৃহস্থ। (প্রজানন্) প্রকৃষ্টরূপে জানিয়া তুমি (এতম্) এই বানপ্রস্থাশ্রম (আরভস্ব) আরম্ভ করো, (আনয়) নিজের মনকে গৃহাশ্রম হইতে এদিকে লইয়া এসো, (সুকৃতাম্) পুণ্যাত্মাগণের (লোকমপি) দর্শনীয় বানপ্রস্থাশ্রমকেও (গচ্ছতু) প্রাপ্ত হও, (বহুধা) বিবিধ প্রকারের (মহান্তি) অতি গভীর (তমাংসি) অজ্ঞানতা তথা দুঃখাদি সাংসারিক মোহ হইতে (তীর্ত্বা) উত্তীর্ণ হইয়া অর্থাৎ তাহা হইতে পৃথক্ হইয়া (অজঃ) নিজের আত্মাকে অজর অমর জানিয়া (তৃতীয়ম্) তৃতীয় (নাকম্) দুঃখ রহিত বানপ্রস্থাশ্রমকে (আক্রমতাম্) আক্রমণ কর অর্থাৎ উহাতে যথারীতি আরূঢ় হও।।৪।।

ভদ্রমিচ্ছন্ত ঋষয়ঃস্বর্বিদস্তপো দীক্ষামুপনিষেদুরগ্রে।
ততো রাষ্ট্রং বলমোজশ্চ জাতং তদস্মৈ দেবা উপসংনমন্তু।।৫।।

অথর্ব০কাং০ ১৯। সু০৪১। মং০১।।

মা নো মেধাং মা নো দীক্ষাং মা নো হিংসিষ্ট য়ত্তপঃ ।
শিবা নঃ সন্ত্বায়ুষে শিবা ভবন্তু মাতরঃ । ।৬ । ।

অথর্ব০ কাং০ ১৯ । সু০৪০ । মং০ ৩ । ।

অর্থ ঃ– হে বিদ্বান্ মনুষ্যগণ । যেরূপ (স্বর্বিদঃ) সুখগ্রাহী (ঋষয়ঃ) বিদ্বানেরা (অগ্রে) প্রথমে (দীক্ষাম্) ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের দীক্ষা উপদেশ গ্রহণ করিয়া (তপঃ) প্রাণায়াম ও বিদ্যাধ্যয়নপূর্বক জিতেন্দ্রিয়ত্বাদি শুভ লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়া (উপনিষেদঃ) তাহার অনুষ্ঠান করেন, সেইরূপ এই (ভদ্রম্) কল্যাণকর বানপ্রস্থাশ্রম প্রাপ্তির (ইচ্ছন্তঃ) ইচ্ছা করো । যেরূপ রাজকুমার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম পালন করিয়া (ততঃ) তারপর (ওজঃ) পরাক্রম (চ) এবং (বলম্) বল প্রাপ্ত হইয়া (জাতম্) প্রসিদ্ধিপ্রাপ্ত (রাষ্ট্রম্) রাজ্যের ইচ্ছা ও রক্ষা করেন এবং (অস্মৈ) ন্যায়কারী ধার্মিক বিদ্বান্ রাজাকে (দেবাঃ) বিদ্বানেরা নমস্□ার করেন, (তৎ) সেইরূপ সকলে বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট আপনাকে (উপসংনমন্তু) নিকটে পাইয়া নম্র হউক । ।৫ । ।

হে আত্মীয়গণ । (নঃ) আমাদের–বানপ্রস্থাশ্রমিগণের (মেধাম্) প্রজ্ঞাকে (মা হিংবিষ্ট) নষ্ট করিও না । (নঃ) আমাদের (দীক্ষাম্) দীক্ষা (মা) নষ্ট করিও না এবং (নঃ) আমাদের (য়ৎ) নে (তপঃ) প্রাণায়ামাদি উত্তম তপ তাহাকে তোমরা (মা হিংসিষ্ট) নষ্ট করিও না । (নঃ) আমাদের দীক্ষা এবং (আয়ুষে) জীবনের জন্য সর্ববিধ পূজা (শিবা) কল্যাণকারিণী (সন্তু) হউক । যেরূপ আমাদের (মাতরঃ) মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী (শিবাঃ) কল্যাণকারিণী হইয়া থাকেন, সেইরূপ সকলে প্রসন্ন হইয়া আমাকে বানপ্রস্থাশ্রমের অনুমতিদাতা (ভবন্তু) হউন । ।৬ । ।

তপঃশ্রদ্ধে য়ে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে শান্ত্যা* বিদ্বাংসো ভৈক্ষ্যচর্য্যাঞ্চরন্তঃ ।
সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি য়ত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা । ।৭ । ।

মুণ্ডকোপনি০ মুং০১ । খং০২ । সং০১১

*''শান্তা'' ইতি মুণ্ডকে পাঠঃ । । (আনন্দাশ্রমগ্রন্থাবলীঃ)

অর্থ ঃ– হে মনুষ্যগণ ! (য়ে) যে সব (বিদ্বাংসঃ) বিদ্বান্ ব্যক্তি (অরণ্যে) অরণ্যে (শান্ত্যা) শান্তির সহিত (তপঃশ্রদ্ধে) যোগাভ্যাসে ও পরমাত্মায় প্রীতি করিয়া (উপবসন্তি) বনবাসিগণের সমীপে অবস্থান করেন এবং (ভৈক্ষ্যচর্য্যাম্) ভিক্ষাচরণ (চরন্তঃ) করিয়া বনে বাস করেন, (তে হি) তাঁহারাই (বিরজাঃ) নির্দোষ, নির্মল ও নিষ্পাপ হইয়া (সূর্য্যদ্বারেণ) প্রাণদ্বারা (য়ত্র) যেখানে (সঃ) সেই (অমৃতঃ) জন্মমরণরহিত (অব্যয়াত্মা) অবিনাশী (পুরুষঃ) পূর্ণ পরমাত্মা বিরাজমান আছেন, (হি) সেই স্থানে (প্রয়ান্তি) গমন করিয়া থাকেন । এজন্য বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করা অতি উত্তম । ।৭ । ।

এবং গৃহাশ্রমে স্থিত্বা বিধিবৎ স্নাতকো দ্বিজঃ ।
বনে বসেত্তু নিয়তো য়থাবদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ । ।১ । ।
গৃহস্থস্তু য়দা পশ্যেদ্ বলীপলিতমাত্মনঃ ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ । ।২ । ।
সন্ত্যজ্য গ্রাম্যমাহারং সর্বঞ্চৈব পরিচ্ছদম্ ।
পুত্রেষু ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা । ।৩ । ।

মনু০অ০ ৬ । ১–৩ । ।

অর্থ ঃ– পূর্বোক্তপ্রকারে বিধিপূর্বক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া পূর্ণ বিদ্যা অধ্যয়ন করিবে । সমাবর্ত্তনের সময় স্নানবিধি করিয়া দ্বিজ–ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জিতেন্দ্রিয় ও জিতাত্মা হইয়া যথাবিধি গৃহাশ্রম সমাপনপূর্বক বনে বাস করিবে । ।১ । । গৃহস্থ যখন আপন দেহের চর্মকে শিথিল এবং কেশকে শ্বেত হইতে দেখিবে এবং পুত্রেরও যখন পুত্র হইবে, তখন বনে আশ্রয় লইবে । ।২ । । যখন বানপ্রস্থাশ্রমের দীক্ষা গ্রহণ করিবে, তখন গ্রামজাত পদার্থের আহার এবং গৃহের যাবতীয় পদার্থ ত্যাগ করিয়া পুত্রের নিকটে পত্নীকে রাখিয়া অথবা সঙ্গে লইয়া বনে গমন করিবে । ।৩ । ।

অগ্নিহোত্রং সমাদায় গৃহ্যং চাগ্নিপরিচ্ছদম্ ।

গ্রামাদরণ্যং নিঃসৃত্য নিবসেন্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ । ।৪ । । মনু০৬ ।৪ । ।

অর্থ ঃ– যখন গৃহস্থ বানপ্রস্থ হইবার ইচ্ছা করিবে, তখন অগ্নিহোত্রের সামগ্রী সঙ্গে লইয়া গ্রাম হইতে বহির্গত হইয়া অরণ্যে জিতেন্দ্রিয় হইয়া নিবাস করিবে । ।৪ । ।

স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ স্যান্দান্তো মৈত্রঃ সমাহিতঃ ।

দাতা নিত্যমনাদাতা সর্বভূতানুকম্পকঃ । ।৫ । । মনু০৬ ।৮ ।

তাপসেস্বেব বিপ্রেষু য়াত্রিকং ভৈক্ষ্যমাহরেৎ ।

গৃহমেধিষু চান্যেষু দ্বিজেষু বনবাসিষু । ।৬ । ।

এতাশ্চান্যাশ্চ সেবেত দীক্ষা বিপ্রো বনে বসন্ ।

বিবিধাশ্চৌপনিষদীরাত্মসংসিদ্ধয়ে শ্রুতীঃ । ।৭ । ।

মনু০অ০ ৬ । ২৭, ২৯ । ।

অর্থ ঃ– তথায় অরণ্যে বেদাদিশাস্ের অধ্যয়নে এবং অধ্যাপনায় নিত্যযুক্ত হইয়া মন ও ইন্দ্রিয়কে জয় করিবে । যদি স্ীও নিকটে থাকে, তবে তাহার নিকট হইতে সেবা গ্রহণ ব্যতীত কদাপি বিষয়ভোগ অর্থাৎ আসক্তি করিবে না । সকলের সহিত মিত্রভাব রাখিবে, সাবধান থাকিবে, নিত্য দান করিবে, কিন্তু কাহারও নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিবে না । সকল প্রাণীর প্রতি অনুকম্পা কৃপা–রাখিবে । ।৫ । । অরণ্যে অধ্যাপক ও যোগাভ্যাসী তপস্বী, ধর্মাত্মা তথা বিদ্বানেরা থাকিলে এবং গৃহস্থ বা বানপ্রস্থ বনবাসী হইয়া থাকিলে তাঁহাদের গৃহ হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিবে । ।৬ । । এইভাবে বনবাস করিয়া এই সব এবং অন্য দীক্ষা সেবন করিবে। আত্মা ও পরমাত্মাবিষয়ক জ্ঞানের জন্য নানাবিধ উপনিষদ্ অর্থাৎ জ্ঞান ও উপাসনাবিধায়ক শ্রুতিসমূহের অর্থ বিচার করিতে

থাকিবে। এইভাবে যতদিন পর্য্যন্ত সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত বানপ্রস্থই থাকিবে । ।৭ । ।

অথ বিধি ঃ– বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণের সময় ৫০ বৎসর বয়সের পরে যখন পুত্রেরও পুত্র হইবে, তখন স্ী, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, পুত্রবধূ প্রভৃতিকে গৃহাশ্রমের শিক্ষা দান করিয়া অরণ্যাভিমুখে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইবে । স্ী যাইতে চাহিলে সঙ্গে লইয়া যাইবে, নতুবা জ্যৈষ্ঠ পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া দিয়া বলিবে — ''ইহার যথাযোগ্য সেবা করিতে থাক'' এবং স্ীকে উপদেশ দিয়া যাইবে—''তুমি সর্বদা পুত্রাদিকে ধর্মপথে চলিতে এবং অধর্ম হইতে নিবৃত্ত থাকিতে উপদেশ দিবে।''

তারপর ১৫ পৃষ্ঠা হইতে ১৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধিতে যজ্ঞশালা, বেদী ইত্যাদি সব প্রস্তুত করিবে। ১৭ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে ঘৃতাদি সব সামগ্রী একত্র করিয়া ২২ পৃষ্ঠা হইতে ২৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধিতে ও৩ম্। **ভুর্ভুবঃ-স্বর্দ্যৌ০** এইমন্ **অগ্ন্যাধান** এবং **অয়ন্ত ইধ্ম০** ইত্যাদি মন্ে **সমিদাধান** করিয়া ২৪ পৃষ্ঠা হইতে ২৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধিতে **ও৩ম্ । অদিতেऽনুমন্যস্ব** ইত্যাদি চারি মন্ে কুণ্ডের চারিদিকে **জলপ্রোক্ষণ** করিয়া ৪ (চারি) **আঘারাবাজ্যভাগাহুতি** ও ৪ (চারি) **ব্রাহৃতি আজ্যাহুতি** দিবে এবং ৮ পৃষ্ঠা হইতে ১৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধিতে **স্বস্তিবাচন** ও **শান্তিকরণ** করিয়া স্থালীপাক প্রস্তুত করিয়া তদুপরি ঘৃত সিঞ্চন করিবে ও নিম্নলিখিত মন্ে আহুতি প্রদান করিবে –

ও৩ম্ । কায় স্বাহা । কস্মৈ স্বাহা । কতমস্মৈ স্বাহা । আধিমাধীতায় স্বাহা । মনঃ প্রজাপতয়ে স্বাহা । চিত্তং বিজ্ঞাতায়া স্বাহা আদিত্যৈ স্বাহা । অদিত্যৈ মহ্যৈ স্বাহা । অদিত্যৈ সুমৃডীকায়ৈ স্বাহা । সরস্বত্যৈ স্বাহা । সরস্বত্যৈ পাবকায়ৈ স্বাহা । । সরস্বত্যৈ বৃহত্যৈ স্বাহা । পূষ্ণে স্বাহা । পূষ্ণে প্রপথ্যায় স্বাহা । পুষ্ণে নরন্ধিষায় স্বাহা । ত্বষ্ট্রে স্বাহা । ত্বষ্ট্রে তুরীপায়

স্বাহা। ত্বষ্ট্রে পুরুরুপায় স্বাহা[১]। ভৌবনায় স্বাহা। ভুবনস্য পতয়ে স্বাহা। অধিপতয়ে স্বাহা। প্রজাপতয়ে স্বাহা।[২] ওওম্। আয়ুর্য়জ্ঞেন কল্পতাংঠ স্বাহা। প্রাণো য়জ্ঞেন কল্পতাংঠ স্বাহা। অপানো য়জ্ঞেন কল্পতাংঠ স্বাহা। ব্যানো য়জ্ঞেন কল্পতাংঠ স্বাহা। উদানো য়জ্ঞেন কল্পতাংঠ স্বাহা। সমানো য়জ্ঞেন কল্পতাংঠ স্বাহা। চক্ষুর্য়জ্ঞেন কল্পতাংঠ স্বাহা। শ্রোত্রং য়জ্ঞেন কল্পতাংঠ স্বাহা। বাগ্‌য়জ্ঞেন কল্পতাংঠ স্বাহা। মনো য়জ্ঞেন কল্পতাংঠ স্বাহা। আত্মা য়জ্ঞেন কল্পতাংঠ স্বাহা। ব্রহ্মা য়জ্ঞেন কল্পতাংঠ স্বাহা। জ্যোতির্য়জ্ঞেন কল্পতাংঠ স্বাহা। স্বর্য়জ্ঞেন কল্পতাংঠ স্বাহা। পৃষ্ঠং য়জ্ঞেন কল্পতাংঠ স্বাহা। য়জ্ঞো য়জ্ঞেন কল্পতাংঠ স্বাহা।[৩] একস্মৈ স্বাহা। দ্বাভ্যাং স্বাহা। শতায় স্বাহা। একশতায় স্বাহা। ব্যুষ্ট্যৈ স্বাহা। স্বর্গায় স্বাহা।।[৪]

এই সব মন্ে একে একে ৪৩ **স্থালীপাকের আজ্যাহুতি** দিবে। পুনরায় ২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে ৪ (চারি) **ব্যাহৃতি আহুতি** দিয়া ২৯ পৃষ্ঠা হইতে ৩০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিতে বিধিতে **সামগান** করিবে। তৎপরে আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া পুত্রাদির উপরে সংসারের সমূহ ভার অর্পণপূর্বক অগ্নিহোত্রের সামগ্রী সঙ্গে লইয়া বনে গমন করিবে। সেখানে একান্তে বাস করিয়া মহাত্মাগণের সহিত যোগাভ্যাস ও শাস্ালোচনা করিবে এবং স্বাত্মা ও পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভের জন্য প্রযত্ন করিতে থাকিবে।

ইতি বানপ্রস্থসংস্ারবিধিঃ সমাপ্তঃ।

(১) যজু০অ০ ২২। মং০২০।। (২) যজু০অ০২২। মং০৩২।।
(৩) যজু০অ০ ২২। মং০ ৩৩।। (৪) যজু০অ০ ২২ । মং০৩৪।।

অথ সন্ন্যাসসংস্ারবিধিং বক্ষ্যামঃ

—০—

মোহাদি আবরণ ও পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া এবং বৈরাগ্যবান হইয়া ভুমণ্ডলের সর্বত্র পরোপকারার্থ পরিভ্রমণ করিবে—ইহাকেই **সন্ন্যাস সংস্ার** বলে, যথা –

*** সম্যঙ্‌ন্যস্যন্ত্যধর্মাচরণানি য়েন বা সম্যঙ্ নিত্যং সৎকর্মস্বাস্ত উপবিশতি স্থিরীভবতি য়েন স সংন্যাসঃ। সংন্যাসো বিদ্যতে য়স্য স সংন্যাসী।।**

প্রথম প্রকার

কাল ঃ– পূর্বে বানপ্রস্থ সংস্ারের আদিতে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহস্থ, গৃহস্থ হওয়ার পরে বনস্থ এবং বনস্থ হওয়ার পরে সন্ন্যাসী হইবে। ইহাই ক্রমসন্ন্যাস। ক্রমানুসারে আশ্রমগুলির অনুষ্ঠান করিতে করিতে বৃদ্ধাবস্থায় যে সন্ন্যাসগ্রহণ, তাহাকেই ‘ক্রমসন্ন্যাস’ বলে।

দ্বিতীয় প্রকার

য়দহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেদ্বনাদ্বা গৃহাদ্বা।।

জাবালোপনিষৎ।। ইহা ব্রাহ্মণগ্রন্থের বচন।

* যাহাদ্বারা অধর্মাচরণ সম্যকরূপে পরিত্যাগ করা হয় কিংবা যাহাদ্বারা সৎকর্মে উপবেশন করা বা স্থির হওয়া যায় তাহাই সংন্যাস। যাঁহাতে সংন্যাস আছে, তিনিই সন্ন্যাসী। –অনুবাদক

অর্থ ঃ– যেদিন দৃঢ় বৈরাগ্য লাভ হইবে সেইদিনই বানপ্রস্থের সময় পূর্ণ না হইলেও অথবা বানপ্রস্থাশ্রমের অনুষ্ঠান না করিয়াও গৃহাশ্রম হইতেই সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিবে। কেননা দৃঢ় বৈরাগ্য ও যথার্থ জ্ঞান–ইহাই সন্ন্যাসের মুখ্য কারণ।

তৃতীয় প্রকার

ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ।। জাবালোপনিষৎ।।

ইহাও ব্রাহ্মণগ্রন্থের বচন। পূর্ণ অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য, প্রকৃত বৈরাগ্য এবং পূর্ণ জ্ঞানবিজ্ঞান লাভের পরে যদি আত্মা হইতে বিষয়াসক্তির ইচ্ছা যথাবৎ তিরোহিত হয়, নিরপেক্ষভাবে সকলের উপকার করার ইচ্ছা জাগরিত হয় এবং মরণ পর্য্যন্ত যথাবৎ সন্ন্যাসাশ্রম পালন করার সামর্থ্য সম্বন্ধে দৃঢ় হয়, তবে গৃহাশ্রম বা বানপ্রস্থাশ্রম করিবে না। পরন্তু ব্রহ্মাচর্য্যাশ্রম পূর্ণ করিয়াই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবে।

অত্র বেদপ্রমাণানি

শর্য্যণাবতি সোমমিন্দ্রঃ পিবতু বৃত্রহা। বলং দধান আত্মনি করিষ্যন্ বীর্য্যং মহদিন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব।।১।।

আ পবস্ব দিশাং পত আর্জীকাৎ সোম মী ঢ্বঃ। ঋতবাকেন সত্যেন শ্রদ্ধয়া তপসা সুত ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব।।২।।

ঋ০ মং০ ৯। সূ০ ১১৩। মং০ ১, ২।।

অর্থ ঃ– আমি ঈশ্বর, সন্ন্যাসগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি তোমাকে উপদেশ দিতেছি যে, যেমন (বৃত্রহা) মেঘবিনাশক (ইন্দ্রঃ) সূর্য্য (শর্য্যণাবতি) হিংসনীয় পদার্থযুক্ত পৃথিবীতে স্থিত (সোমম্) রসকে পান করে, সেইরূপ সন্ন্যাসগ্রহণেচ্ছু পুরুষ উত্তম ফলমূলের রসকে (পিবতু) পান

করুক এবং (আত্মনি) নিজের আত্মার (মহৎ) মহৎ (বীর্য্যম্) সামর্থ্যকে (করিষ্যন্) বৃদ্ধি করিব এইরূপ ইচ্ছা করিয়া (বলং দধানঃ) দিব্য বল ধারণপূর্বক (ইন্দ্রায়) পরমৈশ্বর্য্যের জন্য, হে (ইন্দ্রো) চন্দ্রমাসদৃশ আনন্দদাতা পূর্ণ বিদ্বান্। তুমি সন্ন্যাস লইয়া সকলের উপর (পরিস্রব) সত্যোপদেশ বর্ষণ করো।।১।। হে (সোম) সৌম্যগুণসম্পন্ন। (মীঢ্বাঃ)। সকলের আত্মায় সত্যসিঞ্চনকারি। (দিশাংপতে) সত্যজ্ঞানদ্বারা সর্বদিকস্থ মনুষ্যের পালক। (ইন্দো) শমাদিগুণযুক্ত সন্ন্যাসিন্। তুমি (ঋতবাকেন) ন্যায় বচন, (সত্যেন) সত্যভাষণ, (শ্রদ্ধয়া) সত্যধারণে সত্য প্রীতি ও (তপসা) প্রাণায়ামরূপ যোগাভ্যাসদ্বারা (আর্জীকাৎসুতঃ) সরলতাসম্পন্ন হইয়া আপন শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে (আ পবস্ব) পবিত্র করো, (ইন্দ্রায়) পরমৈশ্বর্য্যবান্ পরমেশ্বরের জন্য (পরি স্রব) সর্বদিক হইতে গমন করো।।২।।

ঋতং বদন্নৃতদ্যুম্ন সত্যং বদন্ৎসত্যকর্মন্। শ্রদ্ধাং বদন্ৎসোম রাজন্ ধাত্রা সোম পরিষ্কৃত ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব।।৩।।

ঋ০মং০ ৯। সূ০ ১১৩ মং০ ৪।।

অর্থ ঃ– হে (ঋতদ্যুম্ন) সত্যধন ও সত্যকীর্ত্তিময় যতিবর! (ঋতং বদন্) নিরপেক্ষভাবে সত্য বলিয়া, হে (সত্যকর্মন্) সত্য বেদোক্ত কর্মের অনুষ্ঠাতা সন্ন্যাসিন্। (সত্যং বদন্) সত্য বলিয়া, (শ্রদ্ধাম্) সত্যধারণে প্রীতি করার (বদন্) উপদেশ দিয়া, হে (সোম) সৌম্যগুণসম্পন্ন (রাজন্) জ্যোতির্ময় আত্মবান্। হে (সোম) যোগৈশ্বর্য্যযুক্ত (ইন্দ্রো) সকলের আনন্দদাতা সন্ন্যাসিন্। তুমি (ধাত্রা) সকল বিশ্বের ধারণকর্ত্তা পরমাত্মার অবলম্বনে যোগাভ্যাস করিয়া (পরিষ্কৃতঃ) শুদ্ধ হইয়া (ইন্দ্রায়) যোগোৎপন্ন পরমৈশ্বর্য্য সিদ্ধির জন্য (পরিস্রব) যথার্থ পুরুষার্থ করো।।৩।।

যত্র ব্রহ্মা পবমান ছন্দস্যাং বাচং বদন্। গ্রাব্ণা সোমে মহীয়তে সোমেনানন্দং জনয়ন্নিন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব।।৪।।

ঋ০মং০ ৯। সূ০ ১১৩। মং০ ৬।।

অর্থ ঃ– (ছন্দস্যাম্) স্বতন্ত্র (বাচম্) বাণী (বদন্) বলিতে বলিতে (সোমেন) বিদ্যা, যোগাভ্যাস ও ঈশ্বরভক্তি দ্বারা (আনন্দম্) সকলের জন্য আনন্দ (জনয়ন্) প্রকট করিয়া, (ইন্দো) হে আনন্দদাতা (পবমান) পবিত্রাত্মা ও পাবক সন্ন্যাসিন্। (য়ত্র) যে (সোমে) পরমৈশ্বর্য্যময় পরমাত্মার (ব্রহ্মা) চতুর্বেদের জ্ঞাতা বিদ্বান্ (মহীয়তে) মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া সম্মান লাভ করেন, যেমন (গ্রাব্ণা) মেঘদ্বারা সর্ব জগতের আনন্দ হয়, তেমনই তুমি সকলেই (ইন্দ্রায়) সেই পরমৈশ্বর্য্যময় মোক্ষানন্দ দানের জন্য সর্বতোভাবে সর্বোপরি সাধন (পরি স্রব) প্রাপ্ত হও।।৪।।

য়ত্র জ্যোতিরজস্রং য়স্মিল্লোকে স্বর্হিতম্। তস্মিন্ মাং ধেহি
পবমানামৃতে লোকে অক্ষিত ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব।।৫।।

ঋ০মং০ ৯। সূ০ ১১৩। মং০৭।।

অর্থ ঃ– হে (পবমান) অবিদ্যাদি ক্লেশনাশক পবিত্রস্বরূপ পরমাত্মন্। (য়ত্র) তোমার যে স্বরূপ (অজস্রম্) নিরন্তর ব্যাপক (জ্যোতিঃ)তেজ বিদ্যমান, (য়স্মিন্) যে (লোকে) জ্ঞানদ্বারা দর্শনযোগ্য তোমাতে (স্বঃ) নিত্য সুখ (হিতম্) অবস্থিত, (তস্মিন্) সেই (অমৃতে) জন্মমৃত্যু ও (অক্ষিতে) নাশরহিত (লোকে) স্বীয় দর্শনযোগ্য স্বরূপে তুমি (মা) আমাকে (ইন্দ্রায়) পরমৈশ্বর্য্য প্রাপ্তির জন্য (ধেহি) কৃপা করিয়া ধারণা করো এবং মাতার ন্যায় দয়া করিয়া আমার উপর (পরি স্রব) আনন্দ বর্ষণ করো।।৫।।

য়ত্র রাজা বৈবস্বতো য়ত্রাবরোধনং দিবঃ।
য়ত্রামূর্য়হ্বতীরাপস্তত্র মামমৃতং কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব।।৬।।

১ঋ০০মং০ ৯। সূ০ ১১৩। মং০ ৮।।

অর্থ ঃ– হে (ইন্দো) আনন্দদাতা পরমাত্মন্। (য়ত্র) যে তোমাতে (বৈবস্বতঃ) সূর্য্যের প্রকাশ (রাজা) প্রকাশমান হইতেছে, (য়ত্র) যে

তোমাতে (দিবঃ) বিদ্যুৎ অথবা কুবাসনার (অবরোধনম্) অবরোধ আছে, (য়ত্র) যে তোমাতে (অমূঃ) সেই কারণরূপ (য়হ্বতীঃ) বৃহৎ ব্যাপক আকাশস্থ (আপঃ) প্রাণপ্রদ বায়ু বিদ্যমান, (তত্র) সেই আপন স্বরূপে (মাম্) আমাকে (অমৃতম্) মোক্ষ (কৃধি) দান করো, (ইন্দ্রায়) পরমৈশ্বর্য্যের জন্য (পরি স্রব) তুমি আমায় আর্দ্রভাবে প্রাপ্ত হও।।৬।।

য়ত্রানুকামং চরণং ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ। লোকা য়ত্র
জ্যোতিষ্মন্তস্তত্র মামমৃতং কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব।।৭।।

ঋ০মং০ ৯। সূ০ ১১৩। মং০৯।।

অর্থ ঃ– হে (ইন্দো) পরমাত্মন্! (য়ত্র) যে তোমাতে (অনুকামম্) ইচ্ছার অনুকুল স্বতন্ত্র (চরণম্) বিচরণ বিদ্যমান, (য়ত্র) (ত্রিনাকে) ত্রিবিধ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখরহিত (ত্রিদিবে) সূর্য্য, বিদ্যুৎ ও ভৌম্য অগ্নি এই তিনদ্বারা প্রকাশিত সুখস্বরূপে (দিবঃ) কামনাযোগ্য শুদ্ধকামনাযুক্ত (লোকাঃ) যথার্থ জ্ঞানযুক্ত (জ্যোতিষ্মন্তঃ) শুদ্ধ বিজ্ঞানযুক্ত মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধপুরুষ বিচরণ করেন, (তত্র) তোমার সেই স্বরূপে (মাম্) আমাকে (অমৃতম্) মোক্ষ (কৃধি) দান করো এবং (ইন্দ্রায়) সেই পরম আনন্দৈশ্বর্য্যের জন্য (পরি স্রব) কৃপা করিয়া প্রাপ্ত হয়।।৭।।

য়ত্র কামা নিকামাশ্চ য়ত্র ব্রধ্নস্য বিষ্টপম্।
স্বধা চ য়ত্র তৃপ্তিশ্চ তত্র মামমৃতং কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব।।৮।।

ঋ০মং০ ৯। সূ০ ১১৩। মং০ ১০।।

অর্থ ঃ– হে (ইন্দো) নিষ্কামানন্দদাতা সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরিমাত্মন্। (য়ত্র) যে তোমাতে (কামাঃ) সব কামনা (নিষ্কামাঃ) ও অভিলাষা দূরে যায় (চ) এবং (য়ত্র) যে তোমাতে (ব্রধ্নস্য) বৃহত্তম প্রকাশমান সূর্য্যের (বিষ্টপম্) বিশিষ্ট সুখ বিদ্যমান (চ) এবং (য়ত্র) যে

তোমাতে (স্বধা) নিজের ধারণ (চ) ও যে তোমাতে (তৃপ্তিঃ) পূর্ণ তৃপ্তি বিদ্যমান, (তত্র) সেই আপন স্বরূপে (মাম্) আমাকে (অমৃতম্) মুক্তি প্রাপ্ত (কৃধি) করাও এবং (ইন্দ্রায়) সর্ব দুঃখ বিনাশের জন্য তুমি আমার উপর (পরি স্রব) করুণা করো।।৮।।

য়ত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে। কামস্য য়ত্রাপ্তাঃ কামাস্তত্র মামমৃতং কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রস।।৯।।

ঋ০মং০ ৯। সূ০ ১১৩। মং ১১।।

অর্থ ঃ– হে (ইন্দো) সর্বানন্দময় পরমেশ্বর ! (য়ত্র) যে তোমাতে (আনন্দাঃ) সম্পূর্ণ সমৃদ্ধি (চ) এবং (মোদাঃ) সম্পূর্ণ হর্ষ (মুদঃ) সম্পূর্ণ প্রসন্নতা (চ) এবং (প্রমুদঃ) প্রকৃষ্ট প্রসন্নতা (আসতে) স্থিত রহিয়াছে, (য়ত্র) যে তোমাতে (কামস্য) কামনাযুক্ত পুরুষের (কামাঃ) সব কামনা (আপ্তাঃ) লাভ হয়, (তত্র) সেই নিজ স্বরূপে (ইন্দ্রায়) পরমৈশ্বর্য্যের জন্য (মাম্) আমাকে (অমৃতম্) জন্ম-মৃত্যুর দুঃখরহিত সেই মুক্তিদান করো। যে মুক্তিসময়ের মধ্যে সংসারে আর আসিতে হয় না, সেই মুক্তি (কৃধি) দান করো এবং এইভাবে সব জীবকে (পরি স্রব) সর্বদিক হইতে প্রাপ্ত হও।।৯।।

**য়দ্দেবা য়তয়ো য়থা ভুবনান্যপিন্বত।
অত্রা সমুদ্র আ গূঢ়হমা সূর্য্যমজভর্ত্তন।।১০।।**

ঋ০মং০ ১০। সু০ ৭২। মং০ ৭।।

অর্থ ঃ– হে (দেবাঃ) পূর্ণ বিদ্বান্ (য়তয়ঃ) সন্ন্যাসিগণ ! তোমরা (য়থা) যেরূপ (অত্র) এই (সমুদ্রে) আকাশে (গুঢ়ম্) গুপ্ত (আসূর্য্যম্) স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ সূর্য্যাদির প্রকাশক পরমাত্মা বিদ্যমান, তাঁহাকে (আ অজভর্ত্তন) চতুর্দিক হইতে স্বীয় আত্মায় ধারণ করো ও আনন্দিত হও, সেইরূপ (য়ৎ) যে (ভুবনানি) সব ভুবনস্থ গৃহস্থাদি মনুষ্য আছে,

তাহাদিগকে সর্বদা (অপিন্বত) বিদ্যা ও উপদেশ দান করিতে থাকো। ইহাই তোমাদের পরম ধর্ম।।১০।।

**ভদ্রমিচ্ছন্ত ঋষয়ঃ স্বর্বিদস্তপো দীক্ষামুপ নিষেদুরগ্রে।
ততো রাষ্ট্রং বলমোজশ্চ জাতং তদস্মৈ দেবা উপ সং নমন্ত।।১১।।**

অথর্ব০ কাং ১৯। সু০ ৪১

অর্থ ঃ— হে বিদ্বান্ পুরুষগণ ! যাহারা (ঋষয়ঃ) বেদার্থবিদ্যা প্রাপ্ত, (স্বর্বিদঃ) সুখ প্রাপ্ত ও (অগ্রে) প্রথম (তপঃ) ব্রহ্মচর্য্যরূপ আশ্রমকে সম্পূর্ণ সেবন ও যথাবিধি স্থিরতার সহিত প্রাপ্ত হইয়া (ভদ্রম্) কল্যাণ (উচ্ছন্তঃ) কামনা করিয়া (দীক্ষাম্) সন্ন্যাসের দীক্ষাকে (উপনিষেদুঃ) ব্রহ্মচর্য্যদ্বারাই প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগকে (দেবাঃ) বিদ্বানেরা (উপ সং নমন্ত) যথাবিধি সম্মান করুন। (ততঃ) তারপর (রাষ্ট্রম্) রাজ্য (বলম্) বল (চ) ও (ওজঃ) পরাক্রম (জাতম্) উৎপন্ন হউক, (তৎ) তাহাদ্বারা (অস্মৈ) এই সন্ন্যাসাশ্রম পালনের জন্য যত্ন করিতে থাকুন।।১১।।

অথ মনুস্মৃতেশ্ শ্লোকাঃ

**বনেষু তু বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।
চতুর্থমায়ুষো ভাগং ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ পরিব্রজেৎ।।১।।**

**অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্মতঃ।
ইষ্ট্বা চ শক্তিতো য়জ্ঞৈর্মনো মোক্ষে নিয়োজয়েৎ।।২।।**

**প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিং সর্ববেদসদক্ষিণাম্।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ।।৩।।**

**য়ো দত্ত্বা সর্বভূতেভ্যঃ প্রব্রজত্যভয়ং গৃহাৎ।
তস্য তেজোময়া লোকা ভবন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ।।৪।।**

আগারাদভিনিষ্ক্রান্তঃ পবিত্রোপচিতো মুনিঃ।
সমুপোঢ়েষু কামেষু নিরপেক্ষঃ পরিব্রজেৎ।।৫।।

অনগ্নিরনিকেতঃ স্যাদ্ গ্রামমন্নার্থমাশ্রয়েৎ।
উপেক্ষকোऽসঙ্কুসুকো মুনির্ভাবসমাহিতঃ।।৬।।

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দেশং ভৃতকো যথা।।৭।।

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতাং বদেদ্বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ।।৮।।

অধ্যাত্মরতিরাসীনো নিরপেক্ষো নিরামিষঃ।
আত্মনৈব সহায়েন সুখার্থী বিচরেদিহ।।৯।।

ক্লৃপ্তকেশনখশ্মশ্রুঃ পাত্রী দণ্ডী কুসুম্ভবান্।
বিচরেন্নিয়তো নিত্যং সর্ব ভূতান্যপীড়য়ন্।।১০।।

ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন রাগদ্বেষক্ষয়েণ চ।
অহিংসয়া চ ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।।১১।।

দূষিতোऽপি চরেদ্ধর্মং য়ত্র তত্রাশ্রমে রতঃ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু ন লিঙ্গং ধর্মকারণম্।।১২।।

ফলং কতকবৃক্ষস্য য়দ্যপ্যম্বুপ্রসাদকম্।
ন নামগ্রহণাদেব তস্য বারি প্রসীদতি।।১৩।।

প্রাণায়ামা ব্রাহ্মণস্য ত্রয়োऽপি বিধিবৎ কৃতাঃ।
ব্যাহৃতিপ্রণবৈর্য়ুক্তা বিজ্ঞেয়ং পরমং তপঃ।।১৪।।

দহ্যন্তে ধ্মায়মানানাং ধাতুনাং হি য়থা মলাঃ।
তথেন্দ্রিয়াণাং দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ।।১৫।।

প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষম্।
প্রত্যাহারেণ সংসর্গান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্।।১৬।।

উচ্চাবচেষু ভূতেষু দুর্জ্ঞেয়মকৃতাত্মভিঃ।
ধ্যানযোগেন সংপশ্যেদ্গতিমস্যান্তরাত্মনঃ।।১৭।।

সম্যগ্দর্শনসম্পন্নঃ কর্মভির্ন নিবধ্যতে।
দর্শনেন বিহীনস্তু সংসারং প্রতিপদ্যতে।।১৮।।

অহিংসয়েন্দ্রিয়াসঙ্গৈর্বৈদিকৈশ্চৈব কর্মভিঃ।
তপসশ্চরণৈশ্চোগ্রৈঃ সাধয়ন্তীহ তৎপদম্।।১৯।।

য়দা ভাবেন ভবতি সর্বভাবেষু নিঃস্পৃহঃ।
তদা সুখমবাপ্নোতি প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম্।।২০।।

অনেন বিধিনা সর্বাংস্ত্যক্ত্বা সঙ্গাঞ্শনৈঃ শনৈঃ।
সর্বদ্বন্দ্ববিনির্মুক্তো ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠতে।।২১।।

ইদং শরণমজ্ঞানামিদমেব বিজানতাম্।
ইদমন্বিচ্ছতাং স্বর্গ্য* মিদমানন্ত্যমিচ্ছতাম্।।২২।।

অনেন ক্রময়োগেন পরিব্রজতি য়ো দ্বিজঃ।
স বিধূয়েহ পাপ মানং পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।।২৩।।

মনু০অ০ ৬। শ্লো০৩৩, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৪৩, ৪৫, ৪৬, ৪৯, ৫২, ৬০, ৬৬, ৬৭, ৭০–৭৫, ৮০, ৮১, ৮৪, ৮৫।।

অর্থ ঃ— এইভাবে অরণ্যে আয়ুর তৃতীয় অংশ অর্থাৎ অধিকাধিক ২৫ পঁচিশ বর্ষ অথবা ন্যূনাতিন্যুন ১২ বার বর্ষ পর্য্যন্ত বিহার করিয়া আয়ুর চতুর্থ ভাগ অর্থাৎ ৭০ সত্তর বর্ষের পরে সব মোহাদি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবে।।১।। বিধিপূর্বক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম

* স্বর্গমিতি মনৌ পাঠঃ।।অ০৬।। শ্লো ৮৪।।

হইতে সমূহ বেদ অধ্যয়ন করিয়া গৃহাশ্রমী হইয়া ধর্মানুসারে পুত্রোৎপাদনপূর্বক বানপ্রস্থ সামর্থ্যনুসারে যজ্ঞ করিয়া মোক্ষে অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রমে মনোনিবেশ করিবে। ।২।। প্রজাপতি পরমাত্মার প্রাপ্তির জন্য প্রাজাপত্যেষ্টি (যাহাতে যজ্ঞোপবীত ও শিখা ত্যাগ করা হয়) করিয়া আহ্বনীয়, গার্হপত্য ও দাক্ষিণাত্য নামক অগ্নিকে আত্মার সম্যক্‌রূপে আরোপিত করিয়া ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ গৃহাশ্রম হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। ।৩।। যে পুরুষ সব প্রাণীকে অভয়দান ও সত্যোপদেশ দান করিয়া গৃহাশ্রম হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করে, সেই ব্রহ্মবাদী ও বেদোক্ত সত্যের উপদেশক সন্ন্যাসীর তেজোময় জ্ঞানে মোক্ষলোক ও সব লোকলোকান্তর প্রকাশিত হইয়া থাকে। ।৪।। যখন সব কামনাকে জয় করিয়া লইবে এবং তাহাদের জন্য কোন অপেক্ষা থাকিবে না, পবিত্রাত্মা, পবিত্রান্তঃকরণ ও মননশীল হইবে, তখনই গৃহাশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিবে অথবা ব্রহ্মচর্য্য হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। ।৫।। সেই সন্ন্যাসী (অনগ্নিঃ*) আহ্বনীয়াদি অগ্নিকে পরিত্যাগ করিবে এবং কোথায়ও নিজের রুচি অনুসারে গৃহ নির্মাণ করিবে না, অন্ন বস্□াদির জন্য গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, দুষ্ট মনুষ্যকে উপেক্ষা করিবে, স্থির বুদ্ধি ও মননশীল হইয়া পরমেশ্বরে নিজের ভাবনার সমাধান করিয়া বিচরণ করিবে। ।৬।। আপন জীবনে আনন্দ বা আপন মৃত্যুতে দুঃখ মনে করিবে না। যেরূপ ক্ষুদ্র ভৃত্য প্রভুর আজ্ঞার প্রতীক্ষায় থাকে, সেইরূপ কাল ও মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে। ।৭।। চলিবার সময় সম্মুখে দৃষ্টি রাখিয়া পা বাড়াইবে, জল সর্বদা বস্□দ্বারা ছাঁকিয়া পান করিবে, সকলের সহিত সত্য কথা বলিবে অর্থাৎ

*এই পদ হইতে ভ্রান্তিতে পড়িয়া অনেকে সন্ন্যাসীর মৃতদেহ দাহ করে না এবং সন্ন্যাসীরা অগ্নিকে স্পর্শ করে না। সন্ন্যাসীদের মধ্যে এই পাপ প্রবেশ করিয়াছে। এখানে আহ্বনীয়াদিসংজ্ঞক অগ্নিকে ত্যাগ করিবে, স্পর্শ বা দাহকর্ম ত্যাগ করিবে না।

সত্যোপদেশ করিতে থাকিবে, যে কার্য্যই করিবে মনের পবিত্রতার সহিত আচরণ করিবে। ।৮।। এই সংসারে আত্মনিষ্ঠায় স্থিত, সর্বথা অনপেক্ষ, মদ্যমাংসত্যাগী এবং আত্মার সহায়তায় সুখার্থী হইয়া বিচরণ করিবে ও সকলকে সত্যোপদেশ দিতে থাকিবে। ।৯।। মাথার সর্ব চুল, গোঁফ, দাড়ি ও নখ মধ্যে মধ্যে কাটিবে, পাত্র, দণ্ড ও কুসুম্ভরঙের* বস্□ ধারণ করিবে এবং কোন প্রাণীকে পীড়া না দিয়া দৃঢ়াত্মা হইয়া নিত্য বিচরণ করিবে। ।১০।। যে সন্ন্যাসী অসৎ কর্ম হইতে ইন্দ্রিয়কে নিরোধ, রাগদ্বেষাদি দোষের ক্ষয় ও নির্বৈরতাদ্বারা সব প্রাণীর কল্যাণ করে, সে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ।১১।। মূর্খ সংসারী লোকেরা যদি সন্ন্যাসীকে নিন্দাদিদ্বারা দূষিত এবং অপমানিতও করে, তথাপি সে ধর্মাচরণই করিবে। ব্রহ্মচর্য্যাদি অন্যান্য আশ্রমের ব্যক্তিদের পক্ষেও এইরূপ করা উচিত। পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া সব প্রাণীর প্রতি সম্বুদ্ধি রাখিবে। এইসব উত্তম কার্য্য করাই সন্ন্যাসাশ্রমের বিধি। কেবল দণ্ডাদি চিহ্ন ধারণ করাই ধর্মের কারণ নহে। ।১২।। নির্মলী বৃক্ষের ফল যদিও জলকে শুদ্ধ করে, তথাপি তাহার কেবল নাম গ্রহণ করিলেই জল শুদ্ধ হয় না, তাহা লইয়া পিসিয়া জলে দিলেই সেই জল শুদ্ধ হয়। সেইরূপ নামমাত্র আশ্রমধারণে কিছুই ফল হয় না, পরন্তু স্ব স্ব আশ্রমের ধর্মযুক্ত কার্য্য করিলেই আশ্রমধারণ সফল হয়, অন্যথায় নহে। ।১৩।। এই পবিত্র আশ্রমকে সফল করার জন্য সন্ন্যাসী ব্যক্তি বিধিবৎ যোগ শাস্□র রীতিতে সাত বাহৃতিতে পূর্বে সাত প্রণব যোগ করিয়া, যেরূপ ২২৯ পৃষ্ঠায় প্রাণায়ামমন্□ লিখিত আছে, তাহা মনে মনে জপ করিয়া যদি তিনটিও প্রাণায়াম করে, তবে ইহাকেই তাহার অত্যুৎকৃষ্ট তপ বলিয়া জানিবে। ।১৪।। যেরূপ অগ্নির তাপে ধাতুর মল নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ প্রাণের নিগ্রহে ইন্দ্রিয়ের দোষ নষ্ট হইয়া যায়। ।১৫।। এইজন্য সন্ন্যাসীরা প্রাণায়ামদ্বারা ইন্দ্রিয়ের দোষ, ধারণা দ্বারা অন্তঃকরণের মল, প্রত্যাহার দ্বারা

* অথবা গৈরিক বর্ণে রঞ্জিত বস্□ পরিধান করিবে।

বিষয়ানুরাগজাত দোষ এবং ধ্যানদ্বারা অবিদ্যা, পক্ষপাতাদি অনীশ্বরতা দোষ ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের পক্ষপাতহীনতাদি গুণ ধারণ পূর্বক সব দোষকে ভস্ম করিয়া দিবে। ।১৬। । ক্ষুদ্র–বৃহৎ প্রাণী ও অপ্রাণীদের মধ্যে যিনি অশুদ্ধাত্মাদের দর্শনযোগ্য নহেন, সেই অন্তর্যামী পরমাত্মার গতি অর্থাৎ প্রাপ্তি সন্ন্যাসীরা ধ্যানযোগেই দর্শন করিবে। ।১৭। । যে সন্ন্যাসী যথার্থ জ্ঞান বা ষড়দর্শনযুক্ত, সে দুষ্ট কর্মে বদ্ধ হয় না। যে জ্ঞান, বিদ্যা, যোগাভ্যাস, সৎসঙ্গ, ধর্মানুষ্ঠান বা ষড়দর্শন হইতে রহিত ও বিজ্ঞানহীন হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে, সে সন্ন্যাসের মর্যাদা ও মোক্ষ প্রাপ্ত না হইয়া জন্মমরণরূপ সংসার প্রাপ্ত হয়। এইরূপ মূর্খ ও অধর্মীর সন্ন্যাস গ্রহণ নিরর্থক, সে ধিক্□ারের যোগ্য। ।১৮। । যেসব সন্ন্যাসী নির্বের, ইন্দ্রিয়ের বিষয়বন্ধন হইতে মুক্ত, বৈদিক কর্মাচরণ, প্রাণায়াম ও সত্যভাষণাদি অত্যুত্তম কর্মপরায়ণ, তাহারা এই জন্মে এই সময়ের পরমেশ্বরপ্রাপ্তি রূপ পদ প্রাপ্ত হয়। তাহাদের সন্ন্যাসগ্রহণ সফল হয় এবং তাহারা ধন্যবাদের পাত্র। ।১৯। । যখন সন্ন্যাসী সব পদার্থে নিজের ভাবে নিস্পৃহ হয়, তখনই সে এই লোকে জন্ম ও মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া পরলোকে ও মুক্তিতে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া নিরন্তর(১) সুখলাভ করে। ।২০। । এইভাবে ধীরে ধীরে যাবতীয় বিষয়াশক্তিজাত দোষ ত্যাগ করিয়া ও হর্ষশোকাদি-দ্বন্দ্বসমূহ হইতে বিশেষভাবে মুক্ত হইয়া বিদ্বান্ সন্ন্যাসী ব্রহ্মেই স্থিরতা লাভ করে। ।২১। । যে বিবিদিষা অর্থাৎ জানিবার ইচ্ছা করিয়া গৌণ সন্ন্যাস গ্রহণ করে, সেও বিদ্যাভ্যাস, সৎ পুরুষের সঙ্গ, যোগাভ্যাস, ওঙ্কার জপ (অর্থবিচার) করিবে অর্থাৎ পরমেশ্বরের চিন্তন করিবে। তিনিই অজ্ঞানী বা গৌণ সন্ন্যাসীদের আশ্রয়, তিনিই বিদ্বান্ সন্ন্যাসীদের আশ্রয়, তিনিই সুখান্বেষী ও অনন্ত(২) সুখাভিলাষী মনুষ্যদের ও আশ্রয়। ।২২। । এই ক্রমানুসারে সন্ন্যাসযোগদ্বারা যে দ্বিজ

(১) ''নিরন্তর'' শব্দের অর্থ এই যে, মুক্তির নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দুঃখ আসিয়া বিঘ্ন সৃষ্টি করে না।
(২) মুক্তিসুখের সময়ে যাহার অন্ত অর্থ নাশ হয় না, তাহাই অনন্ত।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সন্ন্যাস গ্রহণ করে, সে এই সংসার ও শরীর হইতে মুক্ত হইয়া পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। ।২৩। ।

বিধি ঃ– যে ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিবে, সে যেদিন সর্বথা প্রসন্ন থাকিবে সেইদিন নিয়ম ও ব্রত ধারণ করিবে অর্থাৎ তিনদিন পর্য্যন্ত দুগ্ধপান করিয়া উপবাস করিবে, ভূমিতে শয়ন করিবে এবং প্রাণায়াম, ধ্যান ও একান্ত স্থানে ওঙ্কার জপ করিতে থাকিবে।

১৫ পৃষ্ঠা হইতে ১৭ হইতে ১৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধিতে সভামণ্ডপ, বেদী, সমিধা, ঘৃত ও শাকল্যাদি সামগ্রী একদিন পূর্বে ঠিক করিয়া রাখিবে। ব্রতের পর যে চতুর্থদিনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে, সেইদিন এক প্রহর রাত্রি থাকিতে উঠিয়া শৌচস্নানাদি আবশ্যক কর্ম করিয়া প্রাণায়াম, ধ্যান ও প্রণব জপ করিতে থাকিবে। সূর্য্যোদয় হইলে উত্তম গৃহস্থ ধার্মিক বিদ্বান্‌গণকে ১৯ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে বরণ করিয়া ২২ পৃষ্ঠা হইতে ২৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধিতে **অগ্ন্যাধান, সমিদাধান, ঘৃত প্রতাপন ও স্থালীপাক** ৮ পৃষ্ঠা হইতে ১৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত **স্বস্তিবাচন** ও **শান্তিপাঠ** করিবে ও ২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে বেদীর চারিদিকে **জলপ্রোক্ষণ** করিবে। তারপর ৪ (চারি) **আঘারাবাজ্য-ভাগাহুতি,** ৪ (চারি) ব্যাহৃতি ও নিম্নোক্ত ৩ মন্□ের এক একটি মোট এগার আজ্যাহুতি দিবে –

ওঁম্। ভুবনপতয়ে স্বাহা। ।১। । ওঁম্। ভূতানাং পতয়ে স্বাহা। ।২। । ওঁম্ প্রজাপতয়ে স্বাহা। ।৩। ।

তাপর বিধিপূর্বক যে ভাত রন্ধিত হইয়াছে, তাহাতে ঘৃত সিঞ্চন করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণেচ্ছু যজমান ও দুইজন ঋত্বিক নিম্নলিখিত স্বাহান্ত মন্□ে ভাতের হোম করিবে। অবশিষ্ট দুইজন ঋত্বিক্‌ও সঙ্গে সঙ্গে ঘৃতাহুতি দিতে থাকিবে—

ওঁম্। ব্রহ্ম হোতা ব্রহ্ম য়জ্ঞো ব্রহ্মণা স্বরবো মিতাঃ। অ□বর্যুব্রহ্মণো জাতো ব্রহ্মণোऽন্তর্হিতং হবিঃ স্বাহা। ।১। । ব্রহ্ম

স্রুচো ঘৃতবতীর্ব্রহ্মণা বেদিরুদ্ধিতা। ব্রহ্ম যজ্ঞশ্চ সত্রং চ ঋত্বিজো যে হবিষ্□ৃতঃ। শমিতায় স্বাহা।।২।। অংহোমুচে প্রভরে মনীষামা সুত্রাম্ণে সুমতিমাবৃণানঃ। ইদমিন্দ্র প্রতি হব্যং গৃভায় সত্যাস্সন্তু যজমানস্য কামাঃ স্বাহা।।৩।। অংহোমুচে বৃষভং যজ্ঞিয়ানাং বিরাজন্তং প্রথম□বরাণাম্। অপাং নপাতমশ্বিনা হুবে ধিয়েন্দ্রেণ ম ইন্দ্রিয়ং দত্তমোজঃ স্বাহা।।৪।। যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ। অগ্নির্মা তত্র নয়ত্বগ্নির্মেধাং দধাতু মে। অগ্নয়ে স্বাহা।। ইদমগ্নয়ে–ইদন্ন মম।।৫।। যত্র০। বায়ুর্মা তত্র নয়তু বায়ুঃ প্রাণান্ দধাতু মে। বায়বে স্বাহা।। ইদং বায়বে–ইদন্ন মম।।৬।। যত্র০ সূর্য্যো মা তত্র নয়তু চক্ষুঃ সূর্য্যো দধাতু মে। সূর্য্যায় স্বাহা।। ইদং সূর্য্যায়–ইদন্ন মম।।৭।। যত্র০। চন্দ্রো মা তত্র নয়তু মনশ্চন্দ্রো দধাতু মে। চন্দ্রায় স্বাহা।। ইদং চন্দ্রায়—ইদন্ন মম।।৮।। যত্র০। সোমো মা তত্র নয়তু পয়ঃ সোমো দধাতু মে। সোমায় স্বাহা।। ইদং সোমায় ইদন্ন মম।।৯।। যত্র০। ইন্দ্রো মা তত্র নয়তু বলমিন্দ্রো দধাতু মে। ইন্দ্রায় স্বাহা।। ইদমিন্দ্রায়–ইদন্ন মম।।১০।। যত্র০। আপো মা তত্র নয়ন্ত্বমৃতং মোপতিষ্ঠতু। অদ্ভ্যঃ স্বাহা।। ইদমদ্ভ্যঃ–ইদন্ন মম।।১১।। যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ। ব্রহ্মা মা তত্র নয়তু ব্রহ্মা ব্রহ্ম দধাতু মে। ব্রহ্মণে স্বাহা।। ইদং ব্রহ্মণে–ইদন্ন মম।।১২।।

অথর্ব০কাং০ ১৯। সূ০ ৪২। মং০ ১–৪ ও সূ০ ৪৩।।

*ওওম্। প্রাণাপানব্যানোদানসমানা মে শুধ্যন্তাম্। জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসꣳ স্বাহা।।১।।

---

* ''প্রাণাপান'' ইত্যাদি হইতে ''পরমাত্মা মে শুধ্যতাম্'' পর্য্যন্ত মন্□ সন্ন্যাসীকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ যে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবে, সে ধর্মাচরণ,

বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রজিহ্বা-ঘ্রাণরেতোবুদ্ধ্যাকূতিসংকল্পা মে শুধ্যন্তাম্। জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসꣳ স্বাহা।।২।। শিরঃপাণিপাদপার্শ্ব পৃষ্ঠোরূদরজঙ্ঘাশিশ্নোপস্থপায়বো মে শুধ্যন্তাম্। জ্যোতি০।।৩।। ত্বক্চর্মমাꣳস রুধিরমেদোমজ্জাস্নায়বোঽস্থীনি মে শুধ্যন্তাম্। জ্যোতি০।।৪।। শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধা মে শুধ্যন্তাম্। জ্যোতি০।।৫।। পৃথিব্যপ্ তেজোবায়্বাকাশা মে শুধ্যন্তাম্। জ্যোতি০।।৬।। অন্নময়প্রাণময়মনোময়বিজ্ঞানময়ানন্দময়া মে শুধ্যন্তাম্। জ্যোতি০।।৭।। বিবিষ্ট্যৈ স্বাহা।।৮।। কষোৎকায় স্বাহা।।৯।। উত্তিষ্ঠ পুরুষ হরিত লোহিত পিঙ্গলাক্ষি। দেহি দেহি দদাপয়িতা মে শুধ্যতাম্। জ্যোতি০।।১০।।

তৈ০ আ০ প্র০ ১০। অ০ ৫১–৬১।।

ওওম্ স্বাহা। মনোবাক্কায়কর্মাণি মে শুধ্যন্তাম্। জ্যোতি০।।১১।। অব্যক্তভাবৈরহঙ্কারৈর্জ্যোতি০।।১২।। আত্মা মে শুধ্যতাম্। জ্যোতি০।।১৩।। অন্তরাত্মা মে শুধ্যতাম্। জ্যোতি০।।১৪।। পরমাত্মা মে শুধ্যতাম্। জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসꣳ স্বাহা*।।১৫।।

তারপর নিম্নলিখিত মন্□ ৩৫টি ঘৃতাহুতি দিবে–

সত্যোপদেশ, যোগাভ্যাস, শম-দম-শান্তি, সুশীলতা ও বিদ্যাবিজ্ঞানাদি শুভগুণকর্ম্মস্বভাবযুক্ত হইয়া পরমাত্মাকে নিজের সহায়ক মনে করিবে এবং অত্যন্ত পুরুষার্থ বলে শরীর, প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়াদিকে অশুদ্ধ ব্যবহার হইতে নিবৃত্ত করিয়া শুদ্ধ ব্যবহারে চালনা করিবে। পক্ষপাত ও কপটাদি অধর্ম ব্যবহার ত্যাগ করিয়া অধ্যাপনা ও উপদেশদ্বারা অন্যের দোষ ক্ষালন করিয়া স্বয়ং আনন্দিত থাকিবে এবং অন্যকে আনন্দদান করিবে।

* তৈত্তিরীয়ার০ প্র০ ১০। অনু০ ৬৬। এশিয়াটিক্ সোসাইটি বেঙ্গল সংস্□রণে মুদ্রিত।

ওতমগ্নয়ে স্বাহা।।১৬।। ওতম্। বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা।।১৭।। ওতম্ ধ্রুবায় ভূমায় স্বাহা।।১৮।। ওতম্। ধ্রুবক্ষিতয়ে স্বাহা।।১৯।। ওতমচ্যুতক্ষিতয়ে স্বাহা।।২০।। ওতমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা।।২১।। ওতম্। ধর্মায় স্বাহা।।২২।। ওতমধর্মায় স্বাহা।।২৩।। ওতমদ্ভ্যঃ স্বাহা।।২৪।। ওতমোষধিবনস্পতিভ্যঃ স্বাহা।।২৫।। ওতম্। রক্ষোদেবজনেভ্যঃ স্বাহা।।২৬।। ওতম্। গৃহ্যাভ্যঃ স্বাহা।।২৭।। ওতমবসানেভ্যঃ স্বাহা।।২৮।। ওতমবসানপতিভ্যঃ স্বাহা।।২৯।। ওতম্। সর্বভূতেভ্যঃ স্বাহা।।৩০।। ওতম্। কামায় স্বাহা।।৩১।। ওতমন্তরিক্ষায় স্বাহা।।৩২।। ওতম্। পৃথিব্যৈ স্বাহা।।৩৩।। ওতম্। দিবে স্বাহা।।৩৪।। ওতম্। সূর্য্যায় স্বাহা।।৩৫।। ওতম্। চন্দ্রমসে স্বাহা।।৩৬।। ওতম্। নক্ষত্রেভ্যঃ স্বাহা।।৩৭।। ওতমিন্দ্রায় স্বাহা।।৩৮।। ওতম্। বৃহস্পতয়ে স্বাহা।।৩৯।। ওতম্। প্রজাপতয়ে স্বাহা।।৪০।। ওতম্ ব্রহ্মণে স্বাহা।।৪১।। ওতম্। দেবেভ্যঃ স্বাহা।।৪২।। ওতম্। পরমেষ্ঠিনে স্বাহা[১]।।৪৩।। ওতম্। তদ্ব্রহ্ম।।৪৪।। ওতম্। তদ্বায়ুঃ।।৪৫।। ওতম্। তদাত্মা।।৪৬।। ওতম্। তৎ সত্যম্।।৪৭।। ওতম্। তৎ সর্বম্।।৪৮।। ওতম্। তৎ পুরোর্নমঃ।।৪৯।। অন্তশ্চরতি ভূতেষু গুহায়াং বিশ্বমূর্ত্তিষু। ত্বং য়জ্ঞস্ত্বꣳ বষট্কারস্ত্বমিন্দ্রস্ত্বꣳ রুদ্রস্ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং ব্রহ্ম ত্বং প্রজাপতিঃ। ত্বং তদাপ আপো জ্যোতিরসোऽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ

(১) তৈত্তিরীয়ারণ্যক প্র০ ১০। অনু০ ৬৭।।

(২) এইসব প্রাণাপানব্যা০ আদি মন্□ তৈত্তিরীয় আরণ্যক দশম প্রপাঠক

স্বরোং স্বাহা[২]।।৫০।।

তারপর সন্ন্যাসগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি পাঁচ ছয়টি কেশ ব্যাতিরেকে ৮১ পৃষ্ঠা হইতে ৮২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধিতে দাড়ী, গোফ, কেশ ও লোমসমূহ ছেদন অর্থাৎ ক্ষৌর করাইয়া যথাবৎ স্নান করিবে। তারপর সন্ন্যাসগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি আপন মস্তকে পুরুষসূক্তের মন্□ ১০৮ (একশত আট) বার **অভিষেক** করিবে। তার পর ২০ পৃষ্ঠায় লিখিত বিধিতে **আচমন** ও **প্রাণায়াম** করিয়া করজোড়ে বেদীর সম্মুখে নেত্রোন্মীলন করিয়া ছয়টি মন্□ মনে মনে জপ করিবে —

ওতম্। ব্রহ্মণে নমঃ।।১।। ওতমিন্দ্রায় নমঃ।।২।। ওতম্। সূর্য্যায় নমঃ।।৩।। ওতম্। সোমায় নমঃ।।৪।। ওতমাত্মনে নমঃ।।৫।। ওতমন্তরাত্মনে নমঃ।।৬।।

তারপর নিম্নোক্ত (চারি) মন্□ ৪ চারি আজ্যাহুতি দিবে –

ওতমাত্মনে স্বাহা।।১।। ওতমন্তরাত্মনে স্বাহা।।২।। ওতম্। পরমাত্মনে স্বাহা।।৩।। ওতম্। প্রজাপতয়ে স্বাহা।।৪।।

তারপর সন্ন্যাসগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি ১৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিত **মধুপর্ক** করিবে এবং প্রাণায়াম করিয়া নিম্নোক্ত মন্□ মনে মনে জপ করিবে–

ওতম্। ভূঃ সাবিত্রীং প্রবিশামি তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্।। ওতম্। ভুবঃ সাবিত্রীং প্রবিশামি ভর্গো দেবস্য ধীমহি।। ওতম্। স্বঃ সাবিত্রীং প্রবিশামি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।।ওতম্। ভুর্ভুবঃ স্বঃ সাবিত্রীং প্রবিশামি তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।।

অনুবাক্ ৫১।৫৩।৫৪।৫৫।৫৬।৫৭।৫৮।৫৯।৬০।৬৬।৬৭।৬৮।।

নিম্নোক্ত ১১ মন্ে বেদীতে আজ্যাহুতি দিবে –

ওওমগ্নয়ে স্বাহা । ।১ । । ওওম্ । ভূঃ প্রজাপতয়ে স্বাহা । ।২ । । ওওমিন্দ্রায় স্বাহা । ।৩ । । ওওম্ । । প্রজাপতয়ে স্বাহা । ।৪ । । ওওম্ । বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা । ।৫ । । ওওম্ । ব্রহ্মণে স্বাহা । ।৬ । । ওওম্ । প্রাণায় স্বাহা । ।৭ । । ওওমপানায় স্বাহা । ।৮ । । ওওম্ । ব্যানায় স্বাহা । ।৯ । । ওওম্ । উদানায় স্বাহা । ।১০ । । ওওম্ । সমানায় স্বাহা । ।১১ । । এবং নিম্নোক্ত মন্ে **পূর্ণাহুতি** দিবে —

ওওম্ । ভূঃ স্বাহা । ।

তারপর নিম্নোক্ত বাক্য বলিয়া সকলের সম্মুখে জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে –

***পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চোত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি । ।** শ০ কাং০ ১৪ । । **পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা লোকৈষণা ময়া পরিত্যক্তা মত্তঃ সর্বভূতেভ্যোঽভয়মস্তু স্বাহা । ।**

তারপর পূর্বাভিমুখে নাভি পর্য্যন্ত জলে দাঁড়াইয়া নিম্নোক্ত মন্ মনে মনে জপ করিবে –

ওওম্ । ভূঃ সাবিত্রীং প্রবিশামি তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্ । ।

ওওম্ । ভূবঃ সাবিত্রীং প্রবিশামি ভর্গো দেবস্য ধীমহি । ।

* পুত্রাদির মোহ, বিত্তাদি পদার্থের মোহ এবং লোকস্থ প্রতিষ্ঠার মোহ হইতে মনকে অপসৃত করিয়া পরমাত্মায় আত্মাকে দৃঢ় রাখিয়া যাহারা ভিক্ষাচর্য্য করে, তাহারাই সকলকে সত্যোপদেশ দ্বারা অভয় দান করে অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তে জল লইয়া বলিবে—আজ হইতে আমি পুত্রাদির ও বিত্তাদির মোহ এবং লোকে প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলাম। আজ হইতে প্রাণীমাত্রই আমা হইতে অভয় প্রাপ্ত হউক। আমার এই বাণী সত্য।

ওওম্ । স্বঃ সাবিত্রীং প্রবিশামি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ । ।

ওওম্ । ভুর্ভুবঃ স্বঃ সাবিত্রীং প্রবিশামি পরো রজসে ঽসাবদোম্ । । তারপর **প্রণবার্থসহ** পরমাত্মার ধ্যান করিয়া পূর্বোক্ত **পুত্রৈষনায়শ্চ০** এই সমগ্র কণ্ডিকা বলিয়া প্রেষ্য মন্োচ্চারণ করিবে এবং নিম্নোক্ত মন্ মনে মনে উচ্চারণ করিবে –

ওওম্ । ভূঃ সংন্যস্তং ময়া । । ওওম্ । ভুবঃ সংন্যস্তং ময়া । ।

ওওম্ । স্বঃ সংন্যস্তং ময়া । ।

তারপর সন্ন্যাসগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি জলে অঞ্জলিদ্বয় পূর্ণ করিয়া পূর্বাভিমুখ হইয়া–

ওওম্ । অভয়ং সর্বভূতেভ্যো মত্তঃ স্বাহা । ।

এই মন্ে উভয় হস্তের অঞ্জলি পূর্বদিকে নিক্ষেপ করিবে।

***য়েনা সহস্রং বহসি য়েনাগ্নে সর্ববেদসম্ ।**
তেনেমং য়জ্ঞং নো বহ স্বর্দেবেষু গন্তবে । ।

অথর্ব০ কা০৯ । সূ০ ৫ । মং০ ১৭ । ।

এই বিষয়ে স্মৃতিবাক্য আছে–

প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিং সর্ববেদসদক্ষিণাম্ ।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ । ।১ । ।

মনু০ ৬ । ৩৮ । ।

*হে (অগ্নে) বিদ্বন্। (য়েন) যাহা দ্বারা (সহস্রম্) অগ্নি সব সংসারকে ধারণ করে ও (য়েন) যাহা দ্বারা তুমি (সর্ববেদসম্) গৃহাশ্রমের যাবতীয় পদার্থের মোহ, যজ্ঞোপবীত ও শিখাদিকে (বহসি) ধারণ করিয়া থাক তৎসমুদয় ত্যাগ করো। (তেন) সেই ত্যাগ দ্বারা (নঃ) আমাদের (ইমম্) এই সন্ন্যাসরূপ (স্বাহা) সুখদায়ী (য়জ্ঞম্) যজ্ঞকে (দেবেষু) বিদ্বান্দের মধ্যে (গন্তবে) যাওয়ার জন্য (বহ) প্রাপ্ত হও।

এই শ্লোকের অর্থ লিখিত হইয়াছে।

ইহার পর শিখার জন্য যে পাঁচ সাতটি কেশ রাখা হইয়াছিল, তাহা মৌনাবলম্বনপূর্বক একে উৎপাটন করিয়া ও যজ্ঞোপবীত নামাইয়া হাতে লইবে এবং জলে অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ে□ শিখার কেশ ও যজ্ঞোপবীতসহ জলাঞ্জলিকে জলের মধ্যে আহুতি দিবে —

ও৩মাপো বৈ সর্বা দেবতাঃ স্বাহা।। ও৩ম্। ভূঃ স্বাহা।।

তারপর আচার্য্য শিষ্যকে জল হইতে উঠাইয়া তাহাকে প্রীতিপূর্বক কাষায় বস্ে□র কৌপীন, কটিবস্□, উপবস্□ ও গামোছা দিবে। তারপর সন্ন্যাসগ্রহণেচ্ছু ১০৪ পৃষ্ঠায় লিখিত **য়ো মে দণ্ডঃ** মন্ে□দণ্ড ধারণ করিয়া আহবনীয়াদি অগ্নিকে আত্মাতে আরোপন করিবে।

*** য়ো বিদ্যাদ্ ব্রহ্ম প্রত্যক্ষং পরূংষি য়স্য সংভারা ঋচো য়স্যানূক্যম্ ।।১।। সামানি য়স্য লোমানি য়জুর্হৃদয়মুচ্যতে পরিস্তরণমিদ্ধবিঃ ।।২।। য়দ্বা অতিথিপতিরতিথীন্ প্রতিপশ্যতি দেবয়জনং প্রেক্ষতে**

---

* (য়ঃ) যে পুরুষ (প্রত্যক্ষম্) প্রত্যক্ষভাবে (ব্রহ্ম) পরমাত্মাকে (বিদ্যাৎ) জানে, (য়স্য) যাহার (পরূংষি) কঠোর স্বভাবাদি (সংভারা) হোমকরার শাকল্য ও (য়স্য) যাহার (ঋচঃ) সত্যভাষণ, সত্যোপদেশ ও ঋগ্বেদই (অনুক্যম্) আনুকূল্যের সহিত কথনযোগ্য বাণী, সেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে।।১।। (সামানি) সামবেদ (য়স্য) যাহার (লোমানি) লোমসদৃশ (য়জুঃ) যজুর্বেদ যাহার (হৃদয়ম্) হৃদয়সদৃশ (উচ্যতে) বলিয়া কথিত হয়, (পরিস্তরণম্) সর্বদিকে যাহার শাস্□ আসনাদি সামগ্রী (হবিরিৎ) হব্য বস্তুর সমান, সেই ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণের যোগ্য।।২।।(বা) অথবা (য়ৎ) যে (অতিথিপতিঃ) অতিথিদের পালক, (অতিথীন্) অতিথিদের প্রতি (প্রতিপশ্যতি) দৃষ্টি রাখে, সেই ব্যক্তিই বিদ্বান্ সন্ন্যাসীদিগকে (দেবয়জনম্) বিদ্বানদের যজন করার সমান (প্রেক্ষতে) [(১) ও (২) মন্ে□র হিন্দী অর্থ সংবৎ ১৯৪১ এর মুদ্রিত সংস্□ারবিধিতে নাই।]

।।৩।। য়দভিবদতি দীক্ষামুপৈতি য়দুদকং য়াচন্যপঃ প্রণয়তি।।৪।। য়া এব য়জ্ঞ আপঃ প্রণীয়ন্তে তা এব তাঃ।।৫।। য়দাবসথান্ কল্পয়ন্তি সদোহবির্ধানান্যেব তৎ কল্পয়ন্তি।।৬।। য়দুপস্তৃণন্তি বর্হিরেব তৎ।।৭।।

অথর্ব০ কাং৯। সূ০ ৬(১)। মং০ ১-৫, ৭-৮।।

***তেষামাসন্নানামতিথিরাত্মন্ জুহোতি।।৮।।**

স্রুচা হস্তেন প্রাণে য়ূপে স্রুক্ কারেণ বষট্কারেণ।।৯।।

এতে বৈ প্রিয়াশ্চাপ্রিয়াশ্চর্ত্বিজঃ স্বর্গং লোকং গময়ন্তি

জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা দেখিয়া থাকে ও সেই ব্যক্তিই সন্ন্যাস অধিকারী।।৩।। (য়ৎ) যে সন্ন্যাসী (অভিবদতি) অন্যের সহিত কথোপকথন করে বা অন্যকে অভিনন্দন করে, সেই ব্যক্তি (দীক্ষাম্) দীক্ষা (উপৈতি) প্রাপ্ত হয় জানিবে। (য়ৎ) যে (উদকম্) জল (য়াচতি) যাচ্ঞা করে, সেই (অপঃ) প্রণীতাদিতে জল (প্রণয়তি) ঢালিয়া দেয় জানিবে।।৪।। (য়জ্ঞে) যজ্ঞে (য়াঃ এব) যে (আপঃ) জলের (প্রণীয়ন্তে) প্রয়োগ করা হয়, (তাঃ এব) সেই (তাঃ) পাত্রে রক্ষিত জল সন্ন্যাসীর যজ্ঞের জলক্রিয়া।।৫।। সন্ন্যাসীরা (য়ৎ) যে (আবসথান্) বাসস্থান (কল্পয়ন্তি) কল্পনা করে তাহা (সদঃ) যজ্ঞশালা, (তৎ) তাহাকে (হবির্ধানান্যেব) হবিস্থাপনেরই পাত্র বলিয়া (কল্পয়ন্তি) সমর্থিত করে।।৬।। সন্ন্যাসীরা (য়ৎ) যে (উপস্তৃণন্তি) শয্যা রচনা করে (বর্হিরেব তৎ) তাহা কুশপিঞ্জুলীর সমান।।৭।।* (তেষাম্) সেই (আসন্নানাম্) সমীপোপবিষ্ট ব্যক্তিদের নিকটে উপবিষ্ট যে (অতিথিঃ) অতিথি যাহার কোন নির্দিষ্ট তিথি নাই, সে যখন ভোজন করে তখন সে (আত্মন্) বেদীস্থ অগ্নিতে হোম করার ন্যায় আত্মাতে (জুহোতি) আহুতি দিতেছে জানিবে।।৮।। সন্ন্যাসী যে (হস্তেন) হস্ত দ্বারা ভোজন করে, তাহা (স্রুচা) চমসাদি দ্বারা বেদীতে আহুতি দিতেছে জানিবে। যেরূপ (য়ূপে)

য়দতিথয়ঃ।।১০।। প্রাজাপত্যো বা এতস্য য়জ্ঞো বিততো য় উপহরতি।।১১।। প্রজাপতের্বা এষ বিক্রমাননুবিক্রমতে য় উপহরতি।।১২।। য়োऽতিথীনাং স আহবনীয়ো য়ো বেশ্মনি স গার্হপত্যো য়স্মিন্ পচন্তি স দক্ষিণাগ্নিঃ।।১৩।।

অথর্ব০ কাং০ ৯। সূ০ ৬ (২)। মং০ ৪–৬, ১১–১৩।।

ইষ্টং চ বা এষ পূর্ত্তং চ গৃহাণামশ্নাতি য়ঃ

খুঁটিতে বহুবিধ পশুকে বাঁধা হয়, সেইরূপ সেই সন্ন্যাসী (স্রুক্ক□ারেণ) স্রুবাসদৃশ (বষট্কারেণ) হোমক্রিয়ার ন্যায় (প্রাণে) প্রাণের সহিত মন ও ইন্দ্রিয়কে বাঁধে।।৯।। (এতে বৈ) ইহারাই (ঋত্বিজঃ) সময় সময় প্রাপ্তিযোগ্য (প্রিয়াঃ চ অপ্রিয়াঃ চ) প্রিয় ও অপ্রিয় হয়। সন্ন্যাসীরা (য়ৎ) যে কারণে (অতিথয়ঃ) অতিথি হয়, তাহা দ্বারা গৃহস্থকে (স্বর্গ লোকম্) অত্যন্ত দর্শনীয় সুখ (গময়ন্তি) প্রাপ্ত করায়।।১০।। (এতস্য) এই সন্ন্যাসীর (প্রাজাপত্যঃ) প্রজাপতি পরমাত্মাকে জানিবার অবলম্বন ধর্মানুষ্ঠানরূপ (য়জ্ঞঃ) উত্তমরূপে করণীয় যদিধর্ম (বিততঃ) ব্যাপক থাকে অর্থাৎ (য়ঃ) যে ইহাকে সর্বোপরি (উপহরতি) স্বীকার করে, (বৈ) সেই সন্ন্যাসী হয়।।১১।। (য়ঃ) যে (এষঃ) এই সন্ন্যাসী (প্রজাপতেঃ০ পরমেশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানরূপ সন্ন্যাসাশ্রমের (বিক্রমান্) সত্যাচারকে (অনুবিক্রমতে) আনুকূল্যের সহিত সাধন করে, (বৈ) সেই সন্ন্যাসী সব শুভগুণকে (উপহরতি) ধারণ করে।।১২।। (য়ঃ) যাহা (অতিথীনাম্) অতিথি অর্থাৎ উত্তম সন্ন্যাসীদের সঙ্গ (সঃ) তাহা সন্ন্যাসীর পক্ষে (আহ্বনীয়ঃ) আহ্বনীয় অগ্নি অর্থাৎ যাহাতে ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে হোম করে, (যঃ) সন্ন্যাসী যে (বেশ্মনি) গৃহে অর্থাৎ স্থানে নিবাস করে, (সঃ) তাহা তাহার পক্ষে (গার্হপত্যঃ) গৃহস্থাশ্রমের অগ্নি এবং সন্ন্যাসী (যস্মিন্) যে জঠরাগ্নিতে অন্নাদি (পচন্তি) পরিপাক করে, তাহা (দক্ষিণাগ্নিঃ) বানপ্রস্থাশ্রমের অগ্নি। এইভাবে আত্মায় সব অগ্নিকে আরোপণ

পূর্বোऽতিথেরশ্নাতি।।১৪।। অথর্ব০ কাং০ ৯। সূ০ ৬ (৩) মং০ ১।।

***তস্যৈবং বিদুষো য়জ্ঞস্যাত্মা য়জমানঃ, শ্রদ্ধা পত্নী শরীরমি□মমুরো বেদীর্লোমানি বর্হির্বেদঃ শিখা, হৃদয়ং য়ূপঃ কাম আজ্যং, মন্যুঃ পশু-স্তপোऽগ্নির্দমঃ শময়িতা, দক্ষিণা বাগ্ ঘোতা প্রাণ, উদ্গাতা চক্ষুর□বর্য়ুর্মনো, ব্রহ্মা শ্রোত্রমগ্নীৎ। য়াবদ্ ধ্রিয়তে**

করিবে।।১৩।। (য়ঃ) যে গৃহস্থ (অতিথেঃ) অতিথির (পূর্বঃ) পূর্বে (অশ্নাতি) ভোজন করে, (এষঃ) ইহা জানিও যে, (গৃহাণাম্) গৃহস্থদের (ইষ্টম্) ইষ্টসুখ (চ) ও তাহার সামগ্রী, (পূর্ত্তম্) ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতা (চ) এবং তাহার সাধনসমূহ (বৈ) নিশ্চিতরূপে (অশ্নাতি) ভক্ষণ অর্থাৎ নাশ করে। এইজন্য যে গৃহস্থের নিকটে অতিথি উপস্থিত হইবে, সে পূর্বেই তাহাকে ভোজন করাইয়া পরে নিজে ভোজন করিবে। ইহাই সর্বতোভাবে উচিত।।১৪।।

*অতঃপর তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অর্থ করা যাইতেছে–(এবম্) এইভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করা (তস্য) সেই (বিদুষঃ) বিদ্বান্ সন্ন্যাসীর উত্তমরূপে অনুষ্ঠেয় সন্ন্যাসাশ্রমরূপ (য়জ্ঞস্য) যজ্ঞের (য়জমানঃ) পতি (আত্মা) স্বস্বরূপ এবং ঈশ্বর বেদ, সত্যধর্মাচরণ ও পরোপকারে (শ্রদ্ধা) সত্যধারণস্বরূপ যে দৃঢ় প্রীতি উহা তাহার (পত্নী) স্ত্রী, সন্ন্যাসীর (শরীরম্) যে শরীর তাহা (ই□মম্) যজ্ঞের ইন্ধন, তাহার যে (উরঃ) বক্ষঃস্থল তাহা (বেদীঃ) কুণ্ড, তাহার শরীরের যে (লোমানি) লোম তাহা (বর্হি) কুশ, (বেদঃ) বেদ ও তাহার শব্দার্থ-সম্বন্ধ জানিবার পরে যে আচরণ, তাহা সন্ন্যাসীর (শিখা) শিখা, সন্ন্যাসীর যে (হৃদয়ম্) হৃদয় তাহা (য়ূপঃ) যজ্ঞের খুঁটি, ইহার শরীরের মধ্যে যে (কামঃ) কাম (আজ্যম্) তাহা জ্ঞানাগ্নিতে হোম করার পদার্থ, যাহা (মন্যুঃ) সন্ন্যাসীর ক্রোধ তাহা (পশুঃ) নিবৃত্ত করিবার অর্থাৎ শরীরের মলবৎ ত্যাগ করিবার যোগ্যবস্তু। সন্ন্যাসীর যে (তপঃ) সত্যধর্মানুষ্ঠান, প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাস তাহা (অগ্নিঃ) বেদীর অগ্নি বলিয়া জানিও, যে সন্ন্যাসী (দমঃ) অধর্মাচরণ হইতে ইন্দ্রিয়কে নিবৃত্ত করিয়া ধর্মাচরণে স্থির রাখিয়া চালনা করে তাহাকে (শময়িতা) দুষ্টের

সা দীক্ষা, য়দশ্নাতি তদ্ধবির্য়ৎ পিবতি তদস্য সোমপানং, য়দ্রমতে তদুপসদো য়ৎ সঞ্চরত্যুপবিশত্যুত্তিষ্ঠতে চ স প্রবর্গ্যো, য়ন্মুখং তদাহবনীয়ো, য়া ব্যাহৃতি-রাহুতির্য়দস্য বিজ্ঞানং তজ্জুহোতি, য়ৎ সায়ং প্রাতরত্তি তৎ সমিধং, য়ৎ প্রাতর্মধ্যন্দিনঞ্ং সায়ং চ তানি সবনানি। য়ে অহোরাত্রে তে দর্শপৌর্ণমাসৌ, য়েঽর্দ্ধমাসাশ্চ মাসাশ্চ

দণ্ড দাতা সভ্য বলিয়া জানিবে। সন্ন্যাসীর যে (বাক্) সত্যোপদেশের বাণী তাহা সব মনুষ্যের প্রতি (দক্ষিণা) অভয়দান বলিয়া জানিও। সন্ন্যাসীর শরীরে যে (প্রাণঃ) প্রাণ তাহা সেই (হোতা) হোতার সমান, যে (চক্ষুঃ) চক্ষু তাহা (উদ্গাতা) উদ্গাতার তুল্য, যে (মনঃ) মন যাহা (অ□বর্য়ূঃ) অ□বর্যুর সমান, যে (শ্রোত্রম্) শ্রোত্র তাহা (ব্রহ্মা) ব্রহ্মা এবং (অগ্নীৎ) অগ্নি আনয়নকারীর ন্যায়, (যাবৎ ধ্রিয়তে) সন্ন্যাসী যাহা কিছু ধারণ করে (সা) তাহা (দীক্ষা) দীক্ষা গ্রহণ (য়ৎ) যাহা সন্ন্যাসী (অশ্নাতি) ভোজন করে (তদ্ধবিঃ) তাহা ঘৃতাদি শাকল্যের সমান, (য়ৎ পিবতি) যাহা কিছু জল দুগ্ধাদি সে পান করে (তদস্য সোমপানম্) তাহা তাহার সোমপান, (য়দ্রমতে) সে যে এদিক ওদিক ভ্রমণ করে (তদুপসদঃ) তাহা উপসদ উপসামগ্রী, (য়ৎ সঞ্চরত্যুপবিশত্যুত্তিষ্ঠতে) সে যে গমন করে, উপবেশন করে ও উত্থিত হয় (স প্রবর্গ্যঃ) তাহা ইহার প্রবর্গ্য (য়ন্মুখম্) তাহার যে মুখ (তদাহবনীয়ঃ) তাহা সন্ন্যাসীর আহ্বনীয় অগ্নির সমান, (য়া ব্যাহৃতিরাহুতির্য়দস্য বিজ্ঞানম্) সন্ন্যাসীর যে ব্যাহৃতি উচ্চারণ বা ইহার যে বিজ্ঞানরূপ আহুতি (তজ্জুহোতি) তাহা হোম করিতেছি জানিবে। (য়ৎ সায়ং প্রাতরত্তি) সন্ন্যাসী যে সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে ভোজন করে (তৎ সমিধম্) তাহা সমিধা, (য়ৎ প্রাতর্মধ্যন্দিঞ্ং সায়ংচ) সন্ন্যাসী যে প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে কর্ম্ম করে (তানি সবনানি) তাহা তিন সবন, (য়ে অহোরাত্রে) যে দিন ও রাত্রি (তে দর্শনপৌর্ণমাসৌ) তাহা সন্ন্যাসীর পৌর্ণমাসেষ্টি ও অমাবস্যেষ্টি (যেঽর্ধমাসাশ্চ) যাহা কৃষ্ণপক্ষ শুক্লপক্ষ ও মাস (তে চাতুর্মাস্যানি)

তে চাতুর্মাস্যানি, য় ঋৃতবস্তে পশুবন্ধা, য়ে সংবৎসরাশ্চ পরিবৎসরাশ্চ তেঽহর্গণাঃ সর্ববেদসং বা এতৎ সত্রং, য়ন্মরণং তদবভৃথঃ, এতদ্বৈ জরামর্য়মগ্নিহোত্রঞ্ং সত্রং, য় এবং বিদ্বানুদগয়নে প্রমীয়তে দেবানামেব মহিমানং গত্বাদিত্যস্য সায়ুজ্যং গচ্ছত্যথ য়ো দক্ষিণে প্রমীয়তে পিতৃণামেব মহিমানং গত্বা চন্দ্রমসঃ সায়ুজ্যং সলোকতামাপ্নোত্যেতৌ বৈ সূর্য়্যাচন্দ্রমসোর্মহিমানৌ ব্রাহ্মণো বিদ্বানভিজয়তি, তস্মাদ্ ব্রহ্মণো মহিমানমাপ্নোতি, তস্মাদ্ ব্রহ্মণো মহিমানমিত্যুপনিষৎ।।

তৈত্তি০ প্রপা০ ১০। অনু০ ৬৪।।

তাহা সন্ন্যাসীর চাতুর্মাস্য যাগ, (য়ে ঋতবঃ) যাহা বসন্তাদি ঋতু (য়ে পশুবন্ধাঃ) তাহা সন্ন্যাসীর পশুবন্ধ অর্থাৎ ছয় পশুর বন্ধন জানিবে, (য়ে সংবৎসরাশ্চ পরিবৎসরাশ্চ) যাহা সংবৎসর ও পরিবৎসর অর্থাৎ বর্ষ বর্ষান্তর (তেঽহর্গণাঃ) তাহা সন্ন্যাসীর অহর্গণ অর্থাৎ দুই রাত্রি বা তিন রাত্রি ইত্যাদি ব্রত, (সর্ববেদসং বৈ) যাহা সর্বস্ব দক্ষিণা অর্থাৎ শিখা সূত্র যজ্ঞোপবীতাদি পূ□র্বাশ্রমচিহ্নের পরিত্যাগ (এতৎ সত্রম্) তাহা স□র্ববৃহৎ যজ্ঞ, (য়ন্মরণম্) সন্ন্যাসীর মৃত্যু (তদবভৃথঃ) তাহা যজ্ঞান্তস্নান, (এতদ্বৈ জরামর্য়মগ্নিহোত্রঞ্ংসত্রম্) ইহাই জরাবস্থা ও মৃত্যু পর্য্যন্ত অর্থাৎ যাবজ্জীবন সত্যোপদেশ, যোগভ্যাসাদি সন্ন্যাসধর্ম্মের অনুষ্ঠান অগ্নিহোত্ররূপ সুদীর্ঘ যজ্ঞ, (য় এবং বিদ্বানুদগয়নে০) এইরূপ যে বিদ্বান্ সন্ন্যাস লইয়া বিজ্ঞানলাভ ও যোগাভ্যাস করিয়া শরীর ত্যাগ করে, সে বিদ্বানদের মহিমা প্রাপ্ত হইয়া স্বপ্রকাশস্বরূপ পরমাত্মার সঙ্গ লাভ করে। যে যোগবিজ্ঞানহীন, সে সাংসারিক দক্ষিণায়ণরূপ ব্যবহারে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়। সে পুনঃ পুনঃ মাতাপিতার মহিমাপ্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রলোকের ন্যায় ক্ষয় ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সন্ন্যাসী এই উভয়ের মহিমাকেই জয় করিয়া লয়, সে ইহার পরমাত্মার মহিমাকে প্রাপ্ত মুক্তির সময় পর্য্যন্ত মোক্ষসুখ ভোগ করে।

অথ সন্ন্যাসে পুনঃ প্রমাণানি—

*** ন্যাস ইত্যাহুর্মনীষিণো ব্রহ্মাণম্ । ব্রহ্মা বিশ্বঃ কতমঃ স্বয়ম্ভূঃ প্রজাপতি সংবৎসর ইতি । সংবৎসরোऽসাবাদিত্যো য় এষ আদিত্য পুরুষঃ স পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাত্মা । য়াভিরাদিত্যস্তপতি রশ্মিভিস্তাভিঃ পর্জন্যো বর্ষতি, প্রর্জন্যেনৌষধিবনস্পতয়ঃ প্রজায়ন্ত, ওষধিবনস্পতিভিরন্নম্ ভবত্যন্নেন প্রাণাঃ প্রাণৈর্বলং বলেন তপস্তপসা শ্রদ্ধা শ্রদ্ধয়া মেধা মেধয়া মনীষা মনীষয়া মনো মনসা শান্তিঃ শান্ত্যা চিত্তং চিত্তেন স্মৃতিꣳ স্মৃত্যা স্মারꣳ স্মারেণ বিজ্ঞানং বিজ্ঞানেনাত্মানং বেদয়তি তস্মাদন্নং দদন্ৎ সর্বাণ্যেতানি দদাত্যন্নাৎ প্রাণা ভবন্তি ভূতানাং প্রাণৈর্মনো মনসশ্চ বিজ্ঞানাং বিজ্ঞানাদানন্দো**

---

* (ন্যাস ইত্যাহুর্মনীষিণ) এই অনুবাক্যের অর্থ সহজ, এইজন্য ভাবার্থ উক্ত হইল–ন্যাস অর্থাৎ সন্ন্যাস শব্দের অর্থ যাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে সেই রীতি অনুসারে যে সন্ন্যাসী হয়, সে পরমাত্মার উপাসক । সেই পরমেশ্বর সূর্য্যাদিলোক সমূহে ব্যাপ্ত ও পূর্ণ। তাঁহার প্রতাপেই সূর্য্য তাপ দান করে। সেই তাপে বর্ষা হয়, বর্ষা হইতে ওষধী ও বনস্পতির উৎপত্তি হয়, তাহা হইতে অন্ন, অন্ন হইতে প্রাণ, প্রাণ হইতে বল, বল হইতে তপ অর্থাৎ প্রাণায়াম, যোগাভ্যাস, তাহা হইতে শ্রদ্ধা বা সত্যধারণে প্রীতি, তাহা হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে বিচারশক্তি, তাহা হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে শান্তি, শান্তি হইতে চেতনতা, চিত্ত হইতে স্মৃতি, স্মৃতি হইতে পূর্বাপর জ্ঞান, তাহা হইতে বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান হইতে সন্ন্যাসী আত্মাকে জানে ও জানায়। এজন্য অন্নদান শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে প্রাণ, বল ও বিজ্ঞানাদি হয় । যাহা প্রাণসমূহের আত্মা, যাহা দ্বারা এইসব জগৎ ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাহাই সব জগতের কর্ত্তা, তাহাই পূর্বকল্পে ও উত্তরকল্পেও জগৎকে সৃষ্টি করে।

ব্রহ্ময়োনিঃ । স বা এষ পুরুষঃ পঞ্চধা পঞ্চাত্মা য়েন সর্বমিদং প্রোতং পৃথিবী চান্তরিক্ষং চ দ্যৌশ্চ দিশশ্চাবান্তরদিশাশ্চ, স বৈ সর্বমিদং জগৎ স ভূতꣳস ভব্যং জিজ্ঞাসক্লৃপ্ত ঋতজা রয়িষ্ঠাঃ শ্রদ্ধা সত্যো মহস্বাঁস্তমসো বরিষ্ঠাৎ । জ্ঞাত্বা তমেবং মনসা হৃদা চ ভূয়ো ন মৃত্যুমুপয়াহি বিদ্বান্ । তস্মাৎ ন্যাসমেষাং তপসামতিরিক্তমাহুঃ । বসুরন্বো বিভূরসি প্রাণে ত্বমসি সন্ধাতা ব্রহ্মংস্ত্বমসি বিশ্বসৃত্তেজোদাস্ত্বমস্যগ্নেরসি বর্চোদাস্ত্বমসি সূর্য্যস্য দ্যুম্নোদাস্ত্বমসি চন্দ্রমস উপায়মগৃহীতোऽসি ব্রহ্মণে ত্বা মহসে । ও৩মিত্যাত্মানং য়ুঞ্জীত । এতদ্বৈ মহোপনিষদং দেবানাং গুহ্যম্ । য় এবং বেদ ব্রহ্মণো মহিমানমাপ্নোতি তস্মাদ্ ব্রহ্মণো মহিমানমিত্যুপনিষৎ । ।

তৈত্তি০ প্রপা০ ১০ । অনু ৬৩ । ।

সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য

দৃতে দৃꣳহ মা মিত্রস্য মা চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্ ।
মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে ।
মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে । ।১ । । যজু০অ০৩৬ । মং০ ১৮ । ।

তাহাকে জানিবার ইচ্ছা করিয়া এবং তাহাকে জানিয়া, হে সন্ন্যাসিন্ । তুমি পুনঃ পুনঃ মৃত্যুকে প্রাপ্ত হইও না; মুক্তি দ্বারা পূর্ণ সুখ লাভ করো । এইজন্য সন্ন্যাসীকেই তপস্বী সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট তপস্বী বলা হয় । হে পরমেশ্বর । তুমি বিভুরূপে সকলের মধ্যে বাস করিতেছ । তুমি প্রাণের প্রাণ, সকলের সন্ধানী, বিশ্বের স্রষ্টা, ধর্ত্তা ও সূর্য্যাদির তেজদাতা । তুমি অগ্নি হইতেও তেজস্বী, তুমিই বিদ্যাদাতা, তুমি সূর্য্যেরও কর্ত্তা তুমিই চন্দ্রকিরণের প্রকাশক । তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পূজনীয় দেবতা । ''ও৩ম্'' এই মন্ত্র মনে উচ্চারণ করিয়া পরমাত্মাতে আত্মাকে যুক্ত করিবে । যে বিদ্বান্দের এই গ্রহণীয় মহোত্তম বিদ্যাকে উক্তপ্রকারে জানে, সেই সন্ন্যাসী পরমাত্মার মহিমাকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে থাকে ।

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্ ।
য়ুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠান্তে নম উক্তিং বিধেম্ । ।২ । ।
য়স্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্নেবানুপশ্যতি ।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বি চিকিৎসতি । ।৩ । ।
য়স্মিন্ৎ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ । ।৪ । ।

যজু০অ০ ৪০ ১৬, ৬, ৭ । ।

পরীত্য ভূতানি পরীত্য লোকান্ পরীত্য সর্বাঃ প্রদিশো দিদশ্চ উপস্থায় প্রথমজামৃতস্যাত্মানমভি সং বিবেশ । ।৫ । ।

যজু০অ০ ৩২ । মং০১১ । ।

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ য়স্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেধুঃ ।

য়স্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য় ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে । ।৬ । । ঋ০মং০১ । সুঃ ১৬৪ । মং০ ৩৯ । ।

সমাধিনির্ধূতমলস্য চেতসো নিবেশিতস্যাত্মানি য়ৎ সুখং ভবেৎ ।

ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদা স্বয়ং তদন্তঃকরণেন গৃহ্যতে । ।৭ । । শ্বেতাশ্বতর, কঠবল্লী । ।

অর্থ ঃ– হে (দৃতে) সর্বদুঃখবিদারক পরমাত্মন্ ! তুমি (মা) আমাকে সন্ন্যাসমার্গে (দৃংহ) অগ্রসর করাও, হে সর্বমিত্র । তুমি (মিত্রস্য) সর্ব সুহৃদ্ আপ্ত পুরুষের (চক্ষুষা) দৃষ্টি দ্বারা (মা) আমাকে সকলের মিত্র করো, যাহাতে (সর্বাণি) সব (ভূতানি) প্রাণী আমাকে মিত্রের দৃষ্টিতে (সমীক্ষন্তাম্) দেখে ও (অহম) আমি (মিত্রস্য) মিত্রের (চক্ষুষা) দৃষ্টিতে (সর্বাণি ভূতানি) সব জীবকে (সমীক্ষে) দেখি, এইভাবে তোমার কৃপায়

ও নিজের পুরুষার্থ বলে আমরা একে অন্যকে (মিত্রস্য চক্ষুসা) সুহৃদ্ভাবের দৃষ্টিতে (সমীক্ষামহে) দেখিতে থাকিব । ।১ । ।

হে (অগ্নে) স্বপ্রকাশস্বরূপ, সর্বদুঃখদাহক (দেব) সর্বসুখদাতা পরমেশ্বর । (বিদ্বান্) তুমি কৃপা করিয়া (অস্মান্) আমাদিগকে (রায়ে) যোগ বিজ্ঞানরূপ ধন প্রাপ্তির জন্য (সুপথা) বেদ্যোক্ত ধর্মের পথে (বিশ্বানি) সম্পূর্ণ (বয়ুনানি) প্রজ্ঞা ও শুভ কর্ম (নয়) প্রাপ্ত করাও । (অস্মৎ) আমাদের নিকট হইতে (জুহুরাণাম্) কুটিলতা ও পক্ষপাতযুক্ত (এনঃ) অপরাধ অর্থাৎ পাপকর্মকে (য়ুয়োধি) দূরে রাখো অর্থাৎ এই অধর্মাচরণ হইতে আমাদিগকে সর্বদা দূরে রাখো, এইজন্য (তে) তোমাকে (ভূয়িষ্ঠাম্) বহুভাবে (নম উক্তিম্) নমস্□ার করিয়া নিত্য প্রশংসা (বিধেম্) করিতে থাকিব । ।২ । । (য়ঃ) যে সন্ন্যাসী (তু) পুনরায় (আত্মন্নেব) আত্মাতেই অর্থাৎ পরমেশ্বরের মধ্যেই নিজের আত্মার তুল্য (সর্বাণি ভূতানি) সমূহ জীব ও জগতের পদার্থকে (অনুপশ্যতি) অনুকূল দৃষ্টিতে দেখে (চ) এবং (সর্বভূতেষু) সমূহ প্রাণী ও অপ্রাণীতে (আত্মানম্) পরমাত্মাকে দেখে, (ততঃ) এজন্য সে কোন কার্য্যে (ন বিচিকিৎসতি) সংশয় প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ পরমেশ্বরকে সর্বব্যাপক, সর্বান্তর্য্যামী ও সর্বসাক্ষী জানিয়া নিজের আত্মার তুল্য সব প্রাণীকে হানিলাভও সুখদুঃখাদি অবস্থায় দেখে, সেই সন্ন্যাস ধর্ম প্রাপ্ত হয় । ।৩ । । (য়স্মিন্) যে পক্ষপাতরহিত ধর্মযুক্ত সন্ন্যাসে (বিজানতঃ) বিজ্ঞানী সন্ন্যাসীর নিকট (সর্বাণি ভূতানি) সর্ব প্রাণী (আত্মৈব) আত্মার তুল্য অর্থাৎ নিজের আত্মা নিজের নিকট যেমন প্রিয় ঠিক তেমনই অনুভূত (অভুৎ) হয় (তত্র) সেই সন্ন্যাসাশ্রমে (একত্বমনুপশ্যতঃ) আত্মার প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন সন্ন্যাসীর (কো মোহঃ) মোহই বা কী, (কঃ শোকঃ) শোকই বা কী অর্থাৎ তাহার কাহারও জন্য মোহ বা শোক হয় না । এইজন্য সন্ন্যাসী মোহশোকাদি দোষ হইতে মুক্ত হইয়া সদা সকলের উপকার করিতে থাকে । ।৪ । । এইভাবে পরমাত্মার স্তুতি-প্রার্থনা করিয়া ধর্মে দৃঢ় নিষ্ঠা রাখিবে । যে (ভূতানি) সম্পূর্ণ পৃথিব্যাদি ভূতে (পরীত্য) ব্যাপ্ত, (লোকান্) সম্পূর্ণ লোকে (পরীত্য) পূর্ণ (সর্বাঃ) সর্বঃ

(প্রদিশো দিশশ্চ) দিক্ ও উপদিক্ সমূহে (পরীত্য) ব্যাপক হইয়া স্থিত আছে, (ঋতস্য) সত্য কারণের যোগে (প্রথমজাম্) সব মহত্তত্ত্বাদি সৃষ্টিকে ধারণ করিয়া পালন করিতেছে, সন্ন্যাসী (আত্মনা) স্বাত্মা দ্বারা (আত্মানম্ উপস্থায়) পরমাত্মার সমীপে স্থির হইয়া তাহাতে (অভিসংবিবেশ) প্রতিদিন সমাধিযোগে প্রবেশ করিবে। ।৫ । । হে সন্ন্যাসিগণ। (য়স্মিন্) যে (পরমে) সর্বোত্তম (ব্যোমন্) আকাশবৎ ব্যাপক (অক্ষরে) অবিনশ্বর পরমাত্মার (ঋচঃ) ঋগ্বেদাদি বেদ ও (বিশ্বে) সব (দেবাঃ) পৃথিব্যাদি লোক ও সমস্ত বিদ্বান্ (অধিনিষেদুঃ) স্থিত ছিল এবং রহিয়াছে (য়ঃ) যে ব্যক্তি (তৎ) সেই ব্যাপক পরমাত্মাকে (ন বেদ) জানে না, (ঋচা) বেদাদি শাস্[?] পাঠ করিলে তাহার (কিং করিষ্যতি) কী সুখ হইবে এবং কী বা লাভ হইবে ? অর্থাৎ বিদ্যা ব্যতীত পরমেশ্বর বিষয়ক জ্ঞান কখনও হয় না এবং বিদ্যা পাঠ করিয়াও যে পরমেশ্বরকে জানে না বা তাঁহার আজ্ঞানুসারে চলে না, সেই মনুষ্য শরীর ধারণ করিয়া নিষ্ফল জীবন যাপন করে এবং (য়ে) যে বিদ্বানেরা (তৎ) সেই ব্রহ্মকে (বিদুঃ) জানে, (তে ইমে ইৎ) তাহারা এই পরমাত্মাতেই (সমাসতে) উত্তমরূপে সমাধিযোগে স্থির হইয়া থাকে। ।৬ । । (সমাধিনির্ধূতমলস্য) সমাধিযোগদ্বারা নির্মল (চেতসঃ) চিত্তের সম্বন্ধহেতু (আত্মনি) পরমাত্মায় (নিবেশিতস্য) নিশ্চলভাবে প্রবিষ্ট জীবের (য়ৎ) যে (সুখম্) সুখ (ভবেৎ) হয়, তাহা (গিয়া) বাণীদ্বারা (বর্ণয়িতুম্ ন শক্যতে) বর্ণনা করা যায় না, কেননা (তদা) তখন সেই সমাধিতে স্থির স্বয়ং জীবাত্মা (তৎ) সেই ব্রহ্মকে (অন্তঃকরণেন) শুদ্ধ অন্তঃকরণদ্বারা (গৃহ্যতে) গ্রহণ করে। তদ্বিষয় পূর্ণভাবে বর্ণনারমধ্যে কখনও আসিতে পারে না। এইজন্য সন্ন্যাসীরা পরমাত্মায় স্থিত থাকিবে এবং তাহার আজ্ঞা অর্থাৎ পক্ষপাতরহিত ন্যায়ধর্মে স্থিত হইয়া সত্যোপদেশ ও সত্যবিদ্যার প্রচারদ্বারা সমস্ত মনুষ্যকে সুখ দান করিতে থাকিবে। ।৭ । ।

সংমানাদ্ ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব।
অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানস্য সর্বদা। ।১ । । মনু০২ ।১৬২ । ।
য়মান্ সেবেত সততং ন নিয়মান্ কেবলান্ বুধঃ।

য়মান্ পতত্যকুর্বাণো নিয়মান্ কেবলান্ ভজন। ।২ । ।
মনু০ ৪ ।২০৪ । ।

অর্থ ঃ- সন্ন্যাসী জগতের সম্মানকে বিষের ন্যায় ভয় করিবে ও অপমানকে অমৃতের ন্যায় আকাঙ্ক্ষা করিবে। কেননা যে অপমান হইতে ভয় পায় ও সম্মানের ইচ্ছা করে, সে অন্যের প্রশংসক হইয়া মিথ্যাবাদী ও পতিত হয়। এইজন্য নিন্দাই হউক বা প্রশংসাই হউক, অপমানই হউক বা সম্মানই হউক, মৃত্যুই হউক বা জীবনই থাকুক, হানি হউক বা লাভই হউক, কেহ প্রীতি করুক বা শত্রুতাই করুক, অন্ন-পান বস্[?] উৎকৃষ্ট স্থানে পাওয়া যাক বা নাই যাক, শীতোষ্ণ যতই হউক না কেন ইত্যাদি সবই সহন করিবে। অধর্মের খণ্ডন ও ধর্মের মণ্ডন সর্বদাই করিতে থাকিবে। ইহার অপেক্ষা উত্তম ধর্ম আর কিছুই মনে করিবে না। পরমেশ্বরর ব্যতীত অন্য কাহারও উপাসনা করিবে না। বেদবিরুদ্ধ কিছুই মানিবে না। পরমেশ্বরের আসনে সূক্ষ্ম বা স্থূলে তথা জড় বা চেতন কাহাকেও মানিবে না। পরমেশ্বরকে সদা নিজের প্রভু বলিয়া মানিবে এবং নিজে সেবক হইয়া থাকিবে। এইরূপ উপদেশ অন্যকেও দিবে। যে যে কর্মদ্বারা গৃহস্থের উন্নতি হয় বা মাতা-পিতা-স্[?]ী-পুত্র-পতি বন্ধু-ভগ্নী-মিত্র-প্রতিবেশী ভৃত্য-ছোটবড় সকলেরই সহিত বিরোধ তিরোহিত হয় ও প্রেম বৃদ্ধি পায়,তত্তদ্বিষয়ে উপদেশ দান করিবে। বেদবিরুদ্ধ মতমতান্তরের গ্রন্থ বাইবেল, কুরাণ, পুরাণ, মিথ্যাকাহিনী ও কাব্যালঙ্কার–যাহা পাঠ করিলে বা শুনিলে মনুষ্য বিষয়ী ও পতিত হইয়া যায়, সেই সকলের নিষেধ করিতে থাকিবে। বিদ্বান্ ও পরমেশ্বর ভিন্ন কাহাকেও দেব বলিবে না। বিদ্যাপাঠ, যোগাভ্যাস, সৎসঙ্গ ও সত্যভাষণাদি ভিন্ন কাহাকেও তীর্থ বলিবে না। বিদ্বান্‌দের মূর্ত্তি ভিন্ন পাষাণাদি মূর্ত্তিকে কখনও মানিবে না বা অন্যকে মানাইবে না। এইরূপ গৃহস্থের পক্ষে মাতা-পিতা-আচার্য্য-অতিথির মূর্ত্তি, স্[?]ীর পক্ষে স্বামীর মূর্ত্তি ও স্বামীর পক্ষে স্[?]ীর মূর্ত্তি ভিন্ন অন্য কাহারও মূর্ত্তিকেই পূজ্য মনে করাইবে না। বৈদিকমতের মণ্ডনও বেদবিরুদ্ধ পাষণ্ডমতের খণ্ডন করিতে সর্বদা তৎপর থাকিবে বেদাদি শাস্[?]র প্রতি শ্রদ্ধা ও

বেদবিরুদ্ধ গ্রন্থ বা মতের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মাইতে থাকিবে। স্বয়ং শুভগুণকর্মস্বভাবযুক্ত হইয়া সকলকে এইরূপ করিতে চেষ্টা করিবে। পূর্বোক্ত যেসব উপদেশ লিখিত হইয়াছে, সন্ন্যাসাশ্রমের সেইসব কর্ত্তব্যকর্ম করিতে থাকিবে। খণ্ডনযোগ্য কর্মের খণ্ডন কখনও ত্যাগ করিবে না। আসুরমতকে অর্থাৎ নিজেকে ঈশ্বর, ব্রহ্ম বলিয়া মানে, এরূপ ব্যক্তির মতকে যথাবৎ খণ্ডন করিতে থাকিবে। পরমেশ্বরের গুণ-কর্ম-স্বভাব ও ন্যায়াদিগুণের প্রকাশ করিতে থাকিবে। এইভাবে কর্ম করিতে করিতে স্বয়ং আনন্দে থাকিবে ও সকলকে আনন্দে রাখিবে। সর্বদা (অহিংসা) নির্বৈরতা করা, (সত্যম্) সত্য বলা, সত্য মানা ও সত্য করা, (অস্তেয়ম্) মন-বচন-কর্ম দ্বারা অন্যায়পূর্বক পরপদার্থ গ্রহণ না করা উচিত এবং অন্য কাহাকেও করিতে উপদেশ দিবে না (ব্রহ্মচর্য্যম্) সদা জিতেন্দ্রিয় হইয়া অষ্টবিধ মৈথুন ত্যাগ করিয়া বীর্য্য রক্ষা করিবে। উন্নতি করিয়া চিরঞ্জীবী হইয়া সকলের উপকার করিতে থাকিবে। (অপরিগ্রহঃ) অভিমানাদিদোষ হইতে মুক্ত হইবে, সংসারের ধনাদি কোনও পদার্থে মুগ্ধ হইয়া কখনও আবদ্ধ হইবে না। সর্বদাই এই ৫ (পঞ্চবিধ) যম সেবন করিবে। তৎসহ ৫ (পঞ্চবিধ) নিয়ম অর্থাৎ (শৌচ) বাহিরে ও ভিতরে পবিত্র থাকা, (সন্তোষ) পুরুষার্থ করিতে থাকা ও হানিলাভে প্রসন্ন বা অপ্রসন্ন না হওয়া, (তপঃ) সদা পক্ষপাতরহিত ন্যায়ধর্ম সেবন ও প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাস করা, (স্বাধ্যায়) সদা প্রণব জপ অর্থাৎ মনে মনে উহার অর্থচিন্তন ও ঈশ্বরবিষয়ে বিচার করিতে থাকা এবং (ঈশ্বরপ্রণিধান) নিজের আত্মাকে বেদোক্ত পরমেশ্বরের আজ্ঞায় সমর্পিত করিয়া পরমানন্দ পরমেশ্বরের সুখকে জীবদ্দশায় ভোগ করিয়া দেহান্তে সর্বানন্দময় মোক্ষ লাভ করা সন্ন্যাসীদের মুখ্য কর্ম। হে জগদীশ্বর, সর্বশক্তিমান্, সর্বান্তর্য্যামিন্ দয়ালু ন্যায়কারিন্, সচ্চিদানন্দানন্ত, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব, অজর, অমর পবিত্র, পরমাত্মন্। তুমি নিজের কৃপায় সন্ন্যাসীদিগকে পূর্বোক্ত কর্মসমূহে প্রবৃত্ত রাখিয়া পরম মুক্তিসুখ প্রাপ্তি করাইতে থাকো।

ইতি সন্ন্যাসসংস্□ারবিধিঃ সমাপ্তঃ

অথান্ত্যেষ্টিকর্মবিধিং বক্ষ্যামঃ

—০—

শরীরের অন্তিম সংস্□ারকে অন্ত্যেষ্টি* কর্ম বলে। ইহার পরে ঐ শরীরের জন্য আর কোনও সংস্□ার নাই। ইহাকে **নরমেধ, পুরুষমেধ, নরযাগ ও পুরুষযাগও** বলে।

ভস্মান্তꣳ শরীরম্।। যজু০অ০৪০। মং০১৫।।

নিষেকাদিশ্মশানান্তো মন্ত্রৈর্যস্যোদিতো বিধিঃ।। মনু০২।১৬।

এই শরীরের সংস্□ার (ভস্মান্তম্) ভস্ম করা পর্য্যন্ত হয়।।১।। শরীরের আরম্ভে ঋতুদান কর্ম এবং অন্তে শ্মশান অর্থাৎ মৃতক কর্ম হইয়া থাকে।।২।।

প্রশ্ন–গরুড়পুরাণাদিতে যে দশগাত্র, একাদশাহ, দ্বাদশাহ, সপিণ্ডীকরণ, মাসিক শ্রাদ্ধ বার্ষিক শ্রাদ্ধ ও গয়া শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া লিখিত আছে, সে সব কি অসত্য ?

---

*অন্ত্যা অর্থে অন্তিম, চরম বা সর্বশেষ এবং ইষ্টি অর্থে যজ্ঞ, শুভকর্ম বা সংস্□ার বুঝায়। মৃত্যু পর বিধিপূর্বক শবদাহ করাই অন্ত্যেষ্টি কর্ম। ইহাকেই মানবদেহের অন্তিম বা সর্বশেষ সংস্□ার বলিবার পর মৃতকের জন্য আর কোনও কর্ত্তব্য অবশিষ্ট থাকে, এরূপ কখন কোনও যুক্তিদ্বারা সিদ্ধ করা যায় না। যেরূপ পুত্রেষ্টি কর্মে পাপ বা অশৌচ হয় না, তদ্রূপ অন্ত্যেষ্টি কর্মেও কোন পাপ বা অশৌচ লাগিতে পারে না, বরং ইষ্টি বলিতে যজ্ঞ বা শুভকর্ম বুঝায় বলিয়া অন্ত্যেষ্টি কর্মে পুণ্যই হইয়া থাকে। ইহাতে পাপ বা অশৌচ হইলে ইহার নাম ইষ্টি হইত না। অন্ত্যেষ্টি শব্দ স্বয়ং ঘোষণা করিতেছে যে, মৃতদেহ দাহ করাই পুণ্যকর্ম।। –সম্পাদক

উত্তর—হাঁ, অবশ্যই মিথ্যা। কেননা সমগ্র বেদের মধ্যে এইসব কর্মের কোন বিধান নাই, এইজন্যই এসব অকর্ত্তব্য। মৃতক জীবের সম্বন্ধ* পূর্বের আত্মীয়দের সঙ্গে এবং জীবিত আত্মীয়দের সম্বন্ধ* মৃতক জীবের সঙ্গে মোটেই থাকে না। এই জীব নিজের কর্মানুসারে জন্মগ্রহণ করে।

প্রশ্ন–মরণের পরে জীব কোথায় যায় ?

উত্তর–যমালয়ে।

প্রশ্ন–যমালয় কাহাকে বলে ?

উত্তর–বায়্বালয়কে।

প্রশ্ন–বায়্বালয় কাহাকে বলে ?

* ঋষি বেদব্যাস বলিয়াছেন–

য়থা কাষ্ঠং চ কাষ্ঠং চ সমেয়াতাং মহাদধৌ।
সমেত্য চ ব্যপেয়াতাং তদ্বদ্ভূতসমাগমঃ।।৩৩।।
মাতাপিতৃ সহস্রাণি পুত্রদারা শতানি চ।
সংসারেষ্বনুভূতানি কস্য তে কস্য বা বয়ম্।।৩৮।।
নৈবাস্য কশ্চিদ্ভবিতানায়ং ভবতি কস্যচিৎ।
পথিসঙ্গতমেবৈদং দারবন্ধ সুহৃজ্জনৈঃ।।৩৯।।
অনিত্যে প্রিয়সাম্বাসে সংসারে চক্রবদ্‌গতৌ।
পথিসঙ্গতমেবৈতদ্ভ্রাতা মাতাপিতা সখা।।৪২।।
মহা০ শান্তি০ অ০ ২৮।।

অর্থ ঃ– যেরূপ মহাসাগরে দুই খণ্ড কাষ্ঠ আসিয়া একত্র সংযুক্ত হয়, আবার সময়ানুসারে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়, সেইরূপ প্রাণিগণেরও কালসহকারে একত্র সমাগম ও পরস্পর বিচ্ছেদ হয়। এই সংসারে মাতা, পিতা, স্ত্রী ও পুত্র প্রভৃতি শত শত সহস্র সহস্র প্রকার সম্বন্ধ অনুভূত হইয়া থাকে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, তাহারা কাহার মাতা পিতা এবং আমরাই বা কাহার আত্মীয় ? কেহই এই আত্মার আত্মীয় হইতে পারিবে না এবং ইনিও কাহারও আত্মীয় হন না।

উত্তর–অন্তরিক্ষকে, এইখানেই রহস্য আছে।

প্রশ্ন–গরুড়পুরাণাদিতে ও যমলোক লিখিত আছে, তাহা কি মিথ্যা ?

উত্তর–অবশ্যই মিথ্যা।

প্রশ্ন–তবে জগতের লোক তাহা মানে কেন ?

উত্তর–বেদের সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকায় ও বেদের উপদেশ না হওয়ায়। (পুরাণকার) যমের সম্বন্ধে যে সব কথা লিখিয়া রাখিয়াছে, সে সব মিথ্যা। কেননা (বেদে) নিম্নোক্ত পদার্থগুলির নাম যম, যথা–

ষলিদ্ য়মা ঋষয়ো দেবতা ইতি।।১।।
ঋ০ম০১। সূ০১৬৪।। মং০ ১৫।।

শকেম বাজিনো য়মম্।।২।।
ঋ০মং০১০। সূ০ ১৪। মং০১৩।

য়মায় জুহুতা হবিঃ। য়মং হ য়জ্ঞো গচ্ছত্যগ্নিদূতো অরঙ্কৃতঃ।।৩।। ঋ০মং০১০। সূ০ ১৪। মং০১৩।।

য়মঃ সূয়মানো বিষ্ণুঃ সম্ভ্রিয়মাণো বায়ুঃ পূয়মানঃ।।৪।।
যজু০অ০৮। মং০৫৭।।

বাজিনং য়মম্।।৫।। ঋ০মং০৮। সূ০১৪। মং০২২।।

য়মং মাতরিশ্বানমাহুঃ।।৬।। ঋ০মং০১।সূ০১৬৪।মং০৪৬।।

যেরূপ পথিকগণ পথিমধ্যে আসিয়া কিয়ৎকালের নিমিত্ত পান্থনিবাসে সঙ্গত হইয়া পরে যে যাহার গন্তব্য স্থানে গমন করে, এই সংসারমধ্যে স্ত্রী, বন্ধু ও সুহৃজ্জনের সঙ্গতিও সেইরূপ। চক্রবৎ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল এই সংসারে প্রিয়জনের সহিত সহবাস অনিত্য, যেরূপ পান্থনিবাসে পথিকগণ আসিয়া কিয়ৎকালের নিমিত্ত একত্রিত হয়; পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও সখা প্রভৃতির সমাগমও সেইরূপ। – সম্পাদক

এই মন্ে□ ঋতুগুলির নাম যম। ।১। । এই মন্ে□ পরমেশ্বরের নাম যম। ।২। । এই মন্ে□ অগ্নির নাম যম। ।৩। । এই মন্ে□ বায়ু, বিদ্যুৎ ও সূর্য্যের নাম যম। ।৪। । এখানেও বেগবান বলিয়া বায়ুর নাম যম। ।৫। । এই মন্ে□ পরমেশ্বরের নাম যম। ।৬। । (বেদে) এইসব পদার্থের নাম যম বলিয়া পুরাণাদির সব কল্পনা মিথ্যা।

বিধি

এবিষয়ে প্রমাণ–

সংস্থিতে ভূমিভাগং খানয়েদ্দক্ষিণপূর্বস্যাং দিশি দক্ষিণাপরস্যাং বা। ।১। । দক্ষিণাপ্রবণং প্রাগ্দক্ষিণাপ্রবণং বা প্রত্যগ্ দক্ষিণাপ্রবণমিত্যেকে। ।২। । য়াবানুদ্বাহুকঃ পুরুষস্তাবদায়ামম্। ।৩। । ব্যামমাত্রং তির্য্যক্। ।৪। । বিতস্ত্যর্বাক্। ।৫। । কেশশ্মশ্রুলোমনখানীত্যুক্তং পুরস্তাৎ। ।৬। । দ্বিগুল্ফং বর্হিরাজ্যং চ। ।৭। । দধ্যন্যত্র সর্পিরানয়ন্ত্যেতৎ পিত্র্যং পৃষদাজ্যম্। ।৮। । অথৈতাং দিশমগ্নীন্নয়ন্তি য়জ্ঞপাত্রানি চ। ।৯। ।
আশ্বলায়ন গৃ০অ০৪। কন্ডি০১। সূ০ ৬-১০, ১৫, ১৬-১৭। ও কন্ডি০২। সূ০১।

কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে যদি সে পুরুষ হয়, তবে পুরুষ এবং স্□ী হইলে স্□ী তাহাকে স্নান করাইবে ও চন্দনাদি সুগন্ধ লেপন করিয়া নূতন বস্□ পরিধান করাইবে। তাহার শরীরের ওজন যতটা, ততটা ওজনের ঘৃতের প্রয়োজন। সামর্থ্য অধিক থাকিলে আরও অধিক ঘৃত লইবে। যদি মহা দরিদ্র হয়, ভিক্ষুক হয় বা যদি তাহার কিছুই না থাকে, তবে কোন ধনী বা পাঁচজনে মিলিয়া ন্যূনকল্পে আধমণ ঘৃত দিবে। ধনী ব্যক্তিদের পক্ষে শরীরের ওজন যতটা ততটা ওজনের চন্দন, প্রতি সের ঘৃতে এক রতি করিয়া কস্তুরী ও একমাস করিয়া কেশর দিবে।

এক-এক মণ ঘৃতের সঙ্গে এক-এক সের অগুরু ও তগর দিবে, ঘৃতের সহিত চন্দনচূর্ণও যথাশক্তি দিবে। কর্পূর, পলাশাদি যজ্ঞীর কাষ্ঠ এবং শরীরের ওজনের দ্বিগুণ সামগ্রী শ্মশানে পৌঁছাইবে।

তারপর মৃতককে শ্মশানে লইয়া যাইবে। যদি পুরাতন বেদী নির্মিত না থাকে, তবে ভূমিতে নূতন বেদী খনন করিবে। শ্মশানের স্থান বাসভূমি হইতে দক্ষিণে, অগ্নিকোণে বা নৈর্ঋতকোণে হইবে। সেখানে ভূমি খনন করিবে। মৃতকের পা দক্ষিণ, নৈর্ঋত বা অগ্নিকোণে এবং শির উত্তর, ঈশান বা বায়ুকোণে থাকিবে। ।১। । মৃতকের পায়ের দিক্ বেদীর তলদেশে নীচু এবং শিরের দিক্ কিছু উচু থাকিবে। ।২। ।

কোন ব্যক্তি দাঁড়াইয়া উপরদিকে হাত তুলিলে যে পরিমাণ হয় ততটা হইবে দীর্ঘ, উভয় হস্তকে লম্বা করিয়া উত্তর দক্ষিণ পার্শ্বে প্রসারিত করিলে যতটা পরিমাণ হইবে অর্থাৎ মৃতকের সাড়ে তিন হাত বা তিন হাতের উপর হইবে বেদীর প্রস্থ এবং বক্ষদেশ পর্য্যন্ত হইবে বেদী গভীর। ।৩। । তলদেশ অর্দ্ধ হস্ত অর্থাৎ এক বিঘৎ পরিমাণ থাকিবে। সেই বেদীতে কিঞ্চিৎ জল ছিটাইয়া দিবে। গোময় থাকিলে লেপন করিয়াও দিবে। যেরূপ ভিত্তিভূমিতে ইট সাজাইতে হয়, তদ্রূপ নিম্নদেশ হইতে অর্দ্ধেক বেদী পর্য্যন্ত কাষ্ঠ সাজাইবে অর্থাৎ কাষ্ঠগুলি সমানভাবে পর পর জমা করিয়া সাজাইয়া দিবে। কাষ্ঠগুলির মধ্যে ফাঁকে ফাঁকে কিছু কিছু দূরে কিছু কিছু কর্পূর রাখিবে। তাহার উপরে মধ্যস্থলে মৃতককে রাখিবে। চারিদিকে বেদী সম্পূর্ণ খালি থাকিবে। তারপর চারিদিকে এবং উপরে চন্দন ও পলাশাদি কাষ্ঠ পর পর সাজাইয়া দিবে। বেদী হইতে উপরদিকে অর্দ্ধ হস্ত পর্য্যন্ত কাষ্ঠ সাজাইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই কার্য্য চলিতে থাকিবে, ততক্ষণে পৃথক্ চুল্লী প্রস্তুত করিয়া অগ্নি জ্বালাইয়া তাহাতে ঘৃত উষ্ণ করিবে এবং ছাঁকিয়া ঘৃতপাত্রে রাখিবে। ঘৃতে কস্তুরী আদি সব পদার্থ মিশাইবে। যে চমসে এক ছটাকের বেশী এবং অর্দ্ধ ছটাকের কম ঘৃত ধরে না, এমন চারিটি কাষ্ঠের, রৌপ্যের,

স্বর্ণের বা লৌহের চমস্‌কে লম্বা লম্বা কাষ্ঠদণ্ডে খুব শক্ত করিয়া বাঁধিবে।

অগ্ন্যাধান

তারপর ঘৃতের প্রদীপ হইতে কর্পূরে অগ্নি সংযোগ করিয়া **শিরোদেশ** হইতে আরম্ভ করিয়া **পাদদেশ** পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে অগ্নি প্রবেশ করাইবে।

হবন

অগ্নি প্রবেশ করাইয়া নিম্নোক্ত পাঁচ আহুতি দিয়া অগ্নিকে প্রদীপ্ত হইতে দিবে—

[১]**ও৩মগ্নয়ে স্বাহা।।১।।**

ও৩ম্। সোমায় স্বাহা।।২।।

ও৩ম্। লোকায় স্বাহা।।৩।।

ও৩মনুতয়ে স্বাহা।।৪।।

ও৩ম্। স্বর্গায় লোকায় স্বাহা।।৫।।

আশ্ব০অ০৪। কং০ ৩। সূ০ ২৫–২৬।।

তারপর চারি ব্যক্তি পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে দাঁড়াইয়া বেদমন্□ আহুতি দিবে। যেখানে স্বাহা শব্দ আসিবে, সেইখানে আহুতি প্রদান করিবে। নিম্নলিখিত ঋগ্বেদের মন্□ চারিজনে (১৭) সতের সতেরটি করিয়া আজ্যাহুতি দিবে –

অথ বেদমন্□াঃ

[২] **সূর্য্যং চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মা দ্যাং গচ্ছ পৃথিবীং চ ধর্মণা। অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিতমোষধীষু প্রতি তিষ্ঠা শরীরৈঃ স্বাহা।।১।। অজো ভাগস্তপসা তং তপস্ব তং তে শোচিস্তপতু তং তে অর্চিঃ। য়াস্তে শিবাস্তন্বো জাতবেদস্তাভির্বহৈনং সুকৃতামু লোকং স্বাহা।।২।। অবসৃজ পুনরগ্নে পিতৃভ্যো য়স্ত আহুতশ্চরতি স্বধাভিঃ। আয়ুর্বসান উপ বেতু শেষঃ সংগচ্ছতাং তন্বা জাতবেদঃ স্বাহা।।৩।। অগ্নের্বর্ম পরিগোভির্ব্যয়স্ব সম্প্রোর্ণুষ্ব পীবসা মেদসা চ। নেত্ত্বা ধৃষ্ণুর্হরসা জর্হৃষাণো দধৃগ্বিধক্ষ্যন্ পর্য়ঙ্খয়াতে স্বাহা।।৪।। য়ং ত্বমগ্নে সমদহস্তমু নির্বাপয়া পুনঃ। কিয়াম্বু অত্র রোহতু পাকদূর্বা ব্যল□শা স্বাহা।।৫।।**

ঋ০মং০ ১০। সূ০ ১৬। মং০৩। ৪। ৫। ৭। ১৩।।

***পরেয়িবাংসং প্রবতো মহীরনু বহুভ্যঃ পন্থামনুপস্পশানম্।**

---

(১) অগ্নি, সোম, ভূলোক, অনুকূল মতি ও স্বর্গলোকের জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইল।।১–৫।। –অনুবাদক

(২) হে মৃত! তোমার চক্ষু সূর্য্যে এবং প্রাণ বায়ুতে মিলিত হউক। তোমার জীবাত্মা ধর্ম-কর্মানুসারে আকাশ, পৃথ্বী, জল অথবা বনস্পতিতে

নিবাসকারী প্রাণীদের মধ্যে যে যোনির যোগ্য তাহা প্রাপ্ত হও।।১।। তোমার যে জন্মহীন ভাগ অর্থাৎ জীবাত্মা, তাহাকে তুমি ধর্মাচরণাদি তপ দ্বারা তপ্ত করো এবং তোমার যে দ্বিতীয় স্থূল শরীরের ভাগ তাহাকে অগ্নির উত্তাপ ও জ্বালা তপ্ত অর্থাৎ ভস্ম করুক।।২।। হে অগ্নে। যাহার শরীর ঘৃতাদির আহুতির সহিত তোমার জ্বালাতে পতিত হইয়াছে, ইহাকে তুমি পুনরায় মাতাপিতার (সুখের) জন্য উৎপন্ন করো এবং সে আয়ুকে ধারণ করিয়া শরীরসহ পুনরায় আমাদের নিকট আসুক।।৩।। হে মৃত! তুমি তোমার শরীরকে ঘৃতাদির সাহায্যে অগ্নিদ্বারা ভাল ভাবে আবৃত করো এবং চর্বি ও মজ্জাসহ সম্পূর্ণ দগ্ধ হও। নতুবা লোভী, লালসা পরায়ণ, অপহরণকারী, মাংসভোজী গৃধ্র ও শৃগালাদি হীনজন্তু ইহার দুর্গতি ঘটাইবে।।৪।। হে অগ্নে। যে শরীরকে তুমি জ্বালাইয়াছ তাহা জ্বলিয়া গেলে তুমি শান্ত হও। এইস্থানে পুনরায় নানা শাখাপ্রসারী তৃণ ও হরিদ্বর্ণ ফিরিয়া আসুক।।৫।। *উচ্চ ধর্মাত্মা ব্যক্তিগণ যাঁহাকে প্রাপ্ত হন, বহু জীবকে যিনি পরলোকের মার্গ প্রদর্শন করেন,

বৈবস্বতং সঙ্গমনং জনানাং য়মং রাজানং হবিষা দুবস্য স্বাহা। ।৬। । য়মো নো গাতুং প্রথমো বিবেদ নৈষা গব্যূতিরপভর্ত্তবা উ। য়ত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুরেনা জজ্ঞানাঃ পথ্যাত অনু স্বাঃ স্বাহা। ।৭। । মাতলী কব্যৈর্য়মা অঙ্গিরোভির্বৃহস্পতির্ঋক্বভির্বাবৃধানঃ। য়াংশ্চ দেবা বাবৃধূর্য়ে চ দেবান্ৎ স্বাহান্যে স্বধয়ান্যে মদন্তি স্বাহা। ।৮। । ইমং য়ম প্রস্তরমা হি সীদাঙ্গিরোভিঃ পিতৃভিঃ সংবিদানঃ। আ ত্বা মন্□াঃ কবিশস্তা বহন্ত্বেনা রাজন্ হবিষা মাদয়স্ব স্বাহা। ।৯। । অঙ্গিরোভিরাগহি য়জ্ঞিয়েভির্য়ম বৈরূপরিহ মাদয়স্ব। বিবস্বন্তং হুবে য়ঃ পিতা তেऽস্মিন্ য়জ্ঞে বর্হিষ্যা নিষদ্য স্বাহা। ।১০। । প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্ব্যেভির্য়ত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ

মনুষ্যগণকে যিনি মুক্তি পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেন সেই মৃত্যুরাজ যমকে (পরমাত্মাকে) হবি দ্বারা সেবা করো। ।৬। । যমই (শুভাশুভ কর্মের ফলদাতা পরমাত্মা) সর্বপ্রথম আমার কর্মকে জানিতে পারেন। আমার পূর্ব্বজ পিতৃপিতামহাদি স্ব স্ব কর্মানুসারে যেখানে গিয়েছেন, সব প্রাণী উৎপন্ন হইয়া সেই পথেই যাইবে। এই কর্মফলের নিয়মকে কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না। ।৭। । সমৃদ্ধ ধনীব্যক্তি কবিদের স্তুতিতে, যম, প্রাণ, বিদ্যার জ্ঞাতা যোগীদের দ্বারা ও সংসারের স্বামী ঋক্‌সমূহ দ্বারা প্রসন্ন হন। যে দেবগণকে স্বাহা অর্থাৎ যজ্ঞাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করে, দেবগণ তাহাদিগকে অন্নাদিদ্বারা সন্তুষ্ট করেন। ।৮। । হে সংযমী জীব। তুমি প্রাণবিদ্যার জ্ঞাতা যোগীদের মুক্ত আত্মার সহিত এখানে (শ্মশানে) আসিয়া উপস্থিত হও। বিদ্বানেরা তোমাকে মন্□ দ্বারা স্তুতি করুক এবং তুমি অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি দ্বারা সব জগৎকে প্রসন্ন করো। ।৯। । হে সংযমী জীব। তুমি পূজনীয় ও বিভিন্ন যোগীর আত্মার সহিত এখানে আগমন কর। আমরা তোমার পিতাকে (কর্মফলদাতা পরমাত্মাকে) আহ্বান করিতেছি। তিনি এই যজ্ঞে উপস্থিত হউন। ।১০। । হে মৃত জীব। যে পথে আমাদের পূজ্য পিতৃপুরুষগণ (বিদ্বান পুরুষেরা) গিয়াছেন, তুমিও সেই পথে গমন করো

পরেয়ুঃ। উভা রাজানা স্বধয়া মদন্তা য়মং পশ্যাসি বরুণং চ দেবং স্বাহা। ।১১। । সং গচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সং য়মেনেষ্টাপূর্ত্তেন পরমে ব্যোমন্। হিত্বায়াবদ্যং পুনরস্তমেহি সং গচ্ছস্ব তন্বা সুবর্চাঃ স্বাহা। ।১২। । অপেতবীত বি চ সর্পতাতোऽস্মা এতং পিতরো লোকমক্রন্। অহোভিরদ্ভিরক্তুভির্ব্যক্তং য়মো দদাত্যবসানমস্মৈ স্বাহা। ।১৩। । য়মায় সোমং সুনুত য়মায় জুহুতা হবিঃ। য়ম হ য়জ্ঞো গচ্ছত্যগ্নিদুতো অরঙ্কৃতঃ স্বাহা। ।১৪। । য়মায় ঘৃতবদ্ধবির্জুহোত প্র চ তিষ্ঠত। স নো দেবেষ্বায়মদ্দীর্ঘমায়ুঃ প্রজীবসে স্বাহা। ।১৫। । য়মায় মধুমত্তমং রাজ্ঞে হব্যং জুহোতন।

এবং গমন করিয়া প্রসন্নভাবে মুক্ত জীবাত্মা ও ঈশ্বর উভয়কে দেখো। ।১১। । হে মৃত জীব। তুমি মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে পিতৃপুরুষ, বিদ্বান মুক্তাত্মা ও অভীষ্টসাধক পরমাত্মার সহিত মিলিত হও। মুক্তিকাল সমাপ্ত হইলে পাপ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় এই সংসারে আগমন করো এবং নূতন শরীরের সংযোগ লাভ করো। ।১২। । হে মনুষ্যগণ। তোমরা সকলে এখান হইতে অপসৃত হও, দূরে যাও ও চলিয়া যাও। পিতৃপুরুষগণ এই লোকের রচনা কেবল এই মৃতজীবের জন্য করিয়াছেন (অর্থাৎ মৃত বিদ্বানদের আত্মার সহিত এই জীব নূতন লোকে প্রবেশ করিয়াছে)। আত্মীয় স্বজনগণ ইহাতে কিছুই করিতে পারে না। যম (ফর্মফলদাতা পরমাত্মা) ইহার জন্য জলাদি দ্বারা পবিত্র এই দহনস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ।১৩। । যমের (কর্মফলদাতা পরমাত্মার) জন্য সোমলতাদি ওষধি উৎপন্ন করো। যমের জন্য আহুতি দাও। অলঙ্কৃত যজ্ঞ ও অগ্নিকে উপায়স্বরূপ করিয়া যমকেই প্রাপ্ত হয়। ।১৪। । যমের (কর্মফলদাতা পরমাত্মার) জন্য ঘৃতযুক্ত আহুতি দান করো। সেই আমাদের বিদ্বান পুরুষদিগকে জীবনধারণের জন্য দীর্ঘ আয়ু দান করেন। ।১৫। । প্রাণীমাত্রেরই রাজা যমের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ মধুর পদার্থ দ্বারা হোম করো। যে

ইদং নম ঋষিভ্যঃ পূর্বজেভ্যঃ পূর্বেভ্যঃ পথিকৃদ্ভ্যঃ স্বাহা।।১৬।।

ঋ০মং০১০। সূ০১৪। মন্ত্র ১-৫, ৭, ৯, ১৩, ১৫, ১৬।।

কৃষ্ণ শ্বেতোऽরুষো য়ামো অস্য ব্রধ্ন ঋজ্র উত শোণো য়শস্বান্। হিরণ্যরূপং জনিতা জজান স্বাহা।।১৭।।

ঋ০মং০১০। সূ০ ২০। মং০ ৯।।

এইভাবে নিম্নলিখিত ৬৩ (তেষট্টি) মন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ আজ্যাহুতি দান করিবে–

(১)প্রাণেভ্যঃ সাধিপতিকেভ্যঃ স্বাহা।।১।।(২) পৃথিব্যৈ স্বাহা।।২।। অগ্নয়ে স্বাহা।।৩।। অন্তরিক্ষায় স্বাহা।।৪।। বায়বে স্বাহা।।৫।। দিবে স্বাহা।।৬।। সূর্য্যায় স্বাহা।।৭।। দিগ্ভ্যঃ স্বাহা।।৮।। চন্দ্রায় স্বাহা।।৯।। নক্ষত্রেভ্যঃ স্বাহা।।১০।। অদ্ভ্যঃ স্বাহা।।১১।। বরুণায় স্বাহা।।১২।। নাভ্যৈ স্বাহা।।১৩।। পূতায় স্বাহা।।১৪।। বাচে স্বাহা।।১৫।। প্রাণায় স্বাহা।।১৬।। প্রাণায় স্বাহা।।১৭।। চক্ষুষে স্বাহা।।১৮।। চক্ষুষে স্বাহা।।১৯।। শ্রোত্রায় স্বাহা।।২০।। শ্রোত্রায়

প্রাচীন বিদ্বান পুরুষেরা ঈশ্বরের পূজার এই পন্থা সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাদিগকে নমস্কার করি।।১৬।। প্রাণীদের জীবনযাত্রার জন্য ঈশ্বরের নির্মিত এই জগৎ অত্যন্ত বিস্তৃত, সরল, প্রকাশমান ও সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণময়। স্রষ্টা ইহাকে খুবই আকর্ষণশীল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।।১৭।। –অনুবাদক

(১) জীবাত্মার সহিত প্রাণগণের জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইল।।১।।

(২) পৃথিবী, অগ্নি, অন্তরিক্ষ, বায়ু, আকাশ, সূর্য্য, দিক্সমূহ, চন্দ্র, নক্ষত্র, জল, বরুণ, নাভি, পবিত্র, পদার্থ, বাণী, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, লোম, ত্বক্, রুধির, মেদ, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, শুক্র ও পায়ুর জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইল (অর্থাৎ শরীরের এই সব অংশের সদ্গতি হউক ও বিভিন্ন শক্তি ইহাদের সদ্গতিতে সহায় হউক)।।২–৩৯।।

স্বাহা।।২১।। লোমভ্যঃ স্বাহা।।২২।। লোমভ্যঃ স্বাহা।।২৩।। ত্বচে স্বাহা।।২৪।। ত্বচে স্বাহা।।২৫।। লোহিতায় স্বাহা।।২৬।। লোহিতায় স্বাহা।।২৭।। মেদোভ্যঃ স্বাহা।।২৮।। মেদোভ্যঃ স্বাহা।।২৯।। মাꣳসেভ্যঃ স্বাহা।।৩০।। মাꣳসেভ্যঃ স্বাহা।।৩১।। স্নাবভ্যঃ স্বাহা।।৩২।। স্নাবভ্যঃ স্বাহা।।৩৩।। অস্থভ্যঃ স্বাহা।।৩৪।। অস্থভ্যঃ স্বাহা।।৩৫।। মজ্জভ্যঃ স্বাহা।।৩৬।। মজ্জভ্যঃ স্বাহা।।৩৭।। রেতসে স্বাহা।।৩৮।। পায়বে স্বাহা।।৩৯।। * আয়াসায় স্বাহা।।৪০।। প্রায়াসায় স্বাহা।।৪১।। সংয়াসায় স্বাহা।।৪২।। বিয়াসায় স্বাহা।।৪৩।। উদ্যাসায় স্বাহা।।৪৪।। শুচে স্বাহা।।৪৫।। শোচতে স্বাহা।।৪৬।। শোচমানায় স্বাহা।।৪৭।। শোকায় স্বাহা।।৪৮।। তপসে স্বাহা।।৪৯।। তপ্যতে স্বাহা।।৫০।। তপ্যমানায় স্বাহা।।৫১।। তপ্তায় স্বাহা।।৫২।। ঘর্মায় স্বাহা।।৫৩।। নিষ্কৃত্যৈ স্বাহা।।৫৪।। প্রায়শ্চিত্যৈ স্বাহা।।৫৫।। ভেষজায় স্বাহা।।৫৬।। য়মায় স্বাহা।।৫৭।। অন্তকায় স্বাহা।।৫৮।। মৃত্যবে স্বাহা।।৫৯।। ব্রহ্মণে স্বাহা।।৬০।। ব্রহ্মহত্যায়ৈ স্বাহা।।৬১।। বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা।।৬২।। দ্যাবাপৃথিবীভ্যাꣳ স্বাহা।।৬৩।।

যজু০অ০৩৯। মং০ ১–৩, ১০–১৩।।

তৎপরে নিম্নলিখিত ১০ (দশ) মন্ত্রে ১০ (দশ) আহুতি দিবে–

---

* আয়াস, প্রায়াস, সংয়াস, বিয়াস, উদ্যাস (বিভিন্ন দিকের পঞ্চবিধ চেষ্টা), শুচি শোচমান, শোক, তপ, তাপস, তপ্যমান, তপ্ত, রৌদ্র, মেঘ, প্রায়শ্চিত্ত, ঔষধ, যম, অন্তক, মৃত্যু ব্রহ্ম, ব্রহ্মহত্যা, সব বিদ্বান, দ্যুলোক ও ভুলোকের জন্য এই সব আহুতি প্রদত্ত হইল।। ৪০-৬৩।। –অনুবাদক

*** সূর্য্যং চক্ষুষা গচ্ছ বাতমাত্মনা দিবং চ গচ্ছ পৃথিবীং চ ধর্মভিঃ। অপো বা গচ্ছ য়দি তত্র তে হিতমোষধীষু প্রতি তিষ্ঠা শরীরৈঃ স্বাহা।।১।। সোম একেভ্যঃ পবতে ঘৃতমেক উপাসতে। য়েভ্যো মধু প্রধাবতি তাংশ্চিদেবাপি গচ্ছতাং স্বাহা।। য়ে চিৎ পূর্ব ঋতসাতা ঋতজাতা ঋতাবৃধঃ ঋষীস্ তপস্বতো য়ম তপোজাঁ অপি গচ্ছতাৎ স্বাহা।।৩।। তপসা য়ে অনাধৃষ্যাস্তপসা যে স্বর্য়য়ুঃ। তপো য়ে চক্রিরে মহস্তাংশ্চিদেবাপি গচ্ছতাৎ স্বাহা।।৪।। য়ে য়ুদ্ধ্যন্তে প্রধনেষু শূরাসো য়ে তনূত্যজঃ। য়ে বা সহস্রদক্ষিণাস্তাং শ্চিদেবাপি গচ্ছতাৎ স্বাহা।।৫।। স্যোনাস্মৈ ভব পৃথিব্যনৃক্ষরা নিবেশনী।**

---

* হে মৃত। তোমার চক্ষু সূর্য্যে ও প্রাণ বায়ুতে মিলিত হউক তোমার জীবাত্মা স্বীয় ধর্মকর্মানুসারে আকাশ, পৃথ্বী, জল অথবা বনস্পতিতে নিবাসকারী প্রাণীদের মধ্যে যথাযোগ্য যোনিতে প্রাপ্ত হউক।।১।। কোন কোন পিতৃপুরুষ সোমরস ভালবাসেন, কেহ কেহ এমন আছেন যাঁহারা ঘৃতেরই প্রিয়। এই উভয়ের ছাড়া অনেকে মিষ্ট দ্রব্যের প্রিয়–এইরূপ সকলে এই আহুতির সুফল প্রাপ্ত হউন।।২।। যে মুক্ত ঋষি আদি সত্যের অনুসন্ধান করেন, সত্যের আচরণ করেন এবং সত্যকে অবলম্বন করিয়াই উচ্চ হইয়াছেন–এইরূপ তপস্বী ঋষিগণ এই আহুতির সুফল প্রাপ্ত হউন।।৩।। যাঁহারা স্বীয় তপোবলে অদম্য, যাঁহারা তপ দ্বারাই (মুক্তি) সুখ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যাঁহারা কঠোর তপস্যা করিয়াছেন–তাঁহারা সকলে এই আহুতির সুফল প্রাপ্ত হউন।।৪।। যে বীর ক্ষত্রিয় (দেশ ও রাষ্ট্রের জন্য) যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করেন, প্রাণত্যাগ করেন অথবা যে বৈশ্য (রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কার্য্যের জন্য) দান করেন–তাঁহারা সকলেই এই আহুতির সুফল প্রাপ্ত হউন।।৫।। হে পৃথিবী। এই মৃত জীবের জন্য তুমি সুখদায়িনী, কন্□কাদিরহিত ও আশ্রয়দাত্রী হও। ইহাকে তুমি আনন্দ দান

য়চ্ছাস্মৈ শর্ম সপ্রথাঃ স্বাহা।।৬।। অপেমং জীবা অরুধন্ গৃহেভ্যস্তন্নির্বহত পরি গ্রামাদিতঃ। মৃত্যুর্য়মস্যাসীদ্দূতঃ প্রচেতা অসূন্ পিতৃভ্যো গময়াঞ্চকার স্বাহা।।৭।। য়মঃ পরোঽবরো বিবস্বাংস্ ততঃ পরং নাতি পশ্যামি কিঞ্চন্। য়মে অ□বরো অধি মে নিবিষ্টো ভুবো বিবস্বানন্বাততান স্বাহা।।৮।। অপাগূহন্নমৃতাং মর্ত্যেভ্যঃ কৃত্বা সবর্ণামদধুর্বিবস্বতে। উতাশ্বিনাব ভরদ্ য়ত্তদাসীদ্ জহাদু দ্বা মিথুনা সরণ্যূঃ স্বাহা।।৯।। ইমৌ য়ুনজ্মি তে বহ্নী অসুনীতায় বোঢ়বে। তাভ্যাং য়মস্য সাদনং সমিতীশ্চাব গচ্ছতাৎ স্বাহা।।১০।।

অথর্ব০কাং০১৮।সূ০২।মং০৭,১৪–১৭,১৯,২৭,৩২,৩৩,৫৬।।

তারপর নিম্নোক্ত ২৬ (ছা□বিশ) মন্□ (ছা□বিশ) আহুতি দিবে–

করো।।৬।। এই জীবকে এ পর্য্যন্ত (কর্মফল) অবরুদ্ধ রাখিয়াছিল, পরন্তু এখন ইহা মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে। এজন্য ইহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া গ্রামের বাহিরে লইয়া যাও। মৃত্যু যমের জ্ঞানী দূত, সে ইহার প্রাণসমূহকে পিতৃলোকে পৌঁছাইয়া দিয়াছে।।৭।। যমই সর্বাপেক্ষা অধিক অন্ধকারনাশক। এজন্য আমার যজ্ঞাদি কর্ম সেই যমে কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে। ঈশ্বরই সব জগতের ঝঞ্ঝাটকে বিস্তৃত করিয়াছেন।।৮।। মনুষ্যের রোগাদি দূর করার জন্য ও অন্ধকার নাশের জন্য অমৃতরূপী ও নানাবর্ণের চাকচিক্যময় সূর্য্যকিরণের তত্ত্বকে বিদ্বানেরা জানিয়া তাহা নিজেদের হৃদয়ে সুরক্ষিত রাখিয়াছেন। সেই সূর্য্যকিরণসমূহ প্রাণ ও আপনাকে রক্ষা করে এবং দিন ও রাত্রির মিথুন সৃষ্টি করে।।৯।। হে জীব। প্রাণ যাহা হইতে বহির্গত হইয়াছে তোমার সেই শরীরকে বহন করার জন্য আমি দ্বিবিধ (স্থুল ও সূক্ষ্ম) অগ্নিকে নিযুক্ত করিতেছি। ইহাদের দ্বারা তুমি ঈশ্বর ও মুক্ত জীবদের সঙ্গ লাভ করো।।১০।।

—অনুবাদক

(১)অগ্নয়ে রয়িমতে স্বাহা।।১।। পুরুষস্য সয়াবর্য়পেদঘানি মৃজ্মহে। য়থা নো অত্র নো অত্র নাপরঃ পুরা জরস আয়তি স্বাহা।।২।। তৈ০আ০প্র০ ৬। অ০১০।।

(২)য় এতস্য পথো গোপ্তারস্তেভ্যঃ স্বাহা।।৩।। য়ে এতস্য পথো রক্ষিতারস্তেভ্যঃ স্বাহা।।৪।। য় এতস্য পথোऽভিরক্ষিতারস্তেভ্যঃ স্বাহা।।৫।। খ্যাত্রে স্বাহা।।৬।। অপাখ্যাত্রে স্বাহা।।৭।। অভিলালপতে স্বাহা।।৮।। অপলালপতে স্বাহা।।৯।। অগ্নয়ে কর্মকৃতে স্বাহা।।১০।। য়মত্র নাধীমস্তস্মৈ স্বাহা।।১১।। তৈ০আ০প্র০ ৬। অ০২।।**
অগ্নেয়ে বৈশ্বানরায় সুবর্গায় লোকায় স্বাহা।।১২।।

তৈ০আ০প্র০ ৬। অ০ ৩।।

(৩)আয়াতু দেবঃ সুমনাভিরূতিভির্য়মো হ বেহ প্রয়তাভিরক্তা। আসীদতাঙ্‌ং সুপ্রয়তে হ বর্হিষ্যূর্জায় জাত্যৈ মম

(১) ধনধান্যদাতা অগ্নির জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইল।।১।। জীবাত্মার পাপকে শুভ সংস্□ারের শক্তি দ্বারা দূর করিয়া আমরা শুদ্ধ হই। বার্দ্ধক্যের পূর্ব আমাদের নিকট যেন কোন পাপ না আসে।।২।। (২) যিনি এই কর্মফল বা জীবন-মরণ পথের রক্ষক, তাঁহার জন্য এই আহুতি।।৩।। যিনি এই পথের রক্ষক ও অভিরক্ষক–তাঁহার জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইল।।৪–৫।। যাহারা আমাদের যশ অপযশ প্রচার করে এবং প্রশংসা ও নিন্দা করে, তাহাদের জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইল।।৬–৯।। পাক ও যজ্ঞাদি কর্মসিদ্ধির অবলম্বন অগ্নির জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইল।।১০।। যাহার নাম এখানে উচ্চারিত হইল না তাহার জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইল।।১১।। সর্বহিতকর অগ্নি, উত্তম শ্রেণীর পুরুষ ও তাহাদের নিবাসস্থানের জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইল।।১২।। (৩) বৈদিক স্তুতিতে যিনি প্রসন্ন হন, সেই দিব্য

শত্রুহত্যৈ স্বাহা।।১৩।। য়োऽস্য কৌষ্ঠ্য জগতঃ পার্থিবস্যৈক ইদ্বশী। য়মং ভঙ্গশ্রবো গায় য়ো রাজাऽনপরোধ্যঃ স্বাহা।।১৪।। য়মং গায় ভঙ্গ্যশ্রবো য়ো রাজাऽনপরোধ্যঃ। য়েনাऽऽপো নদ্যো ধন্বানি য়েন দ্যৌঃ পৃথিবী দৃঢ়া স্বাহা।।২৫।। হিরণ্যকক্ষ্যান্ৎসুধুরান্ হিরণ্যাক্ষানয়ঃ শফান্। অশ্বাননঃশতো দানং য়মো রাজাভিতিষ্ঠতি স্বাহা।।১৬।। য়মো দাথার পৃথিবীং য়মো বিশ্বমিদং জগৎ। য়মায় সর্বমিত্তস্থে য়ৎ প্রাণদ্বায়ুরক্ষিতং স্বাহা।।১৭।। য়থা পঞ্চ য়থা ষড্ য়থা পঞ্চদশর্ষয়ঃ। য়মং য়ো বিদ্যাৎ স ব্রূয়াদ্যথৈক ঋষির্বিজানতে স্বাহা।।১৮।। ত্রিকদ্রুকেভিঃ পততি ষড়ুর্বীরেকমিদ্ বৃহৎ। গায়ত্রীত্রিষ্টুপ্ ছন্দাঙ্‌ংসি সর্বা তা য়ম আহিতা স্বাহা।।১৯।।

গুণময় যম বিভিন্নভাবে আমার রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া এখানে আসুন। এখানে আসিয়া তিনি এই সযত্ন নির্মিত যজ্ঞাসনে উপস্থিত হউন। আমাকে বল ও উত্তম জন্ম দান করুন ও শত্রুনাশ করুন।।১৩।। যিনি এই সব পার্থিব জগতের একমাত্র শাসক, অদ্বিতীয় ও অজেয় রাজা, সেই যমের উত্তম গীতিপূর্ণ স্তুতি দ্বারা উপাসনা করো।।১৪।। সংসারের যে অদ্বিতীয় অজেয় রাজার জন্যই জল, নদীসমূহ, জলহীন স্থান, দ্যুলোক ও পৃথ্বীলোক স্ব স্ব নিয়মে চলিতেছে, সেই যমের উত্তম গীতি দ্বারা স্তুতি করো।।১৫।। যাহার উত্তম পৃষ্ঠদেশ, ভারবহনের সামর্থ্য, উজ্জ্বল চক্ষু, দৃঢ় ক্ষুর, শতক্রোশ চলার শক্তি, সেই অশ্বাদি পশুর রাজাও যম।।১৬।। যমই পৃথিবীর রক্ষক, যমই সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়াছে। মাংস লইয়া বায়ুতে যে সব জীব জীবন ধারণ করে, তাহারাও যমকে আশ্রয় করিয়াই জীবিত আছে।।১৭।। যে বিদ্বান যমকে (ব্রহ্মকে) ভালভাবে জানে, সে একা পাঁচ, ছয় বা পনেরো মনুষ্যকে উপদেশ দিতে পারে।।১৮।। ত্রিকদ্রুনামক যজ্ঞবিশেষ দ্বারা মনুষ্য পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, ওষধি, জল, বল ও সত্যবাণী—এই ছয়টি ভৌতিক শক্তিকে লাভ করে। সকলের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম এক। গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ ছন্দাদি সবই সেই এক নিয়ন্তা ঈশ্বরের গুণই গান করিয়া

অহরহর্নয়মানো গামশ্বং পুরুষং জগৎ। বৈবস্বতো ন তৃপ্যতি পঞ্চভির্মানবৈর্য়মঃ স্বাহা।।২০।। বৈবস্বতে বিবিচ্যন্তে য়মে রাজনি তে জনাঃ। য়ে চেহ সত্যেনেচ্ছন্তে য় উ চানৃতবাদিনঃ স্বাহা।।২১।। তে রাজন্নিহ বিবিচ্যন্তেঽথা য়ন্তি ত্বামুপ। দেবাংশ্চ য়ে নমস্যন্তি ব্রাহ্মাণাংশ্চাপচিত্যতি স্বাহা।।২২।। য়স্মিন্ বৃক্ষে সুপলাশে দেবৈঃ সংপিবতে য়মঃ। অত্রা নো বিশ্পতিঃ পিতা পুরাণা অনুবেনতি স্বাহা।।২৩।। উত্তে তভ্নোমি পৃথিবীং ত্বৎ পরীমং লোকং নিদধন্মো অহঙ্ং রিষয়। এতাঙ্ংস্থূণাং পিতরো ধারয়ন্তু তেঽত্রা য়মঃ সাদনাত্তে মিনোতু স্বাহা।।২৪।। তৈ০আ০প্র০৬। অ০৭।।

***য়থাঽহান্যনুপূর্বং ভবন্তি য়থর্ত্তব ঋতুভির্য়ন্তি ক্লৃপ্তাঃ। য়থা নঃ**

থাকে।।১৯।। তমোনাশক, সৃষ্টির নিয়ামক ঈশ্বর গো, অশ্ব, মনুষ্যাদিরূপে অবস্থিত প্রাণী জগৎকে নিত্য নিত্য পঞ্চমহাভূতের রূপে পরিণত করিয়া তৃপ্ত হন না।।২০।। যে সব মনুষ্য ইহ জন্মে সত্য ও মিথ্যার জীবন যাপন করে, যমের বিচারালয়ে সে সকলকে পৃথক্ পৃথক্ ভাগ করা হয়।।২১।। যমের বিচারালয়ে তাহাদের পৃথক করা হয়। যাহারা ব্রহ্মবিৎ বিদ্বান্দের আদর করে ও তাহাদের উপদেশানুসারে আচরণ করে, তাহারা ঈশ্বরকে লাভ করে।।২২।। সুন্দর পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষের সমান সুন্দর মনোহর সংসারে ঈশ্বর যমরূপে সংহার করেন। সেই সৃষ্টিতে সেই প্রজাপালক ও পিতা অনাদি কাল হইতে জীব সৃষ্টি করিয়া আসিতেছেন।।২৩।। জীব প্রার্থনা করিতেছে–''হে পরমাত্মন্।'' রক্ষার জন্য এই পৃথিবী ও সব ভূমণ্ডলকে তোমাতেই সমর্পণ করিতেছি। তুমি আমাকে নাশ করিও না। সংসারের ব্যবহাররূপ এই স্তম্ভকে অভিজ্ঞ বিদ্বানেরাই ধারণ করুন এবং ঈশ্বরের এই সৃষ্টিতে সব ব্যবহারকে নিয়ন্□ণ করুন।।২৪।। * যেমন দিন ও রাত্রি একে অন্তরের পশ্চাতে আসিয়া থাকে, তেমন ঋতুগণ উত্তরোত্তর পূর্ব পূর্ব ঋতুর জন্যই আবির্ভূত হয় এবং তেমন আমাদের মধ্যে পিতা হইতে পুত্র ও পুত্রাদি হইতে পৌত্রাদি উৎপন্ন হয়। এইভাবে হে সংসারের রক্ষক। প্রাণীদের আয়ুকে তুমি বর্দ্ধিত

পূর্বমপরো জহাত্যেবা ধাতরায়ূংঙ্ষি কল্পয়েষাঙ্ং স্বাহা।।২৫।। নহি তে অগ্নে তনুবৈ ক্রূরং চকার মর্ত্যঃ। কপির্বভস্তি তেজনং পুনর্জরায়ুর্গৌরিব। অপ নঃ শোশুচদঘমগ্নে শুশুগ্ধ্যা রয়িম্। অপ নঃ শোশুচদঘং মৃত্যবে স্বাহা।।২৬।। তৈত্তি০ প্রপা০৬। অনু০ ১০।।

এই ২৬ (ছা□বিশটী) আহুতি দেওয়ার পর **''ও৩মগ্নয়ে স্বাহা''** মন্□ হইতে আরম্ভ করিয়া **''মৃত্যবে স্বাহা''** পর্য্যন্ত এই সব মিলিয়া ১২১ (একশত একুশ) আহুতি হইল। ৪ (চারি) জনে মিলিয়া আহুতি দিলে ৪৮৪ (চারিশত চৌরাশী) এবং দুইজনে আহুতি দিলে ২৪২ (দুইশত বিয়াল্লিশ) আহুতি হইবে। যদি ঘৃত বেশী থাকে, তবে পুনরায় এইরূপে একশত একুশ মন্□ আহুতি দিতে থাকিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত শরীর ভস্মীভূত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত আহুতি দিবে। যখন শরীর ভস্মীভূত হইয়া যাইবে, তখন সকলে বস্□ প্রক্ষালন ও স্নান করিবে।

শবদাহান্তে

যে গৃহে মৃত্যু হইয়াছে, সেই গৃহ মার্জন, লেপন ও প্রক্ষালন করিয়া শুদ্ধ করিবে। তারপর ৮ পৃষ্ঠা ১৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধিতে **স্বস্তিবাচন ও শান্তিপ্রকরণ** পাঠ এবং ৪ পৃষ্ঠা হইতে ৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত বিধিতে **ঈশ্বরোপাসনা** করিয়া এই **স্বস্তিবাচন** ও **শান্তিপ্রকরণের মন্□**

করো।।২৫।। হে অগ্নে! তোমার সৃষ্টিতে কোনও মনুষ্য স্বীয় শারীরিক সুখের জন্য ক্রূর কর্ম (প্রাণীঘাতক ব্যাপার) না করুক। কপির ন্যায় চঞ্চল এই জীব নিজের উৎসাহকে এমনভাবে প্রকাশিত করুক, ধেনু যেমন নিজের জরায়ুকে রক্ষার জন্য করে। হে অগ্নে। তুমি আমার পাপ দূর করো। (ধর্ম-পথে) শুদ্ধ ধন যেন লাভ করিতে পারি। হে অগ্নে। আমাদের পাপকে তুমি ধৌত করো, যাহাতে আমাদের মৃত্যু সুখের সঙ্গে হয়।।২৬।। –অনুবাদক

(যেখানে অঙ্ক শেষ হয় অর্থাৎ মানে পূর্ণ হয়, সেখানে ''**স্বাহা**'' শব্দ উচ্চারণ করিয়া) সুগন্ধাদি মিশ্রিত ঘৃতের আহুতি দিবে। ইহাতে গৃহ হইতে মৃতকের অশুদ্ধ বায়ু বহির্গত হইবে, শুদ্ধ বায়ু গৃহে প্রবেশ এবং সকলের চিত্ত প্রসন্ন হইবে।

যদি সেদিন রাত্রি অধিক হয়, তবে অল্প পরিমাণে আহুতি দিয়া **দ্বিতীয় দিন প্রাতঃকালে** সেইভাবে **স্বস্তিবাচন** ও **শান্তিপ্রকরণের মন্ত্রে** আহুতি দিবে।

তারপর মৃত্যুর **তৃতীয় দিনে** মৃতকের কোন আত্মীয় শ্মশানে গিয়া চিতা হইতে অস্থি উঠাইয়া সেই শ্মশানভূমিতে কোথাও সেগুলি পৃথকভাবে রাখিয়া দিবে। ব্যস ! ইহার পরে মৃতকের জন্য কোনও কর্ম করা কর্ত্তব্য নহে। কেননা পূর্বেই ''**ভস্মান্তꣳ শরীরম্**'' এই যজুর্বেদ মন্ত্রের প্রমাণে স্পষ্ট হইয়াছে যে **দাহকর্ম*** ও **অস্থিসঞ্চয়ন**

---

* মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া গিয়া দাহ করিলে কেহ অশুদ্ধ হয় না অথবা কাহারও অশৌচ হয় না। ইহা ঋষিসম্মত বৈদিক সিদ্ধান্ত। ন্যায়দর্শন প্রণেতা মহর্ষি গৌতম লিখিয়াছেন–''**শরীরদাহে পাতকাভাবাৎ**'' (৩।১।৪) অর্থাৎ মৃতদেহ দাহ করিলে পাতকাদি দোষ লাগে না। বরং ইহা পুণ্য কর্ম, বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৫।১১।১) লিখিত আছে —

এতদ্বৈ পরমং তপো য়ং প্রেতমরণ্যং হরন্তি।

এতদ্বৈ পরমং তপো য়ং প্রেতমগ্নাবভ্যাদধতি।।

অর্থাৎ মৃতদেহ কাঁধে লইয়া যাওয়া এবং দাহ করা পরম তপস্যা। এজন্য ইহার নাম সৎকার।

–সম্পাদক

ব্যতীত মৃতকের জন্য অন্য কোনও কর্ম করা কর্ত্তব্য নহে। হ্যাঁ, যদি সে সঙ্গতিসম্পন্ন হইয়া থাকে, তবে জীবিত কালে বা মৃত্যুর পরে তাহার আত্মীয়গণ **বেদবিদ্যা, বেদোক্ত ধর্মের প্রচার, অনাথপালন ও বেদোক্ত ধর্মোপদেশকবৃত্তির** জন্য যতই ধন প্রদান করিবেন ততই খুব ভাল কথা।

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য়্যাণাং শ্রীয়ুতবিরজানন্দসরস্বতী স্বামিনাং মহাবিদুষাং শিষ্যস্য বেদবিহিতাচারধর্মনিরূপকস্য শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতীস্বামিনঃ কৃতৌ সংস্কারবিধিগ্রন্থঃ পূর্ত্তিমগাৎ।

—০—